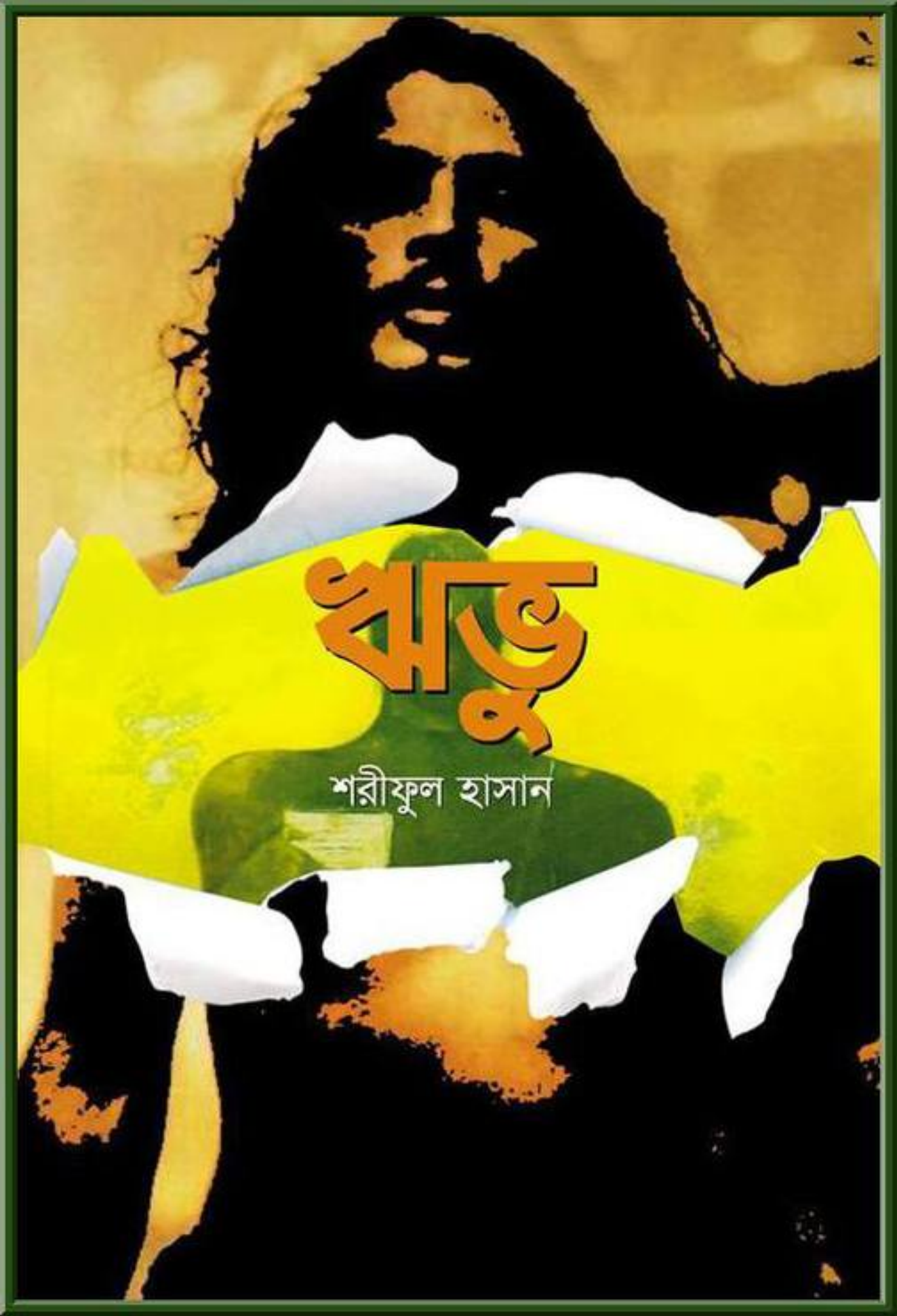
ঋতু
শরীফুল হাসান

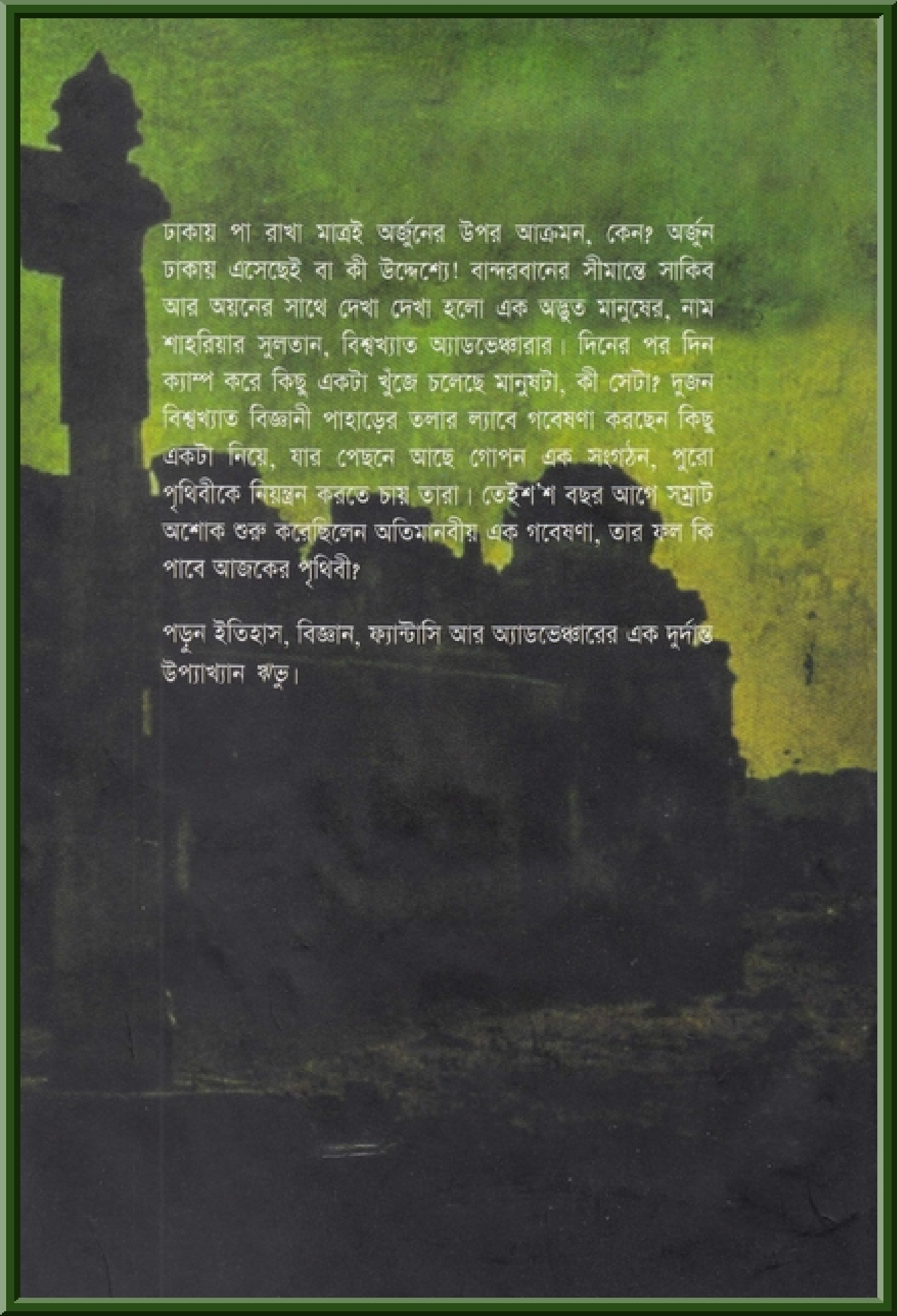

ঢাকায় পা রাখা মাত্রই অর্জুনের উপর আক্রমন, কেন? অর্জুন ঢাকায় এসেছেই বা কী উদ্দেশ্যে! বান্দরবানের সীমান্তে সাকিব আর অয়নের সাথে দেখা দেখা হলো এক অদ্ভুত মানুষের, নাম শাহরিয়ার সুলতান, বিশ্বখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার। দিনের পর দিন ক্যাম্প করে কিছু একটা খুঁজে চলেছে মানুষটা, কী সেটা? দুজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী পাহাড়ের তলার ল্যাবে গবেষণা করছেন কিছু একটা নিয়ে, যার পেছনে আছে গোপন এক সংগঠন, পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রন করতে চায় তারা। তেইশ'শ বছর আগে সম্রাট অশোক শুরু করেছিলেন অতিমানবীয় এক গবেষণা, তার ফল কি পাবে আজকের পৃথিবী?

পড়ুন ইতিহাস, বিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি আর অ্যাডভেঞ্চারের এক দুর্দান্ত উপ্যাখ্যান ঋভু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

ঋভু

শরীফুল হাসান

Hribhu

copyright©2015 by Nipa Hasan
স্বত্ব © নিপা হাসান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : লেখক

মূল্য : দুইশত বিশ টাকা মাত্র

দুই বছর তিন মাস আগে

সন্ধ্যার পরপর ঘুমাতে যাওয়ার অভ্যাস গ্রামের সকলের, কিন্তু নুমং প্রু মারমা ভিন্ন ধাঁচের মানুষ, রাত-বিরেতে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে তার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে সঙ্গীসাথী পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে একাই বেরিয়ে পড়ে। আজ সঙ্গী পাওয়া যায় নি, অমাবশ্যার রাত, ছেলে-পুলেরা বুড়োদের কথামতো এইসব রাতে ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস পায় না। নু মং-এর এসবে ভয় নেই, সে বরং আরো ভয় পেতে চায়, দেখতে চায় ভয় পাওয়ার মতো সত্যি সত্যি কিছু আছে কি না, বুড়ো বয়সে নাতিদের সাথে গল্প বলতে বসলে ওদের বলার মতো অনেক গল্প থাকবে তার ঝুলিতে, অবশ্য নাতিনাতনি দেখার বয়স এখনো হয় নি তার, বিয়ে ঠিক হয়ে আছে কিছুদিন হলো, উত্তরপাড়ার মেয়ে শিং নু প্রু'র সাথে, দস্যি মেয়ে, হবু স্বামীর নিত্যনতুন অ্যাডভেঞ্চারের গল্প না শুনলে নাকি ওর রাতে ঘুমই আসে না। রাত-বিরেতে বের হওয়ার এটাও একটা কারন।

একা একা বের হলে অস্ত্র হিসেবে সাথে থাকে একটা ছুরি, যা এখন পর্যন্ত ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি। পরনে হাতে বোনা কাপড়, শুধু নিম্নাঙ্গ ঢাকে তা দিয়ে, উর্ধাংগ উন্মুক্ত। এই এলাকায় তার যাতায়াত নেই বললেই চলে, বলা যায় নিজের গ্রাম থেকে অনেক উত্তরে চলে এসেছে সে। গ্রামের বুড়োদের কথামতো এসব এলাকায় যাওয়া নিষেধ। কেন, কী এসব প্রশ্ন করে লাভ হয় নি। বুড়োরা কোনকিছুতে একবার বারন করলে রাজি করানো কঠিন, কাজেই এই এলাকায় এর আগে কখনো আসা হয় নি। আজকেও আসার কোন প্ল্যান ছিল না। সন্ধ্যার পর পর নিজের এলাকার দিকেই ফিরছিল নু মং, অন্যান্য দিনের মতো, নৈরাশ মনে, গল্প বলার মতো কোন ঘটনা ঘটে নি, বরং সূচনা হচ্ছিল আরেকটা ঘটনাহীন রাতের।

তখন রক্ত হিম করা আওয়াজটা কানে আসে। এরকম অমানুষিক চিৎকার এর আগে কোনদিন শোনে নি সে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নু মং-এর এবং সেটাই এখানে আসার কারন, শব্দের উৎসের খোঁজে। ভয়ংকর আওয়াজটা আশপাশ থেকে এসেছে। কোন বন্যজন্তু এভাবে চিৎকার করতে পারে জানা ছিল না।

ছুরিটা চলে এসেছে হাতে। গ্রামের লোকজন এই পাহাড়টাকে বলে অভিশাপের পাহাড়, এখানে নাকি অভিশপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়, অবশ্য এই শব্দটা ছাড়া তেমন কোন আলামত তার চোখে পড়ে নি এখনো। কান পেতে রইল আবারো শব্দটা শোনার অপেক্ষায়। দীর্ঘ বিরতির পর যখন ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে শব্দটা এলো তখন। গা হিম করা একটানা চিৎকার, যেন কারো গায়ের চামড়া টেনে তুলে ফেলছে কেউ।

BanglaBook.org

ভূতে একদম বিশ্বাস করে না নু মং, তার পঁচিশ বছরের জীবনে ভুত কখনো সামনে আসার সাহস করে নি। আজ হয়তো ওদের সাহস হয়েছে, আজ হয়তো দেখা দেবে। যাই হোক না কেন, মনোবল হারাবে না নু মং। গ্রামবাসীদের কাছে বলার মতো একটা গল্প পাওয়া যাবে, শিং নু প্রু নিশ্চয়ই আরো খুশি হবে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটু নামতেই জায়গাটা সমতল। আওয়াজটা মনে হচ্ছে মাটির নীচ থেকে আসছে। মাটিতে কান দিয়ে শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করল নু মং। এখনো কোন শব্দ নেই, হাল্কা গোঙানির শব্দ ছাড়া। মাটির নীচ থেকে আরো কিছু শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন দৌড়াচ্ছে, একটু থেমে আবার দৌড়াচ্ছে।

গোঙানির শব্দটা থেমে গেল ধীরে ধীরে, এমনকি কয়েকজন মানুষের দৌড়ানোর শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না আর। সোজা হয়ে দাড়াল নু মং, আজ আর বেশি ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই, এমনিতেই অমাবশ্যার রাত, সঙ্গীসাথীও কেউ নেই। জায়গাটা চিনে রেখেছে, এরপর কাউকে না কাউকে সাথে নিয়ে আসতে হবে। এই অদ্ভুত চিৎকার আর গোঙানির সত্যিকার উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

এবার স্বাভাবিক মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল নু মং, কেউ যেন কাউকে কিছু করার নির্দেশ দিচ্ছে। অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে, তারপরও কাউকে চোখে পড়ছে না। এবার চোখে পড়ল। হাতে বন্দুক হাতে বেশ স্বাস্থ্যবান একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, চমৎকার পোশাক পড়া, শহরে এ ধরনের কাপড়-চোপড় দেখেছে নু মং, কিন্তু পড়ার সৌভাগ্য হয় নি, নিজ গ্রাম ছেড়ে মাত্র একবারই শহরে গিয়েছিল সে। স্বাস্থ্যবান লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরো কয়েকজন, অন্ধকারে ওদের চেহারা পরিষ্কার দেখা যচ্ছে না। কোত্থেকে লোকগুলোর উদয় হলো বুঝতে পারছে না, শুধু এটুকু মনে হচ্ছে এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

আশপাশে দিয়ে বেশ কয়েকটা বুলেট চলে গেল, সুদর্শন লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠেছে, "আই নিড হিম অ্যালাইভ!"

কথাগুলো বুঝতে না পারলেও কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারল নু মং। দৌড় দিয়েছে সে। স্বাস্থ্যবান লোকটার পেছন থেকে অন্তত দশজন লোক বেরিয়ে এসে দৌড়াতে শুরু করেছে।

আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি, মনে মনে বলল নু মং, দৌড়াতে দৌড়াতেই নিজের হাতে চিমটি দিল, ককিয়ে উঠলো সাথে সাথেই, একটু বেশি জোরেই চিমটি দেয়া হয়ে গেছে।

তার মানে এখন যা ঘটছে তা পুরো বাস্তব, ঐ লোকগুলোর হাতে পড়লে তাকে আস্ত রাখবে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু তাকে এভাবে ধরতে চাওয়ার মানে কী? নিশ্চয়ই এই লোকগুলো খারাপ, এখানে বাজে কিছু একটা করছে।

পেছনে আবার তাকাল নু মং, জায়গাটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যবান

BanglaBook.org

লোকটার পেছনের জায়গাটা কিছুটা ঢালু, সেখানে হলদে আলোয় চকচক করছে ছোট একটা গেট। এই গেট দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? এমন কোন কিছুর কথা গ্রামের বয়স্কদের কাছে কখনো শোনে নি, কাজেই কিছুক্ষনের জন্য হলেও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ল নু মং।

শিং নু প্রু'র মুখটা ভেসে উঠল মুখের সামনে, আজ রাতে দেখা করার কথা, বিয়ে কয়েকদিন পরেই, কিন্তু তারপরও প্রতিরাতে অন্তত মিনিটখানেকের জন্য হলেও নু মংকে না দেখলে চলে না মেয়েটার। আজ রাতে দেখা হবে কি না তাতে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। লোকগুলো যেভাবে তেড়ে আসছে তাতে এখান থেকে সহজে ফিরে যেতে পারবে কি না বুঝতে পারছে না।

ছোট ছোট কিছু জিনিস হাতে-পায়ে বিঁধছে টের পেল নু মং, হুল ফোটানোর মতো জ্বলছে হাত-পা, কেমন অবশ হয়ে আসছে, চোখের সামনে ঘোলা হয়ে আসছে সবকিছু। এই মাত্র ঘাড়ে বিঁধল একটা, টান দিয়ে তুলে ফেলল, সুইয়ের মতো সূচাল জিনিসটার মাথায় অল্প একটু রক্ত লেগে আছে, বন্দুকের গুলির বদলে এই জিনিসগুলো ছুড়ে মারছে লোকগুলো।

চোখে ঝাপসা দেখলেও দৌড় থামালো না নু মং, সামনেই বড় একটা খাদ, প্রয়োজনে খাদে ঝাঁপ দেবে কিন্তু ঐ লোকগুলোর হাতে ধরা দেবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাটায় স্থির থাকতে পারলো না নুমং প্রু মারমা, তার জ্ঞানহীন দেহটা খাদের কিনারায় পৌঁছার আগেই মাটি স্পর্শ করলো।

বেশ কিছুক্ষন পর নিথর দেহটার সামনে এসে দাঁড়াল স্বাস্থ্যবান লোকটা, তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। অল্পসময়ের মধ্যেই একটা স্ট্রেচারে তোলা হলো দেহটা।

ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা, তার চেহারায় এখন দারুন তৃপ্তির ছাপ, বিনা কষ্টে শিকার এসে ধরা দিয়েছে, দুটো শিকার আগেই করা ছিল, এবার শিকারের কোটা পূর্ন হলো।

এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। প্রজেক্ট শুরু হলো অবশেষে।

সাত বছর আগে

মিটিং শুরু হবার কথা সকাল দশটায়, তারও প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বসে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছিল তরুন অমিত কুমার, খুবই গোপন একটা মিটিং-এ প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে তাকে, আর্মি ইন্টিলিজেন্সের এই অফিসে এর আগে সে আসে নি তা নয়, কিন্তু এবার এসেছে সম্পূর্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে। তার বিভাগীয় প্রধান ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশ অসুস্থ, তিনি অন্য কারো উপর আস্থা রাখতে পারেন নি, বরং তরুন অমিত কুমারকেই সবচেয়ে যোগ্য ভেবেছেন। গত মাসে

BanglaBook.org

পাটনার আর্কিওলজিক্যাল সাইটে খনন করার সময় যে সব জিনিস খুঁজে পাওয়া গেছে তা হয়তো ইতিহাসের অনেক কিছুই বদলে দেবে, তবে বিশেষ একটা বস্তু আরো অনেক কিছুই বদলে দিতে পারে। বস্তুটা খুব সাধারন একটা সিন্দুক, এর অসাধারনত্ব হচ্ছে সিন্দুকের ভেতরটা ছিল পুরো বায়ু নিরোধক, ফলে ভেতরে রাখা জিনিস এখনো প্রায় নতুনের মতো, প্রায় আড়াইহাজার বছর আগে কিভাবে কে এই সিন্দুক বানিয়েছিল আর এর ভেতরের গোপন লেখাগুলো কার, তা ধারনা করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। সিন্দুকের ভেতরে যে প্রাচীন লিপি উদ্ধার করা হয়েছে তার প্রায়োগিক ব্যবহার যে কী ভয়াবহ হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। অল্প বয়সেই ভারতীয় অনেক প্রাচীন লিপি আর সংকেত আত্মস্থ করে নিয়েছিল অমিত, কাজেই সিন্দুকের ভেতরের লিপিগুলোর অর্থ বের করা খুব একটা কঠিন হয় নি তার কাছে।

হাত ঘামছিল অমিতের, মাথার চুল বারবার ঠিক করে নিচ্ছিল, গতকাল রাতের পর থেকে শুরু হয়েছে এ অবস্থা, টেনশন, অস্থিরতা, গলা শুকিয়ে যাওয়া, ঐ লোকটার সাথে দেখা হবার পর থেকে। এমন একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাকে যা কল্পনা করাও কঠিন, সারাজীবন চাকরি করেও ঐ পরিমান টাকার একশ ভাগের একভাগ আয় করতে পারবে কি না সন্দেহ। তবে সমস্যা একটাই। নিজের কাছে চিরদিন ছোট হয়ে থাকবে সে।

সাড়ে দশটা বাজার পর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। খবরটা শুনে শরীরটা একটু কেঁপে উঠলো অমিতের। এই পরিণতি অপেক্ষা করছে তার জন্যও, যদি ঐ লোকটার কথা অমান্য করে তো। ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশ মারা গেছেন, নিজ বাড়িতে, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কষ্টে। কিন্তু অমিত জানে এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এমন একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়তো তার জন্যও অপেক্ষা করছে।

সুদর্শন ঐ লোকটা কিভাবে খবরটা পেয়েছিল জানে অমিত। ওদের নেটওয়ার্ক কতোদূর বিস্তৃত তা ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিল শুধু। জালের মতো সব জায়গায় নিজেদের লোক বিছিয়ে রেখেছে ওরা, খবর যত গোপন হোক না কেন, ওরা পেয়ে যায়।

ল্যাপটপটা খুলে নিজের প্রস্তুতি সেরে নিলো অমিত। পুরো ব্যাপারটাকে একটা স্বাভাবিক রুপ দিতে হবে যাতে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। যে লোকগুলোর উপস্থিত থাকার কথা তারা প্রত্যেকেই বিচক্ষন মানুষ, ওদের চোখে ধুলো দেয়া সহজ হবে না। নির্ধারিত সময় পার হয়েছে অনেক আগেই, এখন যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়তে পারে, তাই অল্পসময়েই প্রেজেন্টেশনটা আবার দেখে নিলো।

ডাক পড়ল এগারোটার কিছু পর। রুমটা বেসমেন্টে। বিভিন্ন প্যাচানো সিঁড়ি পার হয়ে রুমে ঢুকে অবাক হলো অমিত। একপাশে প্রজেক্টর মেশিন রাখা, রুমের অন্যপাশে তিনজন মানুষ বসে আছে, সবাই বেশ বিষন্ন, হয়তো ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশের হঠাৎ মৃত্যুর খবর পেয়েই। ঠিক এমনটাই আশা করেছিল সে।

BanglaBook.org

পাঁচ মিনিটে নিজেকে তৈরি করে নিলো অমিত। প্রজেক্টরে একটার পর একটা স্লাইডে পুরো খননকাজের চিত্র বর্ননা করছিল সে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। কিন্তু সবাই কেমন ভাবলেশহীন, চেহারায় বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ বা কৌতুহলের ছাপ নেই।

সামনে বসে আছে তিনজন মানুষ, একজন আর্মি ইন্টিলিজেন্সের প্রধান, বয়স্ক মানুষ, মেজর জেনারেল গিল, একটানা চুরুট টেনে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে কাশছেন, মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলছেন এখানে সেখানে, এতে প্রেজেন্টেশনে বাঁধা পড়লেও কেউ কিছু বলতে পারছে না, বদরাগী হিসেবে যথেষ্ট দূর্নাম আছে এই ভদ্রলোকের, দ্বিতীয়জন একজন বিজ্ঞানী, ইনিও বয়স্ক, মাথার চুল কম, সৌম্য চেহারা, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন তিনি স্লাইডগুলো, নাম ডঃ রামকৃষ্ণ ত্রিবেদি। তৃতীয়জনও ইন্টিলিজেন্সের মানুষ, তবে আর্মি ইন্টিলিজন্সের নন, বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে কিছুদিন হলো, নাম করমজিত সিং, এখনো বেশ স্বাস্থ্যবান, সুন্দর করে ছাটা গোঁফ ঠোঁটের উপর ঝুলে আছে, ছোটখাট একটা দল আছে তার, শুধুমাত্র ভারতীয় বিভিন্ন পুরাকীর্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে দলটা।

প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর চুপচাপ কিছু সময় চলে গেল, প্রতিক্রিয়ার আশায় সবার দিকে তাকাল অমিত কুমার। অবশেষে মুখ খুললেন আর্মি ইন্টিলিজেন্সের প্রধান, বেশ বিরক্তি নিয়ে।

"কী জানতে চাচ্ছেন আপনি?" উল্টো প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ, "আপনার এই প্রেজেন্টেশন থেকে আমি কিন্তু কিছুই বুঝিনি।"

উত্তর দেয়ার জন্য মুখ খুলতে যাবে অমিত, বাঁধা দিলো বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

"এখানে আসলে কিছু লেখা মিসিং, হারিয়ে গেছে কিংবা চুরি হয়েছে," বেশ শান্ত গলায় বললেন তিনি, "এই ধারনা নিয়ে যে আমরা কাজ করছি না তা নয়, প্রাচীন কিছু জ্ঞান থেকে আমাদের হয়তো কিছু উপকার হতে পারতো, কিন্তু আপনার প্রেজেন্টেশনে গুরুত্বপূর্ন কিছু জিনিস দেখতে পাই নি। আমরা আসলে সেই অন্ধকারেই রয়ে গেছি।"

এতো দ্রুত লোকটা ধরে ফেলবে বুঝতে পারে নি অমিত, গুরুত্বপূর্ন জিনিসগুলো সে স্লাইডে দেখায় নি। দেখাবেও না, তাহলে নিজের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এই মিটিং-এর পর এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনা হবে না, কেননা অসম্পূর্ন কোন ব্যাপারে সরকার হাত দেবে না, এবং আজকে এখানে উপস্থিত তিনজন এ ব্যাপারে আরো উপরমহলে কোন প্রস্তাব পাঠাবে না, এটাও প্রায় নিশ্চিত। এছাড়া ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশও মারা গেছেন। কাজেই পুরো ব্যাপারটা এখন কেবলমাত্র তার কাছেই সীমাবদ্ধ।

আর কেউ যাতে জানতে না পারে, সেজন্য সিন্দুকটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আপাতত জিনিসটা ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশের বাসায় আছে, অফিস কিংবা

BanglaBook.org

অন্য কোন জায়গাকে নিরাপদ ভাবেন নি ভদ্রলোক, কাউকে জানানো হয় নি এর অবস্থান। সিন্দুকটা ঐ বাসা থেকে সরাতে হবে। মিটিং থেকে বের হয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না, সাথে সাথে কাজে নামতে হবে।

"আমাদের কাছে যেসব তথ্য ছিল সবকিছুই তুলে ধরেছি আপনাদের সামনে," বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল অমিত, "এখন বাদবাকি সিদ্ধান্ত আপনার উপর।"

"শুধু শুধু সময় নষ্ট," বিরক্তি ঝরে পড়ল আর্মি ইন্টিলিজেন্সের প্রধানের কথায়, "আমার দমবন্ধ লাগছে এই রুমে। মিটিং আজকের মতো সমাপ্ত।"

"কিন্তু..." তৃতীয়জন এতোক্ষন চুপচাপ বসেছিল, মুখ খুলল এবার, "এরকম একটা অসমাপ্ত ব্যাপারে ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশ আমাদের কেন উপস্থিত থাকতে বললেন, বুঝলাম না।"

"তিনি এখন সবকিছুর উর্ধে চলে গেছেন," অমিত বলল, "আমাকে এই জিনিসগুলো আপডেট করতে বলা হয়েছিল। আমি করেছি।"

"ইউ হ্যাভ ডান অ্যা গুড জব, বয়," আর্মি ইন্টিলিজেন্সের প্রধান বললেন, "আপনার কিছু বলার আছে ডঃ রামকৃষ্ণ?"

"না। তবে ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি এ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী।"

"নট মাই ডিপার্টমেন্ট," ইন্টিলিজেন্সের প্রধান বললেন, "আপনি মিলিটারি রিসার্চ উইঙে কথা বলে দেখতে পারেন।"

"রাইট, তাই করবো," বললেন বিজ্ঞানী।

উঠে পড়ল সবাই। একটু পর সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে আর্মি ইন্টিলিজেন্স অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল অমিত।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো আবার, অচেনা নাম্বার থেকে কল এসেছে। কে করতে পারে ধারনা আছে অমিতের, ধারনাটা মিলে গেল কল রিসিভ করার সাথে সাথে।

"দারুন প্রেজেন্টেশন, ব্রাভো," ওপাশ থেকে বলল।

"ডঃ রমেশকে সরিয়ে দিয়ে কাজটা ঠিক করেন নি," অমিত বলল।

"না চাইলেও অনেক কাজ করতে হয়, উপায় ছিল না, এখন তুমি ডেলিভারি দিচ্ছো কখন।"

"ঠিক ঘন্টাখানেক পর, ঠিক যেখানে দেখা হয়েছিল।"

"ওকে, বাই।"

ফোন কেটে গেলে নিজের গাড়ি স্টার্ট দিল অমিত। উদ্দেশ্য ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশের বাসভবন। সেখান থেকে ঠিক আধঘণ্টা পর বেরিয়ে এলো ফুরফুরে মেজাজে। বাসায় কেউ ছিল না, সবাই গেছে লাশের ক্রিয়াকর্ম করতে। সিন্দুকটা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় নি, শোবার ঘরের কাবার্ডের ভেতর রাখা ছিল। সিন্দুকটা

BanglaBook.org

বয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, ভেতরের মূল্যবান লেখাগুলো বের করে ছোট ব্যাগটায় ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো অমিত। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবে সে। ইউরোপের টিকিট করা আছে, রাতের ফ্লাইটেই চলে যাবে দেশ ছেড়ে, কেউ তাকে আর খুঁজে পাবে না, জানতেও পারবে না তার হঠাৎ প্রস্থানের কারন।

ঠিক এক ঘণ্টা পর ব্যাগ বিনিময় হলো, খুব সাধারনভাবে। স্থানীয় একটা ক্যাফেতে। অল্পকিছু টাকা এখানে নিয়েছে অমিত, বাকি টাকা ইউরোপে তার বড় ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হলো।

সবকিছু শেষে হলে সুদর্শন লোকটার সাথে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে এলো অমিত।

নিজেকে এভাবে বিক্রি করে দিয়ে খারাপ লাগছিল, কিন্তু কিছু করার নেই। এতোগুলো টাকার লোভ সামলানো যে কোন মানুষের পক্ষেই কঠিন। পার্কিং লটে থাকা গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অমিত, গুনগুন করে সুর তুলছিল প্রিয় একটা গানের, ঠোঁট নাড়া থেমে গেল মুহূর্তেই, একটা বুলেট এসে কপালের ঠিক মাঝবরাবর একটা টীকা এঁকে দিয়ে গেল যেন।

ঠিক পাঁচমিনিট পর গুলিবিদ্ধ নিথর দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল করমজিত সিং-কে। হতাশায় মাথা নাড়ছে। অল্পসময়ের মধ্যেই পুলিশের দল হাজির হলো। চারপাশে ব্যারিকেড দেয়া হলো।

আশপাশের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হলো। করমজিত জানেন খুনী এতোক্ষনে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। অমিত কুমারের প্রেজেন্টেশনটা ছিল অর্থহীন কিছু বুলি, আসল জিনিস অন্য কোথাও পাচার হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে কারো সাথে আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করছেন না করমজিত। এটা পুলিশের কাজের মধ্যে পড়ে, তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে পারেন সর্বোচ্চ।

যদিও পরবর্তীতে সঠিক সাক্ষ্য প্রমানের অভাবে সাধারন খুনের মামলা হিসেবে এই হত্যাকান্ড অনেক ফাইলের নীচে চাপা পড়ে যায়। ভুলেই গিয়েছিলেন এই ঘটনার কথা। কিন্তু তিনি ভুললেও ইন্টিলিজেন্স প্রধান ভোলেন নি। আর্কিওলজি বিভাগের দুই দুজন কর্মকর্তার হঠাৎ মৃত্যু ভোলা একটু কঠিন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১

ঝোপঝাড় পার হয়ে দৌড়াচ্ছে যুবক। তার সারাশরীর কাদামাখা, চুল এলোমেলো, চোখের দৃষ্টি ঘোলা, কোনমতে এগিয়ে চলছে সে, জানে ধরা তাকে পড়তেই হবে। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে তাকে শেষমুর্হূত পর্যন্ত। তার বুক উঠানামা করছে হাপরের মতো, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পা দুটো চলতে চাইছে না আর। কিন্তু থামলেই সব শেষ।

রাতের অন্ধকারে এ ধরনের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে দৌড়ানো কঠিন, এই এলাকা নিতান্তই অপরিচিত তার কাছে। ভুল হয়ে গেছে, বড্ড ভুল, সেই ভুলের মাশুল দিতে হবে এখন জীবন দিয়ে। অচেনা জায়গায় এসে এধরনের ঝামেলায় জড়ানো উচিত হয় নি। কিন্তু জন্ম থেকেই ঝামেলা তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ হয়ে আছে, সেখানে ঝামেলা এখানে তার পিছু ছাড়বে এটা ভাবতে যাওয়াই ঠিক হয় নি। ঝোড়-ঝাপ পার করে অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে যুবক, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না। মনে হলো এখন একটু দাঁড়ানো যায়। মাথার উপর ঝকঝকে চাঁদ থাকার কথা, আজ পূর্নিমা, কিন্তু কোথায় কী! মেঘলা আকাশে সব ঢেকে গেছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে জোরে।

ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে হয়তো নিস্তার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে ভরসায় না থেকে নিজের জন্য নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার। দূরে কোথাও বাজ পড়লো, কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছিল যুবক, দাঁড়িয়েই বুঝল ভুল হয়ে গেছে, কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে কিছু একটা চলে গেল। কানের লতিতে হাত চলে গেল নিজের অজান্তেই, ভেজা ভেজা লাগছে, পরক্ষনেই ককিয়ে উঠলো। কানের লতির অর্ধেকটা নেই, তীরটা প্রচন্ড ধারাল, রক্ত বেরুচ্ছে অনর্গল, ভয়ের কথা এখানকার তীরগুলোতে বেশিরভাগ সময়ই বিষ মেশানো থাকে বলে শুনেছে সে। সে রকম কিছু হলে মৃত্যু তাকে চুমু দিয়ে গেল মাত্র। ওদের কাছে সবসময় আধুনিক অস্ত্র দেখেছে সে, ইদানীং ওরা তীর-ধনুক ব্যবহার শুরু করেছে, গুলির শব্দ এড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। তবে ঝড়-বাদলের এই রাতে গুলির শব্দ শোনার মতো বিশ্বচরাচরে কেউ আছে বলে মনে হয় না।

ঠোঁট বাঁকাল যুবক, বাস্তবে কারো কাছ থেকে চুমু খাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি, জন্মের পরপরই বড় হতে হয়েছে এতিমখানায়, সেখানে বড়জোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার লোক ছিল, এর বেশি কিছু না।

বড় হবার পর একটাই মাত্র মেয়ের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু তবু প্রেমময় চুমু কাকে

BanglaBook.org

বলে সে সম্পর্কে কোন ধারনা নেই তার। অথচ না চাইতেই মৃত্যু এসে চুমু দিয়ে গেল তাকে, কী চমৎকার!

তবে, মা-বাবা না থাকায় একটা সুবিধা হয়েছে, পৃথিবীতে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাবতে হয় নি তাকে কোনদিন, বন্ধুবান্ধব কোন কালে ছিল না, হবেও না, যারা কাছে এসেছিল তাদের ব্যবহার করে ভুলে গিয়েছে সময়মতো, বন্ধুত্বের মতো বাজে কিছু নেই এই পৃথিবীতে, এটা সেই এতিমখানায় বড় হওয়ার সময়ই বুঝেছিল যুবক। মানুষকে কেবল ব্যবহার করতে হয়, নিজ স্বার্থে, এর বেশি কিছু আশা করতে যাওয়াই বোকামী।

অবশ্য এখন এইসব ছাই-পাশ ভাবার সময় নেই। এখন জীবন নিয়ে পালাতে হবে। পালাতে পালাতে বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। ধাওয়াকারীরা সহজে হাল ছাড়ার লোক না, একটু হয়তো পেছনে পড়ে গেছে, কিন্তু একদম পিছু হটে যায় নি। পা দুটো চলতে না চাইলেও উপায় নেই, পায়ে নতুন একজোড়া স্যান্ডেল ছিল, কখন খুলে গেছে পা থেকে একদম খেয়াল করে নি, খালি পায়ে একটানা দৌড়াতে গিয়ে কোনকিছু গ্রাহ্য করে নি যুবক, এখন বুঝতে পারছে এরমধ্যে পা দুটো জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে। পরনের শার্টটাও ছিড়েছে বেশ কিছু জায়গায়।

এই লোকগুলো এখন হিংস্র, পশুর চেয়েও ভয়ংকর, তাকে হাতে পেলে একদম ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতেও বোধহয় দ্বিধা করবে না, যদিও সে মনে করে তার অপরাধের মাত্রা এতোটা মারাত্মক নয় যে মৃত্যুকে মাথা পেতে নিতে হবে। টাকাই তো, সেটা তার জন্য হয়তো অনেক, কিন্তু ওদের জন্য সামান্যই। এতোক্ষনে কাজ শেষে ফুরফুরে মেজাজে থাকার কথা তার। আর এই হচ্ছে ফুরফুরে মেজাজের নমুনা! জান হাতে নিয়ে পালাতে হচ্ছে। ভুলটা অবশ্য তারই। একদম না বুঝেশুনে কাজ করতে গেলে যা হয় আর কী! আসলে গত কিছুদিন ধরে টাকার জন্য প্রায় হন্যে হয়ে উঠেছিল সে। একটানা দুই বছর বন্দী জীবন-যাপন করতে করতে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। সামান্য কিছু টাকা দরকার ছিল, যাতে বাকি জীবনে নিজে কিছু করে খেতে পারে। কাঁধে কালো ব্যাগভর্তি টাকা আর খুচরো কিছু জিনিস ভবিষ্যতটা সুন্দর করবে হয়তো, কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যাগটাকে বোঝা ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না।

অঞ্চলটা উঁচু, পাহাড়ি এলাকা, চারপাশে শুধু ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, বিদ্যুৎ কিংবা আধুনিক জীবনের অনেক কিছুই এখানে এসে পৌছায় নি এবং তাতে এখানকার জনসাধারনকে খুব একটা চিন্তিত বলেও মনে হয় নি যুবকের কাছে। জায়গাটা বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তের খুব কাছাকাছি, স্থানীয়রা বেশিরভাগই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর এবং শান্ত প্রকৃতির।

বিদ্যুৎ চমকালো, গর্জে উঠল আকাশ। পেছন ফিরে তাকাল যুবক, এতোক্ষন

BanglaBook.org

লক্ষ্য করে নি, কিন্তু বুঝতে পারছে ক্রমেই উপরের দিকে উঠেছে সে। সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পুরো শরীর ঘেমে গেছে, পায়ের অবস্থা যাচ্ছে তাই, এখন একমাত্র আত্মসমর্পন করলেই হয়তো শান্তি মিলবে, চিরশান্তি, সেটাও হয়তো ভালো, এই অবস্থার চেয়ে। সেই জন্মের পর থেকে দৌড়েই যাচ্ছে সে, সামান্য অর্থ, সামান্য আহার, এর বেশি কিছু তার চাইবার ছিল না। পৃথিবীতে কতো মানুষই তো বিনাপরিশ্রমে পেয়ে যায় নিরাপদ আশ্রয়, প্লেটভর্তি ভাত, অথচ তাকে দৌড়াতে হচ্ছে জীবনভর। এবার হয়তো থামার সময় হয়েছে।

হৈ হৈ করে লোকগুলো ছুটে আসছে, খুব বেশি দূরে নেই। একটু দাঁড়িয়ে পেছনে দেখে নিলো যুবক। কম করে হলেও পনেরো জনের একটা দল পেছনে লেগেছে। ওদের সবাইকে চেনে সে। ভাড়াটে লোকজন। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি পুরানো দিনের ছুরিতেও সমান পারদর্শী। বেশ কয়েকজনের হাতে একে-৪৭ দেখা যাচ্ছে। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করে না। এই দলের বেশ কয়েকজনের সাথে তার খুব ভালো খাতিরও আছে। একসাথে তাশ খেলে সময় পার করতে কোন সমস্যাই হয় নি, কয়েকজনের সাথে নিজের সুখদুঃখের কথাও ভাগ করে নিয়েছে অবলীলায়। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কিছুই কাজে আসবে না। ওরা পেশাদার। কাজের খাতিরে ওরা যা খুশি তাই করতে পারে।

অনেকদিন ধরেই প্ল্যান করছিল যুবক, পালানোর। ছোট থেকেই বন্দীশালার মতো জায়গায় থেকে থেকে হাঁফ ধরে গিয়েছিল তার, গত দু'বছর মাটির তলায় বিশেষভাবে তৈরি ঐ বাংকারগুলোয় থেকে নিজেকে কেঁচো শ্রেনীর প্রাণী মনে হতো। তার মনিব লুতফর সাহেব ভালো লোক, কিন্তু তারপরও স্বাধীনতার স্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে। অল্প কিছু টাকা, নিজে থেকে রোজগার করার কোন অবলম্বন পেলে আর কী লাগে। প্রথম ছয় মাস পার হওয়ার পর থেকেই তক্কে তক্কে ছিল সে। মন দিয়ে কাজ করেছে আর পথ খুঁজেছে। কিভাবে পালানো যায়, পালিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, ঢাকায় লুতফর সাহেবের পাশের বাড়ির কাজের মেয়ে আনোয়ারাকে নিয়ে কিভাবে সংসার পাতা যায়, এমন আরো অনেক কিছু। দরকার ছিল একটা প্ল্যান, সেই প্ল্যানে টাকা চুরি করা থেকে শুরু করে পালানোর যাবতীয় আয়োজন করা ছিল। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কী জোর করে সব করা যায়! টাকা চুরি খুব সহজেই করা গেছে, মনিব লুতফর তার বুড়ো সহকর্মীর সাথে ল্যাবে থাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায়, ফিরতে ফিরতে রাত দশটা, এই সময়টা একা একা বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না তার। প্ল্যান করার পর আরো বছরখানেক চলে গেল সুযোগের অপেক্ষায়, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে একটি চাবির অপেক্ষায়। লুতফর সাহেব ল্যাবে যাওয়ার সময় তার আলমারি চাবি দিয়ে লক করে যান, সে অপেক্ষায় ছিল একদিনের, যেদিন লুতফর সাহেব ভুলে যাবেন। আজকেই ছিল সেই

BanglaBook.org

দিন। ল্যাব থেকে জরুরি ফোন আসাতে আলমারি লক না করেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন ডঃ লুতফর। আর সে সুযোগে কালো ব্যাগটা চুরি করে বেরিয়ে পড়েছে যুবক।

কিন্তু সহজ কিছু জিনিস তার প্ল্যানে ছিল না। বাংকারের গেটে সাধারনত দুজন দারোয়ান শিফট করে পাহারা দেয়। আজকের সন্ধ্যায় ছিল মোশারফ। ছেলেটাকে কিছু একটা বুঝিয়ে অল্প সময়ের জন্য বের হওয়া কোন সমস্যা ছিল না। এর আগেও প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকবার বাইরে এসেছে সে, খুবই অল্পসময়ের জন্য এবং এরজন্য বেশ কিছু টাকাও খরচ করেছে। দুই দারোয়ানের বিশ্বাস অর্জন করতে পারাটাই ছিল আসল ব্যাপার। আজকেও মনে হয়েছিল সব ঠিক আছে, গেটের সামনে যেতেই মোশারফ হেসে তাকিয়েছিল। কিন্তু সাথে থাকা কালো ব্যাগটাই সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল মোশারফের মনে। কাউকে জানানোর কোন সুযোগ ওকে দেয়া হয় নি, অস্ত্র বলতে ছোট একটা ছুরি ছিল পকেটে, সেটাই ব্যবহার করতে হয়েছে। মোশারফের হাতে অস্ত্র ছিল, কিন্তু সেটা চালাবার সুযোগ পায় নি। ওর শার্টের পকেটে থাকা কার্ডটা বের করে গেটের মেশিনের সামনে ধরতেই গেট খুলে যায়।

তখন থেকেই শুরু দৌড়। পুরো বাংকারে ছড়িয়ে থাকা সিসি ক্যামেরাতে সব কিছু দেখা যাচ্ছিল, মোশারফকে আঘাত করার সময়ই দৌড়ে আসছিল কয়েকজন ভাড়াটে সৈন্য। তার মতো সাধারন একজন কাজের লোকের পক্ষে এরকম কিছু করা সম্ভব ধারনাই করতে পারে নি। তাই বেশ কিছুটা সময় লেগেছে ওদের গুছিয়ে নিতে, এরমধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে সে। কিন্তু মনে হয় সময় ঘনিয়ে এসেছে, পেশাদার এক ঝাক অস্ত্রধারী ভাড়াটে সেনার কাছে যে কোন সময় ধরা পড়বে সে।

একটু দাঁড়িয়ে ব্যাগটা আবার খুলে দেখে নিলো। হ্যা, যথেষ্ট টাকা আছে, সব এক হাজার টাকার বান্ডিল। এই টাকা দিয়ে সে পায়ের উপর পা তুলে খেতে পারবে সারা জীবন। পোকামাকড়ের মতো মরার চেয়ে অন্তত একটা চেষ্টা করে দেখা উচিত। চেষ্টা সে করেছে। এখন মরলেও কোন দুঃখ থাকবে না। এছাড়া ছোট কালো রঙের কয়েকটা জিনিস আছে, গোলাকার, আকৃতি অনেকটা টেনিস বলের মতো, বেশ শক্ত জিনিস, মসৃন গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে একবার, সেখানে ছোট তিনটে বোতাম আছে, বোতামে চাপ দিলে জিনিসটা খুলে যাবার কথা, কিন্তু খোলে নি। এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সে, এই জিনিসটা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে দেখেছে তার মালিককে, এমনও হতে পারে, ব্যাগে থাকা টাকাগুলোর চেয়েও এর মূল্য অনেক বেশি।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল যুবকের, ক্রমেই সে উপরের দিকে উঠছে। পেছনে ধাওয়াকারীদের দলটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ, লোকজনের হৈ চৈ চিৎকারে রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে গেছে।

BanglaBook.org

বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বড় বড় ফোঁটায়, গায়ে কাঁটার মতো ফুটছে যেন। পায়ের নীচের মাটি বৃষ্টির পানিতে পিচ্ছিল হয়ে এসেছে, হাঁটতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে যুবক। পেছন ফিরে তাকাল, একে-৪৭ হাতে একজনকে দেখা গেল, বিশ-পচিশ গজ পেছনে, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, কিছুক্ষন নীরব থাকার পরই সঙ্গীসাথীদের ডাকতে শুরু করেছে, প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে আসছে।

প্রচন্ড ভয় আঁকড়ে ধরেছে যুবককে, তার পা চলতে চাইছে না, সাক্ষ্যাৎ মৃত্যুদূত আসছে, এবার আর রক্ষা নেই। বৃষ্টির পানিতে পায়ের নীচে মাটি নরম হয়ে গেছে, কাদামাটিতে নিজেকে স্থির রাখাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে তার জন্য, একই পরিস্থিতি প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে আসা আক্রমনকারীর জন্যও, এগিয়ে আসতে গিয়ে নরম মাটিতে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে এবার গতি কমিয়েছে ছেলেটা।

বৃষ্টির গতি বেড়েছে। স্রোতের মতো পানি বয়ে যাচ্ছে পায়ের নীচ দিয়ে, দুপাশে দুটো সেগুন গাছ ধরে নিজের ভারসাম্য ধরে রাখল যুবক। আক্রমনকারী ছেলেটার ডাকে আরো বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসেছে এদিকে, তাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে যথেষ্টই উৎসাহিত মনে হচ্ছে ওদেরকে। হাতের একেবারে কাছে পেয়ে কিভাবে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না যেন!

এভাবেই মরবো! তাহলে এতো কষ্ট করে বেঁচে থেকে কী লাভ হলো! সেই জন্মের পরই মরে গেলে হতো, ঠোঁট বাঁকিয়ে ভাবল যুবক। তবে মরলে একা মরবো না, সাথে দু'একটা নিয়ে মরবো।

দূরে বাজ পড়লো আবার।

আক্রমনকারী প্রথম যুবক প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, তার হাতের অস্ত্রটা তাক করে রেখেছে, আর কয়েক পা এগুলেই শত্রু, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে বোকার মতো হাসি, বজ্রপাতের আলোয় হাসিটা বড় অদ্ভুত দেখাল।

যুবক দেখল আক্রমনকারী তার অস্ত্র উঁচিয়ে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু গুলি করছে না, সামনেও এগুচ্ছে না, বরং খুব সাবধানে পিছু হাঁটছে। তাকে দেখে ভয় পেয়েছে? মৃত্যুকে এভাবে কেউ বরন করে নিতে পারে ধারনাও হয়তো করতে পারে নি, তাই ভয় পেয়েছে, ভাবল যুবক।

হঠাৎ পায়ের নীচে কেঁপে উঠলো পৃথিবী।

প্রকৃতিও তাহলে তার সাথে আছে! দু'হাত উঁচু করে সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল যুবক। কে আসবি আয়?

পায়ের নীচে মাটির কম্পনের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। ভূমিকম্প এই অঞ্চলে খুব বেশি পরিচিত না হলেও একদম অপরিচিত নয়, মাঝে মাঝে পাহাড়ি টিলায় ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটে, বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে গেলে সামান্য ভূমিকম্পেই ধ্বসের ঘটনা ঘটতে পারে।

BanglaBook.org

এগিয়ে এলো না কেউ। আক্রমনকারীরা প্রায় সবাই চলে এসেছে নীচে। কিন্তু কাউকেই উপরের দিকে আসতে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না, এমনকী প্রথম যে ছেলেটা এসেছিল সে এখন দলটার সাথে মিলেছে।

মুখে হাসি ফুটে উঠল যুবকের, কিন্তু সেই হাসি মুছে যেতেও সময় লাগলো না যখন সে টের পেল পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে সরে যাচ্ছে। আশপাশের গাছদুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেগুলোর পতনের মাত্রা আরো বেশি। ভূমিধ্বস হচ্ছে। এই টিলাটার উচ্চতা কতো জানে না যুবক, নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়ার আগে দুহাত দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল, পারল না।

কাদামাটি আর ভারি গাছপালার সাথে কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই সে নিজেকে আবিষ্কার করলো, শুন্যে ভাসমান অবস্থায়। তার তীব্র চিৎকার বজ্রপাতের শব্দের মাঝে হারিয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২

দুই বছর আগে

সকালে কাজের ছেলেটা যখন খবর নিয়ে এসেছিল মাথায় টাক পড়া বয়স্ক এক লোক এসেছে দেখা করতে যথেষ্টই বিরক্ত হয়েছিলেন ডঃ লুতফর রহিম। রাতভর কাজ করে দিনের অনেকটা সময় তার ঘুমিয়ে কাটে। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় এখনো যে কয়টা বাড়ি নিজেদের আভিজাত্য ধরে রেখেছে ডেভেলপারের কাছে বিকিয়ে না গিয়ে, তার মধ্যে তাঁর বাড়িটা অন্যতম। সামনে ছোটখাট একটা লন, তারপর দোতলা বাসা। একজন মানুষের থাকার জন্য বাড়িটা বেশ বড়, অনেকে এই নিয়ে প্রশ্ন করে বিরক্ত করতো, কিন্তু ওরা তো আর জানে না, এই বাড়ির বেসমেন্টে নিজের জন্য চমৎকার একটা ল্যাব বানিয়ে নিয়েছেন তিনি, যেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই।

কাজের ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে নিলেন ডঃ লুতফর। বিনা অ্যাপয়ন্টমেন্টে কেউ আসলে তাকে কিছুক্ষন অপেক্ষা করতেই হবে, নিজেকে এখনো বিশেষ কিছু মনে করেন ডঃ লুতফর, যে কেউ যখন তখন এসেই তার সাথে দেখা করতে পারবে না। দোতলার বেডরুম থেকে নীচতলায় নেমে মাথা নীচু করে সোফায় বসা লোকটাকে দেখে দারুন অবাক হয়েছিলেন তিনি। লোকটাকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছিল, ঠিক কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছিলেন না। হঠাৎ করেই চেহারাটা চোখে ভেসে উঠলো, এই ভদ্রলোক আর কেউ নন, ডঃ রামকৃষ্ণ ত্রিবেদি! এই সকালে তার বাসায়! কেন!

চোখে মুখে গম্ভীরভাব নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। ডঃ রামকৃষ্ণ মুখ তুলে তাকালেন তার দিকে।

"শুভ সকাল, ডঃ রহিম," সোফা ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ। "কেমন আছেন?"

"ভালো," হাত মেলালেন ডঃ লুতফর, "বসুন," বলে পাশাপাশি বসলেন তিনি।

বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ রামকৃষ্ণ ত্রিবেদি, এই ভদ্রলোককে অনেক আগে থেকেই চেনেন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার মতো কিছু কাজ আছে ডঃ রামকৃষ্ণের, কিন্তু কোন এক বিচিত্র কারনে কাজগুলোর মূল্যায়ন করে নি নোবেল কমিটি, সে বছরগুলোতে আরো উল্লেখযোগ্য কিছু কাজের জন্য তা ঢাকা পড়ে যায়। ডঃ রামকৃষ্ণ নিজেকে বাইরের পৃথিবী থেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন,

BanglaBook.org

অভিমানে, অবহেলায়, কারো সাথে যোগাযোগ রাখেন নি, পৃথিবীও খুব স্বার্থপর, যেচে কেউ তার খবর নিতে যায় নি। আড়চোখে লক্ষ্য দেখে নিচ্ছিলেন ডঃ রামকৃষ্ণকে, ভদ্রলোককে অনেকদিন দেখা যায় নি, তবে গত পাঁচ বছরে চেহারায় যে খুব বেশি একটা পরিবর্তন এসেছে তা কিন্তু নয়, বরং বয়স্ক এই মানুষটার পাশে বসে হঠাৎ নিজেকেই কেমন বুড়ো বুড়ো মনে হচ্ছিল ডঃ লুতফরের। পঞ্চাশ বছর পার করেছেন কিছুদিন আগে, এরমধ্যে শরীর ভারি হয়ে গেছে, কায়িক পরিশ্রমের কোন কাজ করার আগে অনেকবার ভাবতে হয়, অথচ ডঃ রামকৃষ্ণকে দেখে মনে হচ্ছে, মাথায় পাকা চুল ছাড়া শারীরিক কাঠামোর দিক দিয়ে লোকটা এখনো অনেক শক্তিশালী।

"আপনি কেমন আছেন?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ লুতফর, "অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম। আমি কিন্তু বেশ অবাক হয়েছি, সাত সকালে আমার বাসায়..."

"সকাল দশটা বাজে, ডঃ রহিম," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "আমার জন্য প্রায় দুপুর," একটু রসিকতায় সুর ছিল কথাগুলোয়, বোঝা যাচ্ছিল পরিবেশ সহজ করার জন্য বলছেন।

"কোথায় ছিলেন এতোদিন?" প্রশ্ন করলেন ডঃ লুতফর, "বিজ্ঞানী মহলে তো ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছিল, আপনি হয় সন্ন্যাস নিয়েছেন নয় আত্মহত্যা করেছেন!"

"ভালো প্রশ্ন," বলে হাসলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "আমি সন্ন্যাসও নিই নি, আত্মহত্যাও করি নি, দেখতেই পাচ্ছেন," উঠে দাঁড়ালেন, "তবে গত পাঁচ বছরের প্রতিটি মিনিট আমি কাজে লাগিয়েছি, এখন আপনাকে দরকার।"

"আমাকে!" অবাক হলেন ডঃ লুতফর, "আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"পারবেন, বললেই সব বুঝতে পারবেন," পায়চারি করতে শুরু করে দিয়েছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, মনে হচ্ছিল এটা তার নিজেরই বাসা, " আপনার বাসায় আর কে কে আছে?"

"কাজের ছেলেটা আছে," ডঃ লুতফর বললেন, "আর আছে একজন মালী।"

"ওদের দুজনকে বাইরে পাঠিয়ে দিন, ঘণ্টাখানেকের জন্য," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন।

"কিন্তু..." ইতস্তত করছিলেন ডঃ লুতফর, ডঃ রামকৃষ্ণ তার কাছে একজন অপরিচিত একজন মানুষ, তার কথায় কোন কাজ করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলেন না।

"ভয়ের কিছু নেই, আমরা খুব গুরুত্বপূর্ন একটা বিষয়ে কথা বলবো, সেই সাথে আমাদের একজন অতিথিও থাকবেন," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন।

"অতিথি!" প্রায় আঁতকে উঠলেন ডঃ লুতফর, ঘটনা ভালো ঠেকছিল না তার কাছে। অপরিচিত দুজন মানুষ এই সকালবেলায় তার কাছে কী চায়! খুন করতে

BanglaBook.org

আসে নি তো! কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কারন খুঁজে পেলেন না তিনি।

একটু ভয় ভয় করলেও কাজের ছেলে আর মালীকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, বাজার করতে, বাজারের যে ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছেন তাতে সবকিছু আনতে আনতে ঘণ্টাখানেকের কম সময় লাগার কথা না। যাওয়ার আগে বাইরের লোহার গেট খোলা রেখে যেতে বললেন।

ডঃ রামকৃষ্ণ পায়চারি করছিলেন, সোফায় বসে ঘামছিলেন ডঃ লুতফর, বাসায় লাইসেন্স করা একটা পিস্তল আছে, কিন্তু সেটা দোতলায়, নীচে নামার সময় সাথে নিয়ে নামার দরকার ছিল।

কাজের ছেলে আর মালী বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পর অতিথির আগমন হলো। লোকটার কথা কোনদিন ভুলবেন না ডঃ লুতফর। গ্রীক দেবতারাও বোধহয় এতো চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারি হয় না। ছয় ফুটের উপর উচ্চতা, বাদামী গায়ের রঙ, টানা চোখ, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা কালো ঝাকড়া চুল, দামী সুট পরনে লোকটাকে দেখে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেটের অফিসার ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। বয়স চল্লিশ পেরোয় নি মনে হচ্ছে, আবার পেরুতেও পারে, দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হাতে কালো রঙের একটা ব্রিফকেস।

"পরিচিত হয়ে নিন," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "ইনি সাঈদ পারভেজ, আর ইনি ডঃ লুতফর রহিম।"

উঠে সাঈদ পারভেজের সাথে হাত মিলিয়ে নিলেন ডঃ লুতফর। সামনের ছোট টেবিলটায় খুব সাবধানে কালো রঙের ব্রিফকেসটা রেখেছে অতিথি সাঈদ পারভেজ, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"আমি কিন্তু আসলে খুবই কনফিউজড, ডঃ রামকৃষ্ণ, কিছুই বুঝতে পারছি না," ডঃ লুতফর বললেন, "বিনা নোটিশে দু-দুজন অচেনা মানুষ সাত সকালে আমার বাসায়, ব্যাপারটা অদ্ভুত, স্বীকার করবেন আশা করি।"

"স্বীকার করছি, ব্যাপারটা অদ্ভুত," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "তবে আমাদের কাছে বিকল্প কোন পথ ছিল না। এছাড়া আমরা তো পরিচিতই, তাই না?"

"আমি কী কিছু বলতে পারি?" ডঃ লুতফর কিছু বলার আগেই বেশ বিনয়ের সাথে কথাগুলো বলল সাঈদ পারভেজ, কালো ব্রিফকেস খুলে বেশ কিছু ফাইল বের করে রাখল সামনে।

ডঃ লুতফর ফাইলগুলোর দিকে তাকালেন, সবগুলোতেই 'কনফিডেন্সিয়াল' মার্ক করা। ব্রিফকেস থেকে ছোটখাট একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস বের করে আনল সাঈদ পারভেজ, সেই সাথে ছোটখাট একটা ল্যাপটপ।

"আমরা খুব গোপন একটা প্রজেক্টে কাজ করছি," সাঈদ পারভেজ বলল, "তার উপর ছোটখাট একটা প্রেজেন্টেশন দেবো আমি, সময় বেশি নেবো না, দশ মিনিটের

BanglaBook.org

কম সময়েই হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে...” চারপাশে তাকিয়ে নিলো একবার, “আপনার সম্মতি দরকার।”

“আমার সম্মতি!” অবাক হলেন ডঃ লুতফর। “আমি কীসে সম্মতি দেবো, কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। কী প্রজেক্ট?”

“ডঃ লুতফর, আমরা খোঁজ খবর না নিয়ে কোন কাজে হাত দেই না,” সাঈদ পারভেজ বলল, “আপনি একা একা যে কাজটা এগিয়ে নিতে চাচ্ছেন, সেই কাজটাই আমাদের সাথে মিলে করবেন, ব্যাপারটা খুব সিম্পল।”

“আমি কোন কাজ একা একা এগিয়ে নিতে চাচ্ছি?”

“সেটা আপনি ভালো জানেন, এই রিপোর্টটা পড়ুন,” টেবিলের উপর ছড়ানো ফাইলগুলোর একটা তার দিকে এগিয়ে দিলো সাঈদ পারভেজ।

চার-পাতার ফাইলটা হাতে নিলেন ডঃ লুতফর, বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা অস্থিরতা অনুভব করছিলেন, হাত কাঁপছিল, যদিও নিজেকে শান্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন তিনি।

“ঢাকায় বসে যে ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে আপনি এগুচ্ছেন, তাতে সত্যিই আমরা ইম্প্রেসড!” সাঈদ পারভেজ বলল, তার কণ্ঠে সত্যিকারের প্রশংসা ঝরে পড়ল যেন, “কিন্তু একা একা এই কাজে আপনি কতোটা সফল হবেন বলে মনে করেন?”

উত্তরের অপেক্ষায় সাঈদ পারভেজ তাকিয়ে আছে তার দিকে, একটু দূরে চুপচাপ ডঃ রামকৃষ্ণও।

“এটা সম্পূর্ন আমার নিজের ব্যাপার।”

“আপনি ভুল বুঝছেন ডঃ লুতফর,” হেসে বলল সাঈদ পারভেজ, “এটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার নয়। আপনার কাজের উপর আমরা খুবই আশাবাদি এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ঠিক একই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন ডঃ রামকৃষ্ণও! ইতিমধ্যে তিনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন।”

“আপনারা কারা?”

“সেটা পরে বলবো একসময়। আপাতত আপনি তৈরি হয়ে নিন, দারুন এক সুযোগ আপনার সামনে।”

“আমি কোন সুযোগ চাচ্ছি না, মিঃ পারভেজ,” বেশ দৃঢ় গলায় বললেন ডঃ লুতফর, “আপনারা আসতে পারেন।”

“আমরা চাই না আপনি আমাদের ফিরিয়ে দিন, ডঃ লুতফর,” সাঈদ পারভেজ বলল, “তবে ফিরে যদি যেতেই হয় তাহলে আমাদের মধ্যে যে কথাগুলো হলো তা একদম ভুলে যেতে হবে। কী করা যায় বলুন তো, ডঃ রামকৃষ্ণ?”

ডঃ রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে আছে সাঈদ পারভেজ, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে বয়স্ক লোকটার মাথায়, উত্তর দিচ্ছে না।

BanglaBook.org

"সেক্ষেত্রে," সাঈদ পারভেজ বলল, শোল্ডার হোলস্টার থেকে লম্বা নলওয়ালা একটা পিস্তল বের করে আনল। এই জিনিস এর আগেও অনেকবার দেখেছেন ডঃ লুতফর, সাইলেন্সার লাগানো জিনিস, কেউ টেরও পাবে না এই বাড়িতে কোন গুলির শব্দ হয়েছে কি না।

ঠিক কপাল বরাবর তাক করা আছে রিভলবারের নল, "আমাদের কোন দিন কথাই হয় নি, ডঃ লুতফর..."

সাঈদ পারভেজ আরো কিছু বলার আগেই হাত উঠালেন ডঃ লুতফর।

"আমি আছি, আপনাদের সাথে আছি।"

"ভেরি গুড, স্যার," মুখে হাসি দেখা গেল সাঈদ পারভেজের, "অযথা একটা প্রান নেয়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। তো, তাহলে, প্রেজেন্টেশন শুরু করি কী বলেন?"

উত্তরের অপেক্ষা না করে ল্যাপটপে একটা ভিডিও ফাইল প্লে করে দিলো সাঈদ পারভেজ। পরবর্তী দশ মিনিট মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব দেখে গেলেন ডঃ লুতফর। প্রেজেন্টেশন শেষ হলে হাত বাড়িয়ে দিলেন তার আগামী দুই বছরের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩

অনেকদিন পর এখানে আসা। অনেকদিন। ছোটবেলায় বাবার সাথে এসেছিল একবার, বাবা কোন এক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। বিজ্ঞানীদের সম্মেলন। বেশ কয়েকদিন থাকা হয়েছিল সেবার, ঘুরে বেড়ানো হয়েছিল স্মৃতিসৌধ আর আহসানমঞ্জিলে, আসার পথে বিমানের গাইডবুকে নামগুলো পড়ে নিয়েছে। যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে একবার অবশ্যই ঢুঁ দিয়ে যাবে। তখনকার ঢাকার রূপটা এখনো চোখে ভাসে, ছড়ানো ছিটানো ছিল সব কিছু, বেশ ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল। এখন কিছু ফাঁকা লাগছে না, সামনের রাস্তায় প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যাম, বাস, ট্যাক্সি, অটো রিক্সা আর প্রাইভেট গাড়িতে গিজগিজ করছে। রাত এগারোটা বাজে প্রায়, মনে হচ্ছে এই শহরের লোকজন এখন খুব দেরিতে ঘুমায়।

ভাড়া করা একটা টয়োটা সেডান গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সব কিছু দেখার চেষ্টা করছিল অর্জুন। বৃষ্টি পড়ছে। জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টির পানি ছুঁয়ে নিলো, বেশ ঠান্ডা। ড্রাইভারকে ইশারা করতেই জানালাগুলো তুলে দিয়ে এসি ছেড়ে দিলো। বৃষ্টির পানি মাথায় লাগলেই সমস্যা, জ্বর চলে আসে যখন তখন। শার্টের পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটা বের করে আনল অর্জুন। এখনো এয়ারপ্লেন মুডে দেয়া। মুডটা অফ করে নিলো। দিল্লি থেকেই সিমটা রোমিং করিয়ে নিয়েছে, ফলে এখানে আর নতুন করে সিম কেনার ঝামেলায় যেতে হবে না, খরচ অনেক বেশি হলেও উপায় নেই।

মোবাইল ফোনটা আবার ঢুকিয়ে রাখল, তার সাথে খুব বেশি ঝামেলা নেই, দুটো ব্যাগ, খুব বেশি ভারি নয় কোনটাই, একটায় কিছু জামাকাপড়, বই আর অন্যটায় ল্যাপটপ, ব্যাটারী, চার্জার, জিপিএস, বাইনোকুলার এইসব হাবিজাবি। নাইকনের দামী ক্যামেরাটাও এই ব্যাগে ছিল, একটু আগেই বের করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। ইচ্ছে ছিল এয়ারপোর্টে নেমেই কিছু ছবি তুলবে। কিন্তু আলসেমী লাগছিল খুব, হোটেলের বিছানায় একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমুতে না পারলে কিছুতেই শান্তি হবে না মনে হচ্ছে।

তার কোমরে ওয়ালেট ব্যাগ, সেখানে টাকা পয়সা ছাড়াও আছে অতি গুরুত্বপূর্ন একটা খাম, নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই খাম খুলতে নিষেধ করা হয়েছে, রীতিমতো সিল-গালা করা, এছাড়া আরো দুটো দরকারি কাগজপত্র আছে, একটা হচ্ছে তার পাসপোর্ট, অন্যটা পরিচয়পত্র। ইন্ডিয়ান টাইমস'র আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি সে, নাম অর্জুন চক্রবর্তী। খাঁটি বাঙালি, কলকাতায় জন্ম, বেড়ে উঠা, বারো বছর বয়সে বাবা

BanglaBook.org

মারা যাওয়ার পর জীবিকার টানে দিল্লি ছুটে গিয়েছিল তার মা, সেখানেই বড় হয়েছে অর্জুন, পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছে। মা মারা গেছেন বছর দুই হলো। এখন কোন পিছুটান নেই তার। ছুটি পেলেই কোথাও না কোথাও ঘুরতে বের হয়। যেমন এবার ছুটি কাটাতে এসেছে ঢাকায়। সবাই অবাক হয়েছিল। ছুটিতে ঢাকায় যাওয়ার মানে কী? কী আছে দেখার মতো? বাকিসব অভিযাত্রীদের লক্ষ্যের মতো তারও লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল পাতায়া, ব্যাংকক কিংবা লাংকাউই। কিন্তু সেসব কথায় কান না দিয়ে দিল্লি থেকে সরাসরি ঢাকায় চলে এসেছে সে। আগামী পনেরো দিন ঘোরাঘুরি হবে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে। এই ঢাকার সাথে তার সখ্যতা অনেক পুরানো, সেটাকে ঠিকভাবে ঝালাই করতে হবে। এছাড়া বাংলা বলতে ভুলেই গেছে প্রায়, সেটাকেও নতুন করে আয়ত্তে আনাটা বোধহয় এখানেই সম্ভব।

চোখ বুজে এসেছিল অর্জুনের। ঘুম আসছে। যে হোটেলটায় বুকিং দেয়া সেটা গুলশান নামক কোন এক জায়গায়। এই গাড়িটা হোটেল থেকে পাঠানো, কাজেই ঠিকমতো পৌঁছানো নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। চাইলে আরো বেশ কিছুক্ষন চোখ বুজে থাকা যায়, কারন দেখার মতো কিছু নেই। হলুদ সোডিয়াম বাতির নীচে সারি সারি গাড়ি ছাড়া।

চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছিল অর্জুন। গাড়িতে এসি চলছে, এফএম রেডিওতে চলছে হিন্দি একটা গান, পরিবেশটাকে এই মুর্হূতে খুব একটা অপরিচিত মনে হচ্ছিল না। কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কোথাও একটা কিছু ঠিক নেই। এরকম মনে হওয়ার কোন কারন নেই, চারপাশে সব স্বাভাবিক। গা ঝাড়া দিয়ে সিটের উপর সোজা হয়ে বসল অর্জুন। তার চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। এই ধরনের অনুভূতি প্রায়ই হয় অর্জুনের। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাজে কিছু ঘটে নি। কাজেই চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

সামনের গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে। এই রাস্তাটা বেশ চওড়া, অল্পসময়েই সামনের পথ বেশ পরিষ্কার হয়ে এলো। তার নিজের গাড়িটাও বেশ দ্রুতগতিতে চলছে। তার গন্তব্য খুব বেশি দূরে নয় এয়ারপোর্ট থেকে, হোটেল বুক করার সময় এটুকু জেনে নিয়েছিল অর্জুন। কাজেই খুব বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হবে না। ল্যাপটপের ব্যাগের চেইন খুলে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে সিগারেট ধরাল। এসি বন্ধ করে ইশারায় জানালা খুলে দিতে বলল ড্রাইভারকে।

বৃষ্টি কমে এসেছে। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল অর্জুন। সোয়া এগারোটা বাজে। বারোটার মধ্যে হোটেলে চেকইন করতে হবে। তারপর খুব জরুরি একটা কাজ করতে হবে, খুব জরুরি।

"আর কতো সময় লাগবে ড্রাইভার সাব," পরিষ্কার বাংলায় বলল অর্জুন, দীর্ঘদিন বাংলায় কথা বলার অভ্যাস নেই, তাই কেমন একটু অস্বস্তি লাগছিল। দাঁত

BanglaBook.org

কেলিয়ে হাসল ড্রাইভার, বেশ মজা পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

"আর পনরো মিনিট, স্যার।"

"আরামসে চালাও," অর্জুন বলল।

এই রাতেও ঢাকার রাস্তা বেশ ব্যস্ত, ব্যক্তিগত গাড়িই বেশি চোখে পড়ছে। গুনগুন করে পুরানো দিনের বাংলা গানের সুর তুলছিল অর্জুন, জানালা দিয়ে সিগারেটের ছাই ফেলতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকাল। মুহূর্তেই বুঝে গেল কী করতে হবে। "জোরে চালাও, ড্রাইভার। বকশিস পাবে।"

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ড্রাইভার। সামনে একটা রেলক্রসিং, ট্রেন আসছে বলে দু'পাশের ব্যারিকেডলো নামিয়ে দেয়া হচ্ছে, কাজেই গাড়ির গতি বাড়িয়েও লাভ নেই, থামতে হবে। কী করবে বুঝতে পারছিল না অর্জুন। তার মন বলছে এক্ষুনি এই গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া উচিত। পেছনে তাকিয়ে যতোটুকু বুঝেছে, পেছনের গাড়ির লোকগুলো তাকে অনুসরন করছে, সেই দিল্লি থেকে। দুজনের চেহারা দিল্লি বিমানবন্দরে দেখেছে কয়েকবার, বারবার তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল।

চোখে চোখ পড়তে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল। এমনকী ঢাকায় নামার পর থেকে ঠিক যেন তার আশপাশে সবসময় লোক দুজন আছে, সে যখন ট্যাক্সিক্যাবে উঠে পড়ে তখন এই দুজনের মধ্যে বেশ তাড়াহুরা লক্ষ্য করেছে অর্জুন। এদের মধ্যে একজন বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, অন্যজন মাঝারি আকৃতির, শ্যামলা বর্নের এবং বেশ শুকনো, লোকটার পাকানো গোঁফ, তাকানোর ভাবভঙ্গি ভালো লাগে নি। এই লোকের চোখগুলো অদ্ভুত, তাকিয়ে থাকলে কেমন শিরশিরে অনুভূতি হয়। এই মুহূর্তে দূর থেকে অবশ্য লোকটার চোখ চোখে পড়ছে না। তবে এদের কাছ থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল।

ট্রেন আসার কোন চিহ্নই নেই, অথচ গাড়ি সব থেমে আছে। গাড়ির পেছন সিটে বসে অস্বস্তিবোধ করছে অর্জুন। দুটো ব্যাগের মধ্যে একটা বেশ ছোট, কাঁধ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে সেটা বড় ব্যাগটায় ঢোকাল, তারপর ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাল। যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, সে এখানে একজন সাংবাদিক পরিচয়ে এসেছে, সেজন্য তাকে হেলাফেলা করলে ভুল করবে এই লোকগুলো।

ভুল করলো লোক দুজন, হয়তো জেনেশুনেই। পেছনের ট্যাক্সিক্যাবের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো লম্বা লোকটা, বিরক্তিতে থু থু ফেলল। একহাত প্যান্টের পকেটে ঢোকান। দ্বিতীয় লোকটাও বেরিয়ে এলো পেছন পেছন, তাকিয়ে আছে একটু সামনে অর্জুনের গাড়িটার দিকে।

বিপদের গন্ধ পাচ্ছে অর্জুন। লোক দুজনকে বেশ ইতস্তত করতে দেখা যাচ্ছে, সামনে এগুবে কী এগুবে না ঠিক করতে পারছে না বোধহয়। ডান দিকে একটা পুলিশের জীপ, বেশ ক'জন পুলিশ সদস্যকে গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে,

BanglaBook.org

হয়তো এ কারনেই এগুচ্ছে না। দরজা খুলে দৌড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত অর্জুন। সে এখানকার কিছুই চেনে না, তবু ঐ লোকগুলোর হাতে পড়া যাবে না। ওদের উদ্দেশ্য কী পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে।

ট্রেন চলে গেল, ব্যারিকেড উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ট্যাক্সিক্যাবে গিয়ে বসল লম্বা লোকটা, সাথে দ্বিতীয় লোকটাও, দুজনকে বেশ হতাশ মনে হচ্ছে। ড্রাইভারকে ইশারা করল অর্জুন, যেন পুলিশের জীপটার পাশে পাশে থাকে, আশ্বস্ত করলো ড্রাইভার, সেও হয়তো বুঝতে পেরেছে কোন ঝামেলা আছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে একেবারে, সোডিয়ামের হলদে আলোয় চকচক করছে ঢাকার রাস্তা।

"আর কতোদূর?" জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"এই তো, কাছাকাছি," উত্তর দিলো ড্রাইভার।

ট্রেন চলে যাওয়াতে সামনের রাস্তাটা এখন প্রায় ফাঁকা, গাড়িগুলো বেশ গতিতে চলছে, পুলিশের জীপটা হঠাৎ বায়ের রাস্তার দিকে চলে গেল। চাইলেও ঐ জীপের সাথে যাওয়া সম্ভব না। ট্যাক্সিক্যাবটা ঠিক পেছন পেছন আসছে, যেই দেখেছে পুলিশের জীপ চলে গেছে, গতি বাড়িয়ে এখন অর্জুনের গাড়িটার ঠিক পেছনে চলে এসেছে।

মনে মনে ভাবছিল অর্জুন, তার কাছে কোন অস্ত্র নেই, হোটেলের ঠিকানা ছাড়া অন্য কোন ঠিকানাও জানা নেই, এই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। গাড়ির গতিবেগ নব্বইয়ের কাটা ছুই ছুই, তবে খুব বেশিক্ষন এই গতি ধরে রাখতে পারবে না ড্রাইভার, সামনে ট্রাফিক মোড়, সেখানে গতি কমাতেই হবে। ট্যাক্সিক্যাবটা পাল্লা দিয়ে চলছে তার গাড়িটার সাথে, পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করছে না অর্জুন, জানালার বাইরে আয়না দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লোকদুজনকে।

ট্রাফিক মোড়ের কাছে গতি কমাল গাড়িটা, শার্টের পকেট থেকে এক হাজার টাকার একটা নোট বের করে ড্রাইভারের দিকে ছুড়ে দিল অর্জুন, বুদ্ধি করে বিমানবন্দরে থাকতেই কিছু ডলার ভাঙিয়ে নিয়েছিল। দরজা খুলে ডানদিকের রাস্তার দিকে দৌড় দিলো, তার পিঠে ব্যাগ ঝুলছে। ট্রাফিক অফিসার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে ওর দৌড় দেয়া, পেছনের ট্যাক্সিক্যাবটাও জোরে ব্রেক কষে থেমেছে, দুইপাশের দরজা খুলে দুজনকে বের হতে দেখা গেল, হাতে উদ্যত পিস্তল। ট্রাফিক অফিসার কী করবে বুঝতে পারছে না, এই সময় পুলিশের সার্জেন্ট থাকলে হয়তো কিছু করা যেতো, একটু আগে সার্জেন্ট কামরুল এখানে ছিল, মোটরবাইকে থাকে বলে একটানা কোন জায়গায় বেশিক্ষন স্থির থাকতে পারে না, তিড়িং বিড়িং করে,

BanglaBook.org

এগিয়ে যাবে কি না বুঝতে পারছিল না ট্রাফিক অফিসার কাশেম, খালি হাতে দুজন অস্ত্রধারীর দিকে এগুনো মানে জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়া। সারারাত ডিউটি করে সকালে বাড়ি ফিরে ছেলের মুখ দেখার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই তার জীবনে, এই আনন্দ নষ্ট করতে চায় না সে দুজন অস্ত্রধারীর পিছু নিতে গিয়ে।

রাস্তা প্রায় খালি, ব্যাগ নিয়ে যে ছেলেটা দৌড় দিয়েছে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব ক্ষীন, ভাবল কাশেম, এই সময় সার্জেন্ট কামরুল চলে আসলে খুব ভালো হতো। কিন্তু সিনেমার মতো বাস্তবেও দেখা যায় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আইনপ্রয়োগকারি সংস্থার আবির্ভাব হয়, এটা বদলানোর কোন উপায় সম্ভবত নেই।

যাই হোক, নিজের জায়গায় ফিরে গেল কাশেম, তার হাতের ইশারায় গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করেছে। যে কোন সময় গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠবে চারদিক এই আশংকা করছে সে এবং দুই মিনিটের মধ্যে তার আশংকা সত্যি প্রমানিত হলো।

পরপর তিন রাউন্ড গুলিতে কেঁপে উঠলো কাশেম, ছেলেটা বোধহয় আর বেঁচে নেই!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৪

সাকিবকে নিয়ে কোথাও যাওয়া মানেই ঝামেলা। আবার না নিয়ে গেলেও সমস্যা, কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকবে। এবার রওনা দেয়ার সময় সাকিবকে সাথে নিয়েছে অয়ন। তবে মনে হচ্ছে ফিরে আসার পর কানের কাছে সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান করতে দিলেও ভালো হতো। সাকিবের কারনেই আজ এই ঝামেলায় পড়েছে। নইলে সব ঠিকঠাক চলছিল। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটার স্ট্র্যাপ খুলে ভেজা মাটিতেই বসে পড়ল অয়ন, অনেক ক্লান্ত লাগছে এখন। খিদে পেয়েছে খুব, আশপাশে খাওয়া যায় এমন কিছু চোখে পড়ছে না, পুরো জায়গাটা নীরব নিথর, এমনকি কীটপতঙ্গ বা পাখিরাও ডাকতে ভুলে গেছে যেন। এখানে বেশিক্ষন বসে থাকা ঠিক হবে না, দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষন হলো, একটু নিরাপদ জায়গায় রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা দরকার।

সবচেয়ে খারাপ লাগছে ক্যামেরাটার জন্য, বিদেশ থেকে আনানো দামী জিনিস, চমৎকার ছবি তোলা যায়, ইচ্ছে ছিল ঢাকায় ফিরে আগের কিছু ছবির সাথে এবার তোলা ছবিগুলো নিয়ে একটা প্রদর্শনী করবে, কিন্তু ক্যামেরাটা নেই আর। তোলা ছবিগুলোর কথা মনে পড়াতে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো অয়নের। অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য তার কোন দুঃখ নেই। একটু দূরে বসে আছে সাকিব, ওর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে চোরা চোখে। বোঝাই যাচ্ছে অপরাধবোধে ভুগছে, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে সাকিবের দিকে ছুড়ে দিল অয়ন। যা ঘটার ঘটে গেছে, এখন আর মন খারাপ করে লাভ নেই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে শুধুমাত্র একটা কম্পাস আর কিছু কাপড়-চোপড় রেখে গেছে দূর্বত্তরা। মোবাইল আর ক্যামেরার দিকেই ওদের নজর ছিল বেশি, তবে টাকা-পয়সা কেড়ে নিতেও ভুল করে নি। যাওয়ার সময় বড় একটা পানির বোতল ছুড়ে দিয়েছিল একজন, সেটা লুফে নিতে দ্বিধা করে নি সাকিব, অন্তত এই জঙ্গলে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া এককথায় অসম্ভব।

মাথা চুলকাচ্ছে অয়নের, এ অঞ্চলে এই ধরনের লোকজনের আনাগোনা থাকতে পারে ধারনাও করতে পারে নি সে। সাকিব ভুল করেছে নিজ থেকে ওদের কাছে গিয়ে। ভেবেছিল লোকগুলো হয়তো সাহায্য করবে। এখানে ছোটখাট একটা ঝর্নার মতো আছে বলে শুনেছিল, এই লোকগুলো তার সন্ধান দিতে পারবে কি না তা জানার জন্য গিয়েছিল সাকিব, অয়ন ঘুমাচ্ছিল তখন। ভেবেছিল, ঝর্নার খোঁজ বের

BanglaBook.org

করে অয়নকে একটা সারপ্রাইজ দেবে, কিন্তু নিজেই সারপ্রাইজড হয়ে গেল যখন দেখল লোকগুলো অস্ত্রধারী। চাইলে ওদের দুজনকে মেরে ফেলাও অসম্ভব ছিল না লোকগুলোর পক্ষে। জনমানবহীন প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে ওদের কেউ কোনদিন খুঁজেও পেতো না। তবে সেদিকে না গিয়ে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছে। বলেছে এই এলাকার আরেকবার দেখলে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। এই লোকগুলো কে? ভাবছিল অয়ন। স্থানীয় কেউ ছিল না দলটায়, কাঠখোট্টা চেহারা সবার, চোখে মুখে অদ্ভুত হিংস্রতা।

পানির বোতল হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সাকিব। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে মায়াই লাগল অয়নের। বেচারা এরকম অবস্থায় পড়বে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি হয়তো। সারাজীবন আরাম আয়েশে মানুষ, এরকম কষ্ট করতে হবে জানলে জীবনেও হয়তো তার সাথে আসতো না।

"দোস্ত, একটা কথা বলি?" সাকিব বলল মৃদু স্বরে।

"বল," মুখ না তুলেই বলল অয়ন, সাকিবের উপর রাগ এখনো যাচ্ছে না তার।

"আমার যে কী ভালো লাগছে তা তোকে বলে বোঝাতে পারবো না," সাকিব বলল, মুখ তুলে তাকাল অয়ন, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার, কী বলছে এই ছেলে!

"ভালো লাগছে? কেন বলতো? ভালো লাগার মতো কী হয়েছে?"

"জীবনটা কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যাচ্ছিল, বাসা, ক্লাস, পড়াশোনা, বাবার বড় ব্যবসা, নিশ্চিত জীবন।"

"নিশ্চিত জীবন তোর অপছন্দ! আগে জানা ছিলো না," অয়ন বলল।

"আজ যে থ্রিলিং অভিজ্ঞতা হলো, জীবনে আর কখনো হয় নি।"

"যখন পিঠের উপর বন্দুকের নল ছিল, তোর খুব ভালো লাগছিল?" প্রশ্ন করলো অয়ন, বেশ অস্বস্তি হচ্ছে এখন সাকিবের সাথে কথা বলতে, ছেলেটার কী মাথা খারাপ হলো নাকি?

"সেটাই তো সবচেয়ে থ্রিলিং মোমেন্ট ছিল রে বোকা, ঢাকায় ফিরে এ নিয়ে বড় করে ফেসবুকে একটা স্টাটাস দেবো," বলতে বলতে পাশে এসে বসল সাকিব।

"আগে দ্যাখ, ঢাকায় ফিরতে পারিস কি না, স্ট্যাটাস তো অনেক পরের ব্যাপার," অয়ন বলল, তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে, সত্যি সত্যি এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। নতুন এই ঝর্নাটার খোঁজে অনেক অনেক ভেতরে চলে এসেছে সে, এই জায়গাগুলো ম্যাপে আছে, কিন্তু তেমন কেউ এর আগে এসেছে বলে শোনে নি অয়ন, হয়তো এসেছে, কিন্তু বলার মতো কিছু পায় নি বলে কোথাও উল্লেখ নেই। ঝোঁকের মাথায় কাজটা করা ঠিক হয় নি।

BanglaBook.org

"তুই কি আমার উপর রাগ করে আছিস এখনো?" জিজ্ঞেস করল সাকিব।

"না," বলল অয়ন, সাকিবের উপর রাগ করে লাভ নেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। চারপাশে তাকাল, এ জায়গাটা কিছুটা সমতল, এরপর ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে, চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়, ঝোপ-ঝাড় চারদিকে, এখানে মানুষজনের নিয়মিত আনাগোনা থাকলে কোথাও না কোথাও কোন চিহ্ন থাকতো। কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়ছে না, উলটো আরো অদ্ভুত নীরবতা চারপাশে।

গতরাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছিল, চারপাশ তাই বেশ পরিষ্কার, যদিও পথ চলতে গেলে সমস্যা হচ্ছে, মাটি কিছু কিছু জায়গায় নরম হয়ে আছে, পিচ্ছিল। দেখেশুনে পা না ফেললে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে নিজে বেশ দেখেশুনে চলতে পারবে, সমস্যা হবে সাকিবকে নিয়ে। কেন যে ওকে নিয়ে আসতে গেল, এখন চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে অয়নের।

উঠে দাঁড়াতে গিয়েই হোঁচট খেল অয়ন, অন্যমনস্ক ছিল, সাকিব হাত ধরে ফেলাতে কোনমতে সামলাল নিজেকে। সাকিবের দিকে তাকিয়ে হাসল।

সাথে একটা লাঠি থাকলে সুবিধা হয়, তাই লাফ দিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিলো অয়ন, তার দেখাদেখি সাকিবও তাই করলো। ঝোপঝাড় সরিয়ে এগুতে সুবিধা হবে তাহলে।

"এখানে বসে সময় নষ্ট করে লাভ নেই," অয়ন বলল, "চল, রওনা দেই।"

"কোনদিকে যাবো?" সাকিব বলল।

"তুই শুধু আমাকে ফলো কর," বলে ঢালু প্রান্তের দিকে হাঁটতে শুরু করল অয়ন। অন্তত সন্ধ্যা হওয়ার আগে একটা নিরাপদ জায়গায় রাত কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে কার্বলিক এসিড, দুটো দেয়াশলাইয়ের বাক্স, এক প্যাকেট বিস্কিট খুঁজে পেয়েছে অয়ন, দুজন ভাগ করে খেলে এক প্যাকেটে রাতটা পার করা যাবে হয়তো, তবে সকালে অন্য কিছু জোগাড় করতে বেরুতে হবে। আশপাশে ফলজাতীয় কিছু চোখে পড়ে নি এখনো।

পায়ে উঁচু বুট পড়ে আছে দুজনেই, ঢাকা থেকে রওনা দেয়ার সময় নতুন এক জোড়া কিনেছে সাকিব, অয়নের আগে থেকেই ছিল। অয়নের পেছন পেছন হাঁটছে সাকিব, দিনের আলো ম্লান হতে শুরু করেছে।

চারপাশে তাকাল অয়ন, সামনের দিকে যাওয়া যায়, কিন্তু ঘন ঝোপ-ঝাড়ে জায়গাটা এতোটাই ঢেকে আছে তা ঠেলে এগুতে মন সায় দিচ্ছে না, কয়েক ফুট দূরে একটা ঢাল নেমে গেছে নীচের দিকে, ঢালের কিনারে দাঁড়াল অয়ন, তাকাল নীচের দিকে, অনেক দূর নেমে গেছে ঢালটা, সূর্য্যের আলো যাচ্ছে না সেখানে, অদ্ভুত একটা কৌতুহল কাজ করছে মনে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অয়ন। সোজা না এগিয়ে ঢাল বেঁয়ে নামতে শুরু করল সে, দেখাদেখি সাকিবও নামছে। মাঝে মাঝে তাল ঠিক

BanglaBook.org

রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, আগের রাতে ঝড়-বৃষ্টির ফলে মাটি নরম হয়ে আছে।

উপরের দিকে না উঠে নীচের দিকে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কি না বুঝতে পারছে না অয়ন। মন বলছে উপরের দিক দিয়ে গেলে ঐ লোকগুলোর সাথে আবার দেখা হবে। এর আগেরবার ছেড়ে দিয়েছিল, পরের বার ছাড়বে কি না নিশ্চিত নয়। সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি ওদের এড়িয়ে চলার ব্যবস্থা করা। দীর্ঘদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা অয়ন জানে, উপরে উঠার চেয়ে অনেক সময় নীচে নামা অনেক কঠিন হয়ে যায়। সাকিবকে এসব বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান দেয়া হয়েছে আগে। দেখা যাক, সব কিছু ওর মনে আছে কি না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, একহাতে টর্চ জ্বালিয়ে নিয়েছে অয়ন, সাকিবকে বলেছে পেছন পেছন আসতে, জায়গাটা যেভাবে ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমেই যাচ্ছে, তাতে কেমন অদ্ভুত একটা ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে ক্রমাগত নেমেই যাচ্ছে, অতল অন্ধকারের দিকে। সেখানে ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করছে তাদের দুজনের জন্য। আরো কিছুটা নামার পর মনে হলো এখানে কোনদিন সুর্য্যের আলো প্রবেশ করে নি। ঝোপ-ঝাড়, ছোট ছোট গাছগুলো কেমন কালো হয়ে আছে। পাশ দিয়ে সরসর করে সাপ চলে গেল, বিষধর কিছু একটা হবে। এ এলাকায় যেসব সাপ আছে, সবই বিষধর।

সাকিবকে বলতে গিয়েও থেমে গেল। ভয় পাবে ছেলেটা। পেছনে তাকিয়ে সাকিবকে পেছন পেছন আসতে বলল অয়ন। সাকিবের চেহারায় ভয়ের ছাপ নেই, বরং 'যা হবার হবে' এমন একটা ভাব নিয়ে নীচের দিকে নামছে সাকিব।

ঢালটা আরো খাড়া হয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে, এই প্রথম এদিকে দিয়ে আসার জন্য নিজেকে দোষ দিতে শুরু করলো অয়ন। যতোটুকু নেমে এসেছে এই পর্যায়ে এসে উপরে উঠাও কঠিন হয়ে যাবে, শারীরিক শক্তি বলে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কলকল করে ঘামছে এখন, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে সাকিবকে ইশারা করল একটু কাছে আসার জন্য, মুখ আর নাক ঢাকতে বলল হাত দিয়ে। কাঁধ থেকে এক হাতে ব্যাগটা খুলে নতুন কার্বলিক এসিডের একটা প্যাকেট খুলে ছড়িয়ে দিল চারপাশে। মুহূর্তেই ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল চারপাশ।

চুপচাপ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল অয়ন, চারপাশে কেমন একটা আলোড়ন টের পাওয়া যাচ্ছে, এখানে সেখানে ঝোপ-ঝাড়গুলো নড়ে উঠছে মনে হলো। তার মানে কার্বলিক এসিড ছড়ানোতে কাজ হয়েছে।

BanglaBook.org

এই এলাকা সাপের অভয়ারন্য, এখানে রাত কাটানোর চিন্তা করা মানে আত্মহত্যার সামিল। কিন্তু এখন কিছু করার নেই, অনেকটা পথ নেমে এসেছে, আরেকটু নামলেই হয়তো সমতল কোন জায়গা পাওয়া যাবে।

"ওটা কী?" সাকিব বলল, তার কণ্ঠস্বরটা আর্তনাদের মতো শোনাল।

হাত তুলে দূরে একটা জায়গা দেখাচ্ছে সাকিব, সেদিকে তাকাল অয়ন। তার গায়ের সব রোম দাঁড়িয়ে গেল মুহূর্তেই।

ঠিক দশ ফুট দূরত্বে একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে, উল্টো হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা বেকায়দা অবস্থায় কাত হয়ে আছে একপাশে, হা করা মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না মানুষটা মৃত। পুরো শরীর মাটি-কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। একপাশে কালো একটা ব্যাগ, ব্যাগের মুখ খুলে বেশ কিছু জিনিস বেরিয়ে আছে, টর্চের আলোয় জিনিসগুলো চিনতে অসুবিধা হলো না অয়নের, টাকা, অনেক টাকা। আরেকটু নীচে নামবে না উপরের দিকে উঠবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না অয়ন।

সাকিবের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। কিন্তু একজন মৃত মানুষকে অদ্ভুত এই জায়গায় পড়ে থাকতে দেখার রেশ এখনো কাটে নি বেচারার, বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে লাশটার দিকে। ওর কাছ থেকে কোন উত্তর পাবার সম্ভাবনা নেই ধরে নিলো অয়ন। সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বুঝল, এই মুহূর্তে নীচের দিকে নামা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঢালের উপরের প্রান্তে বেশ কিছু লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ঢালের দিকে টর্চের আলো ফেলছে ওদের একজন, কিছু আছে কি না দেখার জন্য। সাকিবকে ইশারা করলো একটা ঝোপের আড়ালে লুকাতে, নিজেও লুকাল অয়ন। মৃত মানুষটা ঠিক যেখানে আছে সে পর্যন্ত টর্চের আলো পৌছাবেনা উপর থেকে, ধারনা করলো। বেশ কিছুক্ষন টর্চের আলো ফেলে চলে গেল লোকটা, কিন্তু কথাবার্তা এখনো শোনা যাচ্ছে। আজ হয়তো উপরেই ক্যাম্প করবে ওরা। সেক্ষেত্রে একটা উপায়ই আছে ওদের হাতে। এখানেই রাত কাটানো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৫

নিজের রুমে বসে আছেন ডঃ লুতফর, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনে দেয়ালজুড়ে বড় একটা স্ক্রীনের দিকে। সেখানে ডিসকভারি চ্যানেলে সিংহ আর মোষের লড়াইয়ের উপর খুব চমৎকার একটা ডকুমেন্টারি দেখাচ্ছে। বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখতে শুরু করেছিলেন, এখন আর ভালো লাগছে না।

গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন যেন। টাকা নিয়ে পালিয়েছে, তাতে খুব একটা কষ্ট পান নি তিনি। কিন্তু তার গবেষনার আসল জিনিস নিয়ে পালিয়েছে ছোঁড়া। গত দুই বছরের শ্রম এখন আটকে আছে শুধুমাত্র ঐ জিনিসগুলোর উপর। সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে উলটো আরো ক্ষতি হয়ে গেল। ডঃ রামকৃষ্ণ আর পারভেজ দুজনই জানে ব্যাপারটা এবং দুজনই বেশ উদ্বিগ্ন। কোটি কোটির টাকার প্রজেক্ট ঋভু এখন স্থবির। ছেলেটাকে ধরতে পারে নি, পাহাড় ধ্বসে পড়ে গেছে নীচে। ওদের নির্দেশ দেয়া আছে যেকোন মূল্যেও হোক কালো ব্যাগটা উদ্ধার করতে হবে। কাল সারারাত খোঁজাখুঁজির পর আজ সকালে আবার সার্চ পার্টি বের হয়েছে, এখনো কোন খবর পাওয়া যায় নি।

পুরো ল্যাবটা মাটির নীচে তৈরি, দিনের পর দিন পাহাড়ের নীচে কিভাবে এই ল্যাব তৈরি হয়েছে জানেন না ডঃ লুতফর, তবে এটুকু বুঝতে পারছেন টাকা ছড়ালে সবকিছুই সম্ভব। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সেনারা ক্যাম্প করেছিল, বার্মায় থাকা জাপানি সেনাদের সাথে লড়াই করার জন্য, বেশ কিছু বাংকার তৈরি করেছিল মাটি খুঁড়ে, সেসব বাংকারের কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। তবে সেই বাংকারগুলোর খোঁজ করতে গিয়ে এখানকার পাহাড়ের ভেতর চমৎকার গুহা খুঁজে পায় একদল মানুষ। সেই গুহার ভেতরই তৈরি হয়েছে ল্যাবরেটরি। পুরো ল্যাবটা দুই স্তর বিশিষ্ট, নীচের স্তরে ল্যাব, তিনজন মানুষ ছাড়া বাকি কারো প্রবেশ নিষেধ, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে একজন লোক ঢোকে, সেটাও খুব অল্প সময়ের জন্য, ল্যাবের উপরের স্তরে থাকার ব্যবস্থা, সেখানে সার্বক্ষনিক পাহারা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজে কিছু লোককে রাখা হয়েছে, ওরা বড় একটা রুমে থাকে, একেবারে কোনার দিকে পাশাপাশি দুটো রুম, সাঈদ পারভেজ আর ডঃ রামকৃষ্ণের, তার রুমটা বিপরীত দিকে অবস্থিত, এই তিনটা রুমই বিশেষভাবে তৈরি। আধুনিক পৃথিবীর সব ধরনের সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন, তবে এখান থেকে বাইরে কোথাও ফোন করা যায় না, মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই, সাঈদ পারভেজ যখন আসে, তার স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে আসে। ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও বাইরে কোথাও

BanglaBook.org

কোন মেইল পাঠানোর সুবিধা নেই, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু সাইটে ঢোকার জন্য ব্যবহার করা যায়।

বাইরে থেকে কারো বোঝার উপায় নেই এখানে পাহাড়ের ভেতর কী চলছে, তিনি নিজেও দুবছর আগে যখন প্রথম এলেন, স্রেফ বোকা হয়ে গিয়েছিলেন, এ যেন আরব্য রজনীর চিচিং ফাঁকের গল্প।

সাঈদ পারভেজ কিংবা ডঃ রামকৃষ্ণ, এদের দুজনকেই তিনি বিশ্বাস করেন না, ঠিক টাকা-পয়সার লোভে তিনি এখানে আসেন নি। এসেছেন গবেষনা করতে, নিজের বাড়িতে বসে এধরনের গবেষনার সুযোগ তিনি কখনোই পেতেন না। সে রকম টাকা-পয়সাও তার নেই, কাজেই এ সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চান। ডঃ রামকৃষ্ণকে এখন পর্যন্ত উল্টোপাল্টা কিছু করতে দেখেন নি যাতে অবিশ্বাস জন্মে, তবে সাঈদ পারভেজকে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। লোকটার নাম সাঈদ পারভেজ কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এটা পাহাড়ি এলাকা, বাংলাদেশ, ভারত আর মায়ানমারের সীমান্তের কাছাকাছি, সাঈদ পারভেজের মতো একজন বিদেশি এখানে কিভাবে নির্বিবাদে আসা-যাওয়া করতে পারে বুঝতে পারেন নি ডঃ লুতফর। লোকটার হয়তো উপর লেভেলে কানেকশন ভালো, এই ল্যাবে যে ধরনের গবেষনা চলছে, তা এককথায় অবৈধ। কোন সরকার বা রাস্ট্রই তা সমর্থন করবে না। তারপরও কিভাবে সবার চোখের আড়ালে সবকিছু ম্যানেজ করে নিয়েছে সাঈদ পারভেজ ভেবে অবাক হন তিনি মাঝে মাঝে। গবেষনার কাজে যে কোন কিছু চাওয়া মাত্র হাজির করেছে লোকটা, সে জিনিস যতোই দুষ্প্রাপ্য বা দামী হোক না কেন।

দরজায় নক হলো এই সময়, সিকিউরিটি ক্যামেরায় অতিথিকে দেখে নিলেন ডঃ লুতফর। ডঃ রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন গম্ভীর মুখে, একটা ফাইল নিয়ে। হাতে থাকা রিমোটটা চাপলেন ডঃ লুতফর, দরজা খুলে গেল।

"কি খবর, ডঃ রামকৃষ্ণ?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ লুতফর।

"আপনি কি জানেন আপনার ভুলের কারনে আমাদের কী পরিমান ক্ষতি হতে যাচ্ছে?"

ডঃ লুতফর তাকালেন বয়স্ক বিজ্ঞানীর দিকে, এভাবে সরাসরি আক্রমন আশা করেন নি।

"সার্চ পার্টি আজকের মধ্যে খুঁজে পাবে," ডঃ লুতফর বললেন, "আর না পেলে... "একটু থামলেন, তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে, "নতুন করে তৈরি করতে হবে, এক্ষেত্রে আগেরবারের মতো সময় লাগবে না নিশ্চয়ই।"

"পরীক্ষা করার জন্য যে আইটেমগুলো আমরা তৈরি করেছি, সেগুলো ততোদিন টিকবে না কিংবা টিকলেও তার উপর আমার তৈরি বায়োক্যামিকেল এজেন্টের

BanglaBook.org

প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তা আমাদের অজানা, কী বলেন আপনি?"

"একদম ঠিক," ডঃ লুতফর বললেন।

ডঃ রামকৃষ্ণকে তিনি যেমন অবিশ্বাস করেন, ঠিক তেমনি ডঃ রামকৃষ্ণও তাকে বিশ্বাস করেন না। ফলে ঠিক করা হয়েছিল, দুজনের তৈরি জিনিস একসাথে তৈরি হলেও, তৈরি হওয়ার পর জিনিসগুলো আলাদা আলাদাভাবে দুজনের কাছে থাকবে, আইটেমের উপর প্রয়োগের সময় তা একসাথে প্রয়োগ করা হবে। এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা একদম ঠিক হয় নি। গতকাল সন্ধ্যায় আইটেমের উপর ডঃ রামকৃষ্ণের তৈরি ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছে, আগামীকাল দুপুরের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাওয়ার কথা, ইঞ্জেকশনটা খুব শক্তিশালী, মূলত এই শক্তিশালী ক্যামিকেলের প্রভাব কমানোর এবং নিয়ন্ত্রন করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল ডঃ লুতফরের ডিভাইসগুলো। যা গত সন্ধ্যায় নিয়ে পালিয়েছে কাজের ছেলেটা।

গতকাল সন্ধ্যায় ইঞ্জেকশন পুশ করার পর এখন পর্যন্ত তেমন কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে নি, তবে একদম নতুন এই বায়োক্যামিকেল এজেন্টের কার্যকর হওয়ার ক্ষমতা আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত। কাজেই এখন পর্যন্ত অনেক সময় হাতে আছে। এখানে আইটেম বলতে নীচতলার ল্যাবের খাঁচায় বন্দি তিনজন মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। এই তিনজনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জোগাড় করেছে সাঈদ পারভেজ, ঠিক কী প্রক্রিয়ায় জোগাড় করা হয়েছে অনেকবার জানতে চেয়েছেন ডঃ লুতফর, উত্তর মেলেনি। এমনিতে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য গিনিপিগ, শিম্পাঞ্জী বা বানরকেই বেছে নেয়া হয়। কিন্তু ঝামেলায় যেতে চায় নি পারভেজ। ব্যাপারটাকে নীতিগতভাবে সমর্থন না করলেও এখন আর পিছু হটার উপায় নেই ডঃ লুতফরের। এই ল্যাব থেকে জীবনে আর কখনো হয়তো বের হওয়া হবে না, তবে যে যুগান্তকারি আবিষ্কারের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাতে এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে মরে গেলেও শান্তি।

বন্দী তিনজনের প্রত্যেকের বয়স ত্রিশের নীচে, পুরুষ এবং এদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ, একজন ভারতীয় এবং একজন মঙ্গোলীয়। তারা এখানে আসার অনেক আগেই ওদের ল্যাবে নিয়ে আসা হয়েছে, ফলে ওদের উপর প্রকৃত অত্যাচারের মাত্রাটা নিজের চোখে দেখতে হয় নি ডঃ লুতফরকে। সবার জিভ কেটে ফেলা হয়েছে, যাতে কথা বলতে না পারে, হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন। খাঁচাগুলো উঁচু, শক্তপোক্ত, অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে ওরা এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, হামাগুড়ি দিয়ে চলা আর শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। কাজ করার সময় মাঝে মাঝে ওদের দিকে তাকান তিনি, ওরা তাকিয়ে থাকে, কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলার শক্তি নেই, চোখগুলো কেমন জ্বলজ্বল করে, মাঝে মাঝে চিৎকার করে কাঁদে, খাঁচা ধরে ঝাকাঝাকি করে, গোঙায়, খুব মায়া হয়, কিন্তু

BanglaBook.org

মায়া হলেও কিছু করার নেই তার, ওদের ভাগ্য খারাপ। তবে এতো খারাপ অবস্থায়ও বেঁচে আছে ওরা এবং গবেষনা সফল হলে এই তিনজনই হয়তো পৃথিবীর চিত্র পালটে দেবে, ভাবলেন ডঃ লুতফর।

"আপনি কী এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন, ডঃ লুতফর?" ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, ডঃ লুতফরের অন্যমনস্কভাব তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

"অন্তত আজকের রাতটা আমার রেস্ট দরকার," বললেন ডঃ লুতফর, "এরমধ্যে যদি পেয়ে যাই, তাহলে তো চিন্তার কিছু নেই, না পেলেই সমস্যা।"

"কাল রাতের মধ্যে পারভেজ আসবে, সে খুবই উদ্বিগ্ন।"

"আমি জানি। কিন্তু কী করবো, বিশ্বাসী মনে করে সাথে রেখেছিলাম, পালাবে জানলে কখনো সাথে নিয়ে আসতাম না।"

"যাক, যা হবার হয়ে গেছে," একটা চেয়ারে বসেছিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, উঠে দাঁড়ালেন, "আমার কাজটা আমি শেষ করি। আশা করি কাল সকালে আবার দেখা হচ্ছে।"

"অবশ্যই, ডঃ রামকৃষ্ণ," উঠে দাঁড়ালেন ডঃ লুতফর। বৃদ্ধ ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

একটানা কাজ করেছেন গত দুই বছর, বলা যায় আজ প্রথমবারে মতো বিশ্রাম নিচ্ছেন। খারাপ লাগছে না। তবে নীচে তিনজন মানুষরূপী আইটেমের কথা মনে পড়ছে বারবার। ওরা কেমন আছে? ডঃ রামকৃষ্ণের আবিষ্কারের কী প্রতিক্রিয়া হবে ওদের উপর? ভাবতেই গা শিউরে উঠল তার।

তিন তিনটি দানব তৈরি হচ্ছে নীচে। আগামীকাল ওদের মুখোমুখি হবেন তিনি।

সারারাত একটা ড্রেন লাইনে ময়লা পানির মধ্যে কাটিয়েছে অর্জুন, তাকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার গুলি চালিয়েছিল লোকগুলো। কিন্তু ভাগ্য ভালো বলে এখনো বেঁচে আছে সে। সারারাত ওকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে পুরো এলাকায়, গুলির শব্দ পেয়ে পুলিশ চলে আসাতে পালিয়েছে, তবে খুব সহজে পিছু ছাড়বে না ওরা, এটা নিশ্চিত, অন্তত যতোক্ষন অর্জুনের লাশ নিজের চোখে না দেখবে।

অর্জুনের সুযোগ ছিল পুলিশের কাছে যাওয়ার, কিন্তু ভয় হচ্ছিল, বিদেশের মাটিতে পা রাখা মাত্রই যে মানুষের উপর গুলি করা হয় তাকে সহজে বিশ্বাস করবে না পুলিশ, তার চেয়ে আড়ালে থাকাই ভালো, ভোরের আলো ফুটে উঠা মাত্র বেরিয়ে পড়বে সে। ড্রেনলাইন থেকে অল্প দূরেই ট্রেনলাইন, রাতভর ট্রেনের হুইসেল আর ঝকঝক আওয়াজে টেকা দায় হয়ে যাচ্ছিল। সারাশরীর ময়লা পানিতে মাখামাখি,

BanglaBook.org

ব্যাগদুটোও ভিজে গেছে। ভেতরের ল্যাপটপ, ক্যামেরা বা কাপড়-চোপড়ের কি অবস্থা কে জানে। একটু পরিষ্কার পানি পাওয়া গেলে সুবিধা হতো। এই অবস্থায় পথে নামলে লোকে পাগল ভাববে, এছাড়া এ অবস্থায় হোটেলে যাওয়াও সমস্যা। সাবধানে ঢাল বেঁয়ে উপরে উঠে এলো অর্জুন, ঠান্ডা লেগে গেছে এরমধ্যে, বিদেশে এসে শরীর খারাপ হলে সমস্যা, মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটা বের করে আনল, ভিজে গেছে একদম। ভাগ্য ভালো নতুন বের হওয়া ওয়াটারপ্রুফ একটা সেট কিনেছিল কিছুদিন আগে, ওয়াটারপ্রুফ কি না আগে সেভাবে যাচাই করে দেখা হয় নি, এখন বোঝা যাবে। পাওয়ার বাটনে চাপ দিতে ঝাঁকি দিয়ে মোবাইল অন হয়ে গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অর্জুন, এটা না চললে নতুন একটা সেট কিনতে হতো।

ভোরের আলো ফুটছে, দূরের মসজিদে আজান হচ্ছে, অল্পকিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে, কিছু মানুষ বেশ ফিটফাট হয়ে বের হয়েছে স্বাস্থ্যরক্ষায়, কিছু মানুষ নামাজে যাচ্ছে। এই লোকগুলোর মুখোমুখি পড়তে চায় না অর্জুন। একটু দূরেই রেললাইন চলে গেছে, আপাতত সেদিকে এগুলো। চারদিকে তাকাচ্ছে, এখানে কোথাও পানির কোন ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না। সামনে বড় একটা রাস্তা, রাস্তার ওপারে ছোট একটা খাবার হোটেল চোখে পড়ল, মাত্র ঝাঁপ খুলেছে দোকানটার। লুঙি পড়া ছোটখাট একটা ছেলে চুলা ধরাতে ব্যস্ত, আরেকজন টেবিল-চেয়ার ঠিকঠাক মতো বসাচ্ছে।

বাংলাটা বেশ ভালোই জানে অর্জুন, তবে ঢাকার বাংলা উচ্চারনের সাথে তার উচ্চারনভঙ্গী একদম মেলে না, চুলগুলো ভিজে লেপ্টে আছে কপালের উপর, জিন্সের প্যান্টটায় কাদা-ময়লা, পরনের টি-শার্টের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, এখানে সেখানে ছিড়ে গেছে। কপালের উপর থেকে চুল সরিয়ে নিজেকে ভদ্রস্থ করার কিছুটা চেষ্টা করল অর্জুন, যতোটুকু শুনেছে কিংবা আয়নায় দেখেছে, সে দেখতে খারাপ নয় মোটেও, গায়ের রঙ ফর্সা, লম্বাটে মুখ, উচ্চতা পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল আর মোটামুটি স্বাস্থ্যে তাকে ভালোই দেখায়। এখন চেহারা নিয়ে ভাবার সময় নয়, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো অর্জুন।

পাশ দিয়ে টুপি পরা এক লোক চলে গেল, বেশ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে, কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলো না। সাতসকালে এরকম কাউকে দেখার আশা করেন নি নিশ্চয় ভদ্রলোক, দেশটা রসাতলে যাচ্ছে, হয়তো এরকম কিছু বিড়বিড় করছে লোকটা, ভাবল অর্জুন। রাস্তায় গাড়ি চলছে, তবে সংখ্যায় খুব কম, জং ধরা একটা বাসের হেল্পার বেশ কিছুক্ষন তাকিয়ে রইল তার দিকে, ভোর বেলা তাই গাড়ি খালি যাচ্ছে, এমন অদ্ভুত যাত্রীকে ডাকবে কি না তা নিয়েই দ্বিধান্বিত ছেলেটা। দ্বিধান্বিতভাবটা নিমিষেই মিলিয়ে গেল যখন দেখতে পেল অদ্ভুত লোকটা তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। বাসের গায়ে হাত দিয়ে চাপড়ে দিল দ্রুত,

BanglaBook.org

এগিয়ে গেল বাসটা, হেল্পার ছেলেটা ভয় পেয়েছে। এই খারাপ অবস্থার মধ্যেও হাসি পেল অর্জুনের।

রাস্তা পার হয়ে ওপারে যেতে সমস্যা হলো না। চুলা ধরানো থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে লুঙি পড়া ছেলেটা।

"ভাই, এখানে পরিষ্কার পানি পাওয়া যাবে?" বেশ বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

ঢাকায় নানা ধরনের পাগল দেখে অভ্যস্ত নগরবাসী, তবে এতো শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার মতো পাগল এই প্রথম দেখল লুঙি পড়া ছেলেটা, এসব মুহূর্তে করনীয় সম্পর্কে ভালোই ধারনা আছে তার। চুলা ধরানোর কাজে লাকড়ি হিসেবে যে চেলা কাঠ ব্যবহার হয় তার একটা তুলে নিলো, সাবধানের মার নেই।

"পরিষ্কার পানি দিয়া কী করবেন?" বেশ অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

"আমার একটু গোসল করা দরকার, দেখছেন না, কেমন ময়লা হয়ে আছি," অর্জুন বলল।

"এ দেহি ভাবের পাগল," হাসল লুঙি পড়া ছেলে, ভেতর থেকে টেবিল-চেয়ার গোছানো বাদ দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয়জন। "ভাইজান, দেহেন তো, পাগলে কী কয়?"

দ্বিতীয় লোকটা লুঙি পড়া ছেলের ভাইজান, সম্ভবত বড় ভাই হবে, ভাবল অর্জুন। তবে লোকটার সরু চোখে তাকানো দেখে খুব একটা ভরসা পেল না সে।

"ঐ মিয়া, মাইনষে খাওয়ার পানি পায় না, আর আপনে আইছেন গোসলের পানি চাইতে, ফোটেন," বেশ ব্যংগ করে কথাগুলো বলল দ্বিতীয়জন।

"আমি যদি আপনাকে একহাজার টাকা দেই, তাহলে?" অর্জুন বলল, এই মুহূর্তে এই একটা সমাধানই সে দেখতে পাচ্ছে।

"এক হাজার টেকা?"

"জ্বি, আমি শুধু গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নেবো।"

"এক হাজার টেকা আছে লগে?"

"এই তো," বলে ম্যানিব্যাগ বের করে ভেজা একটা নোট বাড়িয়ে দিলো লোকটার দিকে।

এতোক্ষনে হাসি ফুটল লোকটার মুখে। তারপরও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তের মতো টাকাটা নিলো হাত বাড়িয়ে। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

"ঐ মানিক," লুঙি পড়া ছেলেটাকে ডাকল, "উনারে এক বালতি পানি দে, সাবান দে, গোসল করুক। আমি চুলা ধরাইতাছি। আপনে কিন্তু নাস্তা কইরা যাবেন।"

আমন্ত্রনটা ভালো লাগল অর্জুনের। লুঙি পড়া ছেলেটা মানে মানিকের পেছন

BanglaBook.org

পেছনে দোকানের পেছন দিকে গেল। টলটলে পরিষ্কার পানি দেখা যাচ্ছে দুই বালতি ভরা, মানিক দৌড় দিয়ে ভেতরে গেছে, সম্ভবত সাবান আনার জন্য।

এখানে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না, হোটেলের ঠিকানা, ফোন নাম্বার সাথে আছে। গোসল শেষ কাপড়-চোপড় পাল্টিয়ে রওনা দিতে হবে।

কাপড়-চোপড় খুলে গোসলে দাঁড়াবে এই সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। প্যান্টের পকেটে ফোনটা, বের করে ডিসপ্লেতে তাকাল অর্জুন। ঢাকায় নামার পর এই প্রথম তার মুখে হাসি ফুটল।

"তুমি কোথায়?" ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল অর্জুন, বেশ ভালো লাগল এখনো কেউ তার জন্য চিন্তা করে, উদ্বিগ্ন হয় ভেবে, যদিও কারনটা সম্পূর্ন পেশাগত।

"আমি ঢাকায়।"

"সে তো জানি, কিন্তু তুমি এখনো হোটেলে যাও নি, কেন?"

"বস, এইসব প্রশ্নের উত্তর পরে দেবো। এখন গোসল করবো।"

"গোসল, কোথায়? আমি তোমার লোকেশন দেখতে পাচ্ছি, সেখানে গোসল করার মতো কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

মনে মনে বয়স্ক লোকটাকে গালি দিলো অর্জুন, মোবাইলটা থাকায় তার অবস্থান পরিষ্কার জানেন বস।

"সেসব পরে বলবো, এখন রাখি।"

"ওকে, হোটেলে ঢুকে কল দেবে।"

"বাই।"

ফোনটা পকেটে রেখে বালতিতে রাখা পানির দিকে এগুলো অর্জুন, লুঙি পড়া ছেলেটা, যার নাম মানিক, বেশ অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। সাত সকালে একটার পর একটা ধাক্কা সে নিতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। একটু আগে যাকে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি সে কি না মোবাইল ফোনে কথা বলছে, তাও ইংরেজিতে। অদ্ভুত!

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল অর্জুন, মগে করে ঠান্ডা পানি ঢালল শরীরে। ঢাকায় নামার পর বাঁধা আসবে, এ ধরনের আশংকা আগে থেকেই ছিল। তবে তা এতো দ্রুত ঘটবে ধারনাই করতে পারে নি সে। বস আর খুব কাছের দু'একজন ছাড়া তার গতিবিধির খবর কেউ জানার কথা না। তার মানে এই দু'একজনের মধ্যে কেউ একজন তার খবর দিয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এখানে থাকা একদম নিরাপদ না। গোসলটা সেরেই পালাতে হবে। দ্রুত।

পুরো বালতিটা মাথার উপর তুলে ধরল অর্জুন, সব পানি ঢেলে দিলো একসাথে।

BanglaBook.org

সাত বছর আগে

সন্ধ্যার পরপরই বাসায় ফেরার অভ্যাস তার, আজ দেরি হয়ে গেছে, দীর্ঘদিন পর চমৎকার খবর এসেছে খননকাজের এলাকা থেকে। বিহারের এই অঞ্চলে প্রাচীন কিছু স্থাপনার খোঁজ আগে থেকেই ছিল, যার বেশিরভাগই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের চিহ্ন বহন করে, এই সাইটটা একটু ভিন্ন, মনে হচ্ছিল এটা আরো আগের। মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল তার খবরটা শুনে, কিন্তু পরক্ষনেই মেজাজ বিগড়ে গেছে। কাজগুলো যদিও ভারতীয় আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধীনে, তারপরও এই ধরনের সাইটগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিশ্চিত করে তার সংস্থা, পুরো ভারতজুড়ে যতোগুলো ঐতিহাসিক স্থাপনা কিংবা পুরাকীর্তি আছে তার সবগুলোর দেখাশোনা করতে হয়, এছাড়া নিরাপত্তার পাশাপাশি গত পাঁচ বছর ধরে আরেকটা কাজও দেখাশোনা করতে হচ্ছে তাকে, তা হচ্ছে ভারত থেকে পাচার হয়ে যাওয়া মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন, তথ্য ফিরিয়ে আনা, দোষীদের চিহ্নিত করা, গত কয়েক বছরে সফলতার সাথে বেশ কয়েকটা মিশন সম্পন্ন করেছে তার দল। ফলে তার কাজের পরিধি এখন অনেক বড়, পুরো ভারত জুড়ে তাকে নজর রাখতে হয়।

মেজাজ খারাপ হওয়ার কারন ডঃ রমেশ ভেঙ্কটেশ, সাইট থেকে বিশেষ একটা জিনিস তার বাসায় নিয়ে গেছেন ভদ্রলোক, এরকম কিছু করার অনুমতি নেই, তারপরও কেন করলেন ব্যাপারটা চিন্তিত করে তুলেছে তাকে। মোবাইলে ডঃ ভেঙ্কটেশের সহকারি অমিত কুমারের নাম্বার ছিল, ডায়াল করলেন।

"তুমি কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"জ্বি, বাসায়, কেন?" ওপাশ থেকে অমিতের উত্তর এলো। ছেলেটাকে চেনেন তিনি, উচ্চাভিলাষী এবং সহজেই প্রভাবিত করা যায়।

"আজ তোমার বস একটা সিন্দুক নিয়ে বাসায় গিয়েছেন, তুমি জানো?"

"ন-না, তো," উত্তর এলো ওপাশ থেকে।

"দেখো, আমার কাছে গোপন করে লাভ নেই। এখানে অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার জড়িত। তুমি রাজি থাকলে মালামাল করে দেবো।"

"আমি কিছু জানি না।"

"অবশ্যই জানো। এখন বলো।"

"টাকা-পয়সার কথা কি যেন বলছিলেন?"

"সারাজীবন চাকরি করতে হবে না, এটা নিশ্চিত।"

তারপরের পাঁচ মিনিট যে তথ্যগুলো পেলেন তাতে বুঝলেন ঠিক জায়গাতেই হাত দিয়েছেন তিনি। সামনের পৃথিবী বদলে দেয়ার মতো তথ্য এখন তার হাতে। তবে খুব সাবধানে এগুতে হবে, চালে একটু ভুল হলেই মহাবিপদে পড়ে যাবেন,

BanglaBook.org

কোন সন্দেহ নেই।

"ঠিক রাত দশটায় তোমার বাসায় একজন যাবে, তোমার সাথে প্ল্যান ফাইনাল করে আসবে," বললেন তিনি।

"কী প্ল্যান?"

"সেটা গেলেই জানতে পারবে। রাখি," বলে ফোন কেটে দিলেন তিনি। এবার অন্য একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন, এই নাম্বারটা কখনো সেভ রাখেন না তিনি।

"হ্যালো, রঘু।"

"হ্যালো, কি খবর?"

"চ্যানেলে এসো।"

"ওকে।"

ল্যাপটপ খোলা ছিল, বিশেষ ওয়েবসার্ভারে ঢুকে পড়লেন তিনি, অল্পসময়ের মধ্যে লগ-ইন করলো রঘু।

অমিতের সাথে হওয়া কথাগুলো বললেন, ওপাশ থেকে যে রকম প্রতিক্রিয়া আশা করছিলেন তেমনটাই পেলেন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রঘু, উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। হাই-কমান্ড থেকে এ ধরনের কোন তথ্য পেলে সাথে সাথে জানাতে বলা হয়েছে। তারা কোটি কোটি টাকা নিয়ে প্রস্তুত, নিজেদেরকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করতে না পারলে পুরো পৃথিবীকে শাসন করা যাবে না।

পৃথিবীময় বিভিন্ন স্থানে গোপন গবেষনাগার বানানো হয়েছে, এখন বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হচ্ছে এমন সব প্রতিভাবান মানুষকে যাদের প্রতিভার মুল্যায়ন হয় নি।

অল্পসময়েই কথা সেরে নিলেন। এবার বাকি কাজ সারবে রঘু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৬

২৩০০ বছর আগে
পাটলিপুত্র, বর্তমান বিহার

গভীর রাতে মাঝে মাঝেই উঠোনে এসে দাড়ান তিনি, আজও দাঁড়িয়েছেন, বয়সের ভারে শরীরে স্থবিরতা ভর করেছে, কিন্তু মানসিকভাবে এখনো তিনি সুস্থ, মাথা কাজ করে আগের মতোই, তবে ইদানীং আর বেশি মাথা খাটাতে ইচ্ছে করে না। জীবনের বড় একটা অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপরিচালনার মতো বড় কাজে। অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়েছে, বৃহৎ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়েছেন অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থ। চিরকুমার থাকার পন ছিল না, কিন্তু কাজ তাকে একদম অবসর দেয় নি। এখন হাতে অঢেল সময়, কিন্তু দিন শেষ হয়ে এসেছে।

আজ সুন্দর চাঁদ উঠেছে, অনেক দূর দূর পর্যন্ত শুধু ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে, শীতকাল নয়, তবু কুয়াশার হাল্কা চাঁদরে ঢেকে আছে চরাচর, তার ছোট বাড়িটা থেকে শ্মশানঘাটটা পরিষ্কার দেখা যায়, আজ সন্ধ্যায় একজনের মৃতদেহ পোড়ান হলো। তার সময়ও ফুরিয়ে এসেছে, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজের ছোট ঘরটার দিকে এগুলেন তিনি। জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতি আগ্রহ তার কোনকালেই ছিল না। এখনো নেই। মেঝেতে ঘুমান, স্বল্পাহারী মানুষ, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনের বাইরে কোন কিছুর প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা নেই, কখনোই ছিল না।

অনেক দূরে কেউ আসছে মনে হলো। একজন নয়, বেশ কয়েকজনের একটা দল। দলনেতার আকার-আকৃতি দেখে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। এতো রাতে তার কাছে আসার কী কারন থাকতে পারে বুঝতে পারছেন না, সকালে এমনিতেও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল রাজপ্রাসাদে।

দলনেতাকে অবশ্য লোক বলতে দ্বিধা হয়, ছোট থেকে তার হাতেই বড় হয়েছে, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এমনকি অস্ত্রচালনা বিষয়ে তার কাছ থেকেই সাধারন জ্ঞান নিয়েছে। এখন রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে বসে দেশ চালাচ্ছে। ছোট থেকেই ছেলেটার জানার আগ্রহ ছিল অসীম, এখন সেই আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে, নইলে এই রাতে এখানে আসার কী কারন থাকতে পারে।

তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির, ছোটবেলায় মা হারিয়েছে ছেলেটা, হ্যাঁ, তিনি সে ঘটনার চাক্ষুষ স্বাক্ষী। ছেলেটার মায়ের মৃত্যুর জন্য এখনো নিজেকে অপরাধী মনে হয়, যদিও অপরাধটা ইচ্ছেকৃত ছিল না।

BanglaBook.org

রাজ্য পরিচালনা সহজ কাজ নয়, সারাক্ষন তটস্থ থাকতে হতো, কে কখন কোন দিক দিয়ে আক্রমন করে বসে। আশপাশের কাউকে বিশ্বাস করা ছিল কঠিন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে নিরাপদ রাখার জন্য নতুন নতুন বুদ্ধি বের করতে হতো, ঘটনা ঘটার আগেই সাবধান থাকা ভালো। সেই সাবধানতার জের ধরে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের খাওয়ার সাথে অল্প অল্প বিষ মেশাতেন তিনি। বিষের মাত্রা এতো কম ছিল যে তাতে কেউ সহজে মারা যেতো না, তবে দিনের পর দিন নির্দিষ্ট মাত্রায় বিষ গ্রহনের ফলে মহারাজের শরীর হয়ে গিয়েছিল বিষ প্রতিরোধী, অন্তত বিষ প্রয়োগে মহারাজকে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই বিষই যে মহারানীর মৃত্যুর কারন হয়ে যাবে তা বুঝতে পারেন নি।

ভুলক্রমে মহারাজার খাবার খেয়ে ফেলেন রানী, ফলে আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা থাকা অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি তখন রাজপ্রাসাদেই উপস্থিত ছিলেন। ভবিষ্যত বংশধরকে রক্ষা করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাকে, মৃতপ্রায় রানীর পেট চিরে বের করে আনেন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত কর্নধারকে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত, তিনি এ বিষয়ে কোনদিন কোন কথা তোলেন নি, এছাড়া আর কোন পথ ছিল না তখন তার কাছে। তবে ইদানীং এ সব বিষয়ে ছেলে বিন্দুসারের কানভারী করছে লোকজন, বলছে, তার মায়ের মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী।

বিন্দুসার এখন কাছাকাছি চলে এসেছে, দূর থেকে দেখলে মনে হয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আসছেন, সেই একই রকম হাঁটার ভঙ্গি, শারীরিক গড়ন। চারিত্রিক দৃঢ়তাও আছে যথেষ্ট, বাবা চন্দ্রগুপ্ত মারা যাওয়ার পর থেকে বেশ নিপুনভাবে এখন পর্যন্ত রাজ্য চালাচ্ছে ছেলেটা, তিনি এখন আগের মতো সময় দিতে পারেন না, চাইলেও শরীরে সেই আগের জোর নেই, এছাড়া নতুন রাজার পাশে চাটুকারের অভাব নেই। দিনরাত যাবতীয় কুমন্ত্রনায় ভেসে যাচ্ছেন বিন্দুসার, বেশিরভাগ কুমন্ত্রনাকেই পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হলেও মায়ের অকাল মৃত্যুর সাথে কাউকে জড়ানো হলে সেটা এড়ানো অসম্ভব। সুবন্ধু নামের এক মন্ত্রী যাবতীয় কুমন্ত্রনার পেছনে দায়ী।

তিনি ব্রাহ্মন, তক্ষশীলায় পড়েছেন, পড়িয়েছেন অনেককাল, রাজনীতি, অর্থনীতির সাথে জড়িয়েছিলেন সারাজীবন, ঘটনার ঘনঘটায় পরিপূর্ন জীবনে আর নতুন করে কিছু দেখার ইচ্ছে নেই। আজকে বিন্দুসারের আগমনের কারন তিনি অনুমান করতে পারছেন। তবে এ ব্যাপারে নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

চাঁদের আলোয় বিন্দুসার এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে, পেছনের লোকগুলো রাজার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী, সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। বিন্দুসারের চেহারা সুন্দর, বেশ কোমল একটা ভাব আছে, চোখ দুটো বড় বড়, ঘন চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

"গুরুজী, দুঃখিত, এতো রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য," বিন্দুসার বলল,

BanglaBook.org

সে এখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"বলো, খুব জরুরি কিছু নিশ্চয়ই।"

"আপনার নির্দেশনা মতো একসময় রাজ্য চলেছে, এখনো চাইলে আপনি আপনার পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা করতে পারেন।"

"সে রকম কিছু হলে অবশ্যই আমার সহায়তা পাবে," মৃদুস্বরে বললেন তিনি, বুঝতে চেষ্টা করছেন ঠিক কোনদিকে কথা বলতে চাইছে বিন্দুসার।

"আপনি তো জানেন, আমাদের প্রধান শক্তি হাতি বাহিনী, কিন্তু শুধু এই হাতি বাহিনীর উপর ভর করে চলা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে," বিন্দুসার বলল, "ইদানীং আশপাশের রাজ্যগুলোর সাথে গন্ডগোল লেগেই আছে, এছাড়া আমি আমার সাম্রাজ্য আরো অনেকদূর বিস্তৃত করতে চাই।"

"ঠিক যতোটুকু সামলাতে পারবে ততোটা বড় করাই কী ঠিক হবে না?"

বিন্দুসার দাড়াঁল, তাকে কিছুটা বিচলিতে মনে হলো, "আপনি কী আমার সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না?"

"অবশ্যই আস্থা রাখি। তবু বললাম। যাই হোক, তুমি আসলে ঠিক কী বলতে এসেছো?"

"আপনি অর্থশাস্ত্র লিখেছেন, রাজ্য চালনায় এরচেয়ে উপকারি কিছু আর হতে পারে না। যুদ্ধবিদ্যার উপরও লিখেছেন, তার সামান্য অংশ আমরা পেয়েছি, কিন্তু সেই সাথে আমার আরো কিছু জ্ঞান দরকার।"

"যেমন?"

"আপনি জানেন আমি কী বলতে চাইছি?"

"হেঁয়ালি করে কথা বলো না। আমার বয়স হয়েছে।"

"সৈন্যদের শক্তি-সার্মথ্য উন্নত করার উপর আপনার কিছু লেখা আছে, সেগুলো আমার দরকার।"

"আমি অর্থব্যবস্থা, রাজ্যচালনার উপর লিখেছি, এর বাইরে আমার জ্ঞান খুব সীমিত।"

"আমি খালি হাতে ফিরে যাবো না, গুরুজী।"

"লোকজন অনেক কথাই বলে, সব কথায় কান দিতে হয় না," বলে হাঁটতে থাকলেন তিনি। বিন্দুসার তার পেছন পেছন আসছে। মনে হচ্ছে ছোট কোন বালক তার আবদার পূরনের জন্য বয়স্ক কারো পিছু নিয়েছে।

তার ঘুম আসছিল, সুন্দর বাতাস বইছে। বিন্দুসারের রাজসভায় সুবন্ধু নামক এক নরকের কীট এসে ঘাঁটি গেড়েছে, ওর কুমন্ত্রনায় আজ এতোদূর পর্যন্ত এসেছে বিন্দুসার। এরপর কী করবে বুঝতে পারছেন না। যে জ্ঞানের কথা বলছে বিন্দুসার, তা তিনি দিতে পারেন, কিন্তু এখনো সেসময় আসে নি। সঠিকভাবে সে জ্ঞান

BanglaBook.org

ব্যবহার না করলে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের উপর তার আস্থা ছিল দারুন, যে কোন কাজে তার উপর ভরসা করা যেতো। কিন্তু বিন্দুসার বাহ্যিকভাবে পিতার মতো হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনে তার ছেলেমানুষী চোখে পড়ে।

"মহারাজ, অনেক রাত হয়েছে, আপনি ঘুমাতে যান," এবার আপনি বলে সম্বোধন করলেন তিনি, "আমি রাজদরবারে এসে আপনার সাথে কথা বলবো এ বিষয়ে।"

হাঁটতে হাঁটতে বললেন তিনি। বিন্দুসারের চেহারায় বিষন্নতার ছাপ পড়লো কিছুক্ষনের জন্য, তবে বেশিক্ষন স্থায়ী হলো না। সে বুঝতে পেরেছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই বৃদ্ধকে কোন কাজে রাজি করানো খুব কঠিন কাজ।

"ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।"।

দলবল নিয়ে কিছুক্ষনের মধ্যেই চলে গেল বিন্দুসার। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে নিজের জাগতিক অবস্থাটা দেখে নিলেন তিনি। মেঝেতে ঘুমান, ছোট একটা পিদিম জ্বলছে এক কোনায়। নিরামিশাষী, তাই রান্নাবান্নায় খুব বেশি ঝামেলা করেন না। মাদুরের এক কোনায় হাতপাখাটা পড়ে আছে, গরম নেই খুব একটা, তবু হাতপাখা দিয়ে কেউ একটু বাতাস করলে ভালো লাগতো। সুহাসিনীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সংসার করার কথা কোনদিন মাথায় আনেন নি, তবে চাইলে রাজপ্রাসাদে নিজের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন। সে ইচ্ছেও হয় নি কোনদিন। চিরকাল সম্মানের পেছনে ছুটেছেন, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন, মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিজের জন্য কিছু চান নি, এখন শুধু একটাই চাওয়া জীবনের বাকি দিনগুলো ঝামেলাহীন কাটিয়ে দেয়া।

যুদ্ধবিদ্যার উপর আলাদা কিছু লেখা আছে তার। সেগুলো কারো চোখে পড়ুক চান না তিনি। খুব সতর্কতার সাথে লুকিয়ে রেখেছেন জিনিসগুলো, তারপরও মনে হয় জেনে গেছে কেউ, নইলে রাত-বিরেতে বিন্দুসারের আবির্ভাব ঘটতো না। যুদ্ধ জিনিসটাকে পুরোপুরি বদলে দেবে তার লেখাগুলো। এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করছে, নির্দিষ্ট একটা দলের কাছে এই জ্ঞান চলে গেলে, তা পুরো ভারতবর্ষের জন্য অশান্তির কারন হতে পারে, এমনকি পুরো পৃথিবীকে জয় করার ইচ্ছে হবে না সে নিশ্চয়তা দেয়াও সম্ভব না, কাজেই অর্থশাস্ত্র কিংবা নীতিশাস্ত্রের মতো যুদ্ধশাস্ত্রকে প্রকাশ করেন নি তিনি।

BanglaBook.org

মাদুরে শুয়ে পড়লেন, ঘরের দরজা হাট করে খোলা, কেউ তার ঘরে চুরি করতে আসবে না। তবে খুন করতে আসতে পারে। এখন আর সেসবকে পরোয়া করেন না। তার দরকার নিরবিচ্ছিন শান্তি, অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

তারও অনেকক্ষন পর খোলা দরজা দিয়ে একজনকে ঢুকতে দেখা গেল। মুখ

কালো কাপড়ে মোড়ান, হাতে উদ্ধত ছুরি। বয়স্ক মানুষটার উপর ঝুঁকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন, তার হাতের ছুরিটা ঘুমন্ত মানুষটার বুক বরাবর তাক করা, যে কোন মুহূর্তে নেমে আসবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাল আততায়ী। এখানে সে খুন করতে আসে নি। পিদিমের আলো প্রায় নিভু নিভু, এরমধ্যে পুরো ঘরটা এক নজর দেখে নিলো।

যা খুজঁতে এসেছে তা এখানে নেই, অন্য কোথাও আছে, চোখ রাখতে হবে এই বৃদ্ধের উপর। এমনি এমনি বৃদ্ধের নাম কৌটিল্য হয় নি, কুটিলতায় তাঁর সমকক্ষ ভারতবর্ষ কেন পুরো পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আরো কিছুক্ষন পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আততায়ী।

চোখে খুললেন তিনি, এতোক্ষন যা হচ্ছিল সব বুঝতে পারছিলেন, তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ঘুমান দরকার। সকালে উঠতে হবে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভাঙল তার, এভাবেই অভ্যস্ত তিনি। বাইরে এখনো অন্ধকার, সুর্য্যের আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। তার বাড়ির আশপাশে কোন জনবসতি নেই, কাজেই এখন কারো মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাও কম। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলেন তিনি। যুদ্ধবিদ্যার উপর গোপন লেখাগুলোর খোঁজে গতরাতে এসেছিল একজন, খুঁজে না পেয়ে চলে গেছে, কিন্তু এরপর আবার আসবে। এই লেখাগুলো যে কারো হাতে পড়তে দেয়া ঠিক হবে না।

কমপক্ষে ক্রোশখানেক পথ হাঁটলেন তিনি, কেউ পেছনে লেগে আছে কি না যাচাই করার জন্য বারবার ঘুরপথ নিলেন। পাটালিপুত্রের একদম শেষ সীমার কাছাকাছি ছোট একটা মন্দির তার লক্ষ্য, মন্দিরটা গত কয়েক বছর ধরে পতিত পড়ে আছে, তেমন কেউ যায় না সেখানে। তিনি হাঁটছেন বেশ দ্রুতগতিতে, বারবার ডানে বামে মোড় নিচ্ছেন, আসার সময় সাথে করে প্রিয় ছুরিটা আনতে ভোলেন নি, তার কোমরে গোঁজা আছে, ছুরির মাথা কাপড় দিয়ে পেচাঁনো, সাবধান থাকা ভালো, কারন সাপের বিষ দিয়ে ছুরির মাথাটা এমনভাবে তৈরি করেছেন যে সামান্য ছোঁয়াতেই একজন মানুষ মারা যেতে পারে।

মন্দিরটা দেখতে পেলেন, অবহেলা অযত্নে পড়ে আছে, সাপ-খোপ আর গৃহহীন মাতালের আড্ডাখানা। এখানে আগেও কয়েকবার এসেছেন তিনি। তার গোপনজ্ঞান রাখার জন্য এ জায়গাটাই যে নিরাপদ তা নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে এ ছাড়া অন্য কোন কিছু তার মাথায় আসছে না। মন্দিরটার পাশে ছোট একটা ডোবা, পানি একদম কালো কুচকুচে, দুর্গন্ধযুক্ত, গভীরতা খুব কম, বলা যায় হাঁটু পানি। এর আগে একবার নেমে দেখেছেন। ডোবার তলদেশে হাত দিয়ে খুঁজছেন কিছু একটা, পেয়ে গেলেন, লোহার তৈরি ছোট একটা সিন্দুক, জিনিসটা এমনভাবে তৈরি যে ভেতরে পানি ঢুকবে না, এমনটাই বলেছিল কামার, সেটা পরীক্ষা করার জন্যই ডোবার

BanglaBook.org

পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন তিনি। সিন্দুকটা ছোট, খুব ভারি নয়, কোমর থেকে চাবিটা বের করে সিন্দুকটা খুললেন, কামার মিথ্যে বলে নি, ভেতরে এক ফোঁটা পানি ঢোকে নি। হাসি ফুটল তার মুখে, বেঁচে থাকলে আরো কতো কী দেখতে হবে কে জানে!

যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে লেখাগুলো সিন্দুকে ভরে পানিতে ডোবাতে যাচ্ছেন তিনি, মনে হলো পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, চোখ বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে চারপাশের শব্দ শোনার চেষ্টা করছেন তিনি, পাতা পড়ার শব্দ, পানির শব্দ, একটু দূরে একটা ব্যাঙ ডাকছে তার শব্দ, প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করলেন, এরমধ্যে বিশেষ একটা শব্দ তার কানে আলাদাভাবে নাড়া দিয়ে গেল, একজন মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ, তার এক হাত কোমরে চলে গেছে, চোখ বন্ধ করে পেছনে ফিরে ছুরিটা ছুড়ে দিলেন।

লোকটা ঠিক গাছের আড়াল থেকে বের হতে যাচ্ছিল, ছুরিটা গলায় বিঁধল সরাসরি, কোন শব্দ করার আগেই মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

সময় নিয়ে সিন্দুকটা পানিতে ডুবালেন তিনি, লাশটাকে টেনে নিয়ে এলেন, ছুরিটা বের করে আনলেন গলা থেকে। এই লোকটাই গতরাতে এসেছিল, তার মানে সারারাত তাকে পাহারা দিয়েছে, ভোর হতে অনুসরন করেছে। রাজার চর। হাসলেন তিনি। এর কোন চিহ্ন কোথাও রাখা যাবে না। ধারাল ছুরিতে আধঘণ্টা সময় লাগল পুরো লাশটার ব্যবস্থা করতে। কালো কুচকুচে পানিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন অংগ-প্রত্যংগগুলো, এখানে দুর্গন্ধে মানুষ এমনিতেই আসে না। কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। তিনিও হাঁটতে থাকলেন, রাজাকে কথা দিয়েছেন সকালে রাজ দরবারে যাবেন, তার প্রস্তুতি নেয়া দরকার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৭

রাতটা কিভাবে কিভাবে যেন কেটে গেল, সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি অয়ন, মনে হয়েছে এই বুঝি কিছু একটা ঘটে গেল। একটু দূরে মৃত একজন মানুষ, পড়ে আছে, উপর থেকে দেখতে পাওয়ার কথা না। সাকিবের দিকে তাকাল অয়ন, ঢালের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটেছে কিছুক্ষন হলো, চারপাশে পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। একটানা একভাবে বসে থাকতে থাকতে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার জোগার, কিন্তু উপরে ক্যাম্প করা লোকগুলো চলে না যাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়া ঠিক হবে না। প্রায় ফুট দশেক দূরে মৃত মানুষটা পড়ে আছে, চোখ দুটো খোলা, সেখানে তীব্র আতংক ঠিকরে বেরুচ্ছে। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি, রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। লোকটার বয়স বেশি হবে না, তরুনই বলা যায়। এরকম একটা মানুষ এতোগুলো টাকা নিয়ে এখানে পড়ে গেল কিভাবে জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল অয়নের। হঠাৎ করেই মনে হলো, উপরে ঘাঁটি গাড়া লোকগুলো হয়তো এই মৃত মানুষটাকেই খুঁজছে, এর সাথে টাকা-পয়সার ব্যাপারও জড়িত। কালো একটা ব্যাগ দুই হাত দিয়ে আকড়ে ধরে আছে মৃত লোকটা, তারপরও ব্যাগটা ফেটে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে আছে। ব্যাগে নিশ্চয়ই অনেক টাকা আছে, ভাবল অয়ন।

তার তলপেটে চাপ দিচ্ছিল, নড়াচড়া করতে যাওয়া ঠিক হবে না, এবার ধরা পড়লে ওরা নিশ্চয়ই সাক্ষী রাখবে না। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল অয়ন, মাত্র ছয়টা বাজে, উপরের লোকগুলো নিশ্চয়ই এতো সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বে না। এই সময়টা ঠিকমতো ব্যবহারের একটাই উপায়, ঘুমিয়ে নেয়া। হাতে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে, চোখ বন্ধ করে ভালো কিছু ভাবার চেষ্টা করল অয়ন। পেটে খিদে, তলপেটে চাপ ছাড়া আর কিছু মাথায় আসছে না। রাতে ঘুমানোর সময় মাঝে মাঝে একপাল ভেড়া গুনে ঘুমানোর চেষ্টা করে অয়ন, এই ভোর বেলা সে পদ্ধতি কাজে লাগবে কি না বোঝা যাচ্ছে না, তবে চেষ্টা করতে সমস্যা কী। ভেড়া গুনতে গুনতে অল্পসময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল অয়ন। গভীর ঘুম।

ঘুম ভাঙল সাকিবের ধাক্কায়, পুরো চেহারা ভেজা, চুল ভিজে লেপ্টে আছে মাথার সাথে, নিজের মাথায় হাত দিল অয়ন, তারও একই অবস্থা। সাকিব হাত ইশারায় উপরের দিকে দেখাল। চেঁচিয়ে উঠে কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলো অয়ন। লোকগুলো উপর থেকে ময়লা পানি ফেলছে নীচের দিকে, এমনকি অন্য কিছুও... ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠলো অয়নের। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল করা দরকার, এ অবস্থায় আরো কিছুক্ষন থাকলে দম বন্ধ হয়েই মরে যাবে সে।

BanglaBook.org

উপরে বেশ হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে, লোকগুলো এখান থেকে চলে যাচ্ছে সম্ভবত, ভাবল অয়ন। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে হবে, তারপর উপরের দিকে উঠতে হবে এবং উঠেই গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল, সাড়ে আটটা বাজে, টানা আড়াই ঘণ্টা ঘুমিয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে, যদিও তলপেটের চাপটা এখন আর সহ্য করার মতো অবস্থায় নেই।

সাকিবেরও একই অবস্থা, দাঁত-মুখ চেপে আছে, মাঝে মাঝে এটা সেটা ইশারা করছে যার অর্থ বুঝতে পারছে না অয়ন। ইশারায় ওকে স্থির থাকতে বলল, বিপদে ধৈর্য্য ধরতে হবে, ঢাকায় আরাম আয়েশে থাকা সাকিবের পক্ষে অবশ্য এই ধরনের পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধরা খুব কঠিন।

আরো বেশ কিছুক্ষন কেটে গেল, উপরের হাঁকডাক মিলিয়ে গেছে সেও প্রায় আধঘণ্টা হলো। তবু সাবধানতার মার নেই, তাই আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করে আড়মোড়া ভাঙল অয়ন। সারা শরীর আঠা আঠা হয়ে আছে, সাকিবকে ইশারা করলো উঠে দাঁড়াতে। ভয় পাচ্ছে দেখে নিজেই কোনমতে উঠে দাড়াল অয়ন, উপর থেকে আর কোন শব্দ আসছে না, এখন যতো দ্রুত উপরে উঠা যায় ততোই মঙ্গল। ঢাল বেয়ে নামা কঠিন, উঠাও বেশ কঠিন, ঠিক যেখান দিয়ে উঠছে সেখানকার মাটি এখনো কিছুটা ভেজা ভেজা, সারা শরীরে তাই কাদা লেগে যাচ্ছে। সাকিবও এখনো উঠা শুরু করে নি, রাগী চোখে ওর দিকে তাকাল অয়ন।

"তুই উঠছিস না কেন?" চাপা গলায় সাকিবকে বলল অয়ন, অনেকক্ষন পর কথা বলতে গিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছে অচেনা লাগল।

"দোস্ত, তুই কিন্তু একটা জিনিস ভুলে গেছিস?"

"কী ভুলে গেছি?"

হাত ইশারায় মৃত মানুষটাকে দেখাল সাকিব। হ্যাঁ, এর কথা একদম ভুলে গিয়েছিল অয়ন। কিন্তু তারা যেখানে আছে সেখান থেকে মৃত মানুষটার কাছে যেতে হলে আরো কিছুটা নামতে হবে, তারপর জায়গাটা প্রায় সমতল, বলা যায়, পুরো ঢালটার তলদেশ জায়গাটা। একজন মৃত মানুষকে এভাবে ফেলে যাওয়াটা ভালো দেখায় না, পাশাপাশি বেশ কিছু টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে। আবার নীচের দিকে নামতে শুরু করল অয়ন। সাকিবের মুখে হাসি ফুটল, হাতের কাছে এতোগুলো টাকা ফেলে যেতে রাজি নয় সে। গোসল একটু পরে করলেও চলবে।

বাকিটুকু নামতে বেশ কষ্ট হলো, এখানে অন্তত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে, একটু দূরে ঝোপের আড়ালে হাল্কা হওয়ার কাজটা সেরে নিলো। কাঁধের ব্যাগটা একপাশে রেখেছে অয়ন। মৃত মানুষটাকে চারপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে দেখছে, উপরের দিকে তাকিয়ে ঠিক কোথা থেকে পড়েছে বোঝার চেষ্টা করল সে, অন্তত একশ ফুট উপর থেকে পড়েছে নীচে, বাঁচার কোন সুযোগই ছিল না, হয়তো ধাওয়া খেয়ে দিশা হারিয়ে ফেলেছিল।

BanglaBook.org

কালো ব্যাগটা লাশের নীচে চাপা পড়েছে অনেকটা, সাকিব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ওকে ইশারায় হাত লাগাতে বলল অয়ন, দুজন মিলে লাশের নীচ থেকে কালো ব্যাগটা বের করলো। ব্যাগটা হাতে নিয়ে দেখল, বেশ ভারি। অনেকগুলো টাকা ভেতরে, একসাথে এতো টাকা কোথা থেকে পেল লোকটা! ব্যাগের ভেতর অদ্ভুত একটা জিনিস হাতে লাগল অয়নের, বের করে আনল সাথে সাথে। ছোটখাট একটা টেনিস বলের মতো জিনিসটা, মসৃন গা, সেখানে বেশ কিছু বাটন চোখে পড়ল, সম্ভবত এই বাটনগুলোতে চাপ দিলে জিনিসটা খুলে যাবে। ভেতরে কী আছে জানার প্রবল আগ্রহ হলেও আপাতত জিনিসটা সাকিবের হাতে তুলে দিলো অয়ন, সাকিব দেখল কিছুক্ষন, কী বুঝল কে জানে, সেটা কালো ব্যাগে ভরে রাখল তাড়াতাড়ি।

এবার লাশটার একটা সৎকার করা দরকার, এমন কিছু নেই সাথে যে কবর খোড়া যায়, একটু দূরে ছোটখাট একটা গর্ত চোখে পড়ল, এখানে একজন মানুষ আঁটবে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু মানুষটাকে এভাবে খোলা অবস্থায় রেখে যেতে ইচ্ছে করছিল না অয়নের। দুজনে মিলে টেনে লাশটাকে গর্তে ফেলে দিলো, সাথে কালো ব্যাগটাও, পুরো জাযগাটা বারবার দেখে নিয়েছে অয়ন, আর কিছু নেই, এবার যতোটুকু সম্ভব মাটি, ঝোপঝাড় দিয়ে গর্তটা ঢেকে দিল। এই মানুষটার ধর্ম জানা নেই, তবে যে ধর্মের হোক না কেন, তার আত্মার শান্তি কামনা করে টাকার দিকে নজর দিল অয়ন। ঠিক কতোটাকা আছে বোঝা যাচ্ছে না, সব এক হাজার টাকার নোটের বান্ডিল। এই টাকা দিয়ে কী করবে তাও বুঝতে পারছে না, তবে টাকাগুলো এখানে ফেলে যাওয়ার মতো অপচয় করতে রাজি নয় সে। সাকিবেরও এক মত।

প্রায় এগারোটার মতো বাজে। উপরের দিকে তাকাল অয়ন। ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হবে। যে ঝর্নার খোঁজে এই এলাকায় এসেছিল, আপাতত আর সেদিকে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার। এখন কোনমতে বাড়ি ফিরতে হবে। ঐ লোকগুলোর সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। তার পরিণতি কী হতে পারে নিজের চোখেই দেখেছে, এই বয়সেই পৃথিবীর রুপ রস গন্ধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। উঠতে শুরু করেছে ওরা। দুপুরের রোদ ঠিক মাথার উপর উঠার আগেই ঢালের উপরের প্রান্তে পৌছে গেল। ঠিক তখনই আবার মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। লোকগুলো কী ফিরে এসেছে? এখন ঢালের কাছে এগুলেই দুজনকে দেখতে পাবে। স্থির হয়ে পড়ে রইল দুজন, অপেক্ষা করছে সত্যি কেউ আসে কি না এদিকে। তারপর যা হবে দেখা যাবে।

হোটেলে আগে থেকেই বুকিং করা ছিল, পেমেন্ট করা ছিল অনলাইনে, তারপরও

BanglaBook.org

সকালে গিয়ে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ল অর্জুন, তাকে আনতে গাড়ি পাঠানো হয়েছিল, সে কেন গাড়ি থেকে হঠাৎ নেমে গেল তার ব্যাখ্যা চায় নি অবশ্য হোটেল ম্যানেজার, তবে তাকাচ্ছিল কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে। গোসল সেরে কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলেও তার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, ব্যাগদুটোর অবস্থা নাজুক, ল্যাপটপটার কী অবস্থা কে জানে, ভাবল অর্জুন, হয়তো এসব কারনেই তাকে ঠিক স্বাভাবিক চোখে দেখছে না, তবে অস্বস্তিকর কোন প্রশ্নও করে নি। হোটেল বয় তার ব্যাগদুটো নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেও তাতে সায় দিল না, রুমের নাম্বার জেনে, সুইপ কার্ড নিয়ে লিফটের দিকে এগুল। এমনিতেই যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, সন্দেহ বাড়ে এমন কাজ করা ঠিক হবে না। সারারাত কিভাবে কেটেছে ভাবতেই গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। এরচেয়ে বাজে অবস্থায় রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তার আছে, তবে গতকালকের রাতটা কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। এর আগে ঝামেলাগুলো দেশের মধ্যেই সেরেছে, এবার একেবারে অচেনা অজানা জায়গায় এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ার অভিজ্ঞতা হলো।

হোটেলটা চমৎকার, চার তারা না হয়ে যায়ই না, ভাবল অর্জুন, সুন্দর একটা সুর ভেসে বেড়াচ্ছে, লবীতে নানা দেশের লোক বসে গল্প করছে, অবশ্য গল্প না বলে ব্যবসায়িক আলাপ বলাই ঠিক হবে, সে জানে এ দেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য তৈরি পোশাক, বিদেশি ক্রেতারা সাধারনত এসব হোটেলেই উঠে। রাজধানীর সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় হোটেলটা, পনেরোতলা বিল্ডিঙটা থেকে চারপাশ চমৎকার দেখা যায়। অর্জুনের রুম পড়েছে এগারো তলায়, বিল্ডিং-এর তিন তলায় স্পা, বারো তলায় রেস্টুরেন্ট আর বার, তেরো তলায় জিম, পনেরো তলার ছাদে রুফ টপ ক্যাফে। রুমে ঢুকে আবার শাওয়ার নিতে হবে, তারপর একটু ঘুম, বিকেলের দিকে বেরুতে হবে একটু। কাজকর্ম শুরু করতে হবে আগামীকাল থেকেই। তার আগে দেখতে হবে ল্যাপটপটা ঠিক আছে কি না।

লিফটে দাঁড়িয়ে ঢাকায় তার অ্যাসাইনমেন্টের কথা মনে করার চেষ্টা করছিল অর্জুন, এখন পর্যন্ত তার সেরা কাজ হবে এটাই এবং কাজটার পুরো কৃতিত্ব কিংবা ব্যর্থতার দায়ভার তাকে একাই নিতে হবে। এর আগে সব সময় তার উপর কেউ না কেউ থাকতো, এবার কাভার করতে হবে তাকে একাই। বসকে অবশ্য সবসময় পাওয়া যাবে।

লিফটে সে একা নয়, জিন্সের প্যান্ট কোমরের নীচে নেমে আসা এক যুবক আর টকটকে লাল লিপস্টিক দেয়া একটা মেয়েও আছে। মেয়েটা মাঝে মাঝে চোরাচোখে তাকাচ্ছে, দেখেও না দেখার ভান করলো অর্জুন। ছেলেটার কোনদিকে কোন খেয়াল আছে বলে মনে হচ্ছে না, এই সকালবেলাই নেশায় চুর হয়ে আছে। বড়লোকের বখে যাওয়া সন্তান, আর কী? ভাবল অর্জুন।

লিফট এগারোতে এসে থামল, নেমে পড়ল অর্জুন। লিফটের দরজা বন্ধ হতে

BanglaBook.org

হতে দেখল মেয়েটা তখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে। গালে হাত বুলাল, শেভ করা হয় নি, তারপরও নিশ্চয়ই ভালো দেখাচ্ছে।

এগারোতলায় ছয় নাম্বার রুমটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না, সুইপ কার্ড ব্যবহার করে রুমে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে রুমটার দিকে তাকাল অর্জুন। একটু আগেই রুমটা পরিষ্কার করে গেছে, চেকইন করার সময় একটু অপেক্ষা করতে বলেছিল ওরা, জানালা খোলা রাখতে বলেছিল সে, সেখান দিয়ে চমৎকার দিনের আলো আসছে, সাথে ফুরফুরে বাতাস। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষন চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল অর্জুন। শাওয়ার নেয়ার আগে জরুরি কাজটা সারতে হবে।

ল্যাপটপটা বের করলো ব্যাগ থেকে। যা ভয় করেছিল তেমন কিছু হয় নি, ল্যাপটপের চারপাশে কাপড় ছিল কিছু, অল্প যা কিছু পানি ঢুকেছিল তা শুষে নিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট ছিল একপাশে, ওটা পুরো ভিজে গেছে, ট্রাশক্যান রাখা আছে দরজার পাশে, তাক করে ছুড়ে দিল। ক্যামেরাটা একটা শক্ত কাগজের বাক্সে ঢোকান, ওটাও পুরোপুরি অক্ষত আছে। জিনিসটা চোরবাজার থেকে কিছুদিন আগে কেনা, ভালো জিনিস, জাপানি। মনটা ভালো হয়ে গেল মুহূর্তেই।

রুমে ওয়াইফাই সংযোগ আছে, ছোট একটা চিরকুটে রিপেসশন থেকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে, কানেক্ট করে নিলো। মেইলবক্সে সাধারন কিছু মেইল এসেছে, দেখে দেখে সব মুছে দিল। এবার নিজস্ব সার্ভারে ঢুকতে হবে, এক্ষেত্রে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আইডি আর পাসওয়ার্ড দেয়া আছে, সেই পাসওয়ার্ড আবার দুদিন পরপর বদলাতে হয়। এখনই ঢুকবে কি না ভাবতে ভাবতে এন্টার চাপ দিল অর্জুন। ওখানে বস এখন অপেক্ষায় আছে সে জানে, তাকে অনলাইনে পাওয়া মাত্রই প্রশ্নের ঝড় বয়ে যাবে, সেই ঝড় সামলানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো মনে মনে।

ওল্ড জ্যাক নামের আইডিটা সবুজ হয়ে আছে, তার মানে বস অনলাইনে। লগইন করা মাত্র মেসেজ চলে এলো।

"ঠিক আছো তুমি?"

"ঠিক আছি।"

"আজকে রেস্ট নাও। রুম থেকে বেরুবে না, কাউকে ঢুকতেও দেবে না।"

"আপনি ঠাট্টা করছেন!"

"আই রিপিট, রুম থেকে বের হবে না, কাউকে ঢুকতেও দেবে না।"

"ওকে, স্যার।"

"লগিং আউট।"

"বাই।"

নিজেও লগ-আউট হয়ে গেল অর্জুন। বসের কথামতো সারাদিন রাত বন্দি হয়ে থাকতে হবে রুমে! এ ধরনের কথা জানা থাকলে কখনোই ঢাকা আসতো না সে।

BanglaBook.org

দরজায় নক হলো এইসময়। রুম সার্ভিস এসেছে সম্ভবত। যদিও এখন ওদের আসার কথা না। সকালের এই সময়টায় হোটেলের গেস্টদের বেশিরভাগই বাইরে চলে যায়। উঠে গিয়ে দরজার পিপহোল দিয়ে তাকাল অর্জুন। অল্পবয়স্ক একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, সাথে একটা ট্রলি। সেখানে চা-নাস্তা জাতীয় কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও তেমন কিছুর অর্ডার সে দেয় নি। এই হোটেল কী তাহলে সকালের নাস্তা পাঠিয়ে দিচ্ছে রুমে? কমপ্লিমেন্টারি! হতে পারে। কোন কিছুই অসম্ভব নয়। দরজার লকে হাত দিয়ে বসের সাবধানবানী মনে পড়ে গেল। কাউকে রুমে ঢুকতে দেয়া যাবে না!

"লাগবে না," দরজার সাথে মুখ লাগিয়ে বলল অর্জুন। "প্রয়োজন হলে ডাকবো।"

কথাগুলো শুনেছে ছেলেটা, তারপরও দাঁড়িয়ে আছে। এবার গলার জোর বাড়িয়ে কথাগুলো আবার বলল অর্জুন। তাতেও কাজ হলো না। করিডোর দিয়ে কেউ একজন ছেলেটার পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পাশ দিয়ে যাবার সময় মুখ অন্যদিকে সরাল ছেলেটা। কি-হোল দিয়ে দেখল অর্জুন। বোঝা যাচ্ছে সমস্যা আছে কোথাও। হোটেলের পোশাক পড়ে থাকলেও এই ছেলে সম্ভবত হোটেলের কেউ না। তা না হলে কাউকে দেখে মুখ লুকানোর প্রয়োজন পড়তো না।

ট্রলির উপর ন্যাপকিন দিয়ে একটা ট্রে ঢাকা, ন্যাপকিনটা সরিয়ে ট্রে থেকে চকচকে একটা কালো পিস্তল তুলে নিয়েছে ছেলেটা। ডানে-বামে তাকাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে কেউ আছে কি না আশপাশে। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল অর্জুনের। তার মৃত্যুর সময় সত্যিই তাহলে এসে গেছে!

সাত বছর আগে, পাটনা, বিহার

"তোমার আরেকটু সাবধান হওয়া দরকার ছিল, রঘু," বললেন তিনি। কফিশপটা নতুন করেছে, আলো আধারির খেলা চারপাশে, এক কোনায় বসেছেন তিনি, উল্টোদিকে রঘু, এই অন্ধকারেও চোখে রোদ চশমা।

"আমি সবসময়ই সাবধান, ডোন্ট ওরি মাই ফ্রেন্ড," রঘু বলল, নতুন হলেও এখানে ব্ল্যাক কফিটা ভালো বানায়।

"আমরা বন্ধু নেই, তার চেয়েও বড় কিছু," হেসে বললেন তিনি।

"রাইট।"

"এরপরের প্ল্যান কী?"

"ঠিক যা চেয়েছিলাম চাই পেয়েছি, সেই সাথে পেয়েছি একজনকে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের সাথে যোগ দেবেন তিনি।"

"ফাইন, আর?"

BanglaBook.org

"আপনি কেসটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিন, সে ক্ষমতা আপনার আছে।"

"আমি স্পটের কাছাকাছি ছিলাম, সাধারন ছিনতাইয়ের ঘটনা বলে আপাতত ধামাচাপা দিয়েছি, যাই হোক, এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। তুমি টাকার ব্যাপারটা কিভাবে হ্যান্ডেল করলে?"

"কোন টাকা? অমিতের টাকা? ঐ টাকা কি ওকে কখনো দেব নাকি আমরা? যদিও নিজেকে খুব বেশি চালাক মনে করেছিল ছেলেটা, ওর সামনেই ওর ভাইয়ের বিদেশের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছি। পুরোটাই বানানো ছিল। ও কিছু বুঝতেই পারে নি।"

"চমৎকার।"

"আপনার সাথে এটাই আমার শেষ দেখা। এরপর যোগাযোগ হবে এবং তা অবশ্যই ফোনে। আগামীকাল রাতেই ভারত ছাড়ছি আমি।"

"ভেরি গুড, আমার পেমেন্টের আপডেট কি?"

"দুবাইয়ে পেমেন্ট চলে গেছে, ক্যাশ। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন।"

খোঁজ নেয়ার প্রয়োজনবোধ করছেন না তিনি, সংগঠনের প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস, গত পনেরো বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন, কখনো কথার বরখেলাপ হয় নি এবং এবারও হবে না। একটা সময় দেশের বাইরে স্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা আছে, ছেলে এরমধ্যেই দুবাই পাড়ি জমিয়েছে, টাকা পয়সা ধীরে ধীরে তাই ওর কাছেই সরাচ্ছেন।

"কফিটা ভালো, আমি আসি তাহলে," হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রঘু, কিছুক্ষনের মধ্যে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেল।

তিনি একটু পর বের হবেন, তবে সামনের দরজা দিয়ে নয়, রান্নাঘরের পেছনে একটা দরজা আছে, সেটা দিয়ে। তার অবস্থান নিয়ে কেউ যেন কোন সন্দেহ করতে না পারে সে ব্যাপারে সবসময়ই সচেতন তিনি।

অমিত কুমারের কেসটা আপাতত সামাল দেয়া গেছে, তবে তিনি জানেন, যে কোন সময় কেসটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সেজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলেন, বিকেল চারটা বাজে, অফিসে ফিরতে হবে। ডঃ ভেঙ্কটেশ আর অমিতের হঠাৎ মৃত্যুর কারনে কাজকর্ম এগুচ্ছে ধীর গতিতে, ফলে পাটনাতে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। দিল্লিতে আলাদা একটা অফিস নেয়ার কাজ চলছে, অফিস নেয়া হয়ে গেলে নতুন কিছু মুখ রিক্রুট করতে হবে।

আরো প্রায় ঘন্টাখানেক বসে থেকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

ইন্টারনেটকে মাঝে মাঝে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে, মাঝে মাঝে মনে হয় এই জিনিসটা আবিষ্কার না হলেই ভালো হতো। যে কেউ যে কোন সময় যোগাযোগ করতে পারে এখন, তা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভালো একটা মোবাইল ফোনই যথেষ্ট, ইদানীং এগুলোকে স্মার্ট ফোন বলে, যদিও এই মুহূর্তে ল্যাপটপ খুলে বসে আছে সাঈদ পারভেজ। মাথা ব্যথা করছে তার, দুপুর ঠিক দুটোর সময় নিয়ম করে ঘুমানোর অভ্যাস, অন্তত ঘণ্টাখানেক না ঘুমালেই নয়, নইলে মাথা ব্যথা কিংবা অন্য যেকোন ধরনের অস্বস্তি হবেই। এমন নয় যে তার খুব বয়স হয়ে গেছে, এই সেদিন পয়তাল্লিশে পা দিলো। জুলপির কাছে কিছু চুলে পাক ধরেছে, তবে তাতে দেখতে খুব একটা খারাপ দেখায় না। এই বয়সেও যথেষ্ট ফিট সে, একসময় ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছিল, যদিও এখন আর চর্চা করা হয় না, তবে এখনো যে কাউকে কাবু করার মতো শক্তি আর ক্ষিপ্রতা তার আছে।

ক্যারাটে চর্চা না করলেও শরীরের প্রতি সে যথেষ্ট সচেতন, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা শরীরটা ফিট রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করে, হিসেব করে ডায়েট নেয়। এক বাটি পেপে আর একটা সেদ্ধ ডিম, এই ছিল তার আজকের দুপুরের খাবার। এরপর সন্ধ্যার দিকে সামান্য কিছু নাস্তা হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সম্পূর্নটা নির্ভর করছে ছোট একটা তথ্যের উপর। তথ্যটা পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেবে ঢাকায় থাকবে না ল্যাবে চলে যাবে।

গত প্রায় বছর দুয়েক ধরে মোটামুটি বাংলাদেশে থাকছে সে। চাইলে ঢাকায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া যেতো, কিন্তু তাতে অনেক ঝামেলা, এরচেয়ে কিছু টাকা খরচ করে চমৎকার সব হোটেলে থাকা সম্ভব এবং এখন পর্যন্ত এক হোটেলে দ্বিতীয়বার উঠে নি সে। ল্যাপটপের সামনে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সাইদ পারভেজ, মনে হচ্ছে চোখ বুজলেই ঘুমে ঢলে পড়বে। একটু পরই অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্স হবে। সেখানে তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসার উপায় নেই, সোজা হয়ে বসে আছে সাইদ পারভেজ, তার পরনে সাদা শার্ট, দামী সুট, টাইটাও চমৎকার, ভিডিও কনফারেন্সে ড্রেস কোড অবশ্যই মেনে চলতে হবে, তবে সেটা শুধু মাত্র যতোটুকু দেখা যাবে ততোটুকুর জন্যই, যেমন উর্ধাঙ্গে সুট, শার্ট আর টাই থাকলেও নিম্নাঙ্গে কেবল একটা শর্টস পড়ে আছে। রুমে কেউ নেই, নইলে দৃশ্যটার অস্বাভাবিকত্বে হেসে ফেলতো নিশ্চয়ই।

ল্যাপটপের পাশে তার স্মিথ এন্ড ওয়েসনের পিস্তলটা রাখা, চকচকে কালো

BanglaBook.org

একটা বস্তু, একটু আগে একজন দিয়ে গেছে। এই পিস্তলটা অন্তত ঢাকায় আশা করে নি সাইদ পারভেজ, তবে টাকা দিলে নাকি বাঘের চোখও মেলে, সে হিসেবে টাকার সুন্দর ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

অনলাইনে লগইন হয়ে বসে আছে অনেকক্ষন হলো, এখন মনে হচ্ছে ভুল হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে ছোটখাট একটা ঘুম হয়ে যেতো তার, শরীরটা ঝরঝরে লাগতো তাহলে।

চমৎকার একটা নাম তাদের গ্রুপের, "আম্ব্রেলা করপোরেশন", এই গ্রুপটার উত্থান হয়েছিল আরো অনেক আগে, সেই শীতল যুদ্ধের সময়ে, শুরুতে রাশিয়া, আমেরিকা আর ইউরোপের প্রতিনিধি থাকলেও এখন আরো কিছু প্রতিনিধি যোগ হয়েছে। চীন, লন্ডন আর দুবাই থেকে। যুদ্ধ হোক, শান্তি হোক, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তারা একে অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে, শীতল যুদ্ধের সময় যখন রাশিয়া-আমেরিকা মুখোমুখি তখনও সেই পরিস্থিতির ভেতর থেকে নিজেদের মুনাফা বের করে নিয়েছে এই গ্রুপ। ধর্ম, জাতি, ভাষা কোন কিছুই তাদের একটা প্রয়োজনের মাঝে বিভেদ তৈরি করতে পারে নি, সেই প্রয়োজনটা হচ্ছে টাকা। সারা বিশ্বে এই গ্রুপের লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ব্যাংকিং, বীমা, ফার্মাসিউটিক্যাল, মাদক, অস্ত্র থেকে শুরু করে বড় অংকের টাকা লেনদেন হয় এমন কোন ব্যবসা বাকি রাখে নি গ্রুপটা। বড় অংকের টাকা লেনদেনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে অস্ত্র এবং মাদক ব্যবসা। দুটো ব্যবসাতেই নিজেদের আলাদা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে ইতিমধ্যে, অস্ত্র বিক্রির জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ বাধাঁতে এই গ্রুপের জুড়ি নেই। সরকারি দলকে একদিকে ট্যাঙ্ক বিক্রি করলে বিদ্রোহি দলের কাছে বিক্রি করে রকেট লাঞ্চার। সারা বিশ্বে মাদকবিরোধী প্রচারনার সাথে সাথে আন্ডারওয়ার্ল্ডে মাদক যোগান দেয় এই গ্রুপের সদস্যরাই। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারি, বেসরকারি যে কোন ধরনের মানুষকে টাকা খাওয়াতে দ্বিধা করে না। সারা দুনিয়ায় নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই ব্যবসা চলে। লোকজন পরস্পরকে চেনে সংখ্যা দিয়ে, নিজেদের মধ্যে খুব গোপন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ হয়, পুরো বিশ্বটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে কাজ করে গ্রুপ, এশিয়ার হেডকোয়ার্টার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে দুবাইকে এবং এশিয়ার পুরো অপারেশনাল দায়-দায়িত্ব সাঈদ পারভেজের উপর। অদ্ভুত হলেও সত্যি, সে অনেক টাকা বেতন পায়, এই টাকা দিয়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব, কিন্তু সব কিছু সম্ভব হলেও এই গ্রুপ থেকে বেরুনো সম্ভব নয়, সে চেষ্টা করার চিন্তাও অবশ্য নেই তার। গত দশ বছরে এখন পর্যন্ত নিয়োগকর্তার সাথে দেখা হয় নি। তার কাছে কী করতে হবে সে বার্তাটা শুধু পাঠানো হয়, সংকেত আকারে। বাকি কাজ উদ্ধার করার দায়িত্ব তার, তা সে যেভাবেই হোক না কেন। যে কোন পরিমান টাকা খরচ করতে রাজি গ্রুপটা, যদি তা থেকে দীর্ঘস্থায়ী কোন মুনাফা আসে তো।

BanglaBook.org

আজকের মিটিং-এ লন্ডন আর দুবাই থেকে যোগ দেবে দুজন। বাকিদের টাইমজোন আলাদা, তাই আজকের মিটিং-এ থাকতে পারবে না। এতে অবশ্য খুশি সাইদ পারভেজ। লোক যতো কম, ঝামেলা ততো কম।

প্রায় তিনবছর হতে চলল বিশেষ একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে সাইদ পারভেজ। শুরুতে প্রজেক্টটাকে অদ্ভুত, টাকা খরচের মেশিন, অলস মস্তিষ্কের কাজ বলে মনে হতো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা সঠিক পথেই এগিয়েছে অনেকটা। কয়েকশো থেকে কয়েকহাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে, মানব জাতির ভবিষ্যতই বদলে যেতে পারে, যদি সব ঠিকঠাক মতো হয়।

দুবাই থেকে লগইন হয়েছে, এবার লন্ডন থেকে প্রতিনিধির যোগ দেবার অপেক্ষা। প্রতিনিধিদের চেহারা দেখার শখ তার অনেক দিনের, কিন্তু কালো মুখোশে ঢাকা থাকে বলে সে শখ কোনদিন পূরন হবে বলে মনে হয় না। দুবাই থেকে যিনি লগইন করেছেন তার উচ্চতা মাঝারি, স্বাস্থ্য বেশ ভালো, আর কণ্ঠস্বর থেকে মনে হয় ভারতীয় বংশোদ্ভুত। লন্ডন থেকে যিনি যোগ দেবেন, তিনিও মুখোশ পড়ে থাকবেন, এটাই নিয়ম। এই ভদ্রলোক বেশ লম্বা এবং বৃটিশ উচ্চারনে কথা বলেন। মুখোশ পড়ার ঝামেলায় সাইদ পারভেজকে যেতে হয় না, কর্মচারি হওয়ার এই সুবিধাটুকু সে পেয়েছে। এশিয়ার অপারেশনাল হেড হিসেবে তার চেহারা চেনা প্রতিনিধিদের জন্য বাধ্যতামূলক।

চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু হাঁটতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করা যাবে না, যে কোন মুহূর্তে লন্ডনের সাথে সংযোগ হয়ে যেতে পারে। এখানে এক সেকেন্ডেরও আলাদা মুল্য আছে আর এতো দামী চাকরিটাকে কোন ধরনের বিপদের মুখে ফেলতে চায় না সাইদ পারভেজ, ল্যাপটপের পাশে ক্যামেল সিগারেটের প্যাকেট রাখা, একটা ধরাল। মুখোস পড়া থাকায় নিয়োগকর্তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, সিগারেট ধরানোতে লোকটা কিছু মনে করলো কি না জানার উপায় নেই।

লগইন হয়েছে লন্ডন থেকে। ল্যাপটপের মনিটরে পাশাপাশি দুটো ছোট বক্সে দুজনকে দেখা যাচ্ছে। গলাটা পরিষ্কার করে নিলো সাইদ পারভেজ। সে তৈরি। তবে ল্যাপটপের মনিটরে দেখা যাওয়া লোকগুলোর পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ওদের সাংকেতিক পরিচয় জানতে চাইল সাইদ পারভেজ।

নিজেদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকটা সাংকেতিক চিহ্ন দেখাল ওরা, এই সাংকেতিক চিহ্নগুলো কিছুদিন পরপর বদলে যায়, সঠিক লোক ছাড়া বাইরের কারো পক্ষে এই চিহ্নগুলোর অর্থ বোঝা অসম্ভব।

দুবাইয়ের প্রতিনিধি শুরু করল।

"মিঃ পারভেজ, আপনার অগ্রগতি কতোদূর?"

ঠিক এই প্রশ্নটাতেই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সাইদ পারভেজের। হ্যাঁ,

BanglaBook.org

অগ্রগতি সে অনেক করেছে, কিন্তু সর্বশেষ যে খবরটা এসেছে তাতে অগ্রগতি যা হয়েছিল সব ভেস্তে গেছে মনে হচ্ছে।

"আমরা এখন টেস্টিং এ যাবো, সম্ভবত আগামী সপ্তাহে," বেশ সময় নিয়ে কথাগুলো বলল সাইদ পারভেজ।

"চমৎকার। তবে কথাগুলো শোনা শোনা মনে হচ্ছে। এর আগের সপ্তাহে এ কথাগুলোই বলেছিলেন আপনি।"

"আসলে..."

"মিঃ পারভেজ," এবার লন্ডনের প্রতিনিধি বলল, "আপনি তারিখ, সময় দিন এবং কোন অজুহাত দেখাবেন না।"

"বলতে চাইছিলাম, একটা ঘটনা ঘটে গেছে..."

কথার মাঝখানে আবারও বাঁধা পেল সে, এবার দুবাই থেকে।

"ঘটনা যা ঘটেছে তা আমরা জানি। কিভাবে সমাধান হবে সেটাই প্রশ্ন এবং সমাধান করার জন্যই আপনাকে রাখা হয়েছে।"

"জ্বি।"

"এই প্রজেক্টের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এই কালো মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে আমাদের, সেটা তখনই সম্ভব, যখন প্রজেক্টটা সফল হবে। আর উই ক্লিয়ার?"

"ক্লিয়ার।"

"আপনি হয়তো গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছেন না," এবার লন্ডনের প্রতিনিধি বলল, "আমরা বেরিয়ে আসতে চাই। শাসন করতে চাই, দেখিয়ে দিতে চাই, কিভাবে পৃথিবী চালাতে হয়। এখনো সময় আছে, যদি দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, বলে দিন। আমরা যোগ্য লোক খুঁজে নেবো।"

মনে মনে হাসল সাইদ পারভেজ, সে মানা করা মাত্র তার নাম-নিশানা মুছে ফেলা হবে পৃথিবীর বুক থেকে। সবাই ভুলে যাবে পৃথিবীতে কোনদিন সাইদ পারভেজ নামক কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিল। নিজেদের অস্তিত্বকে কোনভাবেই ঝুঁকির মুখে পড়তে দেবে না এই গ্রুপ।

"আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন।"

"আরো একটা ব্যাপার আছে, আশা করি, আপনি বুঝতে পারছেন কী নিয়ে বলতে চাচ্ছি।"

"আপনারা নিশ্চিত থাকুন, আমি দেখছি। সমস্যাটা মিটে যাবে তাড়াতাড়ি।"

"প্রতিশ্রুতি দেয়ার ব্যাপারে আপনার মতো এক্সপার্ট খুব কম চোখে পড়েছে আমার, মিঃ পারভেজ," দুবাইয়ের প্রতিনিধি বলল, "আপনার করা এর আগের প্রতিশ্রুতিগুলোকে আমরা ভুলে গেছি। তবে এবার আশা করছি, আপনি মিথ্যে

BanglaBook.org

আশ্বাস দিচ্ছেন না।"

"অনেক কিছুর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব, কিন্তু নিজের প্রান নিয়ে আমি ঝুঁকি নেবো না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন," সাইদ পারভেজ বলল।

"আগামী সপ্তাহে দেখা হচ্ছে, ইউশ ইউ গুড লাক," লন্ডনের প্রতিনিধি বলল, মনিটর থেকে একটা বাক্স মিলিয়ে গেল। দুবাইয়ের প্রতিনিধি এখনো অনলাইনে আছে, আরো কিছু কথা বলবে মনে হচ্ছে।

"আপনার যতো লোকবল লাগবে, জানাবেন, কোন দ্বিধা করবেন না," দুবাইয়ের প্রতিনিধি বলল, "আমাদের এশিয়ান দেশগুলোকে সবসময় পেছনে রাখা হয় আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার বিষয়গুলোতে। তবে এবার আমাদের সামনে থাকার পালা।"

"জ্বি।"

"গুড লাক, বাই।"

মনিটর থেকে লাইভ ভিডিও স্ট্রিমিং বন্ধ হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাইদ পারভেজ। আরো একটা সপ্তাহ সময় পাওয়া গেছে, এটাই বা কম কিসে। ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। ডঃ লুতফর এবং ডঃ রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকা ছাড়া দরকার। কিন্তু ঢাকার ঝামেলাটা না মিটিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল সাইদ পারভেজ, সুট, টাই আগেই পড়াছিল, প্যান্ট আর জুতো পড়ে নিল। আজ রাতে গুলশানে ডিনারের দাওয়াত আছে, বিশিষ্ট একজন শিল্পপতির বাসায়, সেখানে মন্ত্রী, আমলা থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটা দেশের কূটনীতিক থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে, এদের মধ্যে একজনের সাথে দেখা করা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়। বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকাল সাইদ পারভেজ।

"হ্যালো।"

"বস, টার্গেট পেয়ে গেছি," ওপাশ থেকে উত্তেজিত গলায় বলল একজন।

"কাজ শেষ করে ফোন দাও," বলে লাইন কেটে দিল সাইদ পারভেজ। টার্গেটকে খুঁজে পাওয়া গেছে এটা বড় একটা খবর, খুব শিগগিরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে সে। যাকে কাজটা দেয়া হয়েছে এর আগে অনেক কাজ করে দিয়েছে তার, কোথাও কোন ঝামেলা হয় নি। এবারও হবে না।

হঠাৎ করেই বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেটা চলে গেল, পরনের কোট, সুট খুলে ফেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। আজ রাতে ল্যাবের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে, তার আগে এটুকু বিশ্রাম তার প্রাপ্য।

BanglaBook.org

নিজের রুমে চুপচাপ বসে আছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, পদ্মাসনে। চোখ দুটো আধখোলা, হাত দুটো হাঁটুর উপর রাখা। মাঝে মাঝে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, ছাড়ছেন ধীরে ধীরে। উর্ধাঙ্গে কিছু পড়েন নি, ধুতি পড়ে আছেন নীচে। মন অস্থির হয়ে আছে গত কিছুদিন হলো, মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঠিক নেই, কোথাও কোন একটা ঝামেলা তৈরি হচ্ছে। যা আশংকা করেছিলেন তাই হয়েছে, ঠিক তীরে এসে তরী ডুবেছে। এজন্য সবসময়ের মতো ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছিলেন, কিন্তু পরে মনে হলো, ভাগ্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। জীবনের অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে, তেমন কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। সবসময় অন্যের ছায়াতলে কাজ করে গেছেন, নিরলসভাবে, কোন প্রতিদানের আশা না করে। তার সাথেই তো অবিচার হওয়ার কথা, নিজের সাফল্যকে যে তুলে ধরতে পারে না, সে যতোই মেধাবী হোক না কেন, মানুষের চোখে সে একজন বোকা ছাড়া আর কিছুই না। চতুরতা তার চরিত্রে নেই, মিথ্যে কথা বলতেও ভালো লাগে না, সবাইকে খুশি রেখে নিজের উপরে উঠার সিঁড়ি মজবুত করার দিকে তিনি কখনো মনোযোগ দেন নি। এমনকি কাজে এতোটাই মজে ছিলেন, স্ত্রী-সন্তানের দিকে নজর দেয়ারও সময় পান নি। স্ত্রী কখন কাছের মানুষ থেকে দূরে সরে গেছে, সন্তান কখন বড় হতে হতে অনেক বড় হয়ে গেছে যে নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। অনেকদিন পর যখন লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি একা। স্ত্রী পুত্র ততোদিনে কানাডায় আস্তানা গেড়েছে, সন্তান বিয়ে করেছে, এমনকি তার একটা নাতিও হয়েছে। কিন্তু দেখতে যাওয়ার সময় হয় নি তার। ভেবেছিলেন, আরো অনেক পরে, নিজের লক্ষ্য অর্জনের পর বিশ্রাম নেবেন, তখন সময় দেবেন স্ত্রী-পুত্রকে। কিন্তু লক্ষ্য অর্জন হয় নি। এবার সেই লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন, কিন্তু বাঁধা এখনো কিছু ছাড়ছে না।

ডঃ লুতফরের উপর রাগ হচ্ছিল, কিন্তু ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, তিনি নিজেও ডঃ লুতফর কিংবা সাইদ পারভেজকে বিশ্বাস করেন না। প্রয়োজন ফুরালে তাকে সরিয়ে ফেলতে এক সেকেন্ড দেরি করবে না পারভেজ, আর ডঃ লুতফরকে ভয় অন্যখানে। গত কুড়ি বছর যে বিষয়ের উপর তিনি কাজ করেছেন, তার ফলাফল অন্য কেউ ভোগ করবে এটা তিনি চান না।

তবে প্রজেক্টের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। ডঃ লুতফরের তৈরি জিনিসটা হারিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আবার তৈরি করা যাবে না, তা নয়। শুধু কয়েক'টা দিন সময় লাগবে। সাইদ পারভেজ যেরকম অস্থির হয়ে উঠেছে ততোটা সময় দেবে কি না নিশ্চিত নন তিনি। এক্ষেত্রে প্রজেক্টের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যেতে পারে আর প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গেলে প্রান নিয়ে দেশে ফিরতে পারবেন, সে নিশ্চয়তা নেই। সাইদ

BanglaBook.org

পারভেজ যে গ্রুপের হয়ে কাজ করে তারা কোন সূত্র পেছনে রেখে যাবে না, তা যতোই নিরীহ হোক না কেন!

তার বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি, এ বয়সেও যথেষ্ট শক্তি ধরেন, শারীরিক কোন সমস্যা এখনো তাকে কাবু করতে পারে নি, এর পেছনে আছে বহু বছর ধরে নিয়মিত জীবন-যাপন, ব্যায়াম আর অদ্ভুত কিছু অভ্যাস। খাবার দাবারে খুব একটা রুচি তার কোনকালেই ছিল না, ইদানীং রুচি আরো কমে গেছে। ল্যাবে যে খাবার দেয়া হয় তা মুখ তুলতে ইচ্ছে করে না, শুধু প্রানধারনের জন্য খাদ্যে বিশ্বাসী তিনি। পৃথিবীর খাদ্যচক্রে উপরের দিকে মানুষের অবস্থান হলেও মানব সম্প্রদায় শারীরিকভাবে দূর্বল।

বোধবুদ্ধিহীন যেকোন একটা প্রাণী যার ধারাল নখ আর দাঁত আছে, মানুষকে কাবু করে ফেলতে পারে নিমিষেই। শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে মানুষ, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি শারীরিক যোগ্যতাও দরকার। তার গত কুড়ি বছরের গবেষনার মূল বিষয় ছিল কিভাবে শারীরিকভাবে মানুষকে আরো শক্তিশালী করে তোলা যায়, ক্ষুধা-মন্দায় মানুষের কাতরতা কিভাবে কমানো যায়, সে কাজে সফল হয়েছেন বলা যাবে না, তার গবেষনাকর্ম থেকে বেশ কিছু জিনিস বেরিয়ে এসেছে তার সুফল মানুষ পাবে অচিরেই। হয়তো কৃতিত্ব তিনি পাবেন না, সাংঘাতিক বোকা মানুষ তিনি। নিজের জিনিসকেই নিজের বলে জোর গলায় দাবি করতে পারেন নি। সেই সাফল্যের কীর্তি এখন অন্য আরেকজনের দখলে। তবে এতে তিনি মনোবল হারান নি। কারন তিনি যা বের করেছেন সেখানে অনেক গলদ আছে, অনেক ফাঁকফোকর আছে, সেসবের কথা জানে না ঐসব ফালতু তরুন গবেষকরা, সেমিনারে কিংবা রাজনৈতিক দরবারে ঐসব গবেষকরা নিজেদের হয়তো অনেক উঁচু শ্রেনীর গবেষক হিসেবে দাবি করে, কিন্তু ওদের দৌড় কতোটুকু তা তার জানা আছে।

ঠিক পাঁচ বছর আগের ঘটনা মনে পড়ে গেল ডঃ রামকৃষ্ণের। ধীর লয়ে শ্বাস নিচ্ছিলেন এতোক্ষন, এখন দ্রুত শ্বাস নিচ্ছেন, সেই সব ঘটনা মনে পড়লে এখনো রক্ত চড়ে যায় মাথায়। তিনি শান্ত মানুষ, কোনমতে নিজেকে সামলে চলে এসেছিলেন বাসায়, আর কখনো যান নি। হ্যা, জায়গাটা তার খুব প্রিয় ছিল। পুনে রিসার্চ ইন্সটিউট। শহরের বাইরে অনেক বড় একটা এলাকা নিয়ে ইন্সটিটিউটটা, গবেষকদের থাকার জন্য ছোট ছোট কিছু বাড়ি ছিল, ল্যাব সহকারি এবং অন্যান্যরা থাকতো বড় একটা বিল্ডিং-এ, চারপাশে মনোরোম পরিবেশ, পাহাড় আর বন, বিকেলের দিকে হাঁটতে বের হতেন মাঝে মাঝে, খুব ভালো লাগতো। যদিও স্ত্রী আর সন্তানের একদম পছন্দ ছিল না জায়গাটা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ ছিল না সেখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন ইন্সটিটিউটে, কম

BanglaBook.org

বেতনেই। কারন কাজটা ছিল ঠিক মনের মতো। ঠিক যে ক্ষেত্রে তিনি কাজ করতে চান। জেনেটিক্স আর বায়োটেকনোলজি। তার প্রিয় সাবজেক্ট। লন্ডন থেকে তিনি পিএইচডি করেছিলেন, সুপারভাইজার ছিলেন তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় বায়োটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ডঃ মার্ক ওয়েবার। ইহুদি ভদ্রলোক তার মাথায় কিছু উদ্ভট আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই সময়ই। এছাড়া অনেকদিন আগে একটা প্রেজেন্টেশন দেখেছিলেন, সেখানে এরকম কিছু একটা ইঙ্গিত দেয়া ছিল। তবে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয় নি। তবে সেই প্রেজেন্টেশন দেখার পর থেকেই অতিমানবীয় শক্তির উৎসের খোঁজ শুরু করেন। মাথায় ঘুরে বেড়ানো অদ্ভুত আইডিয়াগুলোকে বাস্তবে রুপ দেয়ার জন্য এই ইন্সটিটিউট ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার সামনে।

তিনি বিবর্তনবাদ পড়েছেন, গ্রীক, ভারতীয়, চৈনিক মিথলজি পড়েছেন, রসায়নের সাথে সাথে আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানেও তার ধারনা আছে চমৎকার। তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত হয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় উপকথা আর মিথগুলোতে। মহাভারত আর রামায়ন নিয়ে বিশদ গবেষনা করেছেন, বাদ পড়েনি উপনিষদ, ভগবত গীতা আর প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতও। সবকিছু মিলিয়ে একটা ধারনায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন, তা হচ্ছে, বিবর্তনের ধারায় মানুষ যেভাবে এগুচ্ছে তাতে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন পৃথিবীর অক্সিজেনে ভাগ বসানোর জন্য কোন মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, পুরো প্রজাতিই হয়তো বিলীন হয়ে যেতে পারে কিংবা এমনভাবে বিবর্তিত হতে পারে যাকে মানুষ বলে পরিচয় দেয়াই কঠিন হয়ে যাবে। আবার হতে পারে, অলস, ক্লান্ত মানুষ ধীরে ধীরে অথর্ব, গতিহীন প্রাণীতে পরিনত হতে পারে। প্রকৃতি শুন্যস্থান পছন্দ করে না, পৃথিবীর চালকের আসন থেকে মানুষ সরে গেলে তার স্থান দখল করবে অন্য কিছু, সেই অন্য কিছুটা কী তা এখনো বের করতে পারেন নি তিনি, তবে আপাতত অতোদূর যাওয়ার চিন্তা করতেও চান না। এখন কেবল একটাই চিন্তা, শারীরিক এবং মানসিকভাবে মানব সম্প্রদায়কে আরো শক্তিশালী করে তোলা, মানুষের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা দূর করে তাকে দেবতার স্থানে নিয়ে যাওয়া। তার গবেষনাকর্মে শুধু ভারতবর্ষের মানুষ উপকৃত হবে না, পুরো বিশ্ব তার কাজের কাছে মাথানত করে থাকবে। পৃথিবী হয়তো খুব শিগগিরি ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে, শারীরিকভাবে যোগ্য মানুষেরাই সেদিন নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

ঠিক এমনটাই ভেবেছিলেন তিনি, সৎ এবং নিস্বার্থ চিন্তা। কিন্তু সে চিন্তায় বাদ সাধানোর লোকের অভাব ছিল না। তিনি যখন সমাধানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল কিছু লোক। ভেবেছিলেন ওদের কথায় কাজ হবে না। সেদিনগুলোর কথা এখনো ভুলবেন না ডঃ রামকৃষ্ণ। ল্যাব থেকে বের হয়ে ফুরফুরে মেজাজে হাঁটছিলেন, পরের দিন সকালে কী করবেন ঠিক

BanglaBook.org

করে নিচ্ছিলেন। ল্যাব হেড প্রশান্ত মিশ্রার কাছে ব্লু-প্রিন্ট আর রিপোর্ট দিয়ে এসেছেন, প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস লাগবে। হাঁটতে হাঁটতে ইন্সটিটিউটের প্রধান দিনানাথের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। দিনানাথ তার ক্লাসমেট ছিল, খুব ঘনিষ্ট বন্ধু, বেশ রাজনীতি সচেতন, পুরো ইন্সটিটিউট চালাচ্ছে গত বছর দুই ধরে এবং কোথাও কোন ঝামেলা হচ্ছে না। দিনানাথ রুমে একাই ছিল, খবরের কাগজ পড়ছিল। রুমে ঢোকামাত্র খবরের কাগজ সরিয়ে বেশ হাসিখুশিভাবে অভ্যর্থনা জানাল তাকে, পিয়নকে পাঠাল চা আনাতে।

"কি খবর? খুব খুশি খুশি লাগছে?"

হেসেছিলেন তিনি, আসলেই বেশ খুশি খুশি লাগছিল সেদিন, অনেকদিনের গবেষনা সফল হতে যাচ্ছে, আনন্দে ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার, কোনমতে নিজেকে দমন করেছিলেন নিজেকে।

"আমার কাজ প্রায় শেষ?"

"তাই! এতো দারুন খবর!"

উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছিল দিনানাথ।

"তা কবে জমা দিচ্ছো?"

"দেখি, আরো দু'একটা টেস্ট বাকি আছে, সম্ভবত সামনের সপ্তাহের শুরুতে," তিনি বলেছিলেন।

"ভেরি গুড, কিন্তু এখবর আপাতত কাউকে জানানোর দরকার নেই। শুধু তুমি আর আমি জানি, ওকে?"

"প্রশান্ত জানে।"

"ওকে আমি বলে দেবো, সমস্যা নেই। তুমি এখন বাসায় গিয়ে রেস্ট নাও।"

তিনি চলে এলেন বাসায়, স্ত্রী-পুত্রকে কিছু বললেন না, বললেও কোন প্রতিক্রিয়া হতো না, এসব ব্যাপারে জানার কোন আগ্রহই ছিল না দুজনের কারো। পরদিন সকালে ইন্সটিটিউটে গিয়ে দেখলেন রমরমা অবস্থা। পুরো সাজ সাজ রব উঠেছে চারদিকে। দিল্লি থেকে হোমরাচোমড়া কেউ একজন আসছে। বিশেষ একটা অনুষ্ঠানের মতো হবে ইন্সটিটিউটের অডিটরিয়ামে। নিজের মতো চুপচাপ ল্যাবে ঢুকে গেলেন তিনি। নিজের রুমে বসে কী কী করতে হবে ঠিক করে নিলেন, বের হয়ে মূল ল্যাবে যাবেন তখন রুমে ঢুকল প্রশান্ত মিশ্রা, চেহারায় কেমন কাঁচুমাচু একটা ভাব নিয়ে।

"আপনার সাথে কথা ছিল ডঃ রামকৃষ্ণ," নিজেই চেয়ার টেনে বসেছিল প্রশান্ত মিশ্র।

"বলুন, সংকোচ করছেন কেন?"

"আজ দিল্লি থেকে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী আসছেন, সেখানে আমাদের কাজের

BanglaBook.org

অগ্রগতি তুলে ধরা হবে তার সামনে।"

"ওকে," এখানে চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু আছে কি না বুঝতে উঠতে পারেন নি তিনি।

"সেখানে আপনি আমন্ত্রিত নন, এমনকি এই মুহূর্ত থেকে ল্যাবে ঢোকাও আপনার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

"মানে?" চেঁচিয়ে উঠবেন কি না বুঝতে উঠতে পারছিলেন না ডঃ রামকৃষ্ণ, "আপনার কথা বুঝি নি, পরিষ্কার করে বলুন কি বলতে চান।"

"ইন্সটিটিউট থেকে আপনাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।"

"কিন্তু কেন? কে করেছে?"

"আপনি আমাদের প্রজেক্টের মূল কাজ থেকে সরে গিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন, এটাই কারন।"

"আমি অবশ্যই আমার কাজ অথরিটি থেকে আপ্রুভ করে নিয়েছি।"

"লিখিত আছে?"

আমতা আমতা করছেন তিনি, না, তার কাছে লিখিত কিছু নেই। ডঃ দিনানাথের কাছ থেকে লিখিত অনুমতিপত্র নেয়ার কথা তার মাথায় আসে নি, মৌখিকভাবে তাকে কাজ চালিয়ে নিতে বলেছিল দিনানাথ, সেটাই কি যথেষ্ট নয়!

"আমি ডঃ দিনানাথের অনুমতিতে কাজ করেছি।"

"লিখিত কিছু আছে?"

"না, নেই," চেঁচিয়ে বললেন তিনি, "তাতে কী হয়েছে? দিনানাথ কি এখন অস্বীকার করবে? কই সে? আমি তার সাথে কথা বলবো।"

উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল, দিনানাথ তার বন্ধু মানুষ, নিশ্চয়ই কোথাও কোন ঘাপলা আছে।

"তিনি এখন ব্যস্ত, কারো সাথে কথা বলবেন না।"

"কি আশ্চর্য্য, এভাবে বিনানোটিশে কাউকে প্রত্যাহার করা যায়, তাও আমার মতো একজন সিনিয়র সাইন্টিস্টকে?"

"আপনি যে কাজ করেছেন, তাতে আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনা যেতে পারে, সেসব দিকে কিন্তু যায় নি ইন্সটিটিউট। শুধু সসম্মানে আপনাকে বিদায় দিচ্ছে।"

"সসম্মানে? এটাকে আপনি সসম্মানে বলছেন?"

"জ্বি, বলছি।"

মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন তিনি, একটু বুদ্ধি খাটানো দরকার।

"ঠিক আছে, মেনে নিলাম," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "আমার কাগজপত্র আর ব্লু-প্রিন্ট দেয়ার ব্যবস্থা করুন, এক্ষুনি।"

BanglaBook.org

"সেটা সম্ভব না।"

"মানে?"

"ওগুলো এখন ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট, ইন্সটিটিউটের সম্পত্তি, অনুমতি ছাড়া কেউ হাত দিতে পারবে না।"

"ওহ গড," নিজের মাথার চুল নিজের ছিড়তে ইচ্ছে করছিল ডঃ রামকৃষ্ণের, টেবিলের উপর রাখা কম্পিউটারের দিকে তাকালেন, এই কম্পিউটারে ফাইলগুলো সেভ করে রেখেছিলেন, সেগুলো নিশ্চয়ই আছে।

"আপনি কম্পিউটারও ব্যবহার করতে পারবেন না," প্রশান্ত মিশ্রা বলল, ডঃ রামকৃষ্ণের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল সে আসলে কী ভাবছে, "আসলে আপনাকে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে এই রুম থেকে, ইন্সটিটিউটের বাসা খালি করতে হবে আগামীকালের মধ্যে। আপনার বেতন এবং অন্যান্য টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে।"

"আমি হাইয়ার অথরিটির কাছে কমপ্লেইন করবো।"

"সে অধিকার আপনার আছে," চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত মিশ্রা, রুমের দরজা খুলে দাঁড়াল যেন ডঃ রামকৃষ্ণ বেরিয়ে যেতে পারেন।

এখানে আর এক মুহূর্ত না, ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র দুজন অস্ত্রধারী গার্ড তাকে অনুসরন করছিল, প্রশান্ত মিশ্রার ইশারায়, বুঝতে পারছিলেন এখন কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না, ওরা বিষয়টা অন্যভাবে নেবে, চাইলে গুলি করে বসতে পারে। সরাসরি বাসায় চলে এলেন তিনি, ইন্সটিটিউট ছাড়ার জন্য গোছগাছ করতে বললেন স্ত্রী-পুত্রকে। অনেকদিন পর দুজনের মুখে হাসি দেখতে পেলেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন বাইরে অস্ত্রধারী দুজন দাঁড়িয়ে আছে। পাহারা দিচ্ছে, বাসায় টেলিফোনের সংযোগ কাটা, মোবাইল ফোন তিনি ব্যবহার করেন না, কাজেই কারো সাথে কিছু আলোচনা করার সুযোগও নেই। অবশ্য কাউকে তখন পাশে পাবেন বলে মনে হয় নি তার কাছে।

পরের দিন সকালেই সব কিছু গুছিয়ে রওনা দিয়ে দিলেন নিজের শহরে। এখানে এসে নিজেকে বন্দি করে ফেললেন একেবারে। তার মন ভেঙে গেছে, এতোটা কাছে এসে এভাবে ফিরতে হবে বুঝতে পারেন নি। ডঃ দিনানাথের জন্য খারাপ লাগছিল, বেচারা ভেবেছিল তার আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্ব একাই নিয়ে নেবে, সেজন্যই তাকে এভাবে বের করে দিয়েছে। কিন্তু বোকা মানুষটা জানে না, ঐ ব্লু-প্রন্টে অনেক কিছু থাকলেও আসল জিনিস নেই। মাঝে মাঝে সাবধান থাকা ভালো। সাবধান থাকার জন্য ব্লু-প্রিন্টের আসল জিনিস রেখে দিয়েছেন তার কাছে, মাথায়, যা কোথাও লিখে রাখেন নি।

শহরে ফেরার পরের দিনই স্ত্রী-পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওদের মামার বাসায়,

BanglaBook.org

তিনি একা রয়ে গেলেন, ঠাই নিলেন এমন এক জায়গায় যেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, বস্তির একটা নোংরা ঘর ভাড়া নিয়ে মাথা কামিয়ে ফেললেন, কপালে ছিল চন্দনের তিলক, তাকে দেখে চেনার উপায় ছিল না কারো, তিনি জানতেন পেছনে লোক লাগবে, যখনই ডঃ দিনানাথ বুঝতে পারবে ব্লু-প্রিন্টে বড় একটা কিছু বাদ পড়েছে, তখনই ডঃ রামকৃষ্ণের পেছনে লোক পাঠাবে। বস্তির ছাপড়া ঘরে নিভৃতে কাজ করতে লাগলেন, এবার আরো বড় ধরনের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হলেন। সমস্যা ছিল, এই ধরনের প্রজেক্টে অনেক টাকা লাগে, তা তার ছিল না, প্রজেক্টের বিশেষ কিছু বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আরেকজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী দরকার ছিল, সাইদ পারভেজের আগমন তখনই। কিভাবে তাকে খুঁজে বের করেছে এই লোকটা তাতে রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন তিনি।

সাইদ পারভেজের উদ্দেশ্য শুনে শুরুতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, বেশ ক'বছর আগে আর্মি ইন্টিলিজেন্স অফিসে একটা প্রেজেন্টেশন দেখেছিলেন, সেখানে তরুন এক ছেলে এই ধরনের কিছু একটা বিষয়ের উপর কথা বলছিল, যদিও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি সেখান থেকে, তবে বিষয়বস্তু একই ছিল, পরবর্তীতে সেই ছেলেটার লাশ পাওয়া যায় কপালে গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। কয়েক হাজার বছর আগের প্রাচীন এক লেখা রয়েছে পারভেজের কাছে, টাকার বিনিময়ে প্রত্নতত্ত্ব বিক্রি করে এমন একজনের কাছ থেকে নাকি সংগ্রহ করেছে, খুব অল্প দামে, কারন লেখাটার মাহাত্ম্য বুঝতে পারে নি সেই বিক্রেতা, পুরো জিনিসটার ছবি তুলে নিয়ে এসে তাকে দেখিয়েছিল সাইদ পারভেজ। দেখা মাত্রই তিনি চিনেছেন, হারানো সেই যুদ্ধবিদ্যা, চানক্য তার অর্থশাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তিনি যুদ্ধবিদ্যার উপরও কিছু একটা লিখেছিলেন, যার ইঙ্গিত অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তীতে সেটা শুধু একটা মিথ হয়ে ছিল। সাইদ পারভেজের দেখানো ছবি যদি সত্যি হয়, তাহলে হাজার বছর পুরানো চানক্যের সেই যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত লেখা খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সাইদ পারভেজ চায় ডঃ রামকৃষ্ণ তাকে সাহায্য করুক। তিনি রাজি হয়েছিলেন।

সাইদ পারভেজ তাকে অর্থের নিশ্চয়তা দিয়েছিল, বলেছিল পূর্ন স্বাধীনতা দেয়া হবে, এমনকি যোগ্য একজন সঙ্গীকেও বেছে নিতে পারবে সে। অর্থ কোন সমস্যা না, নিরাপত্তার ব্যাপারটাও ওরা দেখবে, শুধু কাজ করতে হবে অন্য একটা দেশে গিয়ে। তিনি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, বস্তির ঘুপচি ঘরে থাকতে থাকতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, লুকিয়ে আর কতোদিন থাকা যায়। তার জন্য নতুন পাসপোর্ট তৈরি করে দিয়েছিল সাইদ পারভেজ। তিনি ভারত ছাড়লেন, চলে এলেন বাংলাদেশে। যোগ্য সঙ্গীর খোঁজে ছিলেন, ডঃ লুতফরকে চিনতেন, অনেকদিন আগে পরিচয় হয়েছিল, ঠিক একই ধরনের গবেষনায় আগ্রহী, খুব কাছাকাছি সময়ে এরচেয়ে ভালো

BanglaBook.org

সঙ্গী পাওয়া অসম্ভব। সাইদ পারভেজকে জানাতে সেও আপত্তি করে নি।

সবচেয়ে অবাক হয়েছিলেন সীমান্ত এলাকার এই ল্যাবটিতে এসে। লোকজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে এটা সাইদ পারভেজই ভালো জানে। লোকটার জানাশোনা অনেক, কাকে দিয়ে কিভাবে কাজ করিয়ে নিতে হয় সেটা খুব ভালো জানে, এছাড়া অর্থের যোগানেও কোন সমস্যা নেই। যখন যা চেয়েছেন বলা যায় তাই জোগাড় করে দিয়েছে সাইদ পারভেজ। তাদের কাজ প্রায় শেষের পথে ছিল, এরমধ্যে ডঃ লুতফরের কাজের লোক যে এমন কান্ড করবে তা ঘুনাক্ষরেও ধারনা করতে পারে নি কেউ। সার্চ পার্টি বের হয়েছে, কিন্তু এখনো লোকটার কোন সন্ধান মেলে নি। সাইদ পারভেজ পুরো বিষয়টা এখনো জানে না, যে কোন দিন চলে আসবে। তখন তাকে ব্যাখ্যা করে সব বোঝাতে হবে। সমস্যা হচ্ছে সময় নেই হাতে। সাইদ পারভেজ একটা ডেডলাইন দিয়েছিল, আগামী সপ্তাহে শেষ হবে সেই ডেডলাইন।

টানা দুবছর কাজ শেষে ভেবেছিলেন বিশ্রাম নেবেন কিছুদিন। এই মুহূর্তে বিশ্রাম নেয়ার কথা চিন্তাও করা যাবে না।

চোখ খুললেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন। ডঃ লুতফর এখন ল্যাবে আছেন, এই সময়টা ভদ্রলোকের সাথে কাটানো দরকার, বিশ্বস্ত একজন লোকের বেঈমানিতে বেচারা বেশ কষ্ট পেয়েছে, টাকা-পয়সার শোকের চেয়ে এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে ডিভাইসগুলো, কাজের লোক কি জিনিসগুলো ইচ্ছে করে নিয়েছে না এমনিতেই চলে গেছে ব্যাগের সাথে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো কেউ নেই এখন। এমনিতে চলে গেলে চিন্তার কিছু নেই, ওটার ব্যবহার সম্পর্কে কোন ধারনাই করতে পারবে না লোকটা, কিন্তু জেনে নিয়ে গেলে চিন্তার বিষয়!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৯

"কী করবো আমরা?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সাকিব।

"পালাবো," কোনমতে বলল অয়ন।

"কিন্তু কিভাবে?"

এইসব মুহূর্তে প্রশ্নোত্তরপর্ব ভালো লাগে কার! ইশারায় সাকিবকে চুপ থাকতে বলল অয়ন। লোকগুলো চলে এসেছে, অন্তত সাত-আটজন তো হবেই। সবাইকেই বেশ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। ওরা এখানে আবার যদি ঘাটি গাঁড়ে তাহলে মহা ঝামেলা হয়ে যাবে, ভাবছিল অয়ন। সেক্ষেত্রে আবার রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে ওদের অবস্থানটা দেখে নিলো অয়ন, লোকগুলো একটা জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে, এই ঢালের নীচেই যে ওদের লক্ষ্যবস্তু নিশ্চল অবস্থায় পড়ে আছে তা বোধহয় ধারনাও করতে পারছে না। ধুলো উড়ছিল চারদিকে, সাকিবকে মাথা নামাতে বলে নিজেও কোনমতে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল অয়ন। লোকগুলো এখন পাশ দিয়ে যাচ্ছে, খুব ধীরগতিতে, মনে হচ্ছে চারপাশ লক্ষ্য করতে করতে এগুচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন ঢালের খুব কাছে এসে দাঁড়াল, নীচের দিকে তাকাল না, বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে আবার দলের সাথে যোগ দিল। দম প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল অয়নের। সাকিবের দিকে তাকিয়েছিল এক দৃষ্টিতে, যাতে উলটাপালটা কিছু করে না বসে। পুরো সময়টা চোখ বন্ধ রেখেছে সাকিব।

ওরা চলে গেছে, মিনিট দশেক মতো হয়ে গেছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলে উপরের দিকটা দেখে নিল অয়ন। সাকিবকে ডাকল মৃদু স্বরে।

"এবার যাওয়া যাবে," ফিসফিস করে বলল অয়ন। তারপর খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠল।

সাকিব চোখ খুলে তাকিয়েছে। কালো ব্যাগটা বেশ ভারী হয়ে আছে, অয়নের দিকে বাড়িয়ে দিল। ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল অয়ন, বুঝতে পারছে বেশ দূর্বল হয়ে পড়েছে তার বন্ধু। এই মুহূর্তে এরকম ভারী একটা জিনিস বহন করা ওর জন্য একটু কঠিন।

হাত দিয়ে সাকিবকে টেনে দাড় করিয়ে লোকগুলো যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে হাটা ধরল অয়ন, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা যাবে না। লোকগুলো এখানে আবার চলে আসবে না তার কোন গ্যারান্টি দেয়া যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

খোলা জায়গাটা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পা বাড়ানো মাত্র দূরে কোথাও একটা চিৎকার শুনল অয়ন। দাঁড়িয়ে পড়ল সাথে সাথেই। সাকিবের দিকে তাকাল, কিন্তু সাকিবও অবাক হয়েছে তার মতোই। আশপাশ দিয়ে বেশ কয়েক রাউন্ড বুলেট চলে যাওয়ার পর বিষয়টা বুঝতে দেরি হলো না, ঐ লোকগুলো তাদের দেখে ফেলেছে। চারপাশ কেঁপে উঠেছে গুলির শব্দে।

"সাকিব, দৌড় দে," বলে সোজা দৌড় শুরু করেছে অয়ন। না দেখে দৌড়ানোর কারনে গাছের পড়ে থাকা ডালে পা আটকে ছিটকে পড়ল, কাঁধ থেকে কালো ব্যাগটা খুলে পড়ে গেছে নীচে। ব্যাগের চেইন ঠিকমতো আটকানো ছিল না হয়তো, বেশ কয়েকটা টাকার বান্ডিল বের হয়ে পড়েছে। সাকিব কোনমতে টেনে উঠাল অয়নকে, কালো ব্যাগ থেকে পড়ে যাওয়া টাকা তুলে নিলো কয়েক বান্ডিল, একটা বান্ডিল বেশ দূরে পড়েছে, সাকিব আনতে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতে তাকে ঠেকাল অয়ন, ঐ একটা বান্ডিলের জন্য ঝুঁকিতে পড়তে চায় না সে। কিন্তু ঝুকি নিল সাকিব, বান্ডিলটা নিয়ে ঢুকিয়ে ফেলল ব্যাগে।

পায়ে বেশ ব্যথা, কিন্তু তা নিয়েই দৌড়াচ্ছে অয়ন, সাকিব একটু সামনে, মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে তার দিকে। জঙ্গল আরো ঘন হয়ে আসছে সামনে, এরমধ্যে হাটাঁই কঠিন, দৌড়ানো প্রায় অসম্ভব। তবু শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অয়ন, এ অঞ্চলে এমন ঘন বন আছে তার ধারনাতেও ছিল না। এ নিয়ে পরে সবার সাথে অনেক গল্প করা যাবে, কিন্তু এখন প্রান বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে আগে।

পেছনে হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছে অয়ন, আরো কিছু গুলি খরচ করলো ওরা, এলোমেলোভাবে, পাহাড়ের নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, তবে এটুকু নিশ্চিত অয়ন, ওরা আর পেছন পেছন আসছে না, কারনটা কী সেটা না বুঝলেও কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল অয়ন। এখান থেকে কিভাবে লোকালয়ে ফিরবে কোন ধারনাই নেই তার। সাকিবের পেছন পেছন জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে পড়ল। এখানে ওদের খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে যাবে লোকগুলোর জন্য।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক একটানা হাঁটল দুজন। ঘন জঙ্গল ক্রমশ হাল্কা হয়ে এসেছে। একটু দূরেই পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল অয়ন। চারপাশে অনেক পাখি ডাকছে, এরমধ্যে শব্দটা আলাদা করে টের পাওয়া কঠিন। সাকিবকে দাঁড়ানোর ইশারা করে কান পাতল অয়ন। হ্যা, শব্দটা আসছে সামনের দিক থেকে। আরেকটু সামনে এগুতেই জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল যেন হঠাৎ করেই। চারপাশে চোখজুড়ান দৃশ্য, পরিষ্কার পানির একটা ঝর্না নেমে এসেছে উপর থেকে, স্রোতের বেগ খুব তীব্র নয়, ঠিক এই ছড়াটার খোঁজেই বের হয়েছিল অয়ন। হাসি ফুটল তার মুখে। ছবি তোলার ব্যবস্থা করা গেলে ভালো হতো। কিন্তু আপাতত সেই সুযোগ নেই। তবে

BanglaBook.org

অন্য কাজে নিশ্চয়ই ব্যবহার করা যায়। চারপাশ দেখে নিলো, জায়গাটা মনে রাখা দরকার, পরে কাজে লাগবে। এখানে মানুষজন খুব একটা আসে বলে মনে হচ্ছে না, আশপাশে জনবসতি আছে কি না তাও নিশ্চিত নয়, এ কারনেই হয়তো চমৎকার এই ঝর্নাটা লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে এতোদিন ধরে।

গত প্রায় দুদিন ধরে ঠিকমতো খাওয়া হয় নি, গোসল তো অনেক পরের ব্যাপার, এমন পরিষ্কার পানি দেখে আর একমুহূর্ত দেরি করল না অয়ন, ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে, জুতো খুলে সোজা নেমে পড়ল পানিতে। বেশ শীতল পানি, ঝকঝকে পরিষ্কার, নেমেই সাকিবকে ডাকল ইশারায়। কিন্তু পানির কাছাকাছি এলেও নামল না সাকিব। বরং বেশ কৌতুহল নিয়ে দেখছে অয়নকে।

"তুই কি সাতার জানিস?" অয়নকে জিজ্ঞস করল সাকিব।

"জানি। তবে এই পানিতে সাতাঁর জানার দরকার নেই।"

"আমাদের এখানে বেশিক্ষন থাকা ঠিক হবে না, ঐ লোকগুলো কোনদিক দিয়ে এসে পড়বে কে জানে।"

ঝর্নাটা দেখার পর থেকেই পেছনে ফেলে আসা বিপদের কথা একদম ভুলে গেছে অয়ন, সাকিব মনে করিয়ে দিল। এখানে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না, এরমধ্যেই চমৎকার গোসল হয়ে গেছে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে। ভেজা গায়ে উঠে এলো অয়ন, পরনের টি-শার্ট গায়ের সাথে লেপ্টে আছে, থ্রি-কোয়ার্টার শর্টস যেন আটকে আছে পায়ের সাথে। শরীর মোছার তোয়ালে নেই সাথে। রোদে দাঁড়িয়ে নিজেকে কিছুটা শুকিয়ে নিল অয়ন। জুতো জোড়া পড়ে নিল। সাকিব কাঁধে তুলে নিয়েছে কালো ব্যাগটা। চারপাশে তাকাচ্ছে, ঠিক কোনদিন দিকে এগুবে বুঝতে পারছে না।

অয়নও তাকাল আবার, ঝর্নাটার তিনদিক দিয়েই জঙ্গল, ডান পাশ দিয়ে এখানে এসেছে ওরা, কাজেই এবার ঠিক বাম পাশ দিয়ে ঢুকে পড়াই ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে, ওদিকে এগুতেই হাত টান পড়ল, সাকিব টেনে ধরেছে।

"ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না," সাকিব বলল।

"কেন?" অবাক হয়ে সাকিবের দিকে তাকাল অয়ন।

"জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের পথ অন্যদিকে।"

"অন্য কোন দিকে?"

হাত দিয়ে ইশারায় ঝর্নার দিকে দেখাল সাকিব। সেখানে দেখার মতো কিছু খুঁজে পেল না অয়ন, বিরক্ত হয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে।

"ওখানে কী? ঐ ঝর্না বেঁয়ে উপরে উঠে যাবো বলতে চাচ্ছিস?"

"ঠিক মতো দ্যাখ," সাকিব বলল।

এবার যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে তাকাল অয়ন, কোন কিছু কী তার চোখ এড়িয়ে

BanglaBook.org

গেছে? সাকিব দেখছে কিন্তু তার চোখে পড়ে নি এখনো? হ্যাঁ, এবার চোখে পড়েছে। ঝর্নার ডান দিক দিয়ে সরু একটা পথ চলে গেছে ভেতরের দিকে, কিন্তু জায়গাটার চারপাশে শুধু গাছ আর গাছ, খুব ভালো করে লক্ষ্য না করলে কেউ বুঝতে পারবে না।

হাসি ফুটল অয়নের মুখে, পরক্ষনেই তার চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। জঙ্গলের ভেতর থেকে শব্দ আসছে, একদল মানুষের। মনে হচ্ছে সব ভেঙে চুরে আসছে, যে কোন সময় চলে আসবে ঝর্নার সামনে। আর দেরি করা যাবে না, দৌড় দিল ঝর্নার দিকে, সাথে সাকিব। সরু পথটায় উঠার আগে ঝর্নার পানিতে কিছুক্ষনের জন্য হলেও নামতে হবে। সাকিব কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিল, ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো অয়ন। উপরে উঠে সরু পথে ঢুকে পড়ল দুজন, জায়গাটা বেশ অন্ধকার, একটা গাছের আড়ালে চলে গেল।

জঙ্গল ছেড়ে ঝর্নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তিন-চারজন লোক, এই লোকগুলো ঐ দলটার সদস্য, যারা গতকাল থেকেই ঝামেলা করছে। লোকগুলো চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কোনদিকে গেছে ওরা, অয়ন যে ভেজা গায়ে উপরে উঠেছে তার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে ওরা, কিছু জায়গায় মাটি এখনো ভেজা, কাঁধে অটোমেটিক মেশিনগান ঝুলিয়ে বুক চিতিয়ে ঘুরছে লোকগুলো, দেখে কিছুটা অবাক হলো অয়ন, আসলে এই অঞ্চল এতোটাই প্রত্যন্ত যে এখানে দাগী আসামীরাও সহজে পা রাখে না আর এই লোকগুলো নিশ্চয়ই দাগী আসামীদের চেয়েও ভয়ংকর।

আরো বেশি কিছুক্ষন এদিক-সেদিক খুঁজল লোকগুলো, পায়ের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নি ওদের। একজন পায়ের ছাপ ধরে ধরে ঝর্নার পাড় পর্যন্ত এলো, বেশ কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল সাকিব আর অয়ন যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানে, কিছু একটা বলতে যাবে কাউকে, তার আগেই আরেকজন হাত ইশারায় জঙ্গলের বাম দিকটা দেখাল, সবাই এগিয়ে গেল সেদিকে। লোকটা আর কথা বাড়াল না, সে নিজেও নিশ্চিত না ঝর্নার ওপাশে কেউ যেতে পারে, পরে সঙ্গীরা এনিয়ে হাসাহাসি করতে পারে।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অয়ন। সাকিবের দিকে তাকিয়ে হাসল, এই প্রথম ওকে নিয়ে আসার জন্য আফসোস হলো না। পরপর বেশ কয়েকবার লোকগুলোর হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। এখান থেকে যে করেই হোক, লোকালয়ের দিকে ফিরতে হবে। শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, পেটে তেমন কিছু পড়ে নি, রাতে ঘুম হয় নি ঠিকমতো। কিন্তু থামার উপায় নেই। ঘন ঝোপঝাড় আর গাছপালার মাঝখানে দিয়ে পায়ে হাটা সরু পথটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। মানব সৃষ্ট এই পথ নিশ্চয়ই কোন না কোন জনবসতিতে গিয়েই শেষ হবে, ধারনা করল অয়ন।

বিকেল হয়ে গেছে প্রায়, পা চলতে চাইছে না দুজনের কারো। সরু পথটা

BanglaBook.org

সামনের দিকে ধীরে ধীরে প্রশস্থ হয়েছে, ঘন ঝোপঝাড় হাল্কা হয়ে এসেছে, আরকটু সামনে এগুতেই পড়ে গেল অয়ন, সাকিব তাকে ধরে ফেলেছে, চোখে ঝাপসা দেখছে অয়ন, ঐ লোকটা কে? খালি গায়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে? হাতে ধারাল একটা কিছু। সে কী স্বপ্ন দেখছে? নাকি সত্যি সত্যি ঘটছে এসব?

আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জ্ঞান হারাল অয়ন। সাকিব দাঁড়িয়ে আছে, অয়নকে ধরে রেখেছে এক হাত দিয়ে, আরেক হাত আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে। খালি গায়ে, ধারাল অস্ত্র হাতে যে লোকটা এগিয়ে আসছিল সে এখন আরো কাছে চলে এসেছে।

সাকিবের ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, "তোমরা কি এখানে মরতে এসেছো?" বলল লোকটা। পরিষ্কার বাংলায়।

কি বলবে বুঝতে পারছিল না সাকিব, কাঁপছিল, ভয়ে না আনন্দে বোঝা যাচ্ছিল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেও জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরে পেয়েছে অয়ন অনেক আগেই, বোঝার চেষ্টা করছিল কোথায় আছে, জায়গাটা প্রায় অন্ধকার, এক কোনায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, তার আলোতে যতোটুকু দেখা যায় দেখার চেষ্টা করল অয়ন, একটু দূরেই সাকিবকে শুয়ে থাকতে দেখে আশ্বস্ত হলেও পরক্ষনেই একটা ভয় জেগে উঠলো, সাকিব কী বেঁচে আছে? মনোযোগ দিয়ে তাকাল আবার, বুক উঠানামা করছে, তার মানে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সম্ভবত বেশ বড়সড় একটা তাঁবুতে শুয়ে আছে সে? এখানে তাহলে কে নিয়ে এসেছে?

খালি গায়ে একজনকে আসতে দেখেছিল, মনে হয়েছিল লোকটা আক্রমন করতে আসছে, হাতে ধারাল একটা কিছু ছিল, বড় ধরনের ছুরি সম্ভবত। এর বেশি কিছু আর মনে নেই। তার মাথার কাছে ব্যাগটা রাখা, খুলে দেখতে ইচ্ছে করছিল অয়নের, সব ঠিকঠাক আছে কি না। কিন্তু সাহস হচ্ছে না, লোকটা কেমন না জানা পর্যন্ত কোন কিছু করা ঠিক হবে না।

সাকিবও কি তার মতো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল? যদি তাই হয় তাহলে দুজন পূর্নবয়স্ক মানুষকে একসাথে টেনে নিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়, চাইলে যেখানে পড়ে ছিল সেখানে ফেলে চলে যেতে পারতো লোকটা, কিন্তু তা করে নি। বরং তাদের দুজনকে আরামদায়ক জায়গায় শুতে দিয়েছে, যতোটা সম্ভব আরামের ব্যবস্থা করেছে।

"তোমার নাম কি? এই ছেলে?"

আঁতকে উঠলো অয়ন প্রশ্ন শুনে, লোকটা কোত্থেকে কথা বলছে এখনো বুঝতে পারে নি সে। চুপচাপ চোঁখ বন্ধ করে পড়ে রইল সে। দেখা যাক কি হয়, হাত মুঠো করে রয়েছে, কাছে এলেই আঘাত করবে।

BanglaBook.org

"আরে বাবা, তুমি এখন আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, অভিনয় করার দরকার নেই," লোকটা বলল আবার।

চোখ খুলল অয়ন, সাকিবের ঠিক পেছন দিকটা অন্ধকার, হ্যারিকেনের আলো সেখানে যায় নি, লোকটা বেরিয়ে এলো সেই অন্ধকার ভেদ করে।

এবার উঠে বসল অয়ন, লোকটার দিকে তাকাল। বিকেলে খালি গায়ে দেখলেও এখন পরনে একটা টি-শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট, মাথায় লম্বা চুল পেছনের দিকে ঝুটি করা, গায়ের রঙ কোন এক সময় হয়তো ফর্সা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় আর উজ্জ্বল, হ্যারিকেনের আলোয় চেহারাটা বেশ রহস্যময় দেখাচ্ছিল। লোকটা বেশ লম্বা, অন্তত ছয় ফুটের কাছাকাছি হবে ধারনা করল অয়ন। লোকটাকে কেন যেন বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে, তবে এরকম প্রত্যন্ত জায়গায় পরিচিত কোন মানুষের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

"আমার নাম অয়ন রহমান, আর ও আমার বন্ধু, সাকিব হোসেন," মৃদু স্বরে বলল অয়ন।

"ভেরি গুড, তা এই জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছো কেন তোমরা? দেখে তো মনে হয় না এসব এলাকায় চলা ফেরা করতে অভ্যস্ত।"

'তুমি' এবং 'তোমরা' বলে সম্বোধন করাতে লোকটাকে আরেক নজর দেখে নিলো অয়ন, হ্যা, লোকটার তাদের অনেক সিনিয়র, পয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে বয়স। 'তুমি' করে বলতেই পারে।

"আমি একজন অ্যাডভেঞ্চারার। ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি। আমার বন্ধু এই প্রথম এলো আমার সাথে।"

"ওকেই কিন্তু আমার বেশি শক্ত বলে মনে হয়েছে," বলে হাসল লোকটা, একটা সিগারেট ধরাল, পায়চারি করছে।

কথাটায় খোঁচা ছিল, কিন্তু সেদিকে গেল না অয়ন।

"আপনার নাম কি? আপনি এখানে কী করছেন?"

"দ্যাটস নান অফ ইউর বিজনেস!" বেশ জোরে কথাগুলো বলল লোকটা, রেগে গেছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু রাগ করার মতো কোন প্রশ্ন করেছে বলে মনে হচ্ছে না অয়নের।

"কাল সকালেই তোমরা চলে যাবে, এই এলাকায় যেন আর না দেখি।"

"সবাই দেখি একই কথা বলে?"

"সবাই? সবাই মানে?"

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না অয়ন। উঠে সাকিবের দিকে এগিয়ে গেল। সাকিব চোখ খুলে তাকিয়েছে তার দিকে।

"আমরা কোথায়?" জিজ্ঞেস করল সাকিব।

BanglaBook.org

"তোমরা এখন আমার তাঁবুতে। আমি বাইরে আছি, রাতের খাবার খেতে চাইলে চলে এসো," বলে তাবু থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

"আমরা কি নিরাপদ?" সাকিব জিজ্ঞেস করলো অয়নকে, "এই লোকটা কেমন?"

"বুঝতে পারছি না, তবে রাতের খাবার যেহেতু তৈরি করে ফেলেছে তাহলে আমাদের আর চিন্তার কিছু নেই, কী বলিস?"

হাসল সাকিব, তাকে বেশ দূর্বল দেখাচ্ছে। অয়নের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল।

"ব্যাগটার কি অবস্থা?"

"এখনো আছে, খুলে দেখি," অয়ন বলল।

ব্যাগটা খুলল, টাকার বান্ডিলগুলো দেখা যাচ্ছে, কতোগুলো ছিল আগে গুনে দেখে নি, তবে কোন কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে না, সাথে সেই ডিভাইসগুলোও আছে।

"সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে," অয়ন বলল।

"তাহলে চিন্তার কিছু নেই, চল, বাইরে চল," সাকিব বলল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো দুজন। রাত হয়ে গেছে, আটটা কিংবা নয়টা বাজে, ধারনা করল অয়ন।

তাঁবুটার দিকে তাকাল, বেশ বড়সড় তাঁবু, উঁচু, অনেকদিন থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে। লোকটা কী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে নাকি? প্রশ্নটা করতে হবে, কিন্তু উত্তর দেবে কি না লোকটা কে জানে।

একটু দূরে লোকটা বসে আছে, সামনে আগুন জ্বালানো হয়েছে, আগুনের উপর কায়দা করে বেশ কয়েকটা লোহার শিক বসানো হয়েছে, মাংস পোড়ানোর গন্ধ আসছে চমৎকার, চায়ের কেটলি দেখা যাচ্ছে এক পাশে, অন্য পাশে দুটো প্লেটে কিছু কলা রাখা আছে। গত দুদিন ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয় নি, পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠেছে অয়নের, সাকিবেরও নিশ্চয়ই একই অবস্থা। হেঁটে লোকটার উল্টোদিকে বসল দুজন। সামনে থাকা প্লেটগুলো টেনে নেবে কি না বুঝতে পারছে না, হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার অভ্যাস আছে লোকটার, কিছুক্ষন আগে কথা বলার সময় বুঝতে পেরেছে অয়ন।

"বসে আছো কেন? খাওয়া শুরু করো," বলল লোকটা, তার হাতে চায়ের কাপ, "মাংসটা আরেকটু পুড়ুক, তখন খেয়ে মজা পাবে।"

প্লেট থেকে কলা তুলে নিল অয়ন, তার দেখাদেখি সাকিবও। ঢাকায় শেষ কবে কলা খেয়েছে মনে করতে পারল না অয়ন।

"আমার নাম শাহরিয়ার সুলতান," নিজে থেকেই বলল লোকটা। "গত ছয়মাস ধরে এখানে আছি।"

BanglaBook.org

নামটা পরিচিত মনে হচ্ছিল অয়নের কাছে। কোথাও শুনেছে কিংবা পড়েছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটু আগে এই লোকটার কাছে নিজেকে অ্যাডভেঞ্চারার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল! মায়ের কাছে মামা বাড়ির গপ্পো!

এই ভদ্রলোকের কথা অনেক শুনেছে অয়ন, পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখিও তার নজরে পড়েছে, ইচ্ছে ছিল ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার, কিন্তু লোকটা কোথায় থাকে, যোগাযোগের উপায় কি তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে নি, এটুকু সবাই জানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্বের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, পরে শিক্ষকতা ভালো না লাগায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পুরো পৃথিবী, পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তার পা পড়ে নি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে এই ভদ্রলোককে নিয়ে অসংখ্যবার লেখা ছাপা হয়েছে, পরপর তিনবার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে ম্যান অফ দ্য ইয়ার পুরষ্কার পেয়েছেন।

"আমি সাকিব..."

"তোমাদের নাম আমি জানি। এবার বলো, তোমাদের উদ্দেশ্য কী?"

"উদ্দেশ্য?" প্রশ্ন শুনে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সাকিব।

"ব্যাগে এতোগুলো টাকা নিয়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছো। উদ্দেশ্য কি জানো না?" প্রায় গর্জন করে উঠল শাহরিয়ার সুলতান। তার হাতে ছুরি চলে এসেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১০

বিছানায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে অর্জুন। পুরো রুমের এলোমেলো অবস্থা, যে কেউ এলে ভাববে এই রুমের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। দেয়ালে ঝোলানো এলসিডি টিভিটার মনিটরে বেশ কয়েকটা বড় বড় ছিদ্র দেখা যাচ্ছে, বুলেটের চিহ্ন, জিনিসটা দামী, হোটেলের লোকজন কিছু টের পাওয়ার আগেই পালাতে হবে। অবশ্য পালানো ছাড়া এখন কোন উপায়ও নেই। মেঝেতে ছেলেটা পড়ে আছে, রক্তারক্তি অবস্থায়। ওকে প্রানে মারে নি অর্জুন। তবে সুস্থ হতে হলে টানা তিনমাস বিছানায় কাটাতে হবে, বুকের হাড় ভেঙেছে দুটো, কাঁধের হাড় আলাদা হয়ে গেছে, এই ছেলেটার খোঁজে কেউ না কেউ আসবে। ওর পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে নিয়েছে সে। ডায়াল লিস্টে একটা মাত্র নাম্বার, নাম্বারটা ছোট একটা কাগজে টুকে নিল অর্জুন, যদিও এইসব নাম্বার একবার দু'বারের বেশি ব্যবহৃত হয় না, তবু নিয়ে রেখেছে।

যতোটা সম্ভব রুমটা ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করল অর্জুন। টেবিল ল্যাম্প উলটে পড়ে ছিল, সোজা করে রাখল, চেয়ার, টেবিলসহ বাকি যেসব আসবাবপত্র ছিল সব ঠিকঠাক করল, বিছানার চাদরটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে, এমনভাবে ভাঁজ করল যেন এই বিছানায় উপর কেউ কোনদিন শোয় নি, একদম নিপাট। জানালার পর্দা সরানো ছিল, বাইরে থেকে রোদ আসছিল রুমে, পর্দা টেনে দিয়ে ছেলেটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। পঁচিশের কাছাকাছি হবে ছেলেটার বয়স, ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে গেছে, চোখের নীচে কালসিটে পড়েছে, ওর প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল, একদম খালি, ম্যানিব্যাগও নেই। এই প্যান্টটা অবশ্য হোটেলের ইউনিফর্মের একটা অংশ, ম্যানিব্যাগ অন্য কোথাও রেখে এসেছে যাতে কোন পরিচয় বের করা না যায়। বিরক্ত লাগছিল অর্জুনের, একটু বেশিই মেরেছে সে, নাকের কাছে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, নিঃশ্বাস চলছে, তবে ধীর গতিতে।

খুব শিগগিরি হাসপাতালে না নিয়ে গেলে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। তবে মনে কোন অস্বস্তি নেই অর্জুনের, নিজেকে রক্ষার তাগিদেই মারতে হয়েছে ছেলেটাকে, না হয় তাকেই মেরে ফেলতো ছেলেটা।

পিস্তলটা এখনো ছেলেটার হাতে ধরা, টেবিলের উপর থেকে ন্যাপকিন নিয়ে এসে পিস্তলটা বেশ কূসরত করে হাত থেকে ছোটাল অর্জুন, নিজের পকেটে রাখতে গিয়েও থেমে বিছানার দিকে এগুলো।

বিছানার উপর ল্যাপটপ খোলাই ছিল, পাওয়ার অফ করে তাড়াতাড়ি নিজের

BanglaBook.org

ব্যাগে ঢোকাল অর্জুন। দুটো ব্যাগই সাথে করে নিয়ে যেতে হবে, হোটেলের লোকজন সন্দেহ করতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না, আগামী সাতদিনের হোটেলের বিল অগ্রীম দেয়া আছে। কারা তার পেছনে লেগেছে এ ব্যাপারে খুব ভালো ধারনা আছে, তবে চালে ছোট একটা ভুল করে ফেলেছে। তাকে খুব হাল্কাভাবে নিয়েছে, নইলে এ ধরনের অপেশাদার কাউকে পাঠানোর ভুল করতো না। ঠোটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল অর্জুনের।

একটু দূর থেকে দরজাটা খুলে দুহাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অর্জুন, ছেলেটা ট্রলি নিয়ে ঢুকেই আত্মসমর্পনরত শত্রুকে দেখে বুঝে উঠতে পারে নি কী করবে, দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ ছিল তার উপর, কিন্তু অপেশাদার বলে কথা, দুই হাত উপরে তোলা নিরস্ত্র একজন মানুষকে গুলি করে মারতে যে পরিমান নিষ্ঠুর হতে হয় সে পরিমান নিষ্ঠুরতা ছেলেটা অর্জন করতে পারে নি। সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক সেকেন্ডের দেরি, তাতেই ছেলেটা দেখল শত্রুপক্ষ সামনে নেই, বিদ্যুৎ গতিতে তার মুখের সামনে দাঁড়িয়েছে, পিস্তলটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে তার মুখ বরাবর সমানে ঘুষি দিচ্ছে। আচমকা আক্রমন সামলাতে না পেরে একের পর এক গুলি ছুড়েছে ছেলেটা, গুলিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রুমের দামী সব আসবাব নষ্ট করেছে। সাইলেন্সার লাগানো ছিল রিভলবারে, নইলে পুরো হোটেল কেঁপে উঠতো গুলির শব্দে। বুলেট শেষ হওয়ার পর দুই হাত দিয়ে ছেলেটার বুকের পাজরের উপর একের পর এক আঘাত করে গেছে অর্জুন, যা সহ্য করার ক্ষমতা ছেলেটার ছিল না, কাজেই অল্পসময়ের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। বিছানার চাঁদর দিয়ে ছেলেটাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে অর্জুন, জ্ঞান ফিরে এলেও নড়াচড়া করতে পারবে না, মুখে বেঁধে রেখেছে রুমাল দিয়ে, টু শব্দ করারও জো নেই এখন।

ঠিক কতোক্ষন পর ছেলেটার খোঁজে অন্য কেউ আসবে বোঝা যাচ্ছে না, সেজন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। তার চেয়ে এই মুহূর্তে ঢাকা ছাড়া দরকার। যাওয়ার আগে বসকে একটা ম্যাসেজ দিয়ে যাওয়া দরকার ছিল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অর্জুন, ঢাকা খুব ব্যস্ত শহর শুনেছে, বাস-প্রাইভেট কারের দীর্ঘ সারি দেখে বুঝতে পারল কথাটা ভুল নয়। অল্প কিছু ডলার ভাঙানো হয়েছিল, এখান থেকে বের হতে হলে আরো কিছু টাকা ভাঙিয়ে নিতে হবে। হোটেলের বাইরে মানি এক্সচেঞ্জের একটা দোকান চোখে পড়েছিল।

জুতো জোড়া পড়ে নিল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিকঠাক করে নিয়ে ব্যাগদুটো কাঁধে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়ল অর্জুন। ইচ্ছে ছিল আরেকবার শাওয়ার নেয়ার। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না।

লিফটে দ্রুত নীচে নেমে এলো অর্জুন, লবীতে প্রচুর লোকজন, কেউ তার দিকে

BanglaBook.org

সেভাবে তাকিয়ে আছে বলে মনে হলো না। হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা মানি এক্সচেঞ্জের দোকানে ঢুকল অর্জুন। বেশ কিছু ডলার ভাঙাল, মানি এক্সচেঞ্জের লোকটা খুব চতুর ধরনের, তার কী কী লাগবে, কী ধরনের জিনিসপত্র যোগান দিতে পারবে তার ইঙ্গিত দিচ্ছিল, ঢাকা থেকে দ্রুত বের হওয়ার সহজ বুদ্ধিটা মাথায় এলো তখন। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলে হয়, অন্য সব ব্যাপারে আগ্রহ না দেখালেও মানি এক্সচেঞ্জের লোকটা যখন বলল সে ভালো একটা গাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে আপত্তি করলো না অর্জুন। অন্তত সাতদিনের জন্য একটা গাড়ি সবসময় সাথে রাখা দরকার।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে বলল মানি এক্সচেঞ্জের লোকটা, দোকানে দাঁড়িয়ে হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে চোখ রাখল অর্জুন। হ্যা, গত রাতে যে দুজন ধাওয়া করেছিল তাকে, ওদের দেখা যাচ্ছে, ছেলেটার সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে চলে এসেছে। মনে মনে ওদের বসের প্রশংসা করল অর্জুন, পেশাদার লোক পাঠিয়েছে এবার। কিন্তু কিছুই পাবে না।

দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি চলে এলো। টয়োটা গাড়ি, সেডান। ড্রাইভারের নাম ইকবাল, রেন্ট-এ-কারে গাড়ি চালায়, সারা বাংলাদেশ নাকি হাতের তালুর মতো চেনে, তবে ইকবালকে কেমন বোকা বোকা মনে হলো, যখন শুনল যাত্রী বান্দরবান যাবে এবং অন্তত সাতদিনের জন্য ভাড়া করতে চায়। সাতদিনের জন্য ঢাকা ছেড়ে থাকতে গাইগুই করছিল, টাকার অংকটা একটু বাড়াতে রাজি হয়ে গেল।

পাশের দোকান থেকে হাল্কা কিছু নাস্তা কিনে নিয়েছে অর্জুন, বান্দরবান যেতে অনেক সময় লাগবে, এই সময়টা ঘুমিয়ে নেয়া যায়।

"রওনা দিলাম তাইলে, স্যার," স্টার্ট দিতে দিতে বলল ইকবাল।

"দাও," সিটে হেলান দিয়ে বসল অর্জুন, ডান হাতটা টনটন করছে, বেশি জোরে মেরেছে ছেলেটাকে, এতো জোরে না মারলেও হতো, তবে কোন ঝুঁকি নিতে চায় নি সে।

মাথা নীচু করে হেলান দিয়ে হোটেলের প্রবেশপথের দিকে আবার তাকাল, ওরা এখনো রুমে ঢুকতে পারে নি সম্ভবত।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। এফএম রেডিওতে বাংলা গান হচ্ছিল, অপরিচিত গান, তবু ভালো লাগছিল অর্জুনের। দিল্লির রেডিওগুলোতে বাংলা গান শোনা যায় না প্রায় আর টিভি দেখার পাট চুকে গেছে অনেক আগে। ঘুম ঘুম চোখে অচেনা পথে তার যাত্রা শুরু হলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

গত দু'দিন ইচ্ছে করেই ল্যাবে যান নি ডঃ লুতফর। আশা ছিল ডিভাইসগুলো ফেরত পাবেন, কাজের ছেলেটাকেও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। ওকে মেরে না ফেলে জীবিত নিয়ে আসার কথা বলে দিয়েছিলেন ভাড়াটে লোকগুলোকে। কিন্তু এখনো ছেলেটার কোন দেখা মেলে নি, এমনকী কোথাও কোন চিহ্নও নেই, একটা মানুষ এভাবে হারিয়ে যেতে পারে না। তার মানে লোকগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না, ওদের বিরুদ্ধে সাইদ পারভেজের আছে অভিযোগ করতে হবে।

ডঃ রামকৃষ্ণ গত দুদিন ধরে চুপ মেরে আছেন, বেচারার কষ্টটা বুঝতে পারছেন ডঃ লুতফর। গবেষনার একদম শেষ পর্যায়ে এসে কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে চায় না। কিন্তু কিছু করার নেই, অন্তত আরো দুদিন দেখতে চান ডঃ লুতফর, তারপর নতুন করে ডিভাইসগুলো তৈরি করতে হবে। যা তৈরি করতে চলেছেন তা পৃথিবীর জন্য ভালো হবে না খারাপ হবে তা নিয়ে কিছু ভাবতে চান নি, শুধুমাত্র টাকার জন্য এই গবেষনায় হাত দেন নি তিনি, সত্যি সত্যি দেখতে চেয়েছেন তার কল্পনা কতোদূর বাস্তবতা পেতে পারে।

তিনি ডিভাইসগুলো খুব জটিল করে তৈরি করেছেন, এর ভেতর যে রাসায়নিক যৌগ রেখেছেন তার ফর্মূলা একমাত্র তিনিই জানেন, সেটা কোন কাগজে বা কম্পিউটারের ফাইলেও লিপিবদ্ধ করেন নি, একটাই কারন, জিনিসটার যেন অপব্যবহার না হয়। ডঃ রামকৃষ্ণ তার কাজ করে রেখেছেন, এখন শুধু ডিভাইসগুলো হাতে পাওয়া দরকার।

নিজের রুমে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন ডঃ লুতফর। সাইদ পারভেজ চলে আসবে যে কোন দিন, অনিচ্ছাসত্ত্বে এখানে এলেও আসার পর বুঝতে পেরেছেন না এলে জীবনে বড় একটা ভুল হয়ে যেত। এতো অত্যাধুনিক ল্যাব তিনি চোখে দেখেন নি এর আগে, এরকম একটা শান্তিময় পরিবেশে কাজ করার সুযোগ খুব বিজ্ঞানীই পায়, সে হিসেবে তিনি ভাগ্যবান। বাকি অনেক ক্ষেত্রেই ভাগ্য তার সাথে প্রতারনা করেছে কিংবা তিনি নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেন নি। সাইদ পারভেজকে ধন্যবাদ দিলেন মনে মনে, এতো চমৎকার একটা সুযোগ করে দেয়ার জন্য, বিনিময়ে যদিও বাকি জীবন এই ল্যাব থেকে বের হওয়ার অধিকার তিনি হারিয়েছেন, সাইদ পারভেজ অবশ্য কখনো মুখ ফুটে বলে নি এখান থেকে তিনি বের হতে পারবেন না। তবে মুখে না বললেও ওর আচরনে এটা স্পষ্ট, তাঁর এবং ডঃ রামকৃষ্ণ, দুজনের বাকি জীবন কাটবে এই ল্যাবের চারদেয়ালে বন্দী হয়ে। তাতে কোন আপত্তি নেই।

BanglaBook.org

কোন পিছুটান নেই, যা হবার হবে।

ডঃ রামকৃষ্ণের সাথে কথা বলা দরকার, তার আগে ল্যাবে একটু ঢুঁ দিয়ে আসা যায়। আইটেমগুলোর উপর ডঃ রামকৃষ্ণের তৈরি জিনিসের প্রভাব এতোক্ষনে বোঝা যাওয়ার কথা।

রুম থেকে বের হওয়ার আগে আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিলেন ডঃ লুতফর, তার চেহারায় নিষ্ঠুরতার কোন ছাপ কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না, কিন্তু ঐ আইটেমগুলোর কাছে তিনি এবং ডঃ রামকৃষ্ণ যে পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠুরতম মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিশেষ লিফটে করে নীচের ল্যাবে চলে এসেছেন ডঃ লুতফর। জটিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছে এখানে সাইদ পারভেজ। আঙুলের ছাপ, চোখের রেটিনা স্ক্যান, জটিল পাসওয়ার্ড থেকে শুরু করে নীচে ল্যাবে প্রবেশ করার জন্য অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। প্রথম ধাপটা পার হতে হয় লিফটে ঢোকার জন্য, কণ্ঠস্বর, বিশেষ পাসওয়ার্ড এবং আঙুলের ছাপ ঠিকমতো মিললেই খুলবে লিফটের দরজা।

ল্যাবের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ডঃ লুতফর, ঢোকার আগে বাইরে থাকা জীবানুনিরোধক বিশেষ পোশাক পড়ে নিলেন। রুমের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করা হয় বাইরে থেকে, সবসময় একটা শীতলভাব থাকে ল্যাবের ভেতরটায়। তবে আজ কেমন গরম লাগছিল, দরজার উপর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন তিনি, কন্ট্রোলরুম থেকে কেউ না কেউ দেখে ব্যবস্থা নেবে নিশ্চয়ই।

পাশাপাশি তিনটা খাঁচা রাখা আছে ল্যাবের একদম শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। ডঃ রামকৃষ্ণের জিনিস কাজ করেছে নিশ্চয়ই।

ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি খাঁচাগুলোর দিকে। অস্বস্তি হচ্ছিল কেমন, আইটেমগুলোর উপর যে ধরনের প্রভাব আশা করছেন ঠিক তেমন কিছু দেখতে পাবেন কি না নিশ্চিত না, অনেক সময়ই দেখা গেছে ফলাফল পাওয়া গেছে যা আশা করা হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত। এক্ষেত্রে তেমন কিছু হবার সম্ভাবনা যে নেই একেবারে তা নয়।

শব্দ থেমে গেছে, ওরা বুঝতে পেরেছে কেউ ঢুকেছে ল্যাবে। বুক ঢিপঢিপ করছিল ডঃ লুতফরের। গবেষনা করতে গিয়ে তিন তিনটা দানব বানিয়ে ফেলেছেন নিশ্চয়ই! মানব সমাজের উপকারের বদলে যুদ্ধের হাতিয়ার তৈরি করে দিচ্ছেন যুদ্ধবাজ দেশগুলোর জন্য। সাইদ পারভেজ এদের কিভাবে ব্যবহার করবে তা ঠিক বুঝতে না পারলেও, অনেক বড় কোন পরিকল্পনা আছে এর পেছনে। সাইদ পারভেজ নিজেও হয়তো তা জানে না, অনেক বড় কোন দেশ বা গোষ্ঠি আছে এই গবেষনার পেছনে যারা এর সুফল ভোগ করবে।

BanglaBook.org

খাঁচাগুলোর সামনে গিয়ে বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেলেন ডঃ লুতফর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষন, চোখের সামনে যা দেখছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। এখনি উপরে যাওয়া দরকার। ডঃ রামকৃষ্ণকে জানানো দরকার কী ঘটেছে! তার তৈরি ঐ ডিভাইসগুলোর সত্যিই প্রয়োজন আছে কি না তা ভাববার সময় এসেছে।

গম্ভীর মুখে সব শুনলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হলো না ডঃ লুতফরের কাছে। তবে ভদ্রলোক কাঁপছিলেন, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে যেন।

"আপনি নিশ্চিত?" ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন।

"অবশ্যই।"

"আমরা আগে কন্ট্রোল রুমে যাবো, ওদের পরিবর্তনটা কিভাবে ঘটেছে সেটা দেখা দরকার, ওখানে ল্যাবের ভেতরকার সব কিছু রেকর্ড করার ব্যবস্থা আছে।"

"ল্যাবের ভেতর আমরা কী করি তা বাইরের লোকদের না দেখাই উচিত," ডঃ লুতফর বললেন। এটা ঠিক যে ল্যাবে সাবধানতা হিসেবে ক্যামেরা রাখার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল, কিন্তু তারপরও ঠিক যে ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন তা খুব বিশ্বাসী লোকের বাইরে কারো জানা ঠিক নয়।

"এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে, কী বলেন?" ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, এই মুহূর্তে তাকে কোন কিছুতেই খুব বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছিল না, তিনি কিছুটা অন্যমনস্ক। "চলুন, ল্যাবে যাই।"

ল্যাবের দিকে রওনা দিলেন দুজন।

☰

ঢাকায় এলে টানা কয়েকদিন ব্যবহারের জন্য গাড়ি ভাড়া করে সাইদ পারভেজ। এবারও করেছে, দামী গাড়ি। ড্রাইভারও খুব চালু, অনর্গল উর্দু বলতে পারে, ওর আগের মালিক নাকি পাকিস্তানি ছিল, তাই শিখে নিয়েছে। প্রয়োজন না পড়লে সাইদ পারভেজ উর্দু বলে না, সে বাংলা ভালোই জানে, অন্তত কাজ চালানোর জন্য, কিন্তু কখনোই বলে না; এসব লোকদের সাথে খুব বেশি অন্তরঙ্গতার প্রয়োজন নেই। কাজ চালানোর জন্য হিন্দি আর ইংরেজি ব্যবহার করে সারসময়।

সন্ধ্যার পর হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে চড়ে বসল সাইদ পারভেজ, মেজাজ চড়ে আছে, ড্রাইভারকে ইশারা করতে এক পাশের সিটের নীচে রাখা দামী মদের বোতলটা বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। এক ঢোক গিলে বোতলটা সরিয়ে রাখল, কাউকে পেটাতে পারলে শান্তি হতো, একটা লোকও ঠিকমতো কাজ করে না। বিশ্বের প্রায় প্রতিটা রাজধানীতে যে লোকগুলো তাদের হয়ে কাজ করে তারা

BanglaBook.org

সবাই পেশাদার, একমাত্র ঢাকার লোকগুলোর উপরই কোন কাজ দিয়ে নিশ্চিত থাকা যায় না। এদের বুকে মায়া-মমতা একটু বেশি, একটা গুলি করতে গেলে দশবার ভাবে, ওরা কী জানে না, অন্তত নিজেকে আড়াল করার জন্য হলেও যে কোন উপায়ে ওদের রক্ষা করবে সাইদ পারভেজ। আসলে, তাড়াহুরা করে লোক নির্বাচন করতে হয়েছে, বিশেষ একটা অপারেশন সফল করার জন্য। এখন এদেরকে বাদ দিয়ে অন্য লোকজন রিক্রুট করা যাবে না। এখানে দেয়ালেরও কান আছে, কেউ একবার যদি খবর পায়, তাহলে কিছুটা হলেও সমস্যা হবে। এমনিতে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ন দেশ হলেও, মাঝে মাঝে ছোটখাট বিষয় নিয়ে এখানে খুব ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তখন হরতাল, অবরোধের মতো কর্মসূচীতে পুরো দেশ অচল হয়ে যায়।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সে এখন। পেশাদার একজন আছে, তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সমস্যা হচ্ছে লোকটা ঘাড় ত্যাড়া ধরনের, পছন্দ না হলে কাজ করবে না, টাকা দিলেও না। তবে ওর কাছ থেকে কোন তথ্য বাইরে যাবার সম্ভাবনা কম, সুবিধা এটাই।

বছর চারেক আগে ওকে দিয়ে শেষ কাজ করিয়েছিল সে, কাজ শেষে অতিরিক্ত কিছু টাকাও দিতে চেয়েছিল, লোকটা নেয় নি। মোবাইলে নাম্বারটা এখনো আছে, খুব কম লোকের কাছেই এই নাম্বারটা পাওয়া যাবে। ডায়াল করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে ডায়াল করলো সাইদ পারভেজ। রিং হচ্ছে, ধরবে কি না কে জানে।

অধৈর্য্য হয়ে কেটে দিতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে রিসিভ হলো কলটা।

"হ্যালো, আমি পারভেজ," বাংলায় বলল সাইদ পারভেজ, অনেকদিন পর বাংলায় কথা বলতে গিয়ে মনে হলো উচ্চারন বেশ জড়িয়ে যাচ্ছে।

"হ, বলেন," ওপাশ থেকে লোকটার ভারী গলা শোনা গেল। এই ভর সন্ধ্যায় ঘুমাচ্ছে না মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে কে জানে, ভাবল সাইদ পারভেজ।

"তুমি কোথায়?"

"কাজের কথা বলেন।"

"তুমি আছো কেমন?"

"মালিকের দয়ায়। এবার কাজের কথা বলেন।"

ভ্রু কুঁচকাল সাইদ পারভেজ, এতোদিন পর কথা হচ্ছে, অথচ সামান্য ভদ্রতার ধার ধারছে না লোকটা। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এতে বিরক্তি লাগছে না তার, এই লোকটার চরিত্রই এমন। কাউকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, জানের মায়া নেই বললেই চলে। আরো অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু কথা প্রচলিত আছে লোকটাকে নিয়ে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের অনেকের কাছে শুনেছে।

"আমার কাজ সম্পর্কে তো তোমার ধারনা আছেই," সাইদ পারভেজ বলল, আড়চোখে তাকাল ড্রাইভারের দিকে, লোকটা কান পেতে তার কথা শুনছে কি না

BanglaBook.org

দেখে নিলো, সামনের ট্রাফিক জ্যামে গাড়ি চালাতে গিয়েই ড্রাইভারের গলদঘর্ম অবস্থা, পেছনে তাকানোর অবকাশ নেই।

"আগে কী করছি মনে নাই। নতুন কী করতে হবে, বলেন?"

"আগামীকাল সকালে আমার সাথে চিটাগাং-এ দেখা করবে, সেখানেই কথা হবে।"

"পাত্তি কতো দিবেন?"

"টাকা কোন সমস্যা না, সেটা তো তুমি জানোই।"

কিছুক্ষন নীরবতা, তার শেষ কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে ওপাশের লোকটা।

"আগের কথা বাদ দেন। ফিফটি পার্সেন্ট আমারে অ্যাডভান্স দিবেন, বাকিটা কাজ শেষ হলে," ওপাশ থেকে কাঠখোট্টা ভাষায় উত্তর এলো।

"কোন সমস্যা নেই। আমি ঠিকানা মেসেজ করে দিচ্ছি," সাইদ পারভেজ বলল।

মোবাইল ফোনটা পাশের সিটে রেখে পুরো বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ভাবল সে, এই লোক ছাড়া আপাতত কোন উপায় নেই। বছর চারেক আগে যে পরিমান টাকা খরচ করতে হয়েছিল, এবার তার চেয়ে বেশি করতে হবে সন্দেহ নেই। তারপরও এই লোকটাকে কাজ দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে অন্তত। চারদিকে অনেক ঝামেলা, একটা একটা করে ঝামেলাগুলো যতো দ্রুত শেষ করা যায় ততোই ভালো। টাকার কথা আপাতত চিন্তা করে লাভ নেই, পানির স্রোতের মতো টাকা খরচ হচ্ছে। প্রজেক্ট ঋভু সফল হলে দ্বিগুন বেগে টাকা ঢুকবে।

বোতলটা আবার হাতে তুলে নিলো সাইদ পারভেজ, আরো দুঢোক গিলে চোখ বন্ধ করে রইল কিছুক্ষন। অনেক লম্বা জার্নি। চাইলে চট্রগ্রাম পর্যন্ত বিমানে গিয়ে এই লম্বা যাত্রা অনেকটা ছোট করা যেতো, কিন্তু বাংলাদেশ ছোট জায়গা, খুব বেশি মানুষ তার চেহারা দেখুক এটা সে চায় না।

মোবাইল ফোনের ডায়াল লিস্টের নাম্বারগুলোর দিকে তাকাল। একটু আগে যে লোকটার সাথে কথা বলল তার চেহারাটা মনে পড়ছে আবছা আবছা, কিন্তু নাম মনে আসছে না, অবশ্য এসব লোকের নাম মনে রাখারও দরকার নেই, শুরু থেকেই তার কন্টাক্ট লিস্টে নামটা যেভাবে সেভ করা আছে সে নামেই লোকটাকে ভালো মানায়, নামটা হচ্ছে "ঢাকা কিলার"।

ইদানীং অ্যালকোহল অল্প খেলেই মাথা ধরে, ড্রাইভারকে এসি বন্ধ করে দিতে বলে জানালা খুলে দিলো সাইদ পারভেজ। সুন্দর বাতাস আসছে, কেমন শীতল একটা ভাব। চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করল সে, ল্যাবে গিয়ে হয়তো সেভাবে ঘুমানোর সময় হবে না। ডঃ লুতফর রহিমের কাছে শেষ যে খবর পেয়েছেন তা রীতিমতো হতাশাজনক, ডঃ লুতফরকে শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছিল, ল্যাবে একা

BanglaBook.org

আসতে হবে, কাউকে নিয়ে আসা যাবে না, কিন্তু মাননীয় বিজ্ঞানী রাজি হন নি, কাজের ছেলেটাকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন তিনি। সেই ছেলেটাই টাকা পয়সা নিয়ে পালাল, সাথে নিয়ে গেল ডঃ লুতফরের তৈরি সেই অদ্ভুত ডিভাইসগুলো।

যা গেছে গেছে, তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। নতুন করে ডিভাইসগুলো তৈরি করতে হবে অথবা বিকল্প কোন রাস্তা চিন্তা করতে হবে, গ্রুপের প্রতিনিধিরা রীতিমতো উতলা হয়ে উঠেছে প্রজেক্টের শেষ দেখার জন্য, তার নিজের ক্যারিয়ারও বলা যায় হুমকির মুখে। এ সময় মাথা ঠান্ডা করে কাজ করতে হবে।

দ্রুত গতিতে হাইওয়ে ধরে গাড়ি চলছে, আরো নানা ধরনের চিন্তা করতে করতে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল সাইদ পারভেজ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১২

ছুরি দেখে ভয় পাবার মানুষ নয় অয়ন, কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় ভালো জানা আছে। তবে সাকিবের ফ্যাকাশে চেহারা দেখে নিজেকে সামলে নিলো সে, ভয় পেয়েছে ছেলেটা, ওর দিকে তাকিয়ে ইশারায় শান্ত হতে বলল অয়ন, উঠে দাঁড়াল।

শাহরিয়ার সুলতানের হাতের ছুরিটার দিকে চোখ চলে যাচ্ছে বারবার, জিনিসটা দেখে ভয় পাওয়ার কথা, কিন্তু ভয়ের বদলে রীতিমতো সমীহ জাগছে, ছুরিটা চমৎকার, সামনের দিকটা বাঁকানো এবং বেশ লম্বা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ধারাল, একটু দূরে জ্বলতে থাকা আগুনের লাল আভা পড়েছে ছুরিটার রুপালী গায়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে বাস্তবে ফিরে এলো অয়ন। ছুরিধারী লোকটাকে কেমন অস্থির দেখাচ্ছে, বারবার হাত বদল করছে ছুরিটা, যেন ঠিক করতে পারছে না কোন হাত ব্যবহার করবে। উপরের দিকে দু'হাত উঠিয়ে দিলো সে, আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে, এখানে কোন ঝামেলা করতে আসে নি, আজ রাতটা কাটিয়ে সকালেই চলে যাবে, এরমধ্যে মাথা গরম একজন মানুষের সাথে আজেবাজে ঝগড়ায় জড়াতে চায় না অয়ন। এই লোকটাকে ঠান্ডা করার এখন একটাই উপায়, তা হচ্ছে এতোগুলো টাকা সাথে নিয়ে জঙ্গলে কেন ঘুরছে তারা তার ব্যাখ্যা দেয়া। সত্যি কথা বললে হিতে বিপরীত হতে পারে। পত্র-পত্রিকায় শাহরিয়ার সুলতান সম্পর্কে বেশ অনেক কথাই লেখা ছিল, অনেক সাংবাদিকই তার সাক্ষ্যাৎকার নিয়েছে, কিন্তু এই মানুষটাই যে এমন বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তেমন কোন ইঙ্গিত সেসব সাক্ষ্যাৎকারে ছিল না। অবশ্য থাকার কথাও নয়। হয়তো পরিবেশ এবং পরিস্থিতি মানুষের চরিত্র তৈরি করে দেয়, ভাবল অয়ন।

"আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন," অয়ন বলল, "আমরা চোর-ডাকাত নই, এখানে কোন বাজে উদ্দেশ্যে আসি নি।"

"এতো টাকা সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো, কী ব্যাখ্যা দেবে তোমরা?" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অয়নের দিকে তাকিয়ে আছে শাহরিয়ার সুলতান, বোঝার চেষ্টা করছে।

কী বলবে বুঝতে পারছিল না অয়ন, মিথ্যে কথা বলতে গেলে যে চিন্তাভাবনা দরকার, তা এখন মাথায় আসছে না।

"এই টাকা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি," অয়ন বলল।

বেশ কিছুক্ষন অয়নের দিকে তাকিয়ে থাকল শাহরিয়ার সুলতান, কথাগুলো ঠিকমতো শুনেছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। একটু পরই হেসে উঠলো, যেন এরচেয়ে মজার কথা এর আগে শোনে নি কোনদিন।

BanglaBook.org

"এই জঙ্গলে টাকা কুড়িয়ে পাওয়া যায়! অদ্ভুত! কই, আমি তো পেলাম না," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "অ্যাই, তুমি এদিকে এসো," সাকিবকে ডাকল।

সাকিব তাকাল অয়নের দিকে, তারপর এগিয়ে গেল। চটপট সাকিবের পুরো শরীরে হাত চালিয়ে কোন ধরনের অস্ত্র আছে কি না দেখে নিল শাহরিয়ার সুলতান, তারপর অয়নের দিকে এগুলো, হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে অয়ন এখনো, ছুরিটা বুক বরাবর তাক করে প্যান্টের পকেটগুলো দেখে নিলো, কোন কিছু না পেয়ে কিছুটা স্বস্তি দেখা যাচ্ছে এখন তার চেহারায়।

"কতো টাকা আছে ব্যাগে?" জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার সুলতান।

"গুনে দেখি নি," অয়ন বলল।

"ভেরি গুড।"

ছুরিটা এবার কোমরে গুজে রাখল শাহরিয়ার সুলতান। অয়নকে হাত নামাতে ইশারা করল, সাকিব কোনমতে অয়নের পাশে দাঁড়াল। একটু একটু কাপঁছে এখনো।

"আমি একটা কাজ করতে পারি, তোমাদের কাছে কাজটা হয়তো ভালো লাগবে না," অয়ন আর সাকিবকে মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে হাঁটছে এখন শাহরিয়ার সুলতান।

"কি?" প্রশ্ন না করে পারল না অয়ন।

"তোমাদের দুজনকে মেরে টাকাগুলো রেখে দিতে পারি," বেশ সহজভাবে বলল শাহরিয়ার সুলতান, "কেউ টেরই পাবে না। লাশ লুকানো নাকি খুব কঠিন কাজ, গোয়েন্দা কাহিনীগুলোতে পড়েছি। কিন্তু এখানে এমন জায়গায় লুকাবো আমি নিজেও হয়তো খুঁজে বের করতে পারবো না পরে," বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।

অয়নের হাত চেপে ধরেছে সাকিব। ওর দিকে অভয়ের দৃষ্টিতে তাকাল অয়ন, এই লোকটা খুনী প্রকৃতির না, ভয় দেখাচ্ছে মাত্র।

"কী আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না," ছুরিটা আবার বের করে আনল শাহরিয়ার সুলতান, সাকিবের ঠিক গলার উপর রাখল।

শ্বাস নিতে ভুলে গেছে সাকিব, বন্ধুর দিকে তাকাবে সে সাহসও পাচ্ছে না, একটু এদিক-সেদিক হলে কেটে যাবে গলা।

"জ্বি, বিশ্বাস হচ্ছে," অয়ন বলল। "আপনি এমনিতেই পুরো টাকা রেখে দিতে পারেন। আমাদের কোন দাবি নেই।"

"বললেই হলো দাবি নেই," ছুরিটা এবার সাকিবের গলা থেকে সরিয়ে অয়নের গলার উপর রাখল শাহরিয়ার সুলতান, তার চেহারায় ক্রুরভাব ফুটে উঠেছে। "তোমাদের দুজনকে ছেড়ে দিলে পরে দলবল নিয়ে এসে আমার উপর আক্রমন

BanglaBook.org

করবে না তার গ্যারান্টি কী?"

"খোদার কসম," এবার সাকিব বলল পাশ থেকে, "জান নিয়ে ফিরতে পারলে আর কোনদিন অ্যাডভেঞ্চারে বের হবো না। আপনি আমাদের ফিরে যেতে দিন।"

"উহু," মাথা ঝাঁকাল শাহরিয়ার সুলতান, "সেটা সম্ভব না। আমি কোন ঝামেলা রাখবো না।"

"তাহলে ঝামেলা শেষ করে ফেলুন," দাঁতে দাঁত চেপে বলল অয়ন, গলার উপর ধারাল ছুরিটার স্পর্শ টের পাচ্ছে সে।

"গুড, তোমার সাহস আছে," ছুরিটা এবার সরিয়ে নিলো শাহরিয়ার সুলতান। "সাহসী লোক আমার পছন্দ।" আবার সাকিব আর অয়নের চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করেছে।

"আচ্ছা, তোমরা যে এই অঞ্চলে এসেছো, এখানকার ইতিহাস জানো?"

কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না অয়ন, লোকটার উদ্দেশ্য কী বোঝা যাচ্ছে না, তাদের দুজনকে মেরে সহজেই টাকা নিয়ে নিতে পারে, তা না করে এতো ভনিতা করার কী মানে।

"আমি কিছুই জানি না।" সাকিব বলল।

"ভেরি গুড, তোমার সততায় আমি মুগ্ধ। আমি কিছু জানি না, এ সহজ কথাটা বেশিরভাগ মানুষ বলতে চায় না, তুমি বলেছো। ভেরি গুড।"

"আপনি কী চান?" এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করলো অয়ন।

"তোমরা বইটই পড়ো কিছু? যেমন ধরো, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, গুপ্তধন, মিথ, এইসব?"

"আমি কিছুই জানি না।" সাকিব আবার বলল।

"ভেরি গুড, তোমাকে আবারও ধন্যবাদ," সাকিবের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে অয়নের দিকে তাকাল শাহরিয়ার সুলতান, "তুমি নিশ্চয়ই পড়ো?"

"জ্বি।"

"যাক, আবারো কাজের কথায় আসি, টাকাগুলো কোথায় পেয়েছো?"

"কালো ব্যাগটা পড়ে ছিল, একটা লাশের পাশে, লাশটা কবর দিয়ে আমরা ব্যাগটা নিয়ে এসেছি," অয়ন বলল।

"কোথায়?"

"আমরা যেখান থেকে এসেছি, ধরুন, প্রায় মাইল খানেক পেছনে, ওখানে পাহাড়ের একটা খাদ আছে।"

"আচ্ছা, এক কাজ করি তাহলে, ঐ লাশের সাথে তোমাদেরও কবর দিয়ে দেই, কি বলো?"

"সেটা আপনার ইচ্ছা, তবে কাজটা খুব সহজ হবে না সুলতান সাহেব," অয়ন

BanglaBook.org

বলল।

"কেন? কি করবে?"

"বাঁধা দেবো।"

"গুড," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "তোমাকে দিয়ে হবে।"

লোকটার গলার সুর বেশ নরম মনে হলো অয়নের কাছে, বেশ অনেকক্ষন ধরেই হাত দুটো উপরের দিকে তুলে রেখেছে সে, এবার নামালো। কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না শাহরিয়ার সুলতানের কাছ থেকে।

"টেক ইট ইজি," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "তোমাদের ঐ কালো ব্যাগে কতোটাকা আছে আমার ধারনা নেই। চাইলে যে কোন সময় তোমাদের খুন করে টাকাগুলো নিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তেমন কোন ইচ্ছে আমার নেই।"

সাকিবকে দেখে মনে হলো হাঁপ ছেড়ে বেচেঁছে কথাগুলো শুনে।

"চলো, খেতে খেতে কথা বলি," আগুনের সামনে বসতে বসতে বলল শাহরিয়ার সুলতান।

এর আগে খাওয়া শুরু করলেও শেষ করা হয় নি, এবার বুভুক্ষের মতো প্লেটের উপর হামলে পড়ল দুজন। শাহরিয়ার সুলতান তাকিয়ে হাসল। চায়ের কেটলী থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে দুটো কাপে।

"আমি একজন অ্যাডভেঞ্চারার। অনেকেই আমাকে চেনে, আবার অনেকে চেনে না। গত প্রায় ছয় মাস হলো এই এলাকায় আমি আছি। কারন কী জানো?"

"না," এককথায় উত্তর দিলো সাকিব।

"আচ্ছা, কারনটা জানার দরকার নেই তোমাদের। তবে তোমাদের দুজনের জন্য আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

"আমাদের জন্য প্রস্তাব?"

"আগামী ছয়মাস তোমরা দুজন আমার সাথে থাকবে। আমার কাজে সাহায্য করবে। যে পরিমান টাকা তোমাদের ঐ কালো ব্যাগে আছে তার দ্বিগুন আমি তোমাদের দেবো।"

"আমরা রাজি নই," অয়ন বলল। একজন অচেনা, অর্ধ উন্মাদ ধরনের লোকের সাথে এই জঙ্গলে ছয়মাস কাটানোর চিন্তা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছু না।

"কিন্তু রাজি না হয়ে তোমাদের সামনে কোন উপায় নেই।"

"মানে?" বেশ অবাক হয়েছে অয়ন।

"আমি তোমাদের ফিরতে দিচ্ছি না। অন্তত জ্যান্ত অবস্থায় তো নয়ই," হেসে বলল শাহরিয়ার সুলতান। কোমর থেকে ছুরিটা আবার বের করে এনেছে।

"জোর করে ধরে রাখবেন নাকি? আশ্চর্য্য?" অয়ন বলল, "ঢাকায় আমাদের কাজ আছে, পড়াশোনা আছে। আর আমরা যদি না ফিরি আমাদের খোঁজার জন্য

BanglaBook.org

লোক চলে আসবে।"

"খুঁজে পাবে না। এই এলাকা সাধারন মানুষ খুঁজে পাবে না।"

"কেন?"

"ঠিক যেখানটায় আমরা বসে আছি, একটু খেয়াল করে দেখো," বলল শাহরিয়ার সুলতান, চারপাশে তাকাল একবার, "চারপাশে উঁচু পাহাড়, মাঝখানের এই অংশটুকু কারো চোখেই পড়বে না ঘন জঙ্গলের কারনে। আর যদি পড়েও যায়, বহিরাগতদের কিভাবে সরাতে হয় আমার ভালোই জানা আছে।"

"তার মানে প্রয়োজনে মানুষ খুন করতে আপনার দ্বিধা নেই?"

"এখনো খুন করার প্রয়োজন হয় নি। তবে মনে হচ্ছে, প্রয়োজন হবে।"

"ছয়মাস থাকার পর আমাদের ফিরতে দেবেন, তার নিশ্চয়তা কী?"

"বিশ্বাস করতে হবে। শাহরিয়ার সুলতান মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় না।"

"ঠিক আছে, আমাদের চিন্তা করার সময় দিন।"

"কাল সকালে আমরা কাজে বের হবো?"

"কি কাজ?"

"সেটা সকালেই জানতে পারবে। এখন ঘুমাতে যাও।"

খাওয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঘুম আসছিল অয়নের, যদিও এখন রাত তেমন কিছু হয় নি। তবে এই লোকটার কাছ থেকে যতোটা দূরে থাকা যায় ততোই মঙ্গল, ভালো করে চিন্তা করতে হবে, সেভাবে এগুতে হবে। শাহরিয়ার সুলতান প্রয়োজনে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। তাদের দুজনকে এখানে আটকে রাখার পেছনে কী কারন আছে সেটা জানার প্রবল আগ্রহ হচ্ছে অয়নের। লোকটা হয়তো একা একা কাজটা এগিয়ে নিতে পারছে না। তার সঙ্গী দরকার।

সাকিবকে সঙ্গে দিয়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল অয়ন, সাকিবকে এখন বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে আগামী ছয়মাস এখানে থাকার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত।

কৌতুহল জয় করতে পারা অনেক কঠিন ব্যাপার, দূর থেকে শাহরিয়ার সুলতানকে আগুনের কাছে বসে থাকতে দেখল অয়ন, অচেনা একটা সুরে গুন গুন করছে। লোকটা রহস্যময়। সেই রহস্যের কিছু না জেনে ফিরবে না বলে ঠিক করলো সে মনে মনে, সাকিবের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিছু না বুঝে সাকিবও হাসল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

পাশাপাশি বসে আছেন দুজন, কারো মুখে কোন কথা নেই। ডঃ রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন খাঁচাগুলোর দিকে। ঠিক এরকম প্রতিক্রিয়া হবে আশা করেন নি তিনি। কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সাইদ পারভেজের সাথে কথা বলতে হবে। যতোটুকু জানেন সকালের আগে সাইদ পারভেজের এখানে আসার সম্ভাবনা নেই। ততোক্ষন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবেন কি না বুঝতে পারছেন না। ডঃ লুতফরের দিকে তাকালেন, এক নাগাড়ে কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, জটিল একটা গানিতিক হিসাব মেলানোর চেষ্টা করছে। বুঝতে পারছেন, মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যই কাজটা করছে তার সহযোগী, কিন্তু এই মুহূর্তে সমস্যা থেকে মুখ ফেরালে চলবে না।

"ডঃ লুতফর," মৃদু স্বরে ডাকলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "সময় নষ্ট হচ্ছে আমাদের, আপনার উচিত কাজে নেমে পড়া।"

কম্পিউটারের স্ক্রীন থেকে মুখ সরালেন না ডঃ লুতফর, বরং আরো বেশি মনোযোগী হয়েছেন বলে মনে হলো।

"আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?" গলা একটু চড়ালেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

"পাচ্ছি। কাজে নামার আগে একটা শর্ত পালন করতে হবে আপনাকে।"

"শর্ত? অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি। আমি এই প্রজেক্টের একজন গবেষক মাত্র, যা বলার সাইদ পারভেজকে বলবেন।"

"সাইদ পারভেজকে রাজি করানোর দায়িত্ব আপনার।"

"আমি বললেই সাইদ পারভেজ রাজি হয়ে যাবে?" জিজ্ঞেস করলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "তা শর্তটা কী?"

"আমাকে তিনকোটি টাকা দিতে হবে, ক্যাশ এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।"

"টাকা আপনি পাবেন হয়তো, কিন্তু এখান থেকে বেরুতে পারবেন না।"

কম্পিউটার স্ক্রীন থেকে মুখ সরিয়ে ডঃ রামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন ডঃ লুতফর। "ঐ টাকা দিয়ে আমি কী করবো? বিছানায় বিছিয়ে রাখবো!"

"তাহলে আপনার শর্ত অর্থহীন। এ শর্তে সাইদ রাজি হবে না কখনো।"

"আমিও কাজ করবো না তাহলে," আবার কম্পিউটারে মনোযোগী হলেন ডঃ লুতফর।

"সে আপনার ইচ্ছে," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "আমার কাজ আমি করেছি,

BanglaBook.org

আপনারটুকু আপনি করবেন কি না সেটা দেখার দায়িত্ব আমার না।"

খাঁচাগুলো থেকে বাড়াবাড়ি রকমের শব্দ আসছে, অনেক মজবুত লোহা দিয়ে তৈরি খাঁচাগুলো, নইলে এতোক্ষনে ভেঙে যেতো।

"আমি কিন্তু কাজ করে রেখেছিলাম।"

"এবং আপনার লোকই তা চুরি করে পালিয়েছে," যোগ করলেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

কম্পিউটারের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন ডঃ লুতফর, শর্ত দিয়ে সাইদ পারভেজকে রাজি করানো যাবে না, অন্য কিছু ভাবতে হবে।

"আপনি আর আমি, দুজনেই এখান থেকে চলে যেতে পারি, কাজ শেষ হলে, নতুন করে কিছু একটা শুরু করতে পারি। অন্য কোথাও," ডঃ লুতফর বললেন, তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

"এখানে আমরা যা করেছি তাতে পৃথিবী বা মানুষের কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না, বরং মানব সম্প্রদায়কে দারুন হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছি।"

"ভুলে যাবেন না আমরা বিজ্ঞানী, ডঃ লুতফর," ডঃ রামকৃষ বললেন, "পৃথিবীকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়ার মতো কাজ করার লোকের অভাব নেই। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার বা উদ্ভাবনগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনেক কিছু বদলে দেয়া সম্ভব। রাজনীতিবিদরাই পৃথিবী চালাচ্ছে, ওরা যদি সৎ হতো আমাদের সমস্যা এমনিতেই মিটে যেতো।"

"কী করলে কি হতো সে আলোচনায় যাবো না," ডঃ লুতফর বললেন, "হঠাৎ করেই মাটির নীচের এই জীবনটা অসহ্য লাগছে, মনে হচ্ছে দমবন্ধ হয়ে যে কোন সময় মারা যাবো।"

"আগামী ত্রিশ বছর যদি আমরা বেঁচে থাকি তবু এখানে আমাদের খাবার, পানি অথবা অক্সিজেনের অভাব হবে না। এখানে অন্তত নিশ্চিত মনে কাজ করতে পারবো, কেউ নাক গলাতে আসবে না, বাঁধা দিতে আসবে না। আমার মতো একজন বিজ্ঞানীর জন্য সেটাই যথেষ্ট।"

"আপনার মধ্যে মানবিক কোন বোধ নেই, ডঃ রামকৃষ্ণ, কিছু মনে করবেন না, বলতে বাধ্য হলাম।"

"আমি কিছু মনে করি নি," হাসলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "এই ল্যাবের বাইরের জগতে আমি অনেকদিন ছিলাম, মানুষের শঠতা, হটকারিতা ছাড়া আর কিছু পাই নি। যাই হোক, এসব অর্থহীন কথাবার্তা আমাদের কাজে আসবে না। আপনি কাজে হাত দিন, সময় বেশি নেই হাতে।"

"চলুন, তার আগে আরেকবার দেখে আসি, আপনার কীর্তি," ডঃ লুতফর বললেন, কম্পিউটার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার পেছন পেছন গেলেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

BanglaBook.org

ডান দিকে বাক নিয়ে একটু সামনে এগুলেই খাঁচাগুলো চোখে পড়বে। ডঃ লুতফর কৌতুহলি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনে, তার কাঁধে হাত রেখেছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, দুজনের মুখে কোন শব্দ নেই।

ইতিহাসের পাতায় কী লেখা থাকবে তিনি জানেন না, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিচক্ষন একজন পন্ডিত হিসেবে পরিচিত হবেন, না ইতিহাসের কুটিলতম মানুষ হিসেবে তার স্থান হবে সে কথা ভবিষ্যতই বলে দেবে। তবে, এতোটুকু জানেন, জীবনে অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছেন এখন পর্যন্ত, জেদ করে যে কাজ শুরু করেছিলেন তার ফলাফল এখন তার হাতে, শেষ বয়সে অন্তত রাজ্যের কাছ থেকে ভালো আচরন তার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু রাজনীতি ব্যক্তি ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনেক উর্ধ্বে, স্বাভাবিকভাবেই তাকে এখন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ন কিছু মনে করা হয় না, সম্রাট বিন্দুসারের চারপাশ ঘিরে যে স্তাবকদল থাকে, তারাই রাজপ্রাসাদে তার উপস্থিতিকে কন্টকময় করে তুলেছে।

এখানে আর বেশিদিন থাকলে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রান হারাতে হবে অথবা পদে-পদে অন্যায়-অপমানের শিকার হতে হবে। নিজের প্রান নিয়ে তিনি মোটেও চিন্তিত নন, চিন্তিত পুরো ভারতবর্ষের ভবিষ্যত নিয়ে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বিচক্ষন ছিলেন, উপকারিকে কোনদিন অস্বীকার করেন নি, জানতেন কোনটা নিজের জন্য ভালো, বিন্দুসারকে পিতার মতো যুদ্ধ জয় করে সিংহাসনে বসতে হয় নি, যতোটা তার পিতা তৈরি করে দিয়েছে সেটা রক্ষা করাই এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থশাস্ত্র রচনা করেছেন, এর বাইরেও যুদ্ধবিদ্যার উপরও রয়েছে তার অনেক গবেষনা, সকালেই জিনিসগুলো খুব গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, তারপরও অদ্ভুত একটা অস্বস্তি মনের কোনে বাসা বেঁধেছে। পৃথিবীতে হয়তো কোন জায়গাই গোপন নয়, মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন একসময় পৃথিবীর এপাশ-ওপাশ চষে ফেলবে, এমন কোন জায়গা থাকবে না যেখানে মানুষের পা পড়বে না, তবে সে এখনো অনেক দূরের ভবিষ্যত। ততোদিনে মানব সম্প্রদায় কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে, তা নিয়ে তিনি ভাবতে চান না। অন্তত জীবিত অবস্থায় আর কোন ঝামেলায় জড়াতে চান না, যে সম্মান অর্জন করতে গিয়ে সারা জীবন কেটে গেছে, সেটুকু নিয়ে শান্তিতে মরতে চান তিনি। তবে ভাগ্য এখন সাথে নেই, তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মন, ভগবানে পরম ভক্তি, তারপরও মনে হয় ভারতবর্ষের ইতিহাস একসময় বদলে যাবে, তবে সেটা খুব ধীরে ধীরে।

বিকেলের পরপর হাঁটতে বেরিয়েছেন, নদীর ধার ধরে বেশ কিছুক্ষন হেঁটেছেন, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, সুর্য্যের তেজ কমে গেছে, বিকেলের নরম রোদে ভাবছেন

BanglaBook.org

অনেক কিছু। আশপাশে লোকজন তেমন নেই, যে কয়জন ছিল তাকে দেখে সরে গেল, সাধারন মানুষের কাছে একই সাথে ভয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র তিনি, আবার কারো কারো কাছে পরম ঘৃনারও। রাজ্য জয় করতে গিয়ে এমন অনেক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন যা হয়তো সাধারন নীতি-বহির্ভুত কাজ। কিন্তু যুদ্ধ আর প্রেমে সবধরনের ছলাকলার আশ্রয় নেয়া যায়, শাস্ত্রে নিষেধ নেই। তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বিন্দুসারের সাথে শেষ সাক্ষ্যাতের কথা মনে পড়েছে। ছেলেটাকে ভুল পথে চালাচ্ছে কিছু অর্বাচীন।

তিনি ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়েও সরে এলেন। রাজমহলে একটু ঢুঁ দিয়েছিলেন। এই বয়সেই বিন্দুসার বেশ কয়েকটা বিয়ে করে ফেলেছে, তার সন্তান সংখ্যাও অনেক। এই সন্তানদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে দেখলেন অস্ত্রবিদ্যায় প্রশিক্ষন নিচ্ছে, কয়েকজনকে দেখলেন পড়াশোনা করছে, বাকিরা রাজমহলের এখানে সেখানে হৈ-হুল্লোড় করছে। একটু দূরে এক কোনায় ছোট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল খুব গম্ভীর মুখে, চারপাশে যা ঘটছে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষন করছে যেন। ছেলেটিকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

রত্ন চিনতে ভুল হয় না কখনো তার। এই কিশোরটিকে বাকি সবার চেয়ে ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে। ছেলেটার দাড়াঁনোর ভঙ্গি কিংবা তাকানোর ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করছে, দেখে নিচ্ছে নিজের সহোদরদের। বিন্দুসারের এতোগুলে ছেলের মধ্যে বড় কোনজন এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারি কে, তা না জানলেও, এটুকু নিশ্চিত, এই কিশোর কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না।

পাশ দিয়ে একজন ভৃত্য যাচ্ছিল, তিনি কিশোর ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলেন। ভৃত্যটি পরিচিত, বেশ বয়স্ক, কিশোর ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো।

"হুজুর, ওঁর নাম অশোক।"

অশোক, নামটা এখনো ঘুরছে মাথায়। অশোকের সাথে অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু তড়িঘড়ি করে চলে এসেছিলেন সেদিন, আজ আফসোস লাগছে। এই ছেলেই যে একদিন এই সাম্রাজ্যের হাল ধরবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, ছেলেটার চোখে মুখে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাব দেখেছেন, তাতে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, এই সাম্রাজ্য আরো অনেকদিন টিকে থাকবে।

একটু দূরে শুকনো একজন মানুষকে দৌড়ে আসতে দেখছেন তিনি, মানুষটার বয়স হয়েছে, তবে শারীরিক শক্তি এখনো অটুট। রাজমহল থেকে এতোদূর পথ দৌড়ে এসেছে, কী খবর বলবে তার একটা ধারনা আছে। ধারনাটা ঠিক কি না সেটা একটু পরেই বোঝা যাবে।

আগে রাজমহলের প্রতিটি বিন্দুর সাথে তার পরিচয় ছিল, কোথায় কী ঘটছে বা

BanglaBook.org

ঘটবে তার একটা ধারনা বেশ আগেই পেয়ে যেতেন। তাকে খবর দেয়ার লোকের অভাব ছিল না, এখনো পুরানোদের কেউ কেউ সে কাজটা করে, বিনা লাভে। তাদেরই একজন আসছে খবর নিয়ে এবং খবরটা সুখকর কিছু হবে না তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তিনি।

"গুরুজি," লোকটা হাঁপাচ্ছিল, রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে কাজ করে, তিনি ঢুকিয়েছিলেন, বহু বছর আগে, "একটা খবর জানাতে এসেছি।"

"বলো।"

"সুবন্ধু আপনার বিরুদ্ধে রাজার কান ভারি করছে, যে কোন সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।"

"ঠিক আছে। তুমি যাও, তবে যাওয়ার আগে এদিকে এসো," বললেন তিনি, কাছে এগিয়ে এলো লোকটা, কানে কানে কিছু কথা বললেন তিনি, কথাগুলো বিশেষ একজনের জন্য, যার সাথে দেখা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় প্রতিকূল।

"তোমাকে বিশ্বাস করে কথাগুলো বলেছি, আশা করি তুমি আর কাউকে কথাগুলো বলবে না।"

"গুরুজি, আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, ঠিক জায়গামতো কথাগুলো পৌঁছে যাবে। এবার আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।"

"যাও।"

লোকটা দেরি করলো না, যেভাবে দৌড়ে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষন, চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। একমাত্র বন্ধু রাজা চন্দ্রগুপ্ত মারা গেছেন বেশিদিন হয় নি, তারপর থেকে এ পৃথিবীতে আপন কেউ নেই তার। কী করতে হবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, অসম্মানের মৃত্যুকে তিনি ঘৃনা করেন।

সারাদিন অভুক্ত ছিলেন, সন্ধ্যার দিকে ভেবেছিলেন অল্প কিছু খেয়ে নেবেন, কিন্তু তা আর হলো না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক বিন্দু পানি স্পর্শ করবেন না বলে পন করলেন। ধীর গতিতে হাঁটতে থাকলেন নিজের ঘরের দিকে। একটু দূরেই ঘন জঙ্গল। সেখানেই মৃত্যু ছুঁয়ে যাবার আগ পর্যন্ত জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাবেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

ভোর সময়টা ভালো লাগে অর্জুনের। নতুন এক দিনের শুরু, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। যদিও দিন যতো গড়াতে থাকে সেই সম্ভাবনা ম্লান হতে থাকে ধীরে ধীরে, শেষ পর্যন্ত ভালো কিছুর আভাস দিয়েও দিন শেষ রাত নামে, তারপর আবার নতুন ভোর। চট্রগ্রাম শহরের নাম এর আগে সে বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে, জেনেছে বন্দরনগরী এই শহরের প্রাচীন ইতিহাস। একটু আগে যে জায়গাটা পার হয়েছে তার নাম টাইগার পাস, তার মানে একসময় নিশ্চয়ই বাঘের আনাগোনা ছিল, ভাবল অর্জুন। শহরের মধ্যে ঢুকে এই ভোরবেলায় খুব বেশি কর্মচাঞ্চল্য চোখে পড়ল না, রাস্তাঘাট ফাঁকা, কিছু নৈশকালীন বাস এখানে সেখানে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু রিক্সা চলছে। ড্রাইভারকে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়াতে বলল অর্জুন। বাইরে থেকে দেখে খুবই সাধারন মানের মনে হচ্ছে। আপাতত দামী হোটেলে উঠার ইচ্ছাও নেই অর্জুনের, ওসব হোটেলে নিয়মকানুন বেশি।

তিনতলার একটা সিংগেল রুম এক রাতের জন্য ভাড়া নিলো, সারারাত জার্নি করে ঘুম পাচ্ছিল, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক না ঘুমিয়ে নিলেই নয়। ড্রাইভার ইকবালকে বিদায় দিয়ে রুমে এসে সটান শুয়ে পড়ল অর্জুন, এখানে ইকবালের আত্মীয়ের বাসা আছে, সেখানেই থাকবে আপাতত, বিশ্রাম নেবে, ঠিক এগারোটার দিকে চলে আসবে।

দামী হোটেলে একটা সুবিধা অবশ্য পাওয়া যেতো, সেটা হচ্ছে ওয়াই-ফাই সুবিধা। এখানে সে সুবিধা নেই, এক অর্থে ভালোই হয়েছে। একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে।

রুমটা ছোটখাট, বিছানায় পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে দিয়ে গেছে এক ছেলে, ওকে একশ টাকা বখশিস দিয়েছে অর্জুন, সাথে দু'প্যাকেট সিগারেটের দাম। যে কোন সময় রুমে এসে দিয়ে যাবে, ততোক্ষনে গোসল সেরে নেয়া ভালো। রুমে কোথাও কোন আয়না নেই, ছোট অ্যাটাচড বাথরুমের আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিলো অর্জুন, এমনিতে তার গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, গত দুদিনেই তার চোখের নীচে কালো দাগ পড়ে গেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়। ইন্টারনেট নেই তো কী হয়েছে, মোবাইলে তাকে যে কোন মুহূর্তে ফোন করার জন্য মুখিয়ে আছেন বস। এই কলটাও তার।

"শুভ সকাল, স্যার," ওপাশ থেকে কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "আমি

BanglaBook.org

এখন চিটাগাং-এ।"

"আমি জানি। আশা করি এরপর কোথাও গেলে তুমি জানিয়ে যাবে, তোমাকে বারবার ট্র্যাক করে খুঁজে বের করতে হবে না।"

"আচ্ছা।"

"তোমার সাথে দেখা করবে একজন, সে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দেবে তোমাকে। গুড লাক।"

ওপাশ থেকে ফোন রেখে দিয়েছেন বস। প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়ার জন্য যাকে পাঠানো হয়েছে সে চলে আসতে পারে যেকোন সময়। প্রয়োজনীয় জিনিস বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছেন বস, জানে অর্জুন। অস্ত্র। অন্তত নিরাপত্তার খাতিরেই জিনিসটা দরকার তার। সেই লোকটার কাছ থেকে প্রয়োজনে আরো কিছু তথ্য জেনে নেয়া যেতে পারে।

দেরি না করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল অর্জুন, পানি বেশ ঠান্ডা, টাওয়ালে গা মুছতে মুছতে কলিংবেলের আওয়াজ কানে এলো। হোটেলের ছেলেটা আসতে পারে অথবা খাম নিয়ে বসের লোক, কোনমতে মাথাটা মুছে নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। আবার অন্য কেউ আসতে পারে। ঢাকার হোটেলে যেভাবে আক্রমন হয়েছিল তেমন কিছু এখানে ঘটবে না তা বলা যায় না। সাথে কোন অস্ত্র নেই, সেটাই সমস্যা। সস্তা হোটেল, তাই দরজাও বেশ সস্তা ধরনের, শক্তিশালী কোন মানুষ এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলতে পারবে। টি-শার্ট আর প্যান্ট পড়ে দরজা খুলল অর্জুন।

বয়স্ক একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ময়লা শার্ট এবং তার চেয়ে বেশি ময়লা একটা প্যান্ট পরনে, কাচাঁ-পাকা চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, হাতে দু'প্যাকেট সিগারেট আর একটা কালো খাম।

"মিঃ অর্জুন, আসতে পারি," বলল লোকটা, কণ্ঠস্বর বেশ ভারি।

"কে আপনি?"

"আমার কাছে একটা ইনভেলপ আছে, আর আছে দু'প্যাকেট সিগারেট," লোকটা বলল।

"নাম?"

"সবাই আমাকে চেনে ইয়াকুব আলী নামে, স্থানীয় বাজারে ফলের দোকান আছে।"

"আসুন," অর্জুন বলল।

BanglaBook.org

ইয়াকুব আলী নামটা বসের কাছে অনেক শুনেছে সে। এই লোকের কিছু কিছু কাহিনি তাদের ডিপার্টমেন্টে বেশ প্রচলিত, তবে, সরাসরি দেখে ইনিই সেই ইয়াকুব আলী কি না নিশ্চিত হতে পারছে না। একদম সাদাসিদে দেখতে মানুষটা, বয়সও পঞ্চাশের কম হবে না।

ছোট রুমে আলাদা করে বসার জায়গা নেই, বিছানার একপাশে বসল ইয়াকুব আলী। কোমরে হাত দিয়ে খবরের কাগজে মোড়া একটা কিছু বিছানার উপর রাখল। জিনিসটা কী বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না অর্জুনের।

খাম আর সিগারেটের প্যাকেট দুটো অর্জুনের দিকে বাড়িয়ে দিলো ইয়াকুব আলী।

"খুব সাবধান," গলা নামিয়ে বলল ইয়াকুব আলী, "তোমাকে অনুসরন করা হচ্ছে।"

"সম্ভাবনা কম," একটা সিগারেট ধরাল অর্জুন।

প্যান্টের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করল ইয়াকুব আলী, স্ক্রীনে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবিটা অর্জুনের। ঢাকায় তোলা। ছবিতে অর্জুন ভাড়া করা গাড়িতে উঠছে, বেশ দূরে মোবাইল ফোনে কাউকে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে, চেহারাটা স্পষ্ট নয়, কলম দিয়ে গোল করা মার্কিং করা হয়েছে চেহারাটা।

"এবার বিশ্বাস হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল ইয়াকুব আলী।

গত সন্ধ্যায় তোলা ছবি, ইয়াকুব আলীর নেটওয়ার্ক যে বেশ বিস্তৃত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

"হু," ছোট করে বলল অর্জুন। খবরের কাগজে মোড়ান প্যাকেটটা খুলে জিনিসটা বের করে বিছানার উপর রাখল, একটা অটোমেটিক পিস্তল আর কয়েক ম্যাগাজিন বুলেট। চমৎকার জিনিস, তবে একেবারে প্রয়োজন না হলে অস্ত্র চালানোর পক্ষপাতি নয় সে।

"খামটা খোল," মৃদুস্বরে বলল ইয়াকুব আলী।

"আমি পরে খুলব," অর্জুন বলল, "একটু রেস্ট নেয়া দরকার।"

"ঠিক আছে," উঠে দাঁড়াল ইয়াকুব আলী, "আমি আসি। আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে মনে আছে তো?"

"মনে আছে।"

রুম থেকে বেরিয়ে গেল ইয়াকুব আলী।

সিগারেটটা আশট্রেতে গুজে দিয়ে খামটা খুলল অর্জুন। কিছু ছবি, ম্যাপ বেরিয়ে এলো খাম থেকে। ছবি আর ম্যাপগুলো বিছানার উপর সাজিয়ে রাখল। প্রতিটি ছবি আর ম্যাপ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, মাথায় ঢুকিয়ে ফেলতে হবে একেবারে। তারপর প্ল্যান করে এগুতে হবে। তবে একটা জায়গায় কিছুটা খটকা লাগছে, ধারনা ছিল দিল্লি থেকে যে খামটা সে সাথে নিয়ে এসেছে সেখানেই এই ধরনের নির্দেশনা থাকার কথা। বসের নির্দেশ না পাওয়ায় খামটা এখনো খোলা হয় নি। ইচ্ছে হচ্ছিল খামটা খুলে দেখার, কিন্তু পরক্ষনেই আবার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল অর্জুন। এখন একটু ঘুমানো দরকার, মনে হচ্ছে আর এক সেকেন্ড তাকিয়ে

BanglaBook.org

থাকতে পারবে না সে। ছবি আর ম্যাপগুলো একটু সরিয়ে বিছানায় গা ঠেকাল অর্জুন, ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সাথে সাথেই।

পৃথিবী ঘুরতে গিয়ে নানা ধরনের মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে শাহরিয়ার সুলতানের, তাদের কেউ কেউ খুব কাছের, কেউ শুধুই পরিচিত। এদের মধ্যে পল অ্যাডামস খুব কাছের মানুষ, বন্ধুবৎসল, সাহসী এই যুবকটিকে দেখলে বোঝা যায় ইচ্ছে থাকলে যে কোন কিছু জয় করা সম্ভব। পল শারীরিকভাবে দূর্বল, ওর হৃদপিন্ডে বড় ধরনের অসঙ্গতি আছে, তারপরও এই শরীর নিয়ে শুধুমাত্র মনের জোরে দুঃসাহসিক সব কাজ কারবারে পলের থাকা চাই। অনেকবার পলের সঙ্গী হয়েছে সে, দেখেছে কিভাবে দলের সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করে পল, হৈ-চৈ করে মাতিয়ে রাখে সবাইকে। ওর কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে তার। সদা হাস্যময় একটা মুখ। কেমন আছে, কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কেউ জানে না। তবে কেউ না জানুক, পল আর তার বন্ধুর হদিস বের না করে ফিরবে না শাহরিয়ার সুলতান। যতো বাধাই আসুক।

পল অ্যাডামস আর অরবিন্দ মেহতাকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রন জানিয়েছিল শাহরিয়ার সুলতান, সেটা প্রায় তিন বছর আগের ঘটনা। ওরা যখন ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে সোজা তার ধানমন্ডির বাসার ঠিকানায় চলে এলো, সে তখন লন্ডনে। সারপ্রাইজ দেবে বলে ওরা আগে থেকে জানায় নি কিছু। লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরে আসা খুব কঠিন কাজ না, কিন্তু সপ্তাহখানেকের জন্য আটকে গেল শাহরিয়ার, স্থানীয় একটা ইউনিভার্সিটিতে গেস্ট লেকচারারার হিসেবে দুটো ক্লাস না নিলেই নয়। শাহরিয়ার সুলতান একা মানুষ, বাবা-মা মারা গেছেন অনেক আগে, ছোট এক বোন সেও থাকে অস্ট্রেলিয়ায়, সে নিজে কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই, তার ঢাকার বাসা এক কেয়ারটেকারের দায়িত্বে দেয়া, অনেক পুরানো লোক, সেই দেখাশোনা করে, বিদেশি দুই বন্ধুকে ঢাকার বাসায় থাকার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দিল ফোনে ফোনে। কিন্তু বন্ধু দু'জন অস্থির প্রকৃতির, ভিন দেশে এসে তারা ঘরে বসে থাকতে রাজি নয়। ঢাকায় নামার পরের দিনই তারা চলে গেল পার্বত্য চট্রগ্রামের দিকে।

ওদের অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল শাহরিয়ার সুলতান, অন্তত সে ফিরে আসা পর্যন্ত যেন ঢাকায় অপেক্ষা করে। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে রাজি হবে কেন? ওরা বেরিয়ে পড়ল, কোন গাইডও নিলো না সাথে, কিংবা হয়তো নিয়েছিল, কেউ সঠিক বলতে পারে নি। সপ্তাহখানেক পর ঢাকায় ফিরে এসে ওদের আর কোন খোঁজ পায় নি শাহরিয়ার সুলতান। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক

BanglaBook.org

লেখালেখি হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দেশের রাস্ট্রদূতরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, পার্বত্য অঞ্চল পুরোটাই ছেঁকে ফেলা হয়েছে ওদের দু'জনকে খুঁজতে গিয়ে। কিন্তু কোন কিছুই পাওয়া যায় নি। দুই জন মানুষ যেন মিলিয়ে গিয়েছে হাওয়ায়।

সেবার এইসব অনুসন্ধানে সামিল হয়েছিল শাহরিয়ার সুলতান। বন্ধুরা কোথায় যেতে পারে সে সম্পর্কে টুকটাক কথাবার্তা হয়েছিল তার সাথে। কিন্তু কোন কিছুই কাজে আসে নি। ধীরে ধীরে ওদের নিয়ে আলোচনা কমে এসেছে, ধরে নেয়া হয়েছে ওরা মারা গেছে কিংবা নিজেরাই লুকিয়ে আছে কোথাও। থানা-পুলিশ আর কতোদিন এক জিনিস নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে, দেশে নিত্যনতুন ঘটনা ঘটছেই, ফলে দুই বিদেশি পর্যটকের হারিয়ে যাওয়াটা ধীরে ধীরে সবার স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেলেও একজন তা ভুলল না। গত দু'বছরে যাবতীয় কাজ গুছিয়ে নিয়ে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের আবার খুঁজতে নেমেছে সে। এবার একা একাই। প্রায় ছয় মাস হয়ে গেছে এই জঙ্গলে। প্রয়োজনে আরো বছর খানেক থাকতেও আপত্তি নেই তার। কিন্তু বন্ধুদের হারিয়ে যাওয়ার পেছনের ঘটনা বের করতে না পারলে শান্তি নেই।

বন্ধুদের মধ্যে পল, বৃটিশ নাগরিক, লন্ডনের বাসিন্দা এই যুবকের রক্তে মিশে আছে দুরন্তপনা। মাউন্টেন সাইক্লিং, স্কিয়িং থেকে শুরু করে বিপজ্জনক সব খেলায় অংশ নিয়েছে। হিমালয়ে গিয়েছে দুইবার, যদিও খারাপ আবহাওয়ার কারনে এভারেস্টের চূড়া জয় করতে পারে নি। বাংলাদেশে আসার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, পার্বত্য চট্রগ্রাম আর সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকা নিয়ে একটা রিপোর্ট করবে। অরবিন্দ মেহতা, ভারতীয় বংশোদ্ভুত বৃটিশ, সে পলের ঘনিষ্ট বন্ধু, পল যেখানে অরবিন্দ সেখানে। কাজেই পলের সাথে সাথে অরবিন্দও চলে এলো বাংলাদেশে। অরবিন্দের সাথে খুব বেশি পরিচয় না থাকলেও পলকে খুব ভালো করে চেনে শাহরিয়ার সুলতান। পথ হারিয়ে ফেলার মানুষ নয় পল। পার্বত্য চট্রগ্রামের পাহাড়ি এলাকার চেয়েও দূর্গম অঞ্চলে ঘোরার অভিজ্ঞতা আছে পলের, বিশেষ করে অ্যামাজন আর আফ্রিকার জঙ্গলে। সেই পল কিভাবে তার সঙ্গীসহ নিখোঁজ? ব্যাপারটা মাথায় আসে না তার।

আগুনটা উস্কে দিয়ে উপরের দিকে তাকাল। তারা ভরা আকাশ, বাতাস বইছে ঝিরঝির। শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল শাহরিয়ার সুলতান। গত ছয় মাস একা একা থেকে এখন মানুষ দেখলে কেমন অস্বস্তি লাগে, বিশ্বাস হয় না কাউকে। ছেলে দুটোকে বলা যায় জোর করেই আটকে রেখেছে সে। এর পেছনে দুটো কারন আছে। প্রথম কারন, নিজের একাকীত্ব দূর করা। ওরা তাকে তেমন কোন সাহায্য করতে পারবে না, যা করার নিজেরই করতে হবে। তবে দুজন তরতাজা মানুষ আশপাশে থাকলে মাঝে মাঝে অন্তত কিছু কথা বলা যাবে। দ্বিতীয় কারন হচ্ছে, ছেলে দুটোর নিরাপত্তা। ওদেরকে ছেড়ে দিলে ওরা কখনোই প্রান নিয়ে

BanglaBook.org

শহরে পৌঁছাতে পারবে না, এই অঞ্চলে কিছু একটা ঘটছে। বেশ কয়েকবার আধুনিক অস্ত্রধারী কিছু মানুষকে আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে সে। এই লোকগুলোর উদ্দেশ্য কী বোঝা না গেলেও, অপরিচিত কাউকে পেলে যে ছেড়ে দেবে না তা বোঝা যায়। ছেলে দুটোকে খুব সহজ-সরল মনে হয়েছে, জীবন বাঁচাতে গিয়ে কারো প্রান নেয়ার মতো মানসিক শক্তি এখনো হয় নি ওদের। নিজেকে রক্ষা করার জন্য দরকারি কিছু অস্ত্র তার কাছে আছে, এই অস্ত্র দিয়ে ওদের সাথে লড়াই করতে যাওয়া অর্থহীন। অস্ত্রধারী লোকগুলো সম্ভবত মাদক চোরাচালান দলের সদস্য। পল, আর অরবিন্দ কী এই লোকগুলোর মুখোমুখি হয়েছিল? সেটা জানার আপাতত কোন উপায় নেই।

গত কিছুদিন এই অঞ্চলে অস্ত্রধারীদের আনাগোনা বেশ বেড়েছে, এই দশ-পনেরো জনের দলটা আশপাশে কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে। সেই ঘাঁটিটা খুঁজে বার করার প্রানান্ত চেষ্টা করেছে শাহরিয়ার সুলতান। ট্র্যাক ধরে ধরে পেছন পেছন গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওদের ঘাঁটি খুঁজে বের করতে পারে নি। ওদের ঘাঁটিটা খুব গোপন কোন জায়গায় বানানো, জানা না থাকলে খুঁজে পাওয়া কঠিন অথবা এই এলাকায় ওদের কোন ঘাঁটি নেই। অনেক দূর থেকে আসে ওরা এবং কাজ শেষ করে চলে যায়।

সেক্ষেত্রে ওদের ঘাঁটি খুঁজে বের করতে হলে দেশের সীমানা অতিক্রম করতে হতে পারে। পল আর অরবিন্দের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সাথে এই অস্ত্রধারীদের কোন যোগসূত্র আছে কি না বের করতে পারে নি শাহরিয়ার সুলতান। তবে এখনো ধারনাটা বাদ দিতে পারছে না সে। পল যেরকম মানুষ, অনৈতিক এবং অবৈধ সব কিছুর প্রতিবাদ করা তার স্বভাব, সম্ভবত সে কারনেই অস্ত্রধারী লোকগুলোর সহজ শিকারে পরিনত হয়েছে।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত শাহরিয়ার সুলতান, তার দু'জন বন্ধুই বেঁচে আছে। তবে কিভাবে, কেন এবং কোথায়, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপাতত নেই তার কাছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু ধারনা মিলে যায়, এ ধারনাটাও যেন মিলে যায় মনে মনে প্রার্থনা করল সে। পলের কাছে সে অনেকভাবে ঋনী।

বিদেশ-বিভুইয়ে আপন মানুষের মতো যে কোন বিপদে সহযোগিতা করেছে, একদম আপন ভাইয়ের মতো। সে মানুষটাকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত শান্তি হবে না তার।

"আপনি ঘুমাবেন না?" পেছন থেকে প্রশ্নটা এলো।

চমকে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো শাহরিয়ার সুলতান, একা একা থাকতে গিয়ে হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর রীতিমতো অপরিচিত লাগল তার কাছে। অয়ন দাঁড়িয়ে আছে, ছেলে দুটোর মধ্যে এ ছেলেটাই একটু চালাক-চতুর, ভাবল সে।

BanglaBook.org

"ঘুমাবো, একটু পরে," স্বাভাবিকভাবেই বলল, সিগারেট বাড়িয়ে দিলো অয়নের দিকে, "ঘুম আসছে না তোমার?"

"নো, থ্যাঙ্কস," অয়ন বলল, সিগারেট অভ্যাস নেই তার, "না, যদিও গতরাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারি নি।"

"আচ্ছা," শাহরিয়ার সুলতান বলল, ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখল আবার, বেশ স্বাভাবিক, একটু আগেই যে ছুরি দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল, ভুলে গেছে মনে হচ্ছে।

"আপনি এই জঙ্গলে একা একা কী করছেন?" প্রশ্ন করলো অয়ন, "যদিও আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন বলে আশা করছি না।"

"সময় হলে বলবো," শাহরিয়ার সুলতান বলল।

"আমার একটা প্রশ্ন ছিল," সসংকোচে জিজ্ঞেস করলো অয়ন।

"বলো।"

"আপনি কি এইরকমই?"

"কী রকম?"

"আপনার সম্পর্কে অনেক পড়েছি, একবার মনে হলো, আপনি খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ, এখন আবার সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।"

"এতো চিন্তা করার কিছু নেই। তবে সাবধান," গম্ভীর গলায় বলল শাহরিয়ার সুলতান, "আমার কথার বাইরে এখানে এক পাও বাড়াবে না। এখন যাও, ঘুমাতে যাও।"

চুপচাপ আরো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল অয়ন, বুঝতে পারছিল এই মানুষটার মুখ থেকে আর কোন কথা বেরুবে না। তাঁবুর দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। অনেক দূর থেকে জান্তব একটা চিৎকার ভেসে এলো এই সময়। গায়ের রোম প্রায় দাঁড়িয়ে গেল অয়নের। কোন প্রাণী এমন শব্দ করতে পারে তা তার ধারনারও বাইরে। শাহরিয়ার সুলতানের দিকে তাকাল, লোকটা নির্বিকার হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তার মানে এই শব্দ শুনে অভ্যস্ত লোকটা। এখন আর এ নিয়ে প্রশ্ন করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

অয়ন চলে যাওয়ার পর সোজা হয়ে বসল শাহরিয়ার সুলতান। শব্দটা তার কানেও এসেছে, চাপা একটা শব্দ, গোঙানির মতো, মনে হয় যেন মাটির গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসছে শব্দটা। গত দুদিন ধরে শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে, উত্তর দিক থেকে। আগামীকাল সকালে সেদিকেই রওনা দেবে বলে ঠিক করল। একা যাওয়া ঠিক হবে না, অয়ন আর সাকিবকেও সাথে নিতে হবে।

ঘুমানো দরকার, তার তাবুঁটা একটু দূরে টানানো। আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল সে। ভোর হতে খুব বেশি সময় বাকি নেই, যতোটা সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।

BanglaBook.org

ভোরে হোটেলে চেক ইন করে একটানা ঘুমাবার প্রস্তুতি ছিল সাইদ পারভেজের। কিন্তু সেটা মনে হয় হচ্ছে না। হোটেলের লবীতেই দাঁড়িয়েছিল তার অনেক পুরানো একজন কর্মী, বয়স্ক মানুষ। এই সাত-সকালে বিশেষ একটা খবর দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তার জন্য।

রুমে ব্যাগ পাঠিয়ে দিয়ে হোটেলের লবীতেই বসতে হলো। চা খেতে ইচ্ছে করছিল খুব, ওয়েটার অথবা বেয়ারা কাউকে বললেই এনে দেবে, কিন্তু ইচ্ছে করছিল না। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে খুচরো কত টাকা আছে ধারনা করে নিলো, তথ্য নিতে হলে কিছু দিতেও হবে। পাঁচ-ছয় হাজার টাকা দিলেই ঝামেলা মিটে যাবে।

দীর্ঘদিন পর দেখা, তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি লোকটার চেহারায়, মাথার চুল পেকেছে অল্প আর হাঁটছে একটু কুঁজো হয়ে। গত রাতে রওনা দেয়ার সময় এঁকে ফোন দিয়ে বলা হয়েছিল সকালে হোটেলে দেখা করতে, কিন্তু এই ভোরবেলায় হোটেল লবীতে দাঁড়িয়ে থাকবে ধারনা করতে পারে নি। নিশ্চয়ই বিনা কাজে আসে নি। মোবাইলে একটা ছবি আর নাম পাঠিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল খবর দেয়ার জন্য। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, লোকটার নাম তার মনে নেই, মোবাইলে ইনফরমার ওয়ান নামে সেভ করা আছে। এভাবে চলতে থাকলে সমস্যা। দিন দিন নাম ভুলে যাবার প্রবনতা বাড়ছে, এক সময় হয়তো নিজের নামই মনে থাকবে না। অবশ্য নাম মনে করিয়ে দেয়ার লোক আছে, আম্ব্রেলা করপোরেশনে একবার নাম লিখিয়ে সে নাম সহজে কাটা যাবে না।

তবে এই লোকটার নাম মনে রাখা উচিত ছিল। সামনে অনেক কাজে লাগবে।

"শুভ সকাল," পরিষ্কার উর্দুতে বলল ইনফরমার ওয়ান। "সাত সকালে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।"

"নিশ্চয়ই কাজের কথা বলতে এসেছো," ইংরেজিতে বলল সাইদ পারভেজ। উর্দুতে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না ইদানীং, তবে জিনদেশে এসে অচেনা মানুষের সাথে উর্দুতে কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

"অবশ্যই," পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে গত রাতে তার পাঠানো ছবিটা দেখাল, "ও কোথায় আছে আমি জানি।"

"কতো দিতে হবে?"

হেসে ফেলল লোকটা, "এই জন্যই আপনার কাজ করতে ভালো লাগে, বস। ত্রিশ হাজার দেবেন।"

"অনেক বেশি। আমার কাছে পাঁচ হাজার আছে," সাইদ পারভেজ বলল। চারপাশে তাকাল, ভোরের এই সময়টায় লবীটা প্রায় খালিই বলা চলে। রিসেপশন

BanglaBook.org

থেকে কৌতুহলবশত মাঝে মাঝে তাদের দুজনের দিকে তাকাচ্ছে। এদের সামনে টাকা-পয়সার লেনদেন করার সময় সাবধান থাকতে হবে।

"চমৎকার," বলে হাসল লোকটা, "আপাতত তাহলে পাঁচ হাজারই দিন। বাকিটা পরে নেবো।"

"দেখো," মৃদু প্রতিবাদ করলো সাইদ পারভেজ, "পরে কিছু দেয়া যাবে না। পাঁচ হাজার টাকাই বেশি হয়ে যাচ্ছে।"

"খোদা হাফেজ," বলে উঠে দাড়াল লোকটা, "পরে দেখা হবে।"

"যাচ্ছো কোথায়?" ব্যস্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল সাইদ পারভেজ, "আমি কী বলেছি বাকি টাকা দেবো না।"

লোকটা এসে দাঁড়াল, প্যান্টের পকেট থেকে এক হাজার টাকার দশটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে আবার সোফায় বসে পড়ল সাইদ পারভেজ, এই মুহূর্তে দরকার তথ্য, খুব বেশি দরাদরি করার মতো সুযোগ নেই।

"হোটেল সি-ভিউ, রুম নাম্বার তিনশ ছয়," প্রায় ফিসফিস করে বলল লোকটা, "সাবধান। ওর কাছে কিন্তু অস্ত্র আছে।"

"ভেরি গুড," বলে মোবাইল ফোনটা বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করবে কি না ভাবল সাইদ পারভেজ। লবীতে না বসে রুমে যাওয়া দরকার। ঢাকা-চট্রগ্রাম ফ্লাইট ল্যান্ড করতে এখনো বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যাবে, অন্তত ঘণ্টাখানেক তো বটেই। এই সময়টা ঘুমিয়ে নেয়া যায়। ল্যাবে গিয়ে ঘুমানোর সময় পাওয়া যাবে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

"ঠিক আছে, তুমি যাও।"

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল লোকটা ততোক্ষনে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর নাম মনে পড়ল সাইদ পারভেজের। ইয়াকুব আলী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৫

সাধারন বোধ-বুদ্ধি অনেকদিন আগেই লোপ পেয়েছে, শুধুমাত্র শারীরিক তাড়না ছাড়া আর কোন অনুভূতি কাজ করে না। ল্যাবের ভেতরের একদম শেষ প্রান্তে তৈরি করা বিশেষ খাঁচাগুলোর একটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ, খাঁচাটা তার উচ্চতা বিবেচনা করে বানানো হয় নি, ফলে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে ঘাড় বাঁকিয়ে, এই মূহূর্তে তাকে ঠিক মানুষ বলে পরিচয় দেয়া যাবে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উচ্চতায় সে সাত ফুট ছাড়িয়ে গেছে, পেশীবহুল শরীর, চোখ দুটো রক্তলাল, কামানো মাথায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ, খাঁচার দেয়াল ভেদ করে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টার ফল, ঘাড়ের পেছনে ইলেকট্রনিক একটা ডিভাইস বসানো, বেশ কয়েকবার হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এমনভাবে বসানো যে ডিভাইস খুলতে গেলে জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে।

তার খাঁচাটার পাশে আরো দুটো খাঁচা, সেখানে তার দুজন প্রতিবেশি বসবাস করে। এই মূহূর্তে দুজনই মেঝেতে শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে কিংবা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সবসময় তিনজনকে একসাথে ঘুম পাড়ানো হলেও এবার জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে একা অনুভব করল সে।

মাঝে মাঝে মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ আসছে তার গলার ভেতর থেকে, বুকের ভেতর চেপে রাখা রাগ আর ঘৃনা বের করতে না পারার অক্ষমতায়। কথা বলার শক্তি অনেক আগেই হারিয়েছে, চিন্তা-চেতনাও ভাসা ভাসা। অনেক স্মৃতি ছবির মতো চোখের সামনে ভাসে, তারপর দূরে কোথাও হারিয়ে যায়, মস্তিষ্কের কোন এক সুদূর কোনে। তার গায়ের চামড়া একসময় সাদা ছিল, এখন তামাটে বর্ন ধারন করেছে। তার পরনে শর্টস, উর্ধাঙ্গে কিছু নেই। অজানা আক্রোশে আবার খাঁচার দেয়ালের দিকে দৌড়ে গেল সে, মাথা নীচু করে। এই খাঁচা সে যেভাবেই হোক ভাঙবে।

তার মাথার আঘাতে কেঁপে উঠলো পুরো খাঁচা, মাথার আরো কিছু জায়গা কেটে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ হলো না। আরেকবার চেষ্টা করতে যাওয়ার আগে খাঁচার সামনে সাদা এপ্রোন পড়া একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। এই লোকটাকে হাতের কাছে পেলে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ঘাড়ের পেছনের ডিভাইসটা এই লোকটাই বসিয়েছে। খুন করার তালিকায় আরেকজন বৃদ্ধও আছে। তার এখনকার শারীরিক অবস্থায় জন্য ঐ বৃদ্ধ দায়ী। এই খাঁচা থেকে কোনমতে বেরুতে পারলে দুজনের একটাকেও আস্ত রাখবে না সে। মাথায় ঘুরতে থাকা এলোমেলো চিন্তাগুলোকে সুস্থির করার জন্য চুপচাপ মেঝেতে বসে পড়ল। খাঁচার

BanglaBook.org

বাইরে দাঁড়ানো লোকটা এখন খাঁচার ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু একটা বলবে মনে হচ্ছে, কথাগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারলেও উত্তর দেয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। কারন তার জিভ নেই।

কথাটা ভাবতেও গা শিউরে উঠলো। সারাজীবন আর কথা বলতে পারবে না সে। কেউ শুনবে তার যন্ত্রনার কথা, জানবে না কী হয়েছিল তার সাথে।

"হ্যালো, কেমন আছো?" মৃদু স্বরে বলল লোকটা, খাঁচার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

উত্তর দেয়ার কোন ইচ্ছেই তার নেই। লোকটা খাঁচার আরেকটু সামনে এলে ওর গলা টিপে ধরবে কিভাবে আপাতত এই কথাটাই মাথায় ঘুরছে।

"তোমাকে এসব প্রশ্ন করা বৃথা," লোকটা বলল, "তবু, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। মানবজাতির বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করতে হবে তোমাকে। মানুষের মধ্যে তুমিই প্রথম, বাকি দুজনের কথা জানি না। বাই দ্য হয়ে, আমি ডঃ লুতফর রহমান।"

পরিচিত হওয়ার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না তার মধ্যে, বরং দ্বিতীয়বারের মতো খাঁচার দিকে দৌড়ে গেল, ফলাফল একই। এই খাঁচা না ভেঙে ছাড়বে না সে। এপ্রোন পড়া লোকটা আরো কিছু বলছে, কিন্তু কথা শোনার মতো ধৈর্য্য নেই তার। হাত নেড়ে নেড়ে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে লোকটা, এবার দ্বিতীয় আরেকজন এসে দাঁড়াল পাশে, হাতে বন্দুকের মতো কিছু একটা ধরে আছে। জিনিসটা চেনে সে, এর আগেও দেখেছে। বন্দুকটা তার দিকে তাক করে আছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শরীরে হুল ফোটানোর অনুভূতি হলো। সামনের সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। খাঁচার বাইরে দাঁড়ানো মানুষ দুজন নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে কিছু একটা নিয়ে, কিন্তু কথাগুলো মাথায় ঢুকছে না। মেঝেতে মাথা চেপে বসে পড়ল, সব কিছু ছোট হয়ে আসছে চারপাশের, এমনকি খাঁচাটার দেয়ালগুলো চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে তাকে, ক্রমাগত এগিয়ে আসছে পিষে মেরে ফেলার জন্য। চিৎকার করল সে, গলা ছেড়ে। অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছে। খুব বেশিক্ষন যন্ত্রনা সহ্য করতে হলো না। মেঝেতে ধপাস পড়ে গড়িয়ে পড়ল, জ্ঞান হারিয়ে।

খাঁচার ভেতর আইটেম ওয়ানের জ্ঞান হারানোর দৃশ্যটা দেখে আবার ডঃ রামকৃষ্ণের দিকে ফিরলেন ডঃ লুতফর।

"আমি ওর সাথে কথা বলছিলাম," ডঃ লুতফর বললেন, "আপনি মাঝখানে এসে বাঁধা না দিলেও পারতেন," বেশ বিরক্তি ঝরে পড়ল তার কথায়।

"আমি ঠিক কাজ করেছি," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "নইলে ওকে বাঁচানো যেতো না।"

"মানে?"

BanglaBook.org

"যতোক্ষন ওদের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রন না আসবে, ততোক্ষন ওদেরকে যতোটা সম্ভব উত্তেজনাহীন রাখতে হবে। খাঁচার সামনে আমরা দুজন থাকলে ওরা উত্তেজিত হবেই।"

"কিন্তু এভাবে কতোক্ষন?"

"যতোক্ষন আপনার ডিভাইসগুলো খুঁজে না পাওয়া যায় কিংবা নতুন করে আপনি তৈরি না করেন। ওদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমাদের এতো আয়োজন। আমি আমার কাজ করেছি। এবার আপনার পালা।"

"আরেকটা দিন অপেক্ষা করবো ভাবছি।"

"আজ রাতেই কিন্তু সাইদ আসবে, সে উত্তর চাইবে," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, তার হাতে ছোট একটা ডার্টগান। শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে তার ছোঁড়া ডার্টের মাধ্যমে। খুব সহজে ওদের খুব ভাঙবে না। "আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।"

"এ ব্যাপারে আমাদের আরেকটু চিন্তাভাবনা করা উচিত ছিল, ডঃ রামকৃষ্ণ।"

"প্রজেক্টে যোগ দেয়ার আগেই আপনাকে সব কিছু বলা হয়েছে। এখন আর চিন্তাভাবনার সুযোগ নেই," খাঁচার সামনে থেকে সরে গিয়ে ল্যাবের ভেতরের দিকে এগুচ্ছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, তার পেছনে ডঃ লুতফর আসছেন।

"কিন্তু আমাদের কাজের প্রতিক্রিয়া যে এতোটা ভয়াবহ হতে পারে তা কিন্তু তখন বোঝা যায় নি। এছাড়া, আমাদের তৈরি এই দানব মানবসমাজের কী কাজে লাগবে তা অল্প হলেও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।"

"যদি তা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায় তো," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "নিয়ন্ত্রন যেন থাকে সেজন্য আপনাকে নেয়া হয়েছে।"

"নিয়ন্ত্রনের চেয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত মানবসমাজে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে।"

"আমরা বিজ্ঞানী। অ্যাটম বোমা, পরমানু বোমা থেকে শুরু করে অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়েছে, আমরা বিজ্ঞানীরাই সেগুলো বানিয়েছি। এগুলো হয়তো পরে নেতিবাচক আবিষ্কার হিসেবে কাজ করেছে, তারপরও বিজ্ঞান থেমে নেই, সে তার স্বাভাবিক পথে এগুবেই। তাদের তৈরি করা জিনিসের ব্যবহার কেমন হবে সেটা বিজ্ঞানীদের হাতে নেই।"

"তাই বলে জেনেশুনে আমরা আগুনে ঝাঁপ দেবো?"

হাসলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "আমরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দিয়েছি, ডঃ লুতফর। পেছানোর উপায় নেই। আপনি কাজে লেগে যান, দেরি করে লাভ নেই। আর একটা কথা বলতে চাইছিলাম।"

"বলুন।"

BanglaBook.org

"আমি খুব সহজ সরল কিছু নামকরন করেছি," কিছুটা নরম সুরে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, তাকে বেশ লাজুক লাগছিল হঠাৎ করেই।

"নামকরন? কিসের?" বেশ অবাক হলেন ডঃ লুতফর।

"ওদের," খাঁচাগুলো দেখিয়ে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "রুদ্র, অগ্নি আর তৃতীয় জনের নাম এখনো ঠিক করতে পারি নি।"

বয়স্ক একজন মানুষের ছেলেমানুষীতে হাসবেন কি না বুঝতে পারছেন না ডঃ লুতফর।

"তৃতীয় জনের নাম দিন 'সূর্য্য'," ড লুতফর বললেন।

"হুমম, নামটা খারাপ হবে না," হেসে উত্তর দিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, আরো কিছু কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন ডঃ লুতফর। দানব তৈরি হয়ে গেছে, একে নিয়ন্ত্রন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। কাজে হাত দিতে হবে এক্ষুনি।

ল্যাবের একপাশে ইনভেনটরি রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন ডঃ লুতফর। ডিভাইসগুলো নতুন করে তৈরি করতে যাওয়ার ঝামেলায় যেতে চাচ্ছিলেন না, অন্তত মাসখানেক সময় লাগবেই। সাইদ পারভেজ ততোদিন পর্যন্ত সময় দিতে চাইবে কি না সেটাই চিন্তার বিষয়। এছাড়া এই দীর্ঘ সময় নিয়ন্ত্রনবিহীন অবস্থায় দানবগুলো খাঁচার ভেতর কী অঘটন ঘটায় কে জানে। অন্তত আজ যে হিংস্র রুপ দেখেছেন তাতে ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

ইনভেনটরি রুমে নিজের জন্য আলাদা লকার তৈরি করিয়েছিলেন ডঃ লুতফর, বিশেষ নিরাপত্তা হিসেবে রেটিনা স্ক্যান বসিয়েছেন। ছোট গোলাকার একটা বৃত্তের উপর ডান চোখ রাখলেন তিনি, স্ক্যান হয়ে গেল মুহূর্তেই, লকারের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ডিভাইস তৈরির সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে রাখা। একপাশে চমৎকার একটি আয়না বসানো, নিজেকে দেখে নিলেন এক ঝলক। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে, চামড়া ঝুলে পড়েছে, মাথার চুলও ঝরে গেছে অনেক। আবিষ্কারের নেশায় নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেয়ার কথা মাথায় আসে নি। এই অবস্থা আর কিছুদিন চললে চলা-ফেরা করার শক্তিও হয়তো অবশিষ্ট থাকবে না। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে, শরীর ঠিক না থাকলে গবেষনা কাজেও উন্নতি আসবে না, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। বিশেষ কিছু ভিটামিন আর ফুড সাপ্লিমেন্ট রাখা আছে ল্যাবের লকারে, যদিও সেগুলো তৈরি করা হয়েছে গবেষনার কাজে, ডঃ রামকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে। ভদ্রলোকের কাছে চাওয়া যায় সেই লকারের চাবি, তবে দেবে কি না নিশ্চিত নন ডঃ লুতফর।

BanglaBook.org

এবার আয়নার সামনে এসে দাড়ালেন তিনি। খুটে খুটে দেখলেন নিজেকে, ঢাকায় ফিরলে কেউ তাকে সহজে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। ডঃ রামকৃষ্ণের কাছে লকারের চাবি চেয়ে লাভ হবে না। চাবিটা সরাতে হবে। বুড়ো অনেক সাবধানী আর হিসেবী, ওঁর কাছ থেকে চাবি বের করে আনা সহজ হবে না।

আয়নার সামনে থেকে সরে গিয়ে এবার কাজে মন দিলেন ডঃ লুতফর। চাবি চুরি করলেও কাজ হবে না, কারন ঠিক এই লকারের মতো ডঃ রামকৃষ্ণের লকারেও সম্ভবত রেটিনা স্ক্যান লাগানো। সেক্ষেত্রে ডঃ রামকৃষ্ণের সহায়তা ছাড়া লকার খোলা সম্ভব না। আপাতত চিন্তাগুলো মাথা থেকে দূর করে কাজে মন দিতে চাইলেন ডঃ লুতফর, কাজ হলো না। তার মাথায় কেবল একটি জিনিসই ঘুরছে। ডঃ রামকৃষ্ণের লকার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৬

পন্ডিত চানক্যের মৃত্যুতে আহাজারি করার মতো কেউ ছিল না। সম্রাট বিন্দুসার একটু হতাশ হলেন, কারন পন্ডিতের মৃত্যুর পর তিনি জানতে পেরেছেন, তার মায়ের মৃত্যুর জন্য চানক্য দায়ী নন। এছাড়া তার হতাশার আরো একটা কারন ছিল, মহামতি চানক্য অনেক কিছু লিখে গেলেও একটা ব্যাপার সবার কাছে গোপন রেখেছেন। বৃদ্ধের পেছনে লোক লাগিয়েও কাজ হয় নি, বরঞ্চ সেই লোকটাকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। পন্ডিত চানক্যের মৃত্যুর জন্য তার প্রধান উপদেষ্টা সবন্ধু দায়ী, কিন্তু যে যাওয়ার সে চলে গেছে। এখন আর কাউকে প্রানদন্ড দেয়ার ইচ্ছে নেই তার।

রাজ দরবারের কাজ শেষ করে নিজের প্রাসাদে এসে দিবানিদ্রার পর বিকেলে একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন বিন্দুসার। পেছনে তার দেহরক্ষী আর মন্ত্রীপরিষদের কয়েকজন। একটু দূরে মাঠে রাজকুমাররা নানা রকম কসরত করছে। রাজকুমারদের মধ্যে সবার বড় সুসীম, ছেলেটা লিকলিকে, গলার স্বরও কেমন মেয়েলী, এই ছেলে মৌর্য্য সম্রাজ্যের উত্তরাধিকার, যদি না অন্য কেউ সেই উত্তরাধিকার ছিনিয়ে নেয়। রাজকুমারদের মধ্যে অনেকেই এই সিংহাসন নিয়ে কামড়াকামড়ি করবে, তিনি জানেন, কিন্তু কিছু করার নেই। সময়ই বলে দেব ভবিষ্যত ভারতবর্ষের কর্নধার হবে কে।

তলোয়ার হাতে মাঠের ঠিক মাঝখানে রাজকুমারদের একজনের কসরত দেখতে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিন্দুসার। নিজের ঔরসজাত সন্তানদের নাম মনে রাখা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে যায় তার জন্য। বিশেষ করে এই ছেলেটার মা'কে রানী হিসেবে খুব বেশি প্রাধান্য দেন নি কোনদিন, তাই ছেলেটাকেও কোনদিন খেয়াল করে দেখেন নি। আরো একটু গভীর মনোযোগে ছেলেটার তলোয়ার নিয়ে খেলা দেখলেন, নামটা মনে পড়ে গেল, এর নাম অশোক। হাঁটতে হাঁটতে একসময় রাজপ্রাসাদ পার হয়ে অনেক দূর চলে গেলেন তিনি। মৌর্য্য সাম্রাজ্যকে আরো বাড়াতে হবে, রাজকুমাররা সবাই রাজধানী পাটলিপুত্রের সিংহাসন নিয়ে মারামারি করবে সেটা পিতা হিসেবে কল্পনা করতেও তার খারাপ লাগছে। সেনাপতিকে তলব করলেন তখনই। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। অনেকদিন বেশ শান্তিতে কাটিয়েছেন, সেনাবাহিনীকে এতো বেশি বিশ্রাম দিতে নেই, তাহলে তারা ঝিমিয়ে পড়বে, সেই সুযোগে শত্রপক্ষ হয়তো বড় কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

পরের দিন সকালেই যুদ্ধ যাত্রায় নেমে পড়লেন সম্রাট বিন্দুসার।

অশোক সাধারন কিছু নীতি নিয়ে বড় হচ্ছিল। তার নীতিগুলো ছিল খুব সাধারন

BanglaBook.org

এবং এগুলো কারো সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করতো না সে। পন্ডিত চানক্যকে দেখেছে দু'একবার, কথাবলার মতো সুযোগ হয় নি। বৃদ্ধের মৃত্যু সংবাদে খুব বেশি বিচলিত বোধ করে নি অশোক। মানুষ বৃদ্ধ হলে মারা যাবে, এটাই নিয়ম। তবে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর প্রাপ্য সম্মান আর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন চানক্য, এই ব্যাপারটাই পীড়া দেয় কিশোর অশোককে।

সন্ধ্যার পরপর নিজের শোবার রুমে চুপচাপ বসে আছে অশোক। দরজার সামনে এ সময় কেউ একজন এসে দাঁড়াল, পর্দায় মানুষটার ছায়া দেখা যাচ্ছে, যখন তখন তাঁর ঘরে ঢুকতে পারে না কেউ, অনুমতি নেই। রাতে খাবারের সময় হলে খাবার চলে আসে, একমাত্র সে সময় গৃহভৃত্য তাঁর ঘরে ঢোকার অনুমতি পায়।

"দরজায় কে?"

সবসময় তৈরি থাকে অশোক, এমনিতে তাঁর ঘরের দরজার সামনে একজন প্রহরীর সবসময় থাকার কথা থাকলেও কিছুদিন আগে সেই প্রহরীকে নিজেই সরিয়ে দিয়েছে সে। এরকম পাহারায় থাকলে শত্রু চেনা যাবে না আর নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা ভালোই জানা আছে তাঁর।

কোমরে গোঁজা ছোট ছুরিটা হাতে চলে এসেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু তা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না, দুই হাত জোর করে দরজার সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে খুব ভালো করে চেনে অশোক। ছুরিটা আবার খোপে ঢুকিয়ে রাখল সে।

"আপনি? এই সময়?"

লোকটা বয়স্ক, রাজপ্রাসাদের অতি পুরানো কর্মচারী। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমল থেকে আছে।

"মাননীয় রাজকুমার, আপনার কাছে বিশেষ একটা বার্তা দেয়ার আছে," বেশ বিনয়ের সাথে কথাগুলো বলল লোকটা।

"বার্তা! কিসের বার্তা?" অবাক হলো অশোক, এই বৃদ্ধ কী বার্তা নিয়ে এসেছে! কে বার্তা দিয়েছে?

চারপাশে তাকাল লোকটা, যেন দেখে নিতে চাচ্ছে কেউ আছে কি না আশপাশে, তাতে যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করল অশোক, এটা তাঁর ব্যক্তিগত কামরা, এখানে আর কারো থাকার সম্ভাবনা নেই।

"বার্তাটা খুবই গোপন। আপনি অনুমতি দিলে আপনার কানে কানে বলতে চাই," বেশ ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বলল বৃদ্ধ।

বেশ কৌতুহল হচ্ছে অশোকের, এই বৃদ্ধ কী এমন কথা জানে যা তাঁর কানে কানে বলতে হবে। রাজপ্রাসাদের ইট-পাথরেরও কান আছে, সে রকম গোপন কিছু হলে সাবধানী হওয়াই ভালো। অন্যদিকে, বৃদ্ধের অন্য কোন মতলব আছে কি না সেটাও দেখতে হবে। সন্ধ্যার পর একটু শীত নামলেও, বৃদ্ধের পরনে রাজপ্রাসাদের কর্মীদের সাধারন পোশাক, এই পোশাকের আড়ালে কোন ধরনের অস্ত্র রাখা সম্ভব

BanglaBook.org

না। ছুরির খোপের উপর হাত রেখে ইশারায় বৃদ্ধকে কাছে ডাকল অশোক।

"যা বলার পরিষ্কার করে বলবেন এবং সংক্ষেপে," অশোক বলল।

বৃদ্ধ এগিয়ে এলো তাঁর দিকে, কানে কানে বলল কথাগুলো। বেশ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল অশোক, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝিতে অবস্থান করছে সে। তবে যে সূত্র থেকে কথাগুলো এসেছে তা অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই।

"অনেক ধন্যবাদ," অশোক বলল।

তাঁর হাতে ছুরিটা চলে এসেছে, বৃদ্ধের বুক বরাবর বসিয়ে দিল সে। আচমকা এই আক্রমন আশা করে নি বৃদ্ধ, হয়তো আশা করেছিল কিছু বখশিশ পাবে। বখশিসের বদলে বুকের কাছটা তাজা রক্তে ভেসে যেতে দেখল বৃদ্ধ, এতোটাই বিস্মিত হয়েছে যে কিছু বলতে গিয়েও গলা থেকে কোন শব্দ বের হলো না। অল্পসময়ের মধ্যে নিথর দেহটা পড়ে রইল মেঝের উপর।

মৃত্যু যন্ত্রনাকাতর মানুষের অভিব্যক্তি জীবনে অনেক দেখেছে অশোক, এই অল্প বয়সেই বেশ কয়েকটা যুদ্ধে বাবার সেনাবাহিনীর সঙ্গী ছিল সে, নিজে যুদ্ধ না করলেও যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁর ভালো অভিজ্ঞতা আছে। মানুষ মরবেই, তা নিয়ে মন খারাপ করা চলবে না। এই দূর্বলতা থাকলে একজন শক্তিশালী শাসক হওয়া যাবে না।

এই বৃদ্ধকে বিনাকারনে খুন করেও অনুতপ্ত নয় সে। লোকটা এসেছিল সাহায্য করতে, যুগান্তকারী কিছু কথা বলে গেছে তাঁর কানে কানে, তবে এই কথাগুলোর নিরাপত্তার জন্যই মরতে হলো মানুষটাকে। এই তথ্যগুলো এখন আর কেউ জানবে না, একমাত্র সে ছাড়া।

পুরো মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, নিজের কামরা থেকে বের হয়ে উচ্চস্বরে প্রহরীকে ডাকল অশোক। সবাই আসলে কী বলবে তা ঠিক করে নিলো মনে মনে। রাজকুমার অশোক তাঁর নিজের প্রান বাঁচাতে খুন করেছে এই বৃদ্ধকে, কথাগুলো খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, তাঁর মুখের উপর প্রশ্ন করার সাহস পাবে না কেউ। ক্ষমতায় থাকার এই একটা সুবিধা, কেউ প্রশ্ন করার সাহস পায় না। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার খুব ইচ্ছে অশোকের। সেটা যে কোন উপায়েই হোক তা কেন। কানে কানে বলা কথাগুলো তাঁর কানে বাজছে এখনো। আগামীকাল ভোরে বেরিয়ে পড়তে হবে। রাজকুমাররা যখন তখন শিকারে বেরুতেই পারে। সেসব শিকার হয় সাধারনত বিশাল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে, তবে এই শিকারে সে একাই বের হবে, কাউকে সঙ্গে নেয়া যাবে না।

BanglaBook.org

অনেক ভোরে ঘুম ভেঙেছে অয়নের, গত কয়েকদিনের মধ্যে গতকাল রাতেই একটু শান্তিমতো ঘুমিয়েছে। এক ঘুমে রাত কাবার। ভোরে উঠে আরো অবাক হয়েছে,

তার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে সাকিব, তাবুঁ থেকে বেরিয়ে ওকে শাহরিয়ার সুলতানের সাথে বসে চা খেতে দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল সে ক্ষনিকের জন্য। পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষকে অনেক বদলে দেয়, তার জলজ্যান্ত উদাহরন সাকিব। ঘুম থেকে সময়মতো উঠতে না পারায় স্কুল-কলেজে কতো ক্লাস যে ফাঁকি দিয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। শাহরিয়ার সুলতানের কোন একটা কৌতুকে হাসছে সাকিব, গত কয়েকদিনে এই দৃশ্যটাই সবচেয়ে ভালো লাগল অয়নের কাছে।

একপাশে বড় একটা বালতি রাখা, সেখানে পরিষ্কার পানিতে মুখ ধুয়ে নিয়ে সাকিবের পাশে বসল অয়ন। এক কাপ ধোঁয়া উঠা চা বাড়িয়ে দিল শাহরিয়ার সুলতান। লোকটাকে বেশ সহজ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সাকিবের সাথে হেসে হেসে কী একটা গল্প বলছে। কথাগুলো কানে যাচ্ছে না অয়নের, সে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। গতকাল শাহরিয়ার সুলতান বলেছিল, জায়গাটা প্রায় চারপাশ দিয়ে ঘেরা, তখন ঠিক বুঝতে পারে নি। এখন সকালের পরিষ্কার আলোয়, চারপাশ দেখে বুঝতে পারছে এখানে তাদের খুঁজে পাওয়া যে কারো জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে, যদি এখানে আগে না বেড়াতে আসে। তার ট্রাভেল ক্লাবের পরবর্তী গন্তব্যস্থান হবে এই জায়গাটা, এখনই মনে মনে স্থির করে নিলো অয়ন, যদি প্রান নিয়ে ফিরে যেতে পারে তো।

"এই জায়গাটার নাম কী বলতে পারেন?" শাহরিয়ার সুলতানকে জিজ্ঞেস করল অয়ন।

কথার মাঝখানে বাঁধা পড়লেও বিরক্তি দেখা গেল না লোকটার চেহারায়।

"কোন নাম নেই। অন্তত আমি জানি না।"

"নাম তো অবশ্যই আছে। খোঁজ নিতে হবে," অয়ন বলল। "আপনার কাছে ম্যাপ আছে?"

"ম্যাপে দেখেছি আমি, এই জায়গাটার কোন নাম দেয়া নেই," নীরস কণ্ঠে বলল শাহরিয়ার সুলতান।

"ও," বলে চায়ে চুমুক দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অয়ন।

শাহরিয়ার সুলতান উঠে দাঁড়াল, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, কয়েক মাস সেভ না করার মুখভর্তি গোঁফদাড়িতেও লোকটাকে খারাপ দেখাচ্ছে না, ভাবল অয়ন।

"আমরা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা দেবো। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।"

"কোথায় যাবো আমরা?"

"সেটা গেলেই দেখতে পাবে," বলে হাঁটতে হাঁটতে অন্যদিকে চলে গেল শাহরিয়ার সুলতান।

সাকিবের দিকে তাকাল অয়ন।

"কী নিয়ে এতো হাসাহাসি করছিলি?" জিজ্ঞেস করল অয়ন।

"উনি গল্প করছিলেন, চীনে একবার..." সাকিব উৎসাহ নিয়ে গল্প শুরু করতে

BanglaBook.org

যাচ্ছে দেখে হাত ইশারায় ওকে থামাল অয়ন।

"লোকটাকে কেমন মনে হচ্ছে সেটা বল। আমি কিন্তু কনফিউজড।"

"আমার কিন্তু বেশ ভালোই মনে হচ্ছে, হাসির গল্প ভালোই বলতে পারেন," সাকিব বলল।

"এই লোকটাই কিন্তু গতকাল আমাদের খুন করতে চেয়েছিল, ভুলে যাস নি তো?"

"না। তবে এখন মনে হচ্ছে, উনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলেন।"

"ভয় দেখিয়ে উনার লাভ?" উত্তর একটা মনে মনে তৈরি করে রেখেছে অয়ন, সেটা সাকিবের সাথে মিলিয়ে দেখতে চাচ্ছে।

"উনি যে কাজে এসেছেন, সেটা একা একা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে উনার জন্য, ভালো করে বললে আমরা সাহায্য করতে রাজি হতাম না। তাই একটু কৌশল করেছেন আর কী।"

সাকিবের চায়ের কাপের সাথে নিজের চায়ের কাপ দিয়ে টোকা দিল অয়ন।

"ঠিক। তবে তারপরও, আমাদের সাবধান থাকতে হবে," অয়ন বলল, "আমরা নিশ্চয়ই এখানে মাস ছয়েক কাটাতে পারবো না।"

"কাজটা শেষ হতে এতো সময় লাগবে না," রহস্যময় হাসি হেসে বলল সাকিব।

"তার মানে কাজটা কী জানিস তুই?" নিজের বিস্মিতভাব আড়াল করতে পারলো না অয়ন।

"তা জানি না, তবে উনি বললেন, কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছেন। অল্পের জন্য আটকে আছেন।"

"ভালো। নে, চা শেষ কর। উনার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবো, আর কোনদিন পাহাড়ের পথ মাড়াবো না, কানে ধরলাম," অয়ন বলল।

"ন্যাড়া বেলতলায় বারবার যায়, তুইও যাবি," হেসে বলল সাকিব। "উনার কাজটা শেষ হলে এখানে আমরা ছোটখাট একটা রিসোর্ট বানাবো। কী বলিস?"

অয়ন উত্তর দেয়ার আগে শাহরিয়ার সুলতানের ডাক এসে গেল। লোকটা তৈরি, কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, সেখানে একটা বন্দুকের নল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এক হাতে একটা শাবল, অন্যহাতে একটা বেলচা। সাকিব আর অয়নের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পরস্পরের দিকে তাকাল সাকির আর অয়ন। মাটি খুঁড়তে হবে নাকি? গুপ্তধনের খোঁজ করছে না কি লোকটা? প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে চায়ের কাপ ছেড়ে উঠতে হবে।

দুই বন্ধু বেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল। কায়িক শ্রমের কাজ বরাবরই এড়িয়ে যায় সাকিব, এখানে এড়ানোর কোন পথ নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

চাট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে নেমে সোজা হোটেলে চলে এসেছে লোকটা। আজকের মধ্যেই কাজটা শেষ করে আবার ঢাকায় ফিরতে হবে। এয়ারপোর্টে ঝামেলার জন্য কোন কিছু নিয়ে আসে নি সাথে। আগেই জানানো ছিল, ছোট বিল্লা একটু পর চলে আসবে, কাজ করার জন্য জিনিস হাতে হাতে দিয়ে যাবে। এখন শুধু টার্গেটের ঠিকানাটা পেলেই হয়।

রিসেপশনে দাঁড়িয়ে সাইদ পারভেজের রুমে যোগাযোগ করল। মোবাইল ফোন ধরছে না। সকাল ন'টা বাজে, এখনো হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। রিসেপশনের ছেলেটাকে বলল রুমের ফোনে ডায়াল করতে, কিছুক্ষনের মধ্যে সাইদ পারভেজের ঘুম জড়িত কণ্ঠ শুনতে পেল সে। তাকে রুমে যেতে বলল। রুমনাম্বারটা জেনে নিয়ে লিফটের দিকে এগুল সে।

এই মুহূর্তে তাকে দেখলে কেউ সহজে চিনতে পারবে না। ক্লিন সেভড, এক ব্রাশ করা চুল, হাতে ছোট একটা ব্রিফকেস আর সুট-টাইয়ে তাকে আপাদমস্তক একজন ব্যবসায়ী বলে ধরে নেবে যে কেউ।

রুমের দরজায় টোকা দিতেই খুলে দিল সাইদ পারভেজ। বোঝাই যাচ্ছে, এইমাত্র ঘুম ঘুমাচ্ছিল।

এখনো ঢুলছে কিছুটা।

"কি মিয়া, এতো ঘুমাইলে চলে নাকি?" একপাশে দাঁড়িয়ে বলল লোকটা। ব্রিফকেসটা রাখল রুমের মাঝখানের টেবিলের উপর।

"সারারাত জার্নি করেছি তো," ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল সাইদ পারভেজ। "তা করেছো?"

"কফি অর্ডার দেন," সোফায় আয়েশ করে বলল লোকটা। "ব্ল্যাক কফি।"

ফোনে দু'কাপ কফির অর্ডার দিল সাইদ পারভেজ। সামনে সোফায় বসা লোকটার দিকে তাকাল, এর সাথে অনেক আগে দেখা হয়েছে, তবে সম্পূর্ন ভিন্ন বেশ আর পরিস্থিতিতে। চেহারা কিংবা বেশভুষায় অনেক পরিবর্তন দেখা গেলেও কণ্ঠস্বর আগের মতোই আছে। লোকটার নাম এখন মনে নেই, তবে মোবাইলে ঢাকা কিলার নামে সেভ করা।

কফি আসতে আসতে বাথরুমে ঢুকে চোখ-মুখ ধুয়ে নিল সাইদ পারভেজ। কাজের উদ্দেশ্যে বেরুতে হবে খুব শিগগিরি। ঢাকা কিলার তার কাজ শেষ করতে পারবে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রতিপক্ষকে হাল্কা করে দেখার সুযোগ নেই।

BanglaBook.org

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুমে ঢুকতেই চমকে উঠল সাইদ পারভেজ। লোকটা কফি খাচ্ছে, ডান হাতে চকচকে একটা ধারাল ছুরি দেখা যাচ্ছে। ছুরিটা নিয়ে খেলছে লোকটা। হোটেলের মেটাল ডিটেক্টর ফাঁকি দিয়ে এই ছুরি কিভাবে নিয়ে এলো? তাকে খুন করবে নাকি? নিজের অবস্থাটা যাচাই করে নিলো সে মুহূর্তেই। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে এখন একটা কাজই করা যেতে পারে, বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়া, তবে সেটা কোন সমাধান না, বাথরুমের দরজা ভেঙে ফেলা খুব কঠিন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আরো কিছু চিন্তা করার আগেই লোকটার কথায় সংবিত ফিরল সাইদ পারভেজের।

"ডরান ক্যান? এই জিনিস সাথে রাখি, খুব কাজে লাগে, আগে এইটা ব্যবহার করি, যদি সমস্যা হয় তাইলে মেশিন," ছুরিটা দেখিয়ে বলল লোকটা, "আপনে আমার মক্কেল। বসেন, কাজের কথা সারি।"

হাসছে লোকটা, তার চেহারায় ভয়ের ছাপ সহজেই ধরতে পেরেছে। কফির কাপ হাতে নিয়ে বিছানায় বসল সাইদ পারভেজ। কফি কখন দিয়ে গেল টের পায় নি, বাথরুমে খুব বেশিক্ষন ছিল না।

টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা চিরকুট আর একটা কলম বাড়িয়ে দিল লোকটা।

"এইখানে নাম ঠিকানা লেইখ্যা দেন।"

"কিছু মনে করো না, তোমার নাম আমি ভুলে গেছি," সাইদ পারভেজ বলল, চিরকুট আর কলম হাতে নিতে নিতে।

"ভুলে যখন গেছেন মনে করার দরকার কী?" বলল লোকটা, "আর নামে কি আসে যায়, কাজেই পরিচয়," বলে নিজের রসিকতায় হাসল।

বেশ চমৎকার কফি, পুরো শরীরে তাজা একটা ভাব চলে এলো মুহূর্তেই। নাম-ঠিকানা লিখে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে, বালিশের নীচে মোবাইল ফোন ছিল, স্ক্রীনে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে, মোবাইল ফোনটা লোকটার হাতে দিল।

"প্রিন্ট করা ছবি নেই, এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে," সাইদ পারভেজ বলল।

ছবিটা একমুহূর্ত দেখেই ফেরত দিল লোকটা, "একবার দেখছি, তাই যথেষ্ট।"

কফি শেষ হয়ে গেছে, কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল লোকটা। "এবার অ্যাডভান্সটা জমা দেন।"

"ব্যাংক খোলা মাত্রই তোমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে," সাইদ পারভেজ বলল।

"হুম, অ্যাডভান্স ছাড়া আমি কাজে হাত দেই না," লোকটা বলল, "আমি আশপাশে আছি, টাকা জমা হলে কল দিয়েন, তারপর কাজে হাত দিমু।"

"তুমি কী আমাকে অবিশ্বাস করছো?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে নেমে সোজা হোটেলে চলে এসেছে লোকটা। আজকের মধ্যেই কাজটা শেষ করে আবার ঢাকায় ফিরতে হবে। এয়ারপোর্টে ঝামেলার জন্য কোন কিছু নিয়ে আসে নি সাথে। আগেই জানানো ছিল, ছোট বিল্লা একটু পর চলে আসবে, কাজ করার জন্য জিনিস হাতে হাতে দিয়ে যাবে। এখন শুধু টার্গেটের ঠিকানাটা পেলেই হয়।

রিসেপশনে দাঁড়িয়ে সাইদ পারভেজের রুমে যোগাযোগ করল। মোবাইল ফোন ধরছে না। সকাল ন'টা বাজে, এখনো হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। রিসেপশনের ছেলেটাকে বলল রুমের ফোনে ডায়াল করতে, কিছুক্ষনের মধ্যে সাইদ পারভেজের ঘুম জড়িত কণ্ঠ শুনতে পেল সে। তাকে রুমে যেতে বলল। রুমনাম্বারটা জেনে নিয়ে লিফটের দিকে এগুল সে।

এই মুহূর্তে তাকে দেখলে কেউ সহজে চিনতে পারবে না। ক্লিন সেভড, ব্যাকব্রাশ করা চুল, হাতে ছোট একটা ব্রিফকেস আর সুট-টাইয়ে তাকে আপাদমস্তক একজন ব্যবসায়ী বলে ধরে নেবে যে কেউ।

রুমের দরজায় টোকা দিতেই খুলে দিল সাইদ পারভেজ। বোঝাই যাচ্ছে, আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছিল।

এখনো ঢুলছে কিছুটা।

"কি মিয়া, এতো ঘুমাইলে চলে নাকি?" একপাশে দাঁড়িয়ে বলল লোকটা। ব্রিফকেসটা রাখল রুমের মাঝখানের টেবিলের উপর।

"সারারাত জার্নি করেছি তো," ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল সাইদ পারভেজ। "নাস্তা করেছো?"

"কফি অর্ডার দেন," সোফায় আয়েশ করে বলল লোকটা, "ব্ল্যাক কফি।"

ফোনে দু'কাপ কফির অর্ডার দিল সাইদ পারভেজ। সামনে সোফায় বসা লোকটার দিকে তাকাল, এর সাথে অনেক আগে দেখা হয়েছে, তবে সম্পূর্ন ভিন্ন পরিবেশ আর পরিস্থিতিতে। চেহারা কিংবা বেশভুষায় অনেক পরিবর্তন দেখা গেলেও কথাবার্তা আগের মতোই আছে। লোকটার নাম এখন মনে নেই, তবে মোবাইলে ঢাকা কিলার নামে সেভ করা।

কফি আসতে আসতে বাথরুমে ঢুকে চোখ-মুখ ধুয়ে নিল সাইদ পারভেজ। ল্যাবের উদ্দেশ্যে বেরুতে হবে খুব শিগগিরি। ঢাকা কিলার তার কাজ শেষ করতে পারবে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রতিপক্ষকে হাল্কা করে দেখার সুযোগ নেই।

BanglaBook.org

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুমে ঢুকতেই চমকে উঠল সাইদ পারভেজ। লোকটা কফি খাচ্ছে, ডান হাতে চকচকে একটা ধারাল ছুরি দেখা যাচ্ছে। ছুরিটা নিয়ে খেলছে লোকটা। হোটেলের মেটাল ডিটেক্টর ফাঁকি দিয়ে এই ছুরি কিভাবে নিয়ে এলো? তাকে খুন করবে নাকি? নিজের অবস্থাটা যাচাই করে নিলো সে মুহূর্তেই। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে এখন একটা কাজই করা যেতে পারে, বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়া, তবে সেটা কোন সমাধান না, বাথরুমের দরজা ভেঙে ফেলা খুব কঠিন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আরো কিছু চিন্তা করার আগেই লোকটার কথায় সংবিত ফিরল সাইদ পারভেজের।

"ডরান ক্যান? এই জিনিস সাথে রাখি, খুব কাজে লাগে, আগে এইটা ব্যবহার করি, যদি সমস্যা হয় তাইলে মেশিন," ছুরিটা দেখিয়ে বলল লোকটা, "আপনে আমার মক্কেল। বসেন, কাজের কথা সারি।"

হাসছে লোকটা, তার চেহারায় ভয়ের ছাপ সহজেই ধরতে পেরেছে। কফির কাপ হাতে নিয়ে বিছানায় বসল সাইদ পারভেজ। কফি কখন দিয়ে গেল টের পায় নি, বাথরুমে খুব বেশিক্ষন ছিল না।

টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা চিরকুট আর একটা কলম বাড়িয়ে দিল লোকটা।

"এইখানে নাম ঠিকানা লেইখ্যা দেন।"

"কিছু মনে করো না, তোমার নাম আমি ভুলে গেছি," সাইদ পারভেজ বলল, চিরকুট আর কলম হাতে নিতে নিতে।

"ভুলে যখন গেছেন মনে করার দরকার কী?" বলল লোকটা, "আর নামে কি আসে যায়, কাজেই পরিচয়," বলে নিজের রসিকতায় হাসল।

বেশ চমৎকার কফি, পুরো শরীরে তাজা একটা ভাব চলে এলো মুহূর্তেই। নাম-ঠিকানা লিখে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে, বালিশের নীচে মোবাইল ফোন ছিল, স্ক্রীনে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে, মোবাইল ফোনটা লোকটার হাতে দিল।

"প্রিন্ট করা ছবি নেই, এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে," সাইদ পারভেজ বলল।

ছবিটা একমুহূর্ত দেখেই ফেরত দিল লোকটা, "একবার দেখছি, তাই যথেষ্ট।"

কফি শেষ হয়ে গেছে, কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল লোকটা। "এবার অ্যাডভান্সটা জমা দেন।"

"ব্যাংক খোলা মাত্রই তোমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে," সাইদ পারভেজ বলল।

"হুম, অ্যাডভান্স ছাড়া আমি কাজে হাত দেই না," লোকটা বলল, "আমি আশপাশে আছি, টাকা জমা হলে কল দিয়েন, তারপর কাজে হাত দিমু।"

"তুমি কী আমাকে অবিশ্বাস করছো?"

BanglaBook.org

"ভাই, হাসাইলেন," বলল লোকটা, "আমার ডাইন হাত আমার বাম হাতরে বিশ্বাস করে না, আর আপনে তো হইলেন পরদেশী।"

"ঠিক আছে, জমা হওয়ার পরই আমি কল দিচ্ছি," সাইদ পারভেজ বলল, লোকটা পেশাদার, টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে কোন ঝুঁকি নেবে না, খুবই স্বাভাবিক। "তবে কাজটা আজই শেষ হওয়া চাই।"

"আমি আসি," বলে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, চকচকে ধারাল ছুরিটা এরমধ্যে ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে ফেলেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ভেতরে গোপন কোন চেম্বার আছে, সেখানে থাকলে হয়তো মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না।

লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর বিছানায় গড়াল কিছুক্ষন সাইদ পারভেজ। ল্যাপটপ খুলে বসা দরকার, আজ ঠিক এগারোটায় একটা মিটিং আছে। এগারোটা বাজতে চলল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেবিলের উপর ল্যাপটপ খুলে বসল, নিজেকে যতোটা সম্ভব ফিটফাট করে নিল।

রুমের ওয়াই-ফাই কানেকশন ব্যবহার করে সহজেই নিজেদের সার্ভারে ঢুকে গেল। পাঁচ মিনিট দেরি হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত। আজকে যার সাথে মিটিং হবে তার চেহারা কখনো দেখে নি সে, মুখোশ পড়ে থাকে লোকটা সবসময়, যান্ত্রিক সুরে কথা বলে। তবে লোকটা গ্রুপের খুব গুরুত্বপূর্ন পদে আছে, সম্ভবত প্রথম যে পাঁচজন গ্রুপটা তৈরি করেছিল এই লোকটা তাদের অন্যতম। স্থান পরিবর্তনেও লোকটা পারদর্শী, আজ প্যারিসে তো কাল সাংহাইয়ে, দুদিন পর লগইন করবে বুয়েনস আয়ার্স থেকে। আজকের লোকেশন দেখে চোখ প্রায় কপালে উঠার অবস্থা সাইদ পারভেজের। লোকশন দেখাচ্ছে ঢাকা!

বিস্মিতভাবটা বেশিক্ষন স্থায়ী হলো না, মনিটরে লোকটা চলে এসেছে, "তুমি সময় নষ্ট করছো, পারভেজ।"

"আমি আসলে কাজের মধ্যেই আছি। পেছনে একটা ঝামেলা লেগেছে সেটা ছোটাতে হচ্ছে।"

"ঝামেলা তো থাকবেই, কিন্তু তোমাকে ঠিক করতে হবে কোন কাজটা আগে করা দরকার।"

তর্ক করতে ইচ্ছে হলেও নিজেকে কোনমতে দমন করল সাইদ পারভেজ, "জ্বি, ঠিক বলেছেন।"

"যে কোন প্রয়োজনে আমাকে জানাবে, বুঝতেই পারছো, আমি খুব কাছাকাছি আছি।"

"জ্বি, জানাব।"

"এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকা ভালো কথা নয়," যান্ত্রিক স্বরটায় বিরক্তি প্রকাশ পেল, "তুমি কাল সকাল দশটায় আমাকে রিপোর্ট করবে। গুড লাক।"

BanglaBook.org

মনিটর থেকে চলে গেল মুখোশধারী লোকটা। আগামীকাল সকাল দশটার আগে কী কী করতে হবে মনে মনে প্ল্যান করে নিলো সাইদ পারভেজ। ল্যাবের উদ্দেশ্য রওনা দিতে হবে এক্ষুনি, তার আগে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করতে হবে। নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে কোথায়, কতো টাকা দিতে হবে জানিয়ে দিল। জামা-কাপড় পড়ে তৈরি হতে হতে টাকা জমা পড়বে।

স্মিথ এন্ড ওয়েসনটা গাড়িতে রাখা। বাকি যা যা আছে গুছিয়ে নিয়ে হোটেল থেকে চেক আউট হয়ে গেল সাইদ পারভেজ। গন্তব্য পাহাড়ের গহীনে ল্যাব। এরমধ্যে ঢাকা কিলারকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখে কাজে নামতে বলে দিয়েছে। ল্যাবে পৌঁছানোর আগেই কাজটা শেষ হয়ে যাবে আশা করা যায়।

বেশ ফুরফুরে লাগছিল সবকিছু। তবে হঠাৎ করেই মনে হলো তাকে অনুসরন করা হচ্ছে। আশপাশে তাকাল, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। ড্রাইভার হোটেলের সামনেই দাঁড়ানো, গাড়িতে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাইদ পারভেজ। স্থায়ী একটা আতংক সবসময় তাকে তাড়া করে, যে লোকগুলোর হয়ে সে কাজ করছে তাকে সরিয়ে দিতে তাদের একমুহূর্ত লাগবে না। তারা সব কাজ নিখুঁতভাবে করতে চায়। এতোদিন তার কাজে কোনরকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নি কেউ। কিন্তু আজ গ্রুপের শক্তিশালী একজনের ঢাকায় অবস্থান বলে দিচ্ছে তার কাজের উপর তারা আর ভরসা করতে পারছে না। এক্ষেত্রে দুটো অপশন আছে সাইদ পারভেজের সামনে, এক- পালানো। দুই- নিখুঁতভাবে প্রজেক্টটা শেষ করা। পালানো এক নাম্বারে থাকলেও জানে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না সে। এখন দ্বিতীয়টাই জানপ্রান লাগিয়ে করতে হবে।

"জলদি," গম্ভীর গলায় বলল সাইদ পারভেজ, ড্রাইভার জানে কী করতে হবে। ব্যস্ত শহরের মধ্যে তারচেয়েও ব্যস্তভাবে গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স জেনে নিয়ে কাজে নামল একজন, এই ধরনের কাজের জন্য সুট-টাই আদর্শ পোশাক নয়, তার পরনে এখন রঙচটা জিন্স আর টি-শার্ট। সাথে ছোট বিল্লার দিয়ে যাওয়া মেশিন আর ভুয়া নাম্বার প্লেটের মোটরসাইকেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৮

খুব ভোরে সূর্য উঠার আগেই ঘোড়ার পিঠে চেপেছে ছেলেটা, এই সময় রাজপ্রাসাদের কর্মচারীরা ঘুম থেকে উঠে কাজেকর্মে নেমে পড়ে। রাজকুমারদের বেশিরভাগই ঘুমায় বেলা পর্যন্ত, তাদের ডেকে তোলে সাধ্য কার। অশোক এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। ভোরে উঠে স্নান করে নিয়ে ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে বের হয় সে, পুরো রাজপ্রাসাদের চারপাশে ঘুরে চলে আসে, অনেকসময় আবার দূরে দূরে চলে যায়।

রাজকর্মচারী এমনকি তার মা'ও অনেক নিষেধ করেছে। কিন্তু ছোটখাট এসব বিধিনিষেধ মানার ছেলে নয় অশোক। ভোরের আলো তাকে সজীব করে, ভোরের হাওয়া তাকে শক্তিশালী করে, অন্যের কথা সে শুনবে কেন। আর নিজেকে রক্ষা করার জন্য এখন আর দেহরক্ষীর প্রয়োজন অনুভব করে না সে। গত কিছুদিন হলো নতুন একটা লোককে তার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। লোকটা খুব বেশি সময় অশোকের আশপাশে থাকতে পারে না, নিজের চারপাশে রক্ষাকর্তা থাকলে নিজেকে কেমন দূর্বল লাগে অশোকের কাছে।

অন্যান্য দিন প্রাতভ্রমন শেষে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে অশোক, কিন্তু আজকের যাত্রাটা কিছুটা অন্যরকম। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় নির্দিষ্ট একটা জিনিসের খোঁজে যাচ্ছে সে। দেহরক্ষী লোকটা ঢুলতে ঢুলতে আসতে চাইছিল তার পেছন পেছন, বারন করে দিয়েছে অশোক। সঙ্গে ধারাল তরবারি আর দ্রুতগামী ঘোড়া থাকলে তাকে আটকানোর মতো কেউ নেই। এই মূহূর্তে দুটোই আছে তার সাথে।

রাজপ্রাসাদের সদর দরজা পার হয়ে গেল অশোক, পেছন ফিরে একবার তাকাল, কেউ অনুসরন করছে কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য। রাজপ্রাসাদের ভেতর হাজার রাজনীতি চলে, তার ভাইদের কেউ কেউ এরমধ্যে তাকে বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছে। তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলে সিংহাসনের একজন প্রার্থী কমে যায়। যদিও হিসেবে সিংহাসনের প্রার্থী হিসেবে তার নাম অনেক পরে আসে, কিন্তু অশোক জানে, ঠিক কিভাবে সিংহাসনের জন্য নিজের যোগ্যতা প্রমান করতে হয়।

শারীরিকভাবে সে বলশালী, বুদ্ধিতে অন্যান্য রাজকুমারদের চেয়ে অনেকদূর এগিয়ে আছে, সাম্রাজ্য দখল করতে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত ঝরাতেও তার কোন আপত্তি নেই। এখন দরকার শুধু সঠিক পরিকল্পনা, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্থানে তার পিতামহকে সাহায্য করেছিলেন একজন ব্রাহ্মন, কুটবুদ্ধিতে যার সমকক্ষ এখনো কেউ তৈরি হয় নি, অদূর ভবিষ্যতে কেউ হবে বলেও মনে হয় না। তার জন্য সেরকম কেউ নেই, নিজের পরিকল্পনা তাকে একাই করতে হবে।

BanglaBook.org

ভোরের আলো ফুটেছে। বৃদ্ধের বলা শেষ কথাগুলো মনে করে নিলো অশোক। মানুষ মারতে তার ভালো লাগে না, কিন্তু বৃদ্ধ নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। অন্যের ভালো সবসময় করতে হয় না। যে জায়গাটার কথা বলেছে বৃদ্ধ, সে জায়গাটা চেনা নয়, কিন্তু চিনতে সময় লাগবে বলে সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। ঘোড়া চলছে দ্রুতগতিতে, মালিকের অনুভূতি যেন পড়ে ফেলতে পারে অবোলা জানোয়ারটা। ঠিক কোনদিকে যেতে হবে বুঝে যায় পায়ের আলতো চাপেই।

পরনে রাজকুমারদের অভিজাত পোশাক, এই পোশাকে বাইরের মানুষের সামনে পড়া ঠিক হবে না, তাই বড়সড় একটা ঝোপের পাশে ঘোড়া থামাল অশোক, সাথে করে খুব সাধারন কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছে, সেগুলো পড়ে নিয়ে রওনা দিলো আবার। তবে এবার ঘোড়া ছাড়াই, ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলো, প্রাণীটার কানে কানে কিছু কথা বলল, মাথা নাড়াল ঘোড়াটা, যেন মালিকের কথা বুঝতে পেরেছে। চাইলে গাছের সাথে বেধে রাখা যেতো, কিন্তু ঝামেলায় যেতে চাইল না অশোক, এই ঘোড়া কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না, মালিক ছাড়া অন্যকাউকে নিজের পিঠে উঠতে দেবে না কোনমতেই, রাজপ্রাসাদের ফিরে যাওয়ার সময় ঘোড়াটা নিয়ে ফিরবে। এই অঞ্চলটা নীরব, আশপাশে লোকালয় নেই, কাজেই কারো চোখে পড়ল না কিছু।

কাপড়-চোপড় বদলে বেশ অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। এখন কেউ তাকে দেখলে বুঝতে পারবে না এই ছেলেটা রাজপ্রাসাদের কেউ। নিজেকে খুব সাধারন মনে হচ্ছিল। এবার হাঁটতে হবে। পথঘাট চেনা নেই। তবু ধারনার উপর ভর করে হাঁটতে লাগল অশোক। সন্ধ্যার মধ্যে কাজ শেষ করে রাজপ্রাসাদে ফিরতে হবে। নইলে হুলস্থুল বেঁধে যেতে পারে।

ঘুম ভাঙল অর্জুনের, কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে। খুব ভালো ঘুম হচ্ছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙার মানে খুঁজে পাচ্ছে না। কোন শব্দ নেই রুমটায়, সব স্বাভাবিক, শুধু সিলিং ফ্যান ঘোরার শব্দ ছাড়া। কপালে হাত দিয়ে দেখল ঘাম জমে আছে, বাজে কোন স্বপ্ন দেখছিল নিশ্চয়ই, এখন মনে পড়ছে না। একপাশে ছোট টেবিলটার উপর পানির বোতল রাখা আছে, এক ঢোঁক গিলে একটা সিগারেট ধরাল। মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার, কোন একটা জট আছে কোথাও, খালি চোখে ধরা পড়ছে না।

মোবাইল ফোনটা বালিশের নীচে রেখেছিল, হাত দিয়ে দেখল, আছে জিনিসটা। বসের সাথে একটু যোগাযোগ করা দরকার, উনি নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন। মোবাইলটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হলো অর্জুন, স্ক্রীনটা অন্ধকার হয়ে আছে, বারকয়েক পাওয়ার সুইচ চাপল। অন হচ্ছে না। ব্যাগে চার্জার আছে, বিছানা ছেড়ে উঠে মোবাইলটা চার্জ দিলো অর্জুন। চার্জ হচ্ছে দেখে স্বস্তি লাগল, কিন্তু স্ক্রীনে আসা

BanglaBook.org

লেখাটা দেখে চমকে উঠল। নো সিম!

সিম নেই মানে?

চার্জার সরিয়ে মোবাইলের ব্যাককভার খুলে ফেলল অর্জুন। যেখানে সিম থাকে সে জায়গাটা খালি।

সিম নেই!

অদ্ভুত!

ল্যাপটপটা ঠিক আছে কি না দেখা দরকার। ব্যাগ থেকে তাড়াহুড়া করে ল্যাপটপ বের করে টেবিলে রাখল অর্জুন। ছোট ছোট কিছু স্বচ্ছ প্লাস্টিক আর কাঁচের টুকরো চোখে পড়ল। ল্যাপটপের স্ক্রীন ভেঙে গেছে। ল্যাপটপ অন করে কিছুক্ষন ভাঙা স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মাথা কাজ করছে না। মোবাইল আর ল্যাপটপে এসব হলো কি করে? কখন হলো? কে করলো?

ঘড়ির দিকে তাকাল অর্জুন, এগারোটা বাজে, তার মানে প্রায় ঘণ্টা দুই ঘুমিয়েছে সে। এরমধ্যে কেউ তার রুমে ঢুকে এই দুটো জিনিসের বারোটা বাজিয়েছে, ঘুম এতোই গভীর ছিল সে কিছু টের পায় নি। চাইলে হয়তো তাকে খুন করে ফেলাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, কিন্তু খুন করাটা উদ্দেশ্য ছিল না, তার কাজে বাঁধা দেয়াটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

ইয়াকুব আলী আর বস ছাড়া আর কেউ জানে না তার অবস্থান, একমাত্র ইয়াকুব আলীর পক্ষেই সম্ভব হোটেল ম্যানেজারকে হাত করে তার রুমে ঢুকে ল্যাপটপ আর মোবাইলের ক্ষতি করা। ইয়াকুব আলীর রেখে যাওয়া খাম আর অটোমেটিক পিস্তলটা জায়গামতোই আছে। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে রুমটা আরেকবার দেখে নিলো অর্জুন। একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না, ধরে নেয়া যাক, ইয়াকুব আলীই মোবাইল ফোন আর ল্যাপটপ নষ্ট করেছে, তাহলে পিস্তল আর খামটা অক্ষত অবস্থায় রেখে গেল কেন? তার মানে কী, ইয়াকুব আলী চায় না হেডকোয়ার্টারের সাথে তার কোন যোগাযোগ থাক?

ধ্যুত, মেজাজ খিঁচরে যাচ্ছে, এসব করে ইয়াকুব আলীর লাভ কী। হয়তো ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে!

মাথায় আরো বেশি কোন চিন্তাভাবনা আসার আগে অন্তত রুম থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এখানে আর একমুহূর্ত নিরাপদ মনে হচ্ছে না নিজেকে। রুম থেকে বেরিয়েই সরু করিডোর, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিলো অর্জুন। কেউ নেই। করিডোরের শেষ মাথায় একটা ছেলেকে দেখা গেল এই সময়, শিস দিতে দিতে আসছে। হাত ইশারায় ওকে ডাকল অর্জুন, একে দিয়েই সকালে সিগারেট আনিয়েছিল, চটপটে ছেলেটা। ওকে একটু কাজে লাগানো যেতে পারে।

আপাতত দরকারি জিনিসগুলো সাথে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো অর্জুন, খাম দুটো, পিস্তল, ক্যামেরা আর অল্প দুয়েকটা কাপড়-চোপড়, সাথে পাসপোর্ট। অকেজো

BanglaBook.org

ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোন সাথে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। কারো কাছে রেখে যাবার উপায়ও নেই, জিনিস দুটো নষ্ট করে ফেলা দরকার। হোটেলের ছেলেটা এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

ছেলেটাকে রুমে নিয়ে ওর হাতে ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোনটা দিল অর্জুন, বেশ অবাক হয়েছে ছেলেটা, এতো দামী দুটো জিনিস কেন তাকে দিয়ে দিচ্ছে মাথায় ঢুকছিল না, পরে যখন বুঝল দুটোর কোনটাই কাজ করছে না একটু মন খারাপ হলো। ওর মন ভালো করার জন্য এক হাজার টাকার দুটো নোট দিল অর্জুন, ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোনটা যেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলে অথবা আশপাশে কোন পুকুরে বা নদীতে ফেলে দেয়, আজই। টাকা আর জিনিসদুটো নিয়ে চলে গেল ছেলেটা, বেশ খুশিমনেই। রুমে আর কিছু নেই, ছোট একটা ব্যাগে বাকি জিনিসগুলো ঢুকিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো অর্জুন।

গাড়ির ড্রাইভার ইকবালকে বলা ছিল দুই ঘণ্টা পর যেন হোটেলের সামনে থাকে। চলে এসেছে কি না কে জানে, না আসলে বিপদ, কারন ইকবালের মোবাইল নাম্বারটা নেই তার কাছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটার অবস্থান দেখে নিলো অর্জুন। নতুন করে গাড়ি ভাড়া করতে যাওয়া সমস্যা, এখানে কোথায় কী পাওয়া যায় কোন ধারনাই নেই তার।

ব্যস্ত শহর, রাস্তায় মানুষ গিজগিজ করছে। হোটেলের নীচে দাঁড়িয়ে রাস্তার অন্যপাশে সারি করে দাঁড় করানো গাড়িগুলোর দিকে তাকাল, ভাগ্য ভালো হলে ইকবালের চলে আসার কথা। হঠাৎ বিকট শব্দ হলো, চারদিকে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে, শব্দটা গুলির। অন্যমনস্ক ছিল কিছুক্ষনের জন্য অর্জুন, অল্পের জন্য বুলেটটা তার কপালে লাগে নি, লেগেছে হোটেলের দেয়ালে, সেখানে বড়সড় একটা গর্ত তৈরি হয়ে গেল মুহূর্তেই।

শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করল অর্জুন, ডান দিকে তাকাতেই প্রায় জমে গেল। মোটরবাইকে করে একজন এগিয়ে আসছে, হাতে পিস্তল, তাক করে আছে তার দিকে। প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে গুলি ছুড়ছে, বিষয়টা চিন্তা করে অবাক হলো অর্জুন, পালটা আক্রমন না করে নিজেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করল।

রাস্তায় প্রচুর রিক্সা, গাড়ি, এরমধ্যে দ্রুতগতিতে মোটরবাইক চালানো এবং গুলি করা, কঠিন কাজ। অর্জুনকে পালাতে দেখে মোটরবাইকটা রাস্তার উপর ফেলেই দৌড় দিয়েছে লোকটা, হাতে উদ্যত পিস্তল। ছোট একটা টং দোকানের পেছনে আড়াল নিয়েছে অর্জুন, দোকানদার অল্পবয়স্ক, মাথা নীচু করে তার পাশেই বসে আছে, ওর দিকে তাকিয়ে নার্ভাস ভঙ্গীতে হাসল। জবাবে মাথা নাড়াল অর্জুন, কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা বের করে এনেছে। কিছু বলতে যাবার আগেই দেখল জ্ঞান হারিয়েছে দোকানদার।

BanglaBook.org

যে কোন সময় পুলিশ চলে আসবে, নিশ্চিত অর্জুন, কিন্তু ততক্ষন পর্যন্ত নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হবে এবং পুলিশের হাতেও পড়া যাবে না। সেক্ষেত্রে পালটা আক্রমন ছাড়া গতি নেই। উঁকি দিয়ে লোকটার অবস্থান দেখার চেষ্টা করল, তার দিকে পেছন ফিরে আছে অস্ত্রধারী, ওর পিঠে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়ার এখনই চমৎকার সুযোগ, কারো অসর্তকার সুযোগ নিয়ে পিঠে গুলি করাটাকে রীতিমতো অন্যায় মনে করে অর্জুন, যদিও এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলে রেখেছেন বস, কোন রকম ঝুঁকি নেয়া যাবে না, আগে প্রানে বাঁচতে হবে, এসব ক্ষেত্রে যারা বিবেক-বুদ্ধির আশ্রয় নেয়, মৃত্যু তাদের অবধারিত।

পিস্তলটা পিঠ বরাবর তাক করে রাখলেও ট্রিগারে চাপ দিতে পারলো না অর্জুন।

পুলিশের গাড়ি চলে এসেছে। অস্ত্রধারী তার পিস্তলটা কোমরে গুঁজে পেছন ফিরে টং দোকানটার পাশে এসে দাঁড়াল। পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলেছে অর্জুন এর মধ্যে। পুলিশ আতংকিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করছে কে গুলি করেছে, কিন্তু কেউ ঠিকমতো বলতে পারছে না। যে কয়জন দেখেছিল তাদের বেশিরভাগই দৌড়ে পালিয়েছে, কিংবা ভয়ে বলতে চাইছে না। সেই সুযোগটাই নিয়েছে অস্ত্রধারী লোকটা, চুপচাপ টং দোকানের একপাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই অজ্ঞান দোকানদারকে চোখে পড়ল।

সাথে মাথা নীচু করে বসে থাকা অর্জুনকেও দেখল। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। একটু এদিক-সেদিক হলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে।

এটাই সুর্বন সুযোগ, উঠে দাঁড়াল অর্জুন, অস্ত্রধারীর সামনেই হেঁটে চলে গেল রাস্তার দিকে। পুলিশে গিজগিজ করছে জায়গাটা, এরমধ্যে কিছুই করতে পারবে না অস্ত্রধারী। এরপর কী করবে ভাবতে ভাবতেই ইকবালকে দেখতে পেল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার একপাশে গাড়ি পার্ক করে।

একজন ড্রাইভারকে দেখে এর আগে এতো খুশি লাগে নি কখনো অর্জুনের।

অস্ত্রধারীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল অর্জুন। জানে, এই অস্ত্রধারী তার পিছু ছাড়বে না। দারুন এক খেলা শুরু হল, দেখা যাক, কে জেতে।

"বস, ঘটনা কী?" গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল ইকবাল, মুখে পান।

"কথা কম, ইকবাল," সিটে হেলান দিয়ে বসল অর্জুন, "তবে তোমার জন্য বোনাস আছে, গাড়ি একটু স্পীডে চালাবা, ঠিক আছে?"

"জ্বি, ওস্তাদ," বলে এক্সেলেটরে পা দিল ইকবাল। সব যাত্রী বলে তার সাহস অনেক বেশি, অনেক জোরে চালায়, তাই গত কয়েকবছরে জোরে চালানো কী ভুলেই গিয়েছে সে। আজ অনেক দিন পর ভালো একটা যাত্রী পেয়েছে, জোরে চালালে বখশিস। গুন গুন করে হিন্দি একটা গানের সুর ভাজতে লাগল ইকবাল, গাড়ির স্পীড ক্রমাগত বাড়ছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

সকাল থেকে একটানা হাঁটছে তিনজন, সাথে কিছু জিনিসপত্র বহন করার জন্য তাদের হাঁটার গতি ধীর, সাকিব এরমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অয়নও ক্লান্ত, তবে পাহাড়ে নিয়মিত উঠানামা করায় সে জানে কিভাবে পথ চলতে হয়, শাহরিয়ার সুলতানকে দেখে মনে হচ্ছে না লোকটার মধ্যে ক্লান্তি বলে কোন কিছু আছে। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে হাঁটছে, মাঝে মাঝে অবহেলার দৃষ্টিতে পেছন ফিরে দুজনের দিকে তাকাচ্ছে। এতে রাগ আরো বেড়ে যাচ্ছে অয়নের, বিশ্রাম চাওয়ার কথা মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছে করছে না। অন্তত পাঁচ মাইল পথ হেঁটেছে এরমধ্যে ওরা, কিন্তু এইটুকু পথও যে এতো কঠিন হতে পারে না হাঁটলে ধারনা করতে পারতো না অয়ন। সাকিবকে দেখে মায়া লাগছে, বেচারা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে তাল মেলাতে না পেরে, সঙ্গী দুজনকে থামতে না দেখে আবার হাঁটছে। সেই ভোরে রওনা দিয়েছে ওরা, এখন বারোটার মতো বাজে, ধারনা করল অয়ন। যতোই অবহেলা করুক, একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়।

"হ্যালো," সামনে হাঁটতে থাকা শাহরিয়ার সুলতানকে ডাকল অয়ন, "বিশ্রাম নেয়া দরকার আমাদের।"

পেছনে ফিরে হাসল লোকটা, তাচ্ছিল্যের হাসি।

"এতো তাড়াতাড়ি?"

"প্লিজ," এবার সাকিব বলল পেছন থেকে।

"ওকে, ঠিক দশ মিনিটের একটা ব্রেক যাচ্ছি আমরা," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "তারপর আর ব্রেক দিতে পারবো না।"

"ঠিক আছে," বলে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বসে পড়ল সাকিব, অয়ন ওর পাশে যোগ দিল।

"এই লোকটার মাথা খারাপ, আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে?" সাকিব বলল, "মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই!"

"আরে না," হাসল অয়ন, "মারতে চাইলে আগেই মারতে পারতো। এতোদূর টেনে নিয়ে আসার দরকার ছিল না। তবে সুলতানের আসল উদ্দেশ্য জানতে হবে আমাদের।"

শাহরিয়ার সুলতান সিগারেট ধরিয়েছে, অয়ন আর সাকিবের দিকে একটা পানির বোতল ছুড়ে দিল।

"বেলচা'টা আমাকে দিতে পারো," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "ওটা টানতে গিয়ে তোমার আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে।"

BanglaBook.org

বেলচা অয়নের কাছে, জিনিসটা বেশ ভারী, তবে শাহরিয়ার সুলতানের কথামতো ওটা দিয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই। কালো ব্যাগটা সাথে নিয়ে আসে নি, তাতে ওজন আরো বেড়ে যেত, ব্যাগটা ক্যাম্পে রেখে আসা হয়েছে, ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে কিছুটা, ব্যাগটায় অনেক টাকার সাথে তিনটা অদ্ভুতদর্শন কালো ইলেকট্রনিক ডিভাইসও আছে। যেগুলোর অস্তিত্ব শাহরিয়ার সুলতান টের পায় নি। হয়তো টাকাগুলোর চেয়েও এই ডিভাইসের মূল্য অনেক বেশি।

"আমার সমস্যা হচ্ছে না," অয়ন বলল। অল্প এক ঢোঁক পানি খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিল। বেশি খেলে ঝিমুনী আসতে পারে, ক্লান্তি বাড়তে পারে। সাকিবকেও কম খেতে বলল ইশারায়।

"আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, মিঃ সুলতান?" জিজ্ঞেস করল সাকিব।

"আলীবাবা আর চল্লিশ চোরের গল্প শুনেছো?" শাহরিয়ার সুলতান এবার সাকিবের পাশে এসে দাঁড়াল, চেহারায় কৌতুক খেলা করছে।

"আমরা সবাই শুনেছি।"

"সেখানেই যাচ্ছি আমরা," হেসে বলল শাহরিয়ার সুলতান।

"কী অদ্ভুত কথা বলছেন!" বিরক্তি ঝরে পড়ল এবার অয়নের কণ্ঠে।

"ব্রেকের পাঁচ মিনিট সময় পার হয়েছে," অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল শাহরিয়ার সুলতান, "বাকি পাঁচ মিনিটে যতোটুকু বিশ্রাম নেয়ার নিয়ে নাও। সামনে অনেক পথ বাকি।"

"কিন্তু...," অয়ন কিছু বলতে চাইল, হাত ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল শাহরিয়ার সুলতান, "কোন কিন্তু নেই," বলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে বায়নোকুলার, সেটা দিয়ে পুরো এলাকাটা দেখে নিচ্ছে।

পাঁচ মিনিটে যদি ঘুমিয়ে নেয়া যেত, খুব ভালো হতো। এর পুরোটাই হয়তো দুঃস্বপ্ন, ঘুম ভাঙতেই দেখবে সে ঢাকার বাসায় নিজের রুমে নরম বিছানায় শুয়ে আছে, ভাবল অয়ন। কিন্তু না, গত কিছুদিন যা ঘটছে তা কোন দুঃস্বপ্ন নয়। দুঃস্বপ্ন কেবল শুরু হতে যাচ্ছে।

এক মাস আগে, দিল্লি

সকালে অফিসে আসার পথে গাড়িটা কড়া ব্রেক কষল রাস্তার মাঝখানে, ড্রাইভারকে ধমক দিতে যাবেন, দেখলেন বেচারা মাথা নীচু করে আছে, কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে।

"হয়েছে কী?" জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি।

উত্তরে যা শুনলেন তা স্রেফ কুসংস্কার, একটা কালো বেড়াল গাড়ির সামনে

BanglaBook.org

দিয়ে চলে গেছে। বৃদ্ধ ড্রাইভার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ, তার নিজের বয়সও কম হয় নি, কিছুদিন পরেই অবসরে যাবেন, তারপরও কুসংস্কারে কোনদিন বিশ্বাস ছিল না, হবেও না। সকালে একটা মিটিং আছে, মিটিংটা জরুরি। অফিসে লেট করে পৌঁছানোর অভ্যাস নেই, বস হিসেবে অফিসে সবার আগে পৌছানোকে দায়িত্ব মনে করেন তিনি।

কিন্তু কুসংস্কার সম্ভবত সত্যি হতে যাচ্ছে, অল্প কিছুদূর যাওয়ার পর টায়ার পাংচার হলো, টায়ার বদলে অফিসে পৌঁছাতে দেরি হলো আধঘণ্টা, অফিসে পৌঁছে মিটিং পিছিয়ে দিলেন, শরীর খারাপ লাগছিল বলে। অশুভ ফোনটা বেজে উঠল তখন।

ফোনের ওপ্রান্তে ছিলেন আর্মি ইন্টিলিজেন্সের নতুন প্রধান মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমার, অল্প কিছুদিন হলো দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু এরমধ্যেই অনেক জায়গায় ওলট-পালট করে ফেলেছেন। খুব সুন্দরভাবে তাকে আমন্ত্রন জানানো হলো আর্মি ইন্টিলিজেন্সের হেড কোয়ার্টারে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কোন ভয় বা শংকা কাজ করছিল না মনে, রুটিন আলাপ-সালাপ হবে এই আর কী। কিন্তু পৌঁছে বুঝলেন ব্যাপার ভিন্ন। তার সামনে মহাবিপদ অপেক্ষা করে আছে।

মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমার গম্ভীর মানুষ, একটা ফাইল বাড়িয়ে দিলেন করমজিত সিং-এর দিকে।

"এই প্রেজেন্টেশনে আপনি ছিলেন?" জিজ্ঞেস করলেন রাজেন্দ্র কুমার।

"জ্বি, ছিলাম।"

"ডঃ ভেঙ্কটেশ এবং অমিত কুমার, দু'জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। মেজর জেনারেল গিল এই ফাইলটা আলাদা করে রেখে গেছেন।"

"অমিত কুমারেরটা অস্বাভাবিক ছিল না, ছিনতাইকারিদের হামলায় মারা গিয়েছিল আর ডঃ ভেঙ্কটেশ মারা গিয়েছিলেন হৃদরোগে।"

"ফাইন, আপনার অবজারভেশন তাই বলে?"

"আমি আসলে কাগজ-পত্রের উপর ভিত্তি করে বলছি।"

"গুড, আমি শুনেছি অমিত কুমারের মৃত্যুর পরপর আপনাকে স্পটে দেখা গেছে?"

"কাকতালীয়ভাবে আমি আশপাশে ছিলাম, একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে পুলিশের কাজে সাহায্য করেছি।"

"ঐ প্রেজেন্টেশনে আর কে কে উপস্থিত ছিলেন?"

"ডঃ রামকৃষ্ণ ত্রিবেদি আর মেজর জেনারেল গিল।"

"ডঃ রামকৃষ্ণের বর্তমান অবস্থান আপনি জানেন?"

BanglaBook.org

"জানি না।"

"ঐ প্রেজেন্টেশনের পরপরই ডঃ রামকৃষ্ণ পুনে রিসার্চ ইন্সটিটিউটে যোগ দেন এবং নিজের কাজের বাইরে অদ্ভুত কিছু বিষয়ের উপর গবেষনা শুরু করেন, যার সাথে অমিত কুমারের প্রেজেন্টেশনের একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।"

"আমার ধারনা নেই।"

"লেট মি ফিনিশ, মিঃ সিং। তারপর কয়েক বছর আগে তিনি উধাও হয়ে যান, শুধু পুনে থেকে নয়, পুরো ভারত জুড়ে খুঁজে কোথাও তাকে পাওয়া যায় নি। ধারনা করা হচ্ছিল তিনি গোপনে কোন একটা গবেষনা করছেন, যার ধারনা তিনি পেয়েছিলেন অমিতের প্রেজেন্টেশন থেকে।"

"ঐ প্রেজেন্টেশনে তেমন কিছুই ছিল না। আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে।"

"রাইট," একটু বিশ্রাম নিলেন মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমার, "সেই প্রেজেন্টেশনে আসলে মূল বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা হয় নি। একটা সিন্দুক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল পাটনা সাইটে, তার কোন বিবরন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। ধারনা করা হয় ঐ সিন্দুকে ছিল যুদ্ধবিদ্যার এক প্রাচীন এবং গোপন জ্ঞান।"

"আপনারা এসব কথা কিভাবে জানলেন?"

"কারন কিছুদিন আগে সম্রাট অশোকের কিছু লেখা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি, সেখানে সেই সিন্দুকের কথা বলা আছে, ভেতরে কী ছিল তার বিস্তারিত বিবরনও দেয়া আছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, ও রকম একটা সিন্দুক ডঃ ভেঙ্কটেশ তার বাসায় নিয়ে যান, পাটনা সাইট থেকে, কাউকে না জানিয়ে।"

"আচ্ছা!"

"আমি ঐ সাইটে কী কী পাওয়া গিয়েছিল তার একটা বিবরন খুঁজে পেয়েছি, ওখানে ঐ সিন্দুকের কথা লেখা আছে, যদিও বাস্তবে তার কোন হদিস পাওয়া যায় নি।"

"আমার কোন ধারনাই নেই।"

"নো প্রবলেম। আমি বলছি, আপনি শুনুন," এক গ্লাস পানি খেয়ে নিলেন বর্তমান আর্মি ইন্টিলিজেন্স প্রধান, "এখন কথা হচ্ছে, ডঃ রামকৃষ্ণ এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। কিভাবে? সেটা আমাদের জানা নেই। তিনি কোন না কোনভাবে ঐ সিন্দুক পেয়েছেন অথবা ওর ভেতরে থাকা গোপন জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন। তার মাপের একজন বিজ্ঞানী সহজেই সেই জ্ঞান থেকে এমন কিছু করে ফেলতে পারেন, যা আমাদের জন্য ভালো হবে না।"

"তিনি এখন কোথায়?"

"তাকে বছর দুই আগে দেখা গিয়েছিল ঢাকায়," রাজেন্দ্র কুমার বললেন,

BanglaBook.org

"এখন তিনি সম্ভবত পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে আছেন, তার বর্তমান লোকেশন বের করার চেষ্টা চলছে। সেখানে তিনি সম্ভবত গবেষনা করছেন, সেই গবেষনার ফল ভালো হবে না আমাদের জন্য, এমনকী অন্য কারো জন্যও। ডঃ রামকৃষ্ণকে চাই আমার, জীবিত অথবা মৃত।"

"আমরা ঢাকার কাছে সাহায্য চাইতে পারি, ওরা সাহায্য করবে নিশ্চয়," করমজিত সিং বললেন।

"সাহায্য করবে, কিন্তু এমন একটা জায়গা বেছে নেয়া হয়েছে যেখানে আইন শৃংখলা বাহিনীর লোক পাঠানো যাবে না। বার্মার সীমান্তের কাছাকাছি ঐ এলাকাটা নাজুক, ওরা নিশ্চিত না হয়ে কোন ঝামেলায় যেতে চাচ্ছে না।"

"তাহলে?"

"আমি র' থেকে লোক ঠিক করে ফেলেছি অথবা আমার টিম থেকেও কাউকে পাঠানো যাবে।"

হস্তক্ষেপ করার সময় এসে গেছে, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছিলেন করমজিত সিং। র' কিংবা আর্মি ইন্টিলিজেন্স থেকে কাউকে পাঠানো মানে দুদিন আগে বা পরে তার সব কীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়া। খুব সহজেই ওরা ডঃ রামকৃষ্ণের সাথে রঘুর এবং রঘুর সাথে তার সম্পর্ক বের করে ফেলতে পারবে।

"এই দায়িত্বটা আমাকে দিন," করমজিত সিং বললেন, তাকে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছিল, "সিন্দুকটার নিরাপত্তা দেখার দায়িত্ব ছিল আমার বিভাগের, সে দায়িত্বে অবহেলা হয়েছে আমাদের, এছাড়া..." বলে থামলেন করমজিত সিং, তাকালেন চারদিকে।

"এছাড়া কি?"

"আমার বিভাগের কিছু ছেলে এখন তৈরি, এই ধরনের অপারেশনে অংশ নেয়ার জন্য।"

"ওরা পারবে? আপনি নিশ্চিত?" সন্দেহ ঝরে পড়ল মেজর জেনারেলের কণ্ঠে।

"পারবে। আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন।"

"সুযোগ দিতে পারি, কিন্তু আমার ফলাফল দরকার," বললেন রাজেন্দ্র কুমার।

"অর্জুন চক্রবর্তী নামে বাঙালি একজন অফিসার আছে, ওকে পাঠানো যাবে।"

"আরেকবার ভাবুন, মিঃ সিং।"

"আমি নিশ্চিত ও পারবে।"

"ওকে, তাহলে শুরু করে দিন। আমাকে রিপোর্ট করবেন," উঠে দাঁড়িয়ে করমজিত সিং-এর সাথে হাত মেলালেন মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমার।

হাত মিলিয়ে বাইরে চলে এলেন করমজিত সিং। ঘাম হচ্ছিল খুব, মেজর জেনারেল তার কথায় এতো সহজে রাজি হয়ে যাবে ভাবতে পারেন নি। অর্জুন

BanglaBook.org

চক্রবর্তীর ট্রেনিং আছে, দু'একবার সিনিয়রদের সঙ্গী হয়ে গেছে বেশ কিছু অপারেশনে। তবে এবারই প্রথম ওকে একা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গাড়িতে উঠেই বিশেষ একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন করমজিত সিং। এই নাম্বারটা ট্রেস করতে পারবে না গোয়েন্দা বিভাগ। ফোনে পরিচিত কণ্ঠস্বরটা অনেক দিন পর শুনলেন তিনি, অল্প কথায় জানালেন নিজের অবস্থা।

"ব্রাদার, ডোন্ট ওরি। দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকেই লোক লেগে যাবে, ঢাকায় ল্যান্ড করা মাত্র ওকে খরচের খাতায় ফেলে দেব," ওপাশ থেকে শুনলেন তিনি।

"থ্যাঙ্ক ইউ, রঘু," বলে ফোনটা অফ করে রাখলেন তিনি।

অনেকক্ষন পর স্বস্তি লাগছিল।

নিজের রুমে পায়চারি করছিলেন মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমার। তার মুখে মৃদু হাসি। কোন স্বাক্ষ্য-প্রমান নেই হাতে, কাজেই ধরারও কোন উপায় নেই, অনেক গভীর জলের মাছ এই করমজিত সিং। ওকে খেলিয়ে উঠাতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২০

দিল্লি থেকে রওনা দেয়ার সময় বলে দেয়া হয়েছিল অ্যাসাইনমেন্টটা খুব বড় কিছু না, সাধারন একটা কাজ, একাই সারতে পারবে অর্জুন। এর আগে বেশিরভাগ অ্যাসাইনমেন্টে কেউ না কেউ সাথে ছিল এবং সেগুলোর কোনটাই ঠিক এই পরিমান বিপজ্জনক ছিল না। সেই দিল্লি থেকেই অনুসরন করা হচ্ছে তাকে, ঢাকার নামার পরই আক্রমন হয়েছে, আক্রমন হয়েছে হোটেল রুমে, এবার চট্রগ্রাম শহরে, প্রকাশ্য দিবালোকে। বারবার অল্পের জন্য বেঁচে গেছে, কিন্তু ভাগ্য সবসময় সাথে থাকবে তা বলা যায় না। গাড়ির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে খামটা খুলে কাগজপত্রগুলো দেখছিল অর্জুন, কিছু ম্যাপ, ফটোগ্রাফ আর স্কেচ। সাথে জিপিএস ছিল, নিজের অবস্থান বুঝে নেয়া যায় সহজেই কিন্তু ব্যাগ খুলে জিনিসটা এখন আর বের করতে ইচ্ছে করছে না। ক্যামেরাটার কী অবস্থা কে জানে! ঢাকায় নামার পর থেকে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্তে ছবি তোলার মতো সুযোগ আসে নি, আসবে বলেও মনে হয় না। একটু আগে যে অস্ত্রধারী আক্রমন করেছিল, সে সহজে পিছু ছাড়বে বলে মনে হয় না। শীতল চেহারার এই অপরাধী বাকি আট-দশটা অপরাধীর চেয়ে আলাদা, এই ধরনের অপরাধীদের চেনে অর্জুন, এরা টাকার জন্য যা-তা করতে পারে এবং অনেক সময় এরা টাকার বাইরেও কাজ করে, শুধুমাত্র জেদের বশে। লোকটাকে খেপিয়ে দিয়ে এসেছে সে আসার সময় চোখ টিপে দিয়ে। এখন আর এসব ভেবে কাজ নেই। যতোটা সম্ভব নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছাতে হবে, ভাগ্য ভালো সাথে পিস্তল আছে, গাইড করার মতো ম্যাপ আছে। তবে কাজটা সহজ হবে না।

বেশ দ্রুতগতিতেই চালাচ্ছে ইকবাল। একটা সিগারেট ধরালো অর্জুন। অ্যাসাইনমেন্টটার একটা ফাইল ছিল, ফাইলের লেখাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। জাতীয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়, ফাইলের উপর লাল কালিতে লিখে দিয়েছিলেন বস। হ্যা, ব্যাপারটা আসলেই গুরুত্বপূর্ন। খুব বেশি মানুষ এ বিষয়ে জানে না, সরকার কাউকে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করে নি, এসব ব্যাপারে কোন খবর বাইরে গেলে তা দেশের ভবিষ্যত সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তবে এটুকু নিশ্চিত অর্জুন, যতোই বলা হোক, খুব বেশি কেউ জানে না, তা সত্যি নয়। অনেকেই জানে, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার অনেক লোক কাজ করে, এদের চিহ্নিত করা সহজ নয়। গোপন এবং গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিয়ে তথ্য চালাচালি করাই এদের কাজ। এ ধরনের কেউ একজন সরকারের এই তথ্য বিক্রি করেছে জায়গামতো। নইলে আজ তাকে আর ঢাকায় আসতে হতো না।

BanglaBook.org

বান্দরবানের পথ পাহাড়ি, এখন যে দিকে যাচ্ছে সেখানে পাহাড়ের সংখ্যা আরো বেশি। ছোট শহরটায় ঢুকে আগে বিশ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, একটা মোবাইল ফোন কিনতে হবে, সীমসহ। এক্ষেত্রে ইকবালের সাহায্য লাগবে, ওকে আরো পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে দেয়া দরকার, সময়মতো না এলে আজ এতোক্ষনে লাশ হয়ে হিমঘরে পুলিশের হেফাজতে থাকতে হতো তাকে। নিজ মাটিতে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা পূরন হতো না তাহলে। এমন নয় যে, মরার জন্য এখনি প্রস্তুত নয় অর্জুন, তবে মরতে হলে নিজের দেশেই মরতে চায় সে।

অ্যাসাইনমেন্টটার কথা মাথায় ঘুরঘুর করছিল, সত্যিই মানুষের কল্পনার জগত অসীম। সাদা চোখে যা নিছক অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছুই মনে হয় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেসব কল্পনাই বাস্তবে রুপ নিয়েছে। কোন সুদূর অতীতে কে কী লিখে গেছে, সেটা নিয়ে আধুনিক যুগে যে কিছু করা যায়, এই চিন্তা মাথায় আনা উচিত হয় নি সরকারের। সামরিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পেছনে অর্থ না ঢেলে সে পরিমান অর্থ দেশের শিক্ষাখাতে ব্যবহৃত হলে দেশ আরো অনেক এগিয়ে যেত। কিন্তু নীতিনির্ধারকদের সে কথা বলতে যাবে এতো সাহস কার। তাই বাকিসব সাধারন মানুষের মতো, অর্জুনও একজন সাধারন মানুষ হিসেবে শুধু ঝামেলা এড়াতে চায়। চমৎকার দিন কাটছিল, নিজে সেধে সেধে এই বিপদ ডেকে এনেছে, এভাবে তাড়া খেয়ে এখান থেকে ওখানে পালাতে হবে জানলে ভুলেও এ পথে পা বাড়াতো না। এখন আর সেসব চিন্তা করে লাভ নেই, কাজ হাতে নিয়ে তা শেষ না করা পর্যন্ত শান্তি নেই তার। দায়িত্বহীন হিসেবে নিজেকে দেখতে রাজি নয় সে কোনমতেই।

খাম খুলে ম্যাপ দেখে নিল অর্জুন, কিছু কিছু জায়গায় চিহ্ন দেখা আছে, এই চিহ্নগুলোর মানে জানে সে। জায়গাগুলো খুঁজে বের করা কঠিন না হলেও এই ভিনদেশে একজন সঙ্গী দরকার, এখানে গাইড পাওয়া যায় কি না জানা নেই, এরকম কোন তথ্য মনে পড়ছে না। তবে খোঁজ নেয়া যায়। কিছু ফটোগ্রাফও আছে, বিশেষ সেই লোকটার। একটা ছবি স্বাভাবিক অবস্থায় তোলা, বাকিগুলোতে ছদ্মবেশ ধারন করলে লোকটার চেহারা কেমন হতে পারে তার ধারনা দেয়া হয়েছে। কোথাও মাথায় চুল কম, কোথাও ফ্রেঞ্চকাট দাড়িগোঁফ, কোথাও ক্লিনসেভড, কোথাও ঝাকড়া চুলে ছবিগুলো দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অর্জুন। খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো হবে ব্যাপারটা। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে, লোকটার স্বাভাবিক ছবিটাই তার কাজে লাগবে। তাকে মোটেও আশা করছে না লোকটা, কাজেই নিজেকে লুকানোর জন্য খুব বেশি চেষ্টা করবে না, আবার, এই মুহূর্তে যেখানে আছে, সে জায়গাটাও যথেষ্ট সুরক্ষিত। সেখানে এতো ঝামেলা করে ছদ্মবেশ ধারন করার ঝামেলায় যাবে না।

BanglaBook.org

এই একটা মানুষের পেছনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতোদূর পাড়ি দিয়ে এসেছে অর্জুন। জীবিত কিংবা মৃত, যে কোনভাবে লোকটাকে চাই তার। বলা যায়, পুরো পৃথিবীর ভবিষ্যত নির্ভর করছে এই মানুষটার বাঁচা মরার উপর।

সীটে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের অপরুপ দৃশ্য চোখে পড়ছে, রওনা দিয়েছে বেশিক্ষন হয় নি, আরো অনেক সময় লাগবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে, ঘুম আসছিল না। তাই মনে মনে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা ভাবতে বসল অর্জুন। ভাবনা বেশিক্ষন স্থায়ী হলো না, গাড়ি খুব স্বাভাবিক গতিতে চলছিল, হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ইকবাল। পেছনে তাকাল অর্জুন।

চোখে পড়েছে, সেই মোটরবাইকটা, আরোহী সেই লোক, যার হাত থেকে অল্প একটুর জন্য বেঁচে গেছে সে।

"ইকবাল, জোরে চালাও," অর্জুন বলল, "তোমাকে আরো পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে দেয়া হলো।"

"জ্বি, স্যার," বলে এক্সেলেটরে চাপ দিল ইকবাল, পেছন ফিরে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে একটা দেঁতো হাসি দিল।

পিস্তলটা হাতে তৈরি রেখেছে অর্জুন, রাস্তা প্রায় ফাঁকা, মোটরবাইকটার চাকা নিশানা করে গুলি করতে পারলেই হলো, এই রাস্তায় দ্রুতগতিসম্পন্ন মোটরবাইকটাকে একবার ফেলে দিতে পারলে আর চিন্তা নেই, রাস্তার দুপাশে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। এতোটাই নীচে যে অস্ত্রধারীকে একবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারলে জীবনে আর উঠতে পারবে না।

ফাঁকা রাস্তা আর যাত্রীর অনুমতি পেয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেছে যেন ইকবাল, এই মুহূর্তে অন্তত একশ কিলোমিটার বেগে চলছে গাড়িটা, পেছন ফিরে মোটরবাইকটার অবস্থান দেখল অর্জুন, গতি বেড়েছে মোটরবাইকটারও, আরোহীর হাতে কালো চকচকে জিনিসটা দূর থেকেও চিনতে অসুবিধা হলো না। পরপর কয়েকটা গুলি গাড়ির আশপাশ দিয়ে চলে গেল। মাথা নামিয়ে ফেলল অর্জুন।

এলোপাথারি গুলি চালাচ্ছে লোকটা, লেগে যেতে পারে যে কোন সময়। ইকবালের দিকে তাকিয়ে গতি কমানোর জন্য ইশারা করল, একটু স্থির হয়ে বসে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মোটরবাইক বরাবর পিস্তল তাক করল অর্জুন, পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি করল, লোকটা ভালো চালায় মোটরবাইক, একটা বুলেটও লক্ষ্যভেদ করে নি। উলটো গাড়ির পেছনের কাঁচ ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ল মোটরবাইক আরোহীর গুলিতে। ইকবাল পেছন ফিরে তাকাতে ওকে হাত দিয়ে আশ্বস্ত করল অর্জুন, এর ক্ষতিপূরন তাকেই দিতে হবে। এবার আর জানালা দিয়ে হাত না বাড়িয়ে পেছনের খোলা অংশ দিয়ে গুলি চালাল।

কাজ হলো না, এবারও একটা বুলেট লাগে নি।

BanglaBook.org

উল্টোদিক থেকে একটা ট্রাক আসছে, সংঘর্ষ এড়াতে কোনমতে গাড়িটা রাস্তার একপাশে সরাতে পারল ইকবাল। গতি কমাতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, এতে মোটরবাইকটার সাথে দূরত্ব অনেক কমে গেল মুহূর্তেই। লোকটার চেহারা এখন আবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অর্জুন, হিমশীতল একটা অভিব্যক্তি মুখটায়, হাতে উদ্যত অস্ত্রটা থেকে ক্রমাগত বিদ্যুত ঝলকাচ্ছে। মাথা নীচু করে ফেলল অর্জুন। গাড়ির পেছনের দিকটা একটার পর একটা বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ইয়াকুব আলী যে কয় ম্যাগাজিন বুলেট দিয়ে গিয়েছিল তার একটা শেষ হয়ে গেছে, আরেকটা ম্যাগাজিন ভরতে ভরতে কী করবে চিন্তা করছিল অর্জুন। তাকে না মারা পর্যন্ত শান্তি হবে না ঐ মোটরবাইক আরোহীর। এক্ষেত্রে একটা কাজই করনীয়, লোকটাকে মেরে ফেলা। একের পর এক বুলেট নষ্ট করে লাভ হচ্ছে না, নিজের নিশানার উপর এই প্রথম ভরসা হারাল অর্জুন, অন্যকিছু করতে হবে।

গাড়ির গতি আবার বাড়ছে, ইকবালের চেহারায় কেমন বন্য আনন্দ দেখতে পেল অর্জুন, পরিস্থিতিটা দারুন উপভোগ করছে মনে হচ্ছে। পেছনের খোলা জায়গা দিয়ে উঁকি দিল, মোটরবাইকের গতি বাড়ছে, ইকবালকে চোখ দিয়ে ইশারা করল। ইশারার মানে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়েছে ইকবাল, সিটে নীচু হয়ে বসে ড্রাইভিং সিটের পাশে থাকা হ্যান্ড ব্রেকটা সর্বশক্তি দিয়ে টেনে ধরেছে অর্জুন, তার দেখাদেখি ইকবালও পা দিয়ে চেপে ধরেছে ব্রেক-প্যাডলে। প্রায় একশ কিলোমিটার গতিতে চলতে থাকা গাড়িটা রাস্তায় আড়াআড়িভাবে থেমে গেল। চাকার সাথে রাস্তার ঘর্ষনে কানে তালা লাগার যোগাড় হলেও হ্যান্ডব্রেক থেকে হাত সরাল না অর্জুন। মোটরবাইক আরোহী গতি কমানোর আপ্রান চেষ্টা করেও পারে নি। পুরো রাস্তা জুড়ে আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা গাড়িটায় প্রচন্ড বেগে ধাক্কা খেল মোটরবাইক। গাড়ির উপর দিয়ে ছিটকে প্রায় দশহাত দূরে পড়ল মোটরবাইক আরোহী।

পেছনের সিটে বসে ভয়াবহ সংঘর্ষটা টের পেল অর্জুন, পুরো গাড়িটার একপাশ প্রচন্ড বেগে ধাবমান মোটরবাইকের আঘাতে দুমড়ে গেছে। আরেকটু হলে গাড়ির দরজাটা মাথার সাথে লেগে যেত।

নিজের সিটে মাথা নীচু করে বসে আছে ইকবাল। ওর চেহারায় এখন বোকার হাসি।

কোনমতে মাথা তুলে সামনের দিকে তাকাল অর্জুন। বেশ কিছুটা দূরে নিশ্চল পড়ে আছে মোটরবাইক আরোহীর দেহ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

কয়েক ক্রোশ হেঁটেছে একটানা, দুপুরের সূর্য মাথার উপর গনগনে আগুন ঢালছে, বিশ্রামের জন্য থামা দরকার। কিন্তু সময়মতো ফিরে যাবার তাগিদ অনুভব করছে অশোক। রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যার পর কোন রাজকুমারের অনুপস্থিতি ভালো চোখে দেখা হয় না, তার বাবা বিন্দুসার এক্ষেত্রে বেশ কঠোর। সন্ধ্যার পর ফিরলে নানা ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, যার বেশিরভাগই বিব্রতকর। তার পেছনে এখনো কোন চর লাগানো হয় নি, কিন্তু বেশিরভাগ রাজকুমারের পেছনে চব্বিশঘণ্টা চর লেগে থাকে, রাজার বেশি ভয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের, কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রগুলো উত্তরাধিকারীদের মাথা থেকেই আসে। অশোক জানে, বাকি ভাইদের চেয়ে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সে অনেক অনেক এগিয়ে, যদিও বয়োজ্যেষ্ঠতার দিক দিয়ে সিংহাসনে বসার সম্ভাবনা তার নেই। সেক্ষেত্রে কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

পরিত্যক্ত একটা মন্দির তার লক্ষ্যস্থল, হাঁটতে গিয়ে অনেকের সাথে দেখা হয়েছে, কারো সাথে কথা বলে নি, জিজ্ঞেস করলে হয়তো খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ হতো। কিন্তু ঝুঁকি নিতে চায় নি অশোক, জায়গাটার কথা মানুষ ভুলে গেছে, শুধু শুধু মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। এছাড়া রাজার চর সবজায়গায় আছে, ওদের চেনা সহজ নয়। পরিত্যক্ত একটা মন্দির খুঁজছে অশোক, এই খবর যদি বিন্দুসারের কাছে যায় বাকিটা বুঝে নিতে খুব একটা সমস্যা হবে না। সেক্ষেত্রে ঘাড়ের উপর মাথাটা নাও থাকতে পারে কিংবা আজীবনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করতে হতে পারে, পিতা হয়ে পুত্রকে হত্যা করতে দ্বিধা করবেন কি না বিন্দুসার নিশ্চিত নয় অশোক, মানুষটাকে বোঝা কঠিন। কখনো মনে হয় পাষান হৃদয়, কখনো মনে হয় সহানুভূতিশীল একজন সম্রাট। তবে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ঝুঁকিতে যাবে না অশোক। আজ যদি জায়গামতো পৌঁছাতে নাও পারে, তাহলে আরেকদিন চেষ্টা করে দেখতে হবে। কিন্তু কোনভাবেই কারো সন্দেহের পাত্র হতে চায় না সে।

এ জায়গাটা খোলামেলা, অনেকক্ষন ধরেই লোকবসতি এড়িয়ে চলছে অশোক। শহরের প্রায় শেষপ্রান্তে চলে এসেছে। খোলামেলা জায়গাটার একদম শেষ সীমায় ছোটখাট একটা জঙ্গল, খুব ঘন নয়। বৃদ্ধের কথা ঠিক হলে এখানেই দেখা মিলবে পরিত্যক্ত সেই মন্দিরের। গন্তব্যের কাছাকাছি এসে হাঁটার গতি বাড়াল অশোক, বিশ্রাম পরেও নেয়া যাবে। ঝুঁকি নিয়ে এতোদূর আসা সার্থক হবে কি না জানে না সে, কিন্তু চেষ্টা করতে পিছপা হয় নি, এটুকুই সান্তনা। ঐ বৃদ্ধের প্রান নেয়াটাও বৃথা যাবে তাহলে।

BanglaBook.org

পেছনে কোন একটা শব্দ পেল এইসময়, বাতাসে কান পাতল অশোক। ঘোড়ার খুরের শব্দ, একটা নয়, বেশ কয়েকটা ঘোড়া এদিকেই আসছে, দ্রুতগতিতে। পেছনে তাকাল অশোক, অনেক দূরে ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো ঘোড়াগুলো দেখা যাচ্ছে, সওয়ারীরা সৈন্যের পোশাক পড়া, তাকে এতোক্ষন ধরে অনুসরন করেছে নাকি এমনিতেই এ পথ দিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল না। আশপাশে লুকানোর মতো কোন জায়গা নেই, নিরাপদ আশ্রয় বলতে দূরের ঐ জঙ্গল, ক্লান্ত অবস্থায় এতোটা পথ দৌড়ে যেতে পারবে কি না নিশ্চিত নয়, তারপর সর্বশক্তিতে দৌড়াতে শুরু করল অশোক। পেছন ফিরে দেখল অনেক দূরে ঘোড়াগুলোর গতিও যেন বেড়েছে। এদের হাতে পড়া যাবে না, একজন রাজকুমার এমন সাধারন বেশে জঙ্গলের আশপাশে কী করছে তার ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এই তিনজনকে প্রান নিয়ে রাজধানীতে ফিরতে দেয়া যাবে না। সাথে কোন অস্ত্র নেই, কোমরের একপাশে গুঁজে রাখা ছোট একটা ছুরি ছাড়া, ঠিকমতো চালাতে পারলে এই ছুরি দিয়েই তিনজনকে ঘায়েল করতে পারবে সে। তবে, আপাতত এতোদূর চিন্তা না করে দৌড়ানোর উপর মনোযোগ দিল অশোক।

অল্পসময়ের মধ্যে ঘামতে ঘামতে জঙ্গলের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল, হাঁপাচ্ছিল, এরমধ্যে মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের ডাল হাতে তুলে নিল অশোক, ঘোড়াগুলো তাদের সওয়ারীসহ কাছাকাছি চলে এসেছে, ওদের প্রান নেয়ার কোন ইচ্ছে না থাকলেও এই মুহূর্তে দ্বিতীয় কোন বিকল্প খুঁজে পেল না। তৈরি সে, মোকাবেলা করার জন্য।

কিন্তু আক্রমনটা এলো অন্যদিক থেকে, দূর থেকে ঘোড়সওয়ারীদের একজন তীর ছুঁড়ছে ক্রমাগত। সাঁই সাঁই করে পাশ দিয়ে চলে গেল কয়েকটা, নিজেকে আড়াল করার কোন উপায় নেই। গাছের ডাল হাতে নিয়ে যতোটুকু নিজেকে আড়াল করা যায় চেষ্টা করতে লাগল, বাকি দুজন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। হাতে খোলা তলোয়ার, দুপুরের রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

ত্রিমুখী আক্রমন ঠেকানোর মতো অবস্থায় নেই সে, হাতে গাছের ডাল, কোমরে ছোট একটা ছুরি, ঘোড়াটা সাথে থাকলে হতো। লড়াইয়ে শুধু সাহস করে সামনে এগুলে চলবে না, মাঝে মাঝে পিছুও হটতে হবে, কথাটা মাথায় ছিল, তাই গাছের ডালটা ফেলে জঙ্গলের ভেতরের দিকে দৌড়াতে লাগল অশোক, মাথায় প্রশ্ন ঘুরছিল, এই তিনজনকে কে পাঠিয়েছে? তাকে পথ থেকে সরাতে চায় কে? জঙ্গল খুব একটা ঘন নয়, তাই দৌড়াতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে ঘোড়সওয়ারীদের। দূর থেকে তীর মারা বন্ধ হয়েছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে তীর লক্ষ্যে আঘাত করতে পারবে না এই সত্যটা বুঝতে পেরেছে তীরন্দাজ। এমনিতেই অনেক ক্লান্ত, দৌড়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না আক্রমনকারীদের কাছ থেকে। কিছু একটা করতে হবে এবং সেটা এখনই।

BanglaBook.org

যতোটুকু শুনেছে জঙ্গলটা খুব বেশি বড় নয়, পরিত্যাক্ত মন্দিরটা আশপাশে থাকার কথা। চারপাশ দেখতে দেখতে দৌড়াচ্ছে অশোক, বুক উঠানামা করছে হাঁপরের মতো, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। পেছনেই ঘোড়ার খুরের শব্দ। এখন ওদের মোকাবেলা করতে হবে, মন্দিরটা খুঁজে পাবার আগেই।

ডান দিকে তাকিয়ে অবাক হলো অশোক, অল্প বয়েসী একটা ছেলে, হাতে কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ছেলেটার দিকে দৃষ্টি নয় অশোকের, তার দৃষ্টি হাতের কুড়ালটার দিকে। দিক বদলে কাঠুরিয়া ছেলেটার দিকে দৌড়ে গেল। এক হ্যাচকায় কুড়ালটা কেড়ে নিল হাত থেকে, বাঁধা দেয়ার সময় পর্যন্ত পেল না ছেলেটা। ভয় পেয়ে গেছে, এই বনে এমনিতেই লোকজন আসে না, তার মধ্যে এরকম একটা পরিস্থিতি দেখে অভ্যস্ত নয়।

কুড়াল হাতে পেয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল যেন অশোক, হাতলটা শক্ত আর মজবুত, ফলাটা চকচকে, ধারাল। আক্রমনকারীদের একজন খুব কাছে চলে এসেছে, ঘোড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে অশোকের দিকে এগিয়ে এলো দ্রুত, হাতে উদ্যত তলোয়ার, সরাসরি নামিয়ে আনল অশোকের মাথা বরাবর, কোনমতে নিজেকে তলোয়ারের গতিপথ থেকে সরাল অশোক, পুরো শরীর নীচু করে লোকটার পেট বরাবর চালাল কুড়ালটা। কুঁকড়ে গেল লোকটা সাথে সাথে, মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে, দ্বিতীয় ঘোড়াসওয়ার অন্যদিক থেকে এসে তলোয়ার চালাল। এবারও কোনমতে নিজেকে সামলাল অশোক, আক্রমনকারী ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, সেখানে নাগাল পাবে না, তাই ঘোড়ার পা বরাবর চালাল কুড়াল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়াটা, সওয়ারীসহ। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, সুযোগ নষ্ট করল না অশোক, মানুষটা আটকে পড়েছে ঘোড়ার নীচে, ঠেলে সরাতে পারছে না ভারী প্রাণীটাকে। কুড়ালটা ঠিক কপাল বরাবর বসিয়ে দিল অশোক। একদম গেঁথে গেছে মাথার সাথে, কুড়ালটা বের করতে করতে তৃতীয় আক্রমনকারীর আবির্ভাব হলো, একটার পর একটা তীর নিশানা করে ছুঁড়ছে তাকে লক্ষ্য করে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করল অশোক, লোকটার নিশানা অসাধারন, একের পর এক তীর বিধছে তাকে যে গাছটা আড়াল করেছে সেটায়।

মাথা ঘুরিয়ে লোকটার অবস্থান দেখার চেষ্টা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঠুরে ছেলেটা এখনো আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কিংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থায়। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তীরন্দাজের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করল অশোক, হাঁটু গেড়ে বসে কোমর থেকে ছুরিটা বের করে আনল, ছুরি নিক্ষেপে তার মতো দক্ষ রাজ্যে কেউ নেই। নিজের উপর যথেষ্ট ভরসা আছে তার। ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সম্রাট একটা সাধারন তীরের খোঁচায় মরতে পারে না।

এলোমেলো বেশ কয়েকটা তীর আশপাশ দিয়ে চলে গেছে, বেশ দীর্ঘ একটা

BanglaBook.org

বিরতি চলছে। তীরন্দাজ কী করছে দেখার জন্য উঁকি দিলো অশোক, ভেবেছিল লোকটাকে হয়তো অসতর্ক অবস্থায় পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘটনা ভিন্ন, কাঠুরে ছেলেটাকে তলোয়ারের মুখে জিম্মি করেছে এরই মধ্যে।

নিজের করনীয় সম্পর্কে বেশ ভালো ধারনা আছে অশোকের। সাধারন একটা কাঠুরে ছেলে মরে গেলে তার কিছু যায় আসে না। ছুরিটা হাতে নিয়ে খেলছে অশোক, একবার ডানে হাতে আরেকবার বা'হাতে নিয়ে, এরমধ্যেই নিজের নিশানা ঠিক করে নিয়েছে। ছুরিটা হাত থেকে পড়ে গেল হঠাৎ, উবু হয়ে ছুরিটা তুলতে গিয়ে আক্রমনকারীর অবস্থানটা দেখে নিলো। কিছুটা অসর্তক অবস্থায় আছে তীরন্দাজ। ছুরিটা মাটি থেকে পুরোপুরি না তুলেই ছুঁড়ে দিল। এতো দ্রুত কাজটা হলো নিজেকে সরিয়ে নেয়ার সময় পেল না লোকটা। ঠিক ডান চোখে গিয়ে বিঁধল ছুরিটা, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। কাঠুরে ছেলেটা সুযোগ পেয়ে দৌড় দিয়েছে, বেশিদূর যায় নি, একটা গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে।

লোকটার চিৎকারে চারপাশ ভারী হয়ে উঠেছে, হাত দিয়ে ছুরিটা বের করার চেষ্টা করেও পারে নি। অশোক সামনে গিয়ে দাঁড়াল, পড়ে থাকা তলোয়ারটা তুলে নিলো।

"কে পাঠিয়েছে তোকে?" জিজ্ঞেস করল অশোক। যদিও জানে উত্তর দেয়ার মতো অবস্থায় নেই লোকটা। ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

"কে পাঠিয়েছে তোকে?" এবার গর্জে উঠল অশোক। উত্তরের অপেক্ষা করলো না এবার, প্রচন্ড গতিতে তলোয়ারটা নামিয়ে আনল লোকটার মাথা বরাবর।

রক্তাক্ত তলোয়ারটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কাঠুরে ছেলেটার দিকে তাকাল, ছেলেটা রীতিমতো কাঁপছে এখন। চোখের সামনে কেউ এভাবে নৃশংসভাবে খুন করতে পারে বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। হাত ইশারায় ছেলেটাকে ডাকল অশোক।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসেছে ছেলেটা।

"এই বনে পুরানো মন্দির কোথায়?" বেশ শান্তস্বরেই জিজ্ঞেস করল অশোক।

হাত দিয়ে উত্তর দিকে দেখাল ছেলেটা, গাছ আর গাছ ছাড়া কিছু নজরে এলো না অশোকের।

"কতোদূর যেতে হবে?"

ছেলেটার ভয় এখনো কাটে নি। উত্তর দেয়ার আগে চারপাশে তাকাল, তিনজন সৈন্যের লাশ পড়ে আছে, কী মনে করে উল্টোদিকে দৌড় দিল ছেলেটা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল অশোক কিছুক্ষন।

ছেলেটা দারুন ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। এই ঘটনা অন্য কারো কাছে ফাঁস হতে দেয়া যাবে না। অনিচ্ছাস্বত্তেও পায়ের কাছে পড়ে থাকা কাটা মাথার চোখে ঢুকে থাকা ছুরিটা টেনে বের করল, একেবেকে দৌড়াচ্ছে ছেলেটা, গাছপালার ফাঁক

BanglaBook.org

দিয়ে অল্পস্বল্প দেখা যাচ্ছে। বেশ সময় নিয়ে নিশানা করল অশোক, তারপর ছুড়ে দিল ছুরিটা।

ধুপ করে পড়ে গেছে ছেলেটা। ধারাল ছুরিটা ছেলেটার পিঠ ভেদ করে হৃদপিন্ডে লেগেছে এতে কোন সন্দেহ নেই অশোকের। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিকে হাঁটা ধরল। বড় কিছু পাওয়ার জন্য অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়। দুপুর হয়ে গেছে, সন্ধ্যার আগে আগে ফিরতে হলে এখুনি মন্দিরটা খুঁজে পাওয়া জরুরি।

বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া শীতল হাওয়াটা একটু কাঁপিয়ে দিল তাকে। সময় কম, দ্রুত পা চালাল অশোক।

কিছুদিন আগে, দিল্লি, আর্মি হেডকোয়ার্টার

ঠিক বারোটার দিকে খাম হাতে পেয়েছেন মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমার। খুলে দেখলেন, একদম নিখুঁত কাজ। শামুক নিজেকে খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে ভাবে কেউ তাকে দেখছে না, এখানেও ঘটনা অনেকটা কাছাকাছি। কাজটা ওরা যথাসাধ্য গোপনেই করছে, কিন্তু যাদের জানা দরকার তারা জানে।

পাওয়া তথ্যগুলো খুব কাজের, চমৎকার ডিটেইলস আছে, পথ হারানোর কোন সম্ভাবনা নেই অন্তত। এই কাজটার জন্য তার কাছে লোকের অভাব নেই, চাইলে র'এর সাহায্যও নেয়া যায়, কিন্তু তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে না। পিএ-কে বললেন বিশেষ একজনকে খবর দেয়ার জন্য।

ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যেই করমজিত সিং-কে দেখা গেল, খুব গম্ভীর চেহারায়।

"কাজের কথা আসি, মিঃ সিং," রাজেন্দ্র কুমার বললেন, "এই খামটা নিন," বলে খামটা বাড়িয়ে দিলেন করমজিত সিং-এর দিকে।

"কী এটা?"

"খুলে দেখুন।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাম খুলে কাগজগুলো বের করে আনলেন করমজিত সিং, চেহারায় বিস্মিতভাব গোপন করতে পারলেন না।

"হুম," করমজিত সিং বললেন, "আমি তাহলে কাজে নেমে পড়ি।"

"জ্বি, দেরি করার মতো সময় নেই আমাদের হাতে।"

"কোন ডেডলাইন?"

"তা নেই। তবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ হওয়া চাই।"

"আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন।"

"সেজন্যই তো কাজটা আপনাকে দিলাম।"

কাজের কথা শেষ, এরপর চুপচাপ কিছুক্ষন কেটে গেল। দুজনেই অস্বস্তিবোধ

BanglaBook.org

করছিলেন, কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

"তাহলে আমি আসি।"

"ওকে, আমাকে আপডেট করবেন নিয়মিত।"

"অবশ্যই।"

বেরিয়ে গেলেন করমজিত সিং। খামের ভেতরকার কাগজপত্রের একটা কপি করিয়ে রেখেছেন রাজেন্দ্র কুমার এরমধ্যে। ঠিক কোথায় খামটা পাঠাতে হবে জানেন তিনি। পিএ-কে ডেকে বিশেষ একটা নাম্বারে ফোন করতে বললেন। বিশেষ একজনের সাহায্য চাইতে হবে। পুরানো বন্ধুর আবদার নিশ্চয়ই ফেলে দেবে না সেই বিশেষ একজন।

অফিসে ফিরে গেলেন না করমজিত সিং। তার মাথা ব্যথা করছিল। বুঝতে পারছেন দারুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন সামনে। এ ব্যাপারে একজনই সাহায্য করতে পারে, রঘু।

মনে হচ্ছিল কথার কথা বলেছেন মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমার আগেরবার, সত্যি সত্যি হয়তো কাউকে পাঠাবেন না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছেন ভদ্রলোক। একটা বিশেষ জায়গার বিশদ বিবরন তার কাছে দেয়া হয়েছে, রীতিমতো স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি আর ম্যাপ। রঘুর উচিত ছিল আরো সাবধান হওয়া। জায়গা বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে আরো অনেক সাবধান হওয়া দরকার ছিল।

রঘুর নাম্বারে ডায়াল করলেন তিনি, দুটো রিং হওয়ার পরই কল রিসিভ হলো।

"রঘু, তোমার লোকেশন এখন আমার হাতে," বললেন করমজিত সিং।

"তাতে সমস্যা কী?"

"সমস্যা হচ্ছে লোকেশনটা তুমি আমাকে দাওনি, পেয়েছি আমি ইন্টিলিন্সের কাছ থেকে। তার মানে তোমার অবস্থান এখন আর গোপন নেই।"

"এখান থেকে খুব শীঘ্রই চলে যাবো আমরা। কেউ খুঁজে পাবে না।"

"ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক পাঠাচ্ছি আমি, খুব শীঘ্রই।"

"আমার কাজ প্রায় শেষের দিকে। আরেকটু সময় নিন।"

"সম্ভব না।"

"আচ্ছা। তাহলে মিসগাইড করুন।"

"টের পেয়ে যাবে।"

"টের পাবে না। অন্তত সপ্তাহ দুয়েক সময় লাগবে আমার। এ ক'টা দিন ভুল পথে চালান, তাহলেই চলবে।"

BanglaBook.org

"অনেক ঝুঁকি আছে।"

"ঝুঁকি তো থাকবেই, নো পেইন নো গেইন," ওপাশ থেকে বেশ মজা করে বলল রঘু।

"রাইট। এখন ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"নিন, ওকে যদি সরাতে নাও পারি, আপনি অন্তত ওকে ভুল পথে চালান, তাতেও চলবে আমার। মাত্র পনেরোদিন সময় লাগবে। তারপর আমাদের করপোরেশনের সাথে কেউ লাগতে আসবে না কোনদিন।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"নিশ্চিত।"

"ওকে," বলে ফোন রেখে দিলেন করমজিত।

শরীর খারাপ লাগলেও এখন বাসায় বসে থাকার সময় নয়। অফিসে গিয়েই কাজে নামতে হবে। অর্জুন বোকাটাকে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন, পুরো কাজটার উপর ওকে ব্রিফ করতে হবে।

বেরিয়ে এলেন করমজিত সিং। অর্জুনের জন্য খারাপ লাগছিল, বেঘোরে প্রান হারাতে যাচ্ছে ছেলেটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২২

রাস্তাটা শুনশান এই মুহূর্তে, হাইওয়ে যেহেতু গাড়ি চলে আসবে যে কোন সময়। রাস্তার মাঝ বরাবর আড়াআড়ি করে রাখা প্রায় বিধ্বস্ত একটা প্রাইভেট গাড়ি, দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মোটরবাইক, কিছুদূরে পড়ে থাকা নিথর দেহ, এসব কিছু নিয়ে উত্তর দেয়ার মতো উপস্থিত একমাত্র সে আর ড্রাইভার ইকবাল। একটা সিগারেট ধরাল অর্জুন, পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল সত্যি সত্যি মারা গেছে কি না লোকটা, কোন নড়াচড়া নেই। তার হাতে এর আগে কখনো কোন মানুষের প্রান যায় নি, কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। অবশ্য অন্য কোন উপায়ও ছিল না, যেভাবে হন্যে হয়ে লেগেছিল পেছনে তাতে যে কোন একজনকে মরতে হতোই আর এক্ষেত্রে নিজেকে দুজনের একজন ভাবতে রাজি নয় অর্জুন।

ইকবাল কাঁপছিল, ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছিল অর্জুন, গাড়িটার অবস্থা বারোটা বেজে গেছে, একটু সামনেই পুলিশ চেকিং পোস্ট, সেখানে গেলে অবশ্যই ধরা পড়ে যাবে, কিভাবে গাড়ির এরকম ক্ষতি হলো তার একটা বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা না দিলে হাজতবাস নিশ্চিত।

হাত ইশারায় ইকবালকে কাছে ডাকল অর্জুন।

"গাড়ির দাম কতো?"

"পনেরো লাখ," প্রায় ফিসফিস করে বলল ইকবাল। জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে যেন। এমনিতে হাসিখুশি ছেলেটা কুকঁড়ে গেছে হঠাৎ।

"এই গাড়ি কার নামে?"

"মালিকের নামে।"

"আমাকে তোমার বিশ্বাস হয়?"

"হয়।"

"এককাজ করো তাহলে, গাড়ির সব কাগজপত্র পুড়ে ফেল, নেমপ্লেট খুলে ফেল," অর্জুন বলল।

"ভাইজান, চেসিস নাম্বার আছে না, ঐটা দিয়া তো গাড়ির মালিক বের করা যায়।"

"হুম, তাহলে আরেকটা কাজ করা যায়।"

বেশ আশান্বিত চোখে তাকাল ইকবাল।

"কি?"

"গাড়িটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ইন্সুরেন্স করা আছে না?"

BanglaBook.org

"আছে।"

"ভেরি গুড।"

"কিন্তু..."

"কোন কিন্তু না। পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চাও? তোমার পনেরো লাখ টাকা আমি দেবো, ক্যাশ।"

আর কথা বাড়াল না ইকবাল। গাড়ির ট্যাংকার থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে অকটেন বের করে আনল। তেল চুরি করার সাধারন পদ্ধতি সব ড্রাইভারের মতো তারও জানা। পুরো গাড়িতে অকটেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। পেছনের সিটে অর্জুনের ব্যাগ ছিল। বের করে আনল।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কী করবে আরেকবার চিন্তা করল অর্জুন, গন্তব্যস্থল থেকে এখনো অনেক অনেক দূরে আছে সে, এই পথ ধরে গেলে কাছের পার্বত্য শহরটায় পৌঁছে যেত সহজেই। এখন এটুকু পথ পাড়ি দিতে হবে পায়ে হেঁটে, সময়ও লাগবে বেশি। কিন্তু কিছু করার নেই।

ইকবালকে কাছে ডাকল অর্জুন।

"আগামী কিছুদিন তুমি আমার সাথে থাকবে, নাকি তোমার অন্য কোন পরিকল্পনা আছে?"

"পনেরো লাখ না পাইলে আমি কোথাও যাবো না। গাড়ি না নিয়া ঢাকায় গেলে মালিক আমারে আস্ত রাখবো না। ঠিক চান্দি বরাবর গুলি করবো।"

"তোমার চান্দির কিছু হবে না, সেটা আমি দেখবো। এখন চলো এখান থেকে।"

"গাড়িটা..."

সিগারেটটা শেষ হয়ে আসছিল। জ্বলন্ত অবস্থায় সেটা ছুঁড়ে দিল গাড়ির ছাদে। মুহূর্তেই আগুন ধরে গেল। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন পুরো গাড়িটায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখার মতো অবস্থা নেই অর্জুনের। রাস্তার দু'পাশ ঢালু হয়ে নীচের দিকে চলে গেছে। দৃষ্টিসীমায় কোন জনবসতি নেই। একপাশ দিয়ে নামতে থাকল অর্জুন। এখান থেকে দ্রুত সরে পড়তে হবে। অনেক দূরে একটা ট্রাক আসতে দেখা যাচ্ছে, কিছুক্ষনের মধ্যে এই রাস্তায় লোকজনের ভীড় হবে, পুলিশ আসবে। কেউ তাকে দেখে ফেলার আগেই সরে পড়তে হবে। রাস্তার ঢাল পার হয়ে বেশ খানিকটা জায়গা সমতল, তারপর বেশ কিছু গাছপালা ঘন হয়ে ছোটখাট একটা জঙ্গলের মতো তৈরি হয়েছে।

চেহারা যথাসম্ভব লুকিয়ে হাঁটছে অর্জুন, পেছনে আসছে তার পাওনাদার। পনেরো লাখ টাকা ঋনের বোঝা এর মধ্যেই কাঁধে চেপে বসেছে, সামনে আর কী হবে কে জানে।

BanglaBook.org

ঢালের অপর পাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পড়েছে আরেকজন। একটু আগেও যে নিথর হয়ে পড়েছিল রাস্তায়। তার ঠোঁট বেঁকে আছে খানিকটা, সেটা হাসি না যন্ত্রনার অভিব্যক্তি তা একমাত্র সেই বলতে পারবে। তবে হার না মানার লোক সে নয়। কারো কাছ থেকে টাকা খেয়ে কাজ করে দেয় নি এ কথা তার জন্মশত্রুও বলতে পারবে না।

এবার তাড়াহুড়ার কারনে শিকার ছুটে গেল। এরপরের বার ছুটবে না, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামল তার শরীর, নামতেই থাকল, নিজের উপর তেমন নিয়ন্ত্রন নেই, তাই আটকানোর চেষ্টা করল না, পড়তেই থাকল। ঢালের পাশে ছোটখাট একটা ডোবার মতো, ঘোলা পানি। সরাসরি পানিতে পড়ল সে। সাঁতার কাটার চেষ্টা না করে নিজেকে ভাসিয়ে রাখল কোনমতে।

উপরে রাস্তায় তখন বেশ বড়সড় একটা বিস্ফোরন হলো। প্রাইভেট কার আর মোটরবাইকটার অংশবিশেষ একসাথে উড়ল আকাশে। রাস্তার দুপাশে গাড়ি জমতে শুরু করেছে। এখানে বেশিক্ষন থাকা যাবে না। পালাতে হবে। তবে এখন পালাতে গেলে উল্টো ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলটা বের করে আনল, এতো কিছুর পরও পিস্তলটা হারিয়ে যায় নি দেখে ভালো লাগল, ডোবার পাশে ছোট একটা ঝোপে কোনমতে লুকিয়ে রাখল জিনিসটা। ডোবার চারপাশে নরম কাদামাটি, উল্টেপাল্টে কাদায় মাখামাখি হয়ে চুপচাপ পড়ে রইল একটা একটা ঝোপের কোনায়। একদম স্থির হয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৩

দুপুরের পর থেকেই মেজাজ খিচড়ে আছে সাইদ পারভেজের। দীর্ঘ ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়েছে, কখন ছুটবে কেউ বলতে পারছে না। ড্রাইভারকে দিয়ে খোঁজ নেয়া হয়েছে, একটা মোটরবাইক আর প্রাইভেটকার রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে। আগুনে পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে মোটরবাইকটা, প্রাইভেটকারের কংকাল পড়ে আছে শুধু। এখানে নাকি গোলাগুলিও হয়েছে। যানবাহন দুটোর আরোহী কাউকে পাওয়া যায় নি, পুলিশ আশপাশের এলাকায় খোঁজ চালিয়েও কাউকে পায় নি। ধারনা করা হচ্ছে, মাদক ব্যবসায়ীদের পরস্পরের মধ্যে গন্ডগোলের কারনেই এই ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনা কিছু হলেও আঁচ করতে পারছে সাইদ পারভেজ, মেজাজটা বেশি খারাপ হয়ে আছে সেজন্য। দেশের সবচেয়ে পেশাদার মানুষটাকে কাজ দিয়েছিল, নিজের লোক বাদ দিয়ে, সেও কাজটা করতে পারে নি বলে মনে হচ্ছে। বেশ কয়েকবার মোবাইলে ফোন করে ফেলেছে এরমধ্যে, মোবাইল বন্ধ। সাধারন একটা ছেলেকে বাগে আনতে এতো ঝামেলা হচ্ছে কেন বুঝতে পারছে না।

তেমন কোন ট্রেনিং নেই ছেলেটার, এই প্রথম বোধহয় দেশের বাইরে একা এসেছে। সেই দিল্লী থেকেই তার লোকজনকে ঘোল খাইয়ে আসছে, প্রতিবার হাতের মুঠো থেকে ছুটে যাচ্ছে বাইন মাছের মতো।

সিটে হেলান দিয়ে বসে বাকি কাজগুলো কতো দ্রুত করা যায় তা চিন্তা করার চেষ্টা করছে এখন সাইদ পারভেজ। এই প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে অন্তত সাত বছর আগে, তখন সবেমাত্র গ্রুপের কাজে যোগ দিয়েছে সে। তখনও ভারতে তার বিরুদ্ধে কোন হুলিয়া ছিল না, নির্বিঘ্নে গ্রুপের নেটওয়ার্ক অনেকটাই গুছিয়ে এনেছিল। সরকারি গুরুত্বপূর্ন প্রতিটি বিভাগে তার লোক ম্যানেজ করা ছিল। সেবার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে খুবই সাদামাটা একটা খবর কানে আসে তার। পাটনায় খননকাজে বেশ গুরুত্বপূর্ন একটা জিনিস পাওয়া গেছে, খুব কম লোকই জানতো এ ব্যাপারে। খবরটা হাই-কমান্ডে অন্যান্য আরো খবরের সাথে উপস্থাপন করে সে, কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নি এই খবরের গুরুত্ব কতোটা। আগামী কয়েকবছরের জন্য শুধু এ বিষয়েই কাজ করতে হবে বুঝতে পারলে কখনোই খবরটা জানাতো করতো না সে। যাই হোক, পরবর্তীতে, ভেতরের একজনকে টাকার বিনিময়ে কিনে ফেলতে সক্ষম হয়, গোপন সেই প্রাচীন লিপি হাতে চলে আসে, বেঈমানকে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছিল, কপালে একটা বড় ছিদ্র।

এরপর পরই ভারত ছাড়তে হয় তাকে। সেই প্রাচীন লিপির মর্মউদ্ধার,

BanglaBook.org

বাংলাদেশে ঘাঁটি বানানো, ডঃ রামকৃষ্ণকে দলে টানা, এরপর ডঃ লুতফরকে নেয়া সহ আরো অনেক কিছুই কাজই করেছে সে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখে নি বলে নিজের উপর রাগ হচ্ছিল। অমিত নামের সেই ছেলেটির মৃত্যুর পরপরই ভারতে থাকা তার জন্য হারাম হয়ে যায়, যদিও ইন্টিলিজেন্স জানতে পারে নি ঠিক কী ধরনের লেনদেন হয়েছিল তাদের মধ্যে। ওদের টনক নড়ে যখন জানতে পারে ডঃ রামকৃষ্ণ যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। যে মানুষটা নিজ দেশে কোন সম্মান পায় নি, যার গবেষনাকে কখনো সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় নি, তাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে ভেড়াতে খুব একটা সমস্যা হয় নি। এ ধরনের প্রজেক্টে ডঃ রামকৃষ্ণের কোন বিকল্প নেই। তার প্রজেক্টের মূল কাজ ডঃ রামকৃষ্ণেরই করা।

একসময় একা একা একই বিষয়ের উপর কাজ করছিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ। কিন্তু সহযোগিতা পাচ্ছিলেন না কোন দিক থেকে, এমনকি সর্বশেষ গবেষনা ইন্সটিটিউট থেকে বয়স্ক মানুষটাকে রীতিমতো অপমান করে বিদায় করে দেয়া হয়। সে সময় নিজের প্রয়োজনেই তাকে দলে টানে সাইদ পারভেজ। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে তৈরি করা বাংকারে গড়ে তোলে গোপন এক ল্যাব। এই ল্যাব গড়তে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। দেশের আইনশৃংখলা বাহিনি থেকে শুরু করে প্রতিটি পদে পদে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। ল্যাবের সব অত্যাধুনিক জিনিসপত্র প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে নিয়ে আসতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, একটা জিনিস ছিল সাথে এবং এখনো আছে, ফলে সবকিছু সহজ হয়েছে, জিনিসটা হচ্ছে টাকা। পানির মতো টাকা খরচ করেছে সে, কোথায় কি পরিমান টাকা খরচ করতে হবে এই বিদ্যাটা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত আছে তার।

সমস্যা হয়েছিল বছর তিনেক আগে, ডঃ রামকৃষ্ণ তখনো বাংলাদেশে আসেন নি, অদ্ভুত একটা শর্ত দিয়েছিলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক, তার গবেষনা কাজে তিনজন জলজ্যান্ত মানুষ দরকার এবং এই তিনজনের একজন হবে শ্বেতাঙ্গ, একজন ভারতীয় এবং একজন মঙ্গোলীয়, তবে ভারতীয় কিংবা মঙ্গোলীয়'র বদলে কৃষ্ণাঙ্গ হলেও হবে। তবে এখানে যেহেতু কৃষ্ণাঙ্গ পাওয়া কঠিন হবে তাই মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয়'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন তিনি। বয়সও হতে হবে ত্রিশের নীচে। এর কারন কী বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিল ডঃ রামকৃষ্ণকে, উত্তর পাওয়া যায় নি, বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুধু বলেছিলেন, জোগাড় করে দিতে না পারলে প্রজেক্টই শুরু হবে না।

পাহাড়ের এমন জায়গায় এমন তিনজন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন, এক্ষেত্রে ভাগ্য সহায় ছিল, অল্প দিনেই ডঃ রামকৃষ্ণের ইচ্ছে অনুযায়ী তিনজনই পেয়ে যায় সাইদ পারভেজ। পর্যটক হিসেবে দুজন এসেছিল পাহাড়ে ঘুরতে, একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত যুবক। ওদের ধরে ল্যাবে ঢোকাতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি, তৃতীয়জন স্থানীয় জনগোষ্টীর সদস্য, ওকে ধরতে বেশ ঝামেলা

BanglaBook.org

হয়েছে। কোন কিছুতেই থেমে থাকে নি সে, যা চেয়েছেন ডঃ রামকৃষ্ণ তাই দিয়েছে সাইদ পারভেজ। লক্ষ্য একটাই প্রজেক্টটা যেন সফল হয়।

সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে পিছিয়ে যেতে হচ্ছে আবার। তিনজনের উপর আলাদা আলাদাভাবে ডঃ রামকৃষ্ণ কাজ করেছেন, ফলাফল আশাব্যঞ্জক, শুধু ডঃ লুতফর রহমানের রুম থেকে চুরির ঐ ঝামেলাটা না হলে এতোদিনে দুবাই-এ নিজের বাড়িতে বসে আরব সাগরের হাওয়া খেত সে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকতো কয়েক কোটি টাকা, এরপর আর কাজ না করলেও চলতো। পায়ের উপর পা রেখে শুয়ে-বসে দিন কাটানো যেত।

এই দেশে তার পরিচয় কখনো ব্যবসায়ী, কখনো আন্তর্জাতিক প্রত্নতাত্ত্বিক, কখনো বা নৃতাত্ত্বিক গবেষক। প্রতিটি পরিচয়ে এখন পর্যন্ত সফল সে। কেউ সন্দেহও করতে পারে নি তার আসল উদ্দেশ্যে।

খুব ছোট থেকে শুরু করতে হবে, তারপর ছড়িয়ে পড়তে হবে পৃথিবীময়। "আম্ব্রেলা কর্পোরেশন" পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করতে শুরু করেছে এরমধ্যে, তবে শুধু অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রন করলেই চলবে না, অস্ত্রের ঝনঝনানিও শোনাতে হবে পৃথিবীর মানুষকে। একমাত্র ভয়ই সাধারন মানুষকে দাবিয়ে রাখে, সেই ভয়টাকে সম্বল করেই এগিয়ে চলেছে কর্পোরেশনের কার্যক্রম। সাইদ পারভেজ সামান্য অপারেটর মাত্র, খুদে একটা এলাকায় সীমাবদ্ধ তার কার্যকলাপ, তবে প্রজেক্টটা যদি সফল হয়, তাহলে কর্পোরেশনের একজন গুরুত্বপূর্ন মানুষ হয়ে উঠবে সে।

ল্যাবে জানানো হয়েছে তার আগমনের খবর, আজ রাতে বান্দরবানের হোটেলে অবস্থান করে দুপুরের মধ্যে ল্যাবে পৌঁছে যাবে সে। তার থাকার জন্য হোটেল ঠিক করা হয়েছে, ল্যাব থেকে লোক পাঠানো হয়েছে তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এখন এই ট্রাফিক জ্যাম ছাড়লে হয়, বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবল সাইদ পারভেজ।

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এলো। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। সাথে থাকা ফোনটা দিয়ে বিশেষ একটা নাম্বারে ডায়াল করল সাইদ পারভেজ। কয়েকবার রিং হয়ে কেটে গেল। ল্যাবে পৌঁছে সবকটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

বসে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যাথা করছিল, চাইলে বাইরে বেরিয়ে একটু হাঁটাচলা করা যায়, অনেকেই করছে। তবে চেহারা যতো কম মানুষ দেখবে ততো ভালো, একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাঁচ খুলে দিল সাইদ পারভেজ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষনের জন্য, মোবাইল ফোনটা বেজে উঠায় সংবিত ফিরল।

খুব বিপদে না পড়লে এই নাম্বারে ফোন দিতে নিষেধ করা হয়েছে কাউকে। ফোন রিসিভ করলো সাইদ পারভেজ, ওপাশ থেকে পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল।

BanglaBook.org

"এখন কোথায় তুমি?"

"রাস্তায়।"

"পৌঁছাবে কখন?"

"কাল সকালে সম্ভবত।"

"সম্ভবত শব্দটা শুনতে চাই না, নিশ্চিত করে বল।"

"কাল সকালে।"

"গুড। শুধু চোখ-কান খোলা রাখো।"

"ওকে। দুপুরের মধ্যে আমার রিপোর্ট দরকার। তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই না, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরেকটা কথা, তুমি চাইলে আরো শর্টকাটে পথ চলতে পারো। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকার মানে কী?"

"রাস্তায় ঝামেলা হয়েছে।"

"টাকা পকেটে রেখো না, ডিয়ার বয়। খরচ করো। হেলিকপ্টার নাও। ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম।"

"ওকে, বস..."

আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল, ফোন কেটে গেল। সিগারেটটা বিরক্তির সাথে ফেলে দিল সাইদ পারভেজ, এভাবে চাপের উপর কাজ করা কঠিন। দিনরাত তার উপর নজরদারি করা হয়, এটাও ভালো লাগে না। এতোদিন কর্পোরেশনে কাজ করেও কে তার উপর নজরদারি করে জানতে পারে নি। এমনও হতে পারে, তার শরীরে ইলেকট্রনিক কোন বাগ লুকানো আছে, যাতে ওরা সহজেই ট্র্যাক করতে পারে। বস এখন ঢাকায়, এটাও দুশ্চিন্তার বিষয়। নাওয়া-খাওয়া, ঘুম সব হারাম করে দেবে লোকটা।

বাইরে মৃদু মন্দ বাতাস বইছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে তার। এরমধ্যে স্বস্তি লাগল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনে, গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। সিটে মাথা এলিয়ে দিল সাইদ পারভেজ। সামনে অনেক কাজ, যতোটা সম্ভব বিশ্রাম নেয়া যাক, পরে সময় নাও পাওয়া যেতে পারে।

≡≡≡

এখানে পৌঁছেছে সন্ধ্যার একটু আগে। জীবনে এর আগে এতো ক্লান্তিকর কোন যাত্রায় বের হয় নি অয়ন, নিজেকে ভারবাহী গাধার মতো মনে হচ্ছিল। সাথে থাকা ব্যাগ আর অন্যান্য জিনিসপত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে বসে পড়েছে। মাঝে দুপুরের খাওয়ার জন্য একবার থেমেছিল, দুপুরের খাবার বলতে শুকনো বিস্কুট আর কলা। গলা দিয়ে নামানো কঠিন হয়ে যাচ্ছিল, সাকিবকে দেখে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সেরা ভোজে অংশ নিয়েছে, হাফ ডজন কলা আর গোটা তিন বড় বড় শুকনো বিস্কুট একাই

BanglaBook.org

সাবাড় করে দিল। শাহরিয়ার সুলতান একটা বিস্কুট খেল শুধু। এখানে একটু পরপর কলা গাছ, অন্যান্য গাছপালা তো আছেই। পায়ে চলা কোন পথ নেই কোথাও, তার মানে এখানে মানুষ আসে না তেমন। অবশ্য এখানে আসার কোন কারনও নেই, জায়গাটা অদ্ভুত রকমের নিরব, পশুপাখীর বিচরন চোখে পড়ে নি তেমন, দূরে একটা গুই সাপ চোখে পড়েছিল, কুমীর আকৃতির, কেমন উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে হেলতে দুলতে নিজের কাজে চলে গেল।

দুপুরের ঐ টুকু খাবার শেষ করতে লেগেছিল পাঁচ মিনিট, তারপর আবার হাঁটা। কোথা দিয়ে কোথা যাচ্ছে কোন ধারনা নেই অয়নের, শাহরিয়ার সুলতানের ক্যাম্পে রাতের মধ্যে পৌঁছান সম্ভব না, সেক্ষেত্রে মনে হয় খোলা আকাশের নীচেই রাত কাটাতে হবে।

সাকিব শুয়ে পড়েছে মাটিতে, চোখ বন্ধ, বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, শাহরিয়ার সুলতান চুপচাপ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, এরপর কী করবে ঠিক করে নিচ্ছে নিশ্চয়, ভাবল অয়ন। তবে আর এক পা'ও হাঁটতে পারবে না সে। এতে যদি শাহরিয়ার সুলতান তাকে মেরে ফেলেও তাতেও কোন আপত্তি নেই। তবে এই দীর্ঘ পথ একসাথে হাঁটায় এটুকু বুঝতে পেরেছে, তাকে মেরে ফেলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই শাহরিয়ার সুলতানের, বরং এই সময়টায় তাকে বনে-জঙ্গলে চলাচলের সাধারন কিছু নিয়ম শিখিয়েছে। লোকটা পৃথিবীর প্রায় সব মরু আর জঙ্গলে ঘুরে ফেলেছে, এসব বিষয়ে তার কাছ থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। কিন্তু ক্ষুধা পেটে কোন কিছুই ভালো লাগে না। বিরক্তির সাথে শাহরিয়ার সুলতানের দিকে তাকাল অয়ন। সম্পূর্ন নিজের স্বার্থে ওদের দুজনকে আটকে রেখেছে লোকটা, সুযোগ পেলেই পালাবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। টাকা কিংবা অন্য কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারবে না, জীবনে বেঁচে থাকলে টাকা অনেক রোজগার করা যাবে।

"খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমাদের দুজনকে," বেশ সহানুভূতির সাথে বলল শাহরিয়ার সুলতান।

"ধন্যবাদ," অয়ন বলল, "লক্ষ্য করার জন্য।"

"আজকে রাতটা এখানেই কাটাই, সকাল সকাল কাজ শুরু করতে হবে আমাদের।"

"এখানে ঘুমাবো কোথায়? খোলা আকাশের নীচে?" জিজ্ঞেস করল সাকিব, শারীরিকভাবে দূর্বল হলেও বেশ উত্তেজিত মনে হলো, যেন এখানে থাকার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

"সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "এখানে সব ব্যবস্থা করা আছে।"

চারপাশে তাকাল অয়ন, অন্ধকার হয়ে এসেছে, কানের কাছে মশার দল ভো

BanglaBook.org

ভো শুরু করেছে, ঘন হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা কিছু গাছপালা আর ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। এখানে আর কিছুক্ষন থাকলে নির্ঘাত ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হবে।

সাকিবও উঠে বসেছে, অনেকক্ষন পর নিজের প্রানশক্তি ফিরে পেয়েছে যেন, শাহরিয়ার সুলতানের সব কথাকেই বেশ গুরুত্বের সাথে গ্রহন করে বোঝা যাচ্ছে।

"রাতে কী খাবো আমরা?" জিজ্ঞেস করল সাকিব।

"দুপুরে যা খেয়েছো," হেসে বলল শাহরিয়ার সুলতান, "যাক, অনেক কথা হলো। এবার কাজে নামা যাক।"

অয়ন ভেবেছিল আবার উঠে হাঁটতে শুরু করতে হবে। কিন্তু না, শাহরিয়ার সুলতানকে একটু দূরে পাহাড়ের গা ঘেষে বেশ বড় আর ঘন হয়ে উঠা একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল সে। হাতে থাকা একটা লাঠি দিয়ে গাছের ডাল সরিয়ে ঝোপটার ভেতরে ঢুকে গেল কিছুক্ষনের মধ্যে। বেরিয়ে আসার কোন নামগন্ধ নেই।

বেশ কিছুক্ষন চলে গেল এভাবে। এক দৃষ্টিতে ঝোপটার দিকে তাকিয়ে আছে অয়ন। কখন বের হয়ে আসবে কে জানে? ঐ ঝোপের মধ্যে কী? সাকিব তার দিকে তাকিয়ে আছে অসহায়ের মতো।

ওকে কী বলবে বুঝতে পারছে না অয়ন, এতোদূর টেনে নিয়ে এসে এখানে এভাবে ফেলে যাওয়ার মানে কী?

ঝোপের দিকে এগুবে কি না বুঝতে পারছিল না অয়ন। স্থির হয়ে আছে যেন সময়, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সাকিবের চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে না পেলেও ও যে ভয় পাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঝোপের দিকে তাকাল অয়ন, ঝোপের পরপরই পাহাড় সোজা উঠে গেছে উপরের দিকে, একদম সোজা। এরপর আর কোনদিকে যাওয়ার পথ নেই। যে পথে এসেছিল সেদিক দিয়ে ফিরে যাওয়া যায়, কিন্তু সারাদিন হেঁটে পা ফুলে গেছে প্রায়, এ অবস্থায় বিশ্রাম নেয়া ছাড়া আবার রওনা দেয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।

"কি করবো আমরা?" জিজ্ঞেস করল সাকিব, অয়নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"অপেক্ষা।"

কিছু বলল না সাকিব, বড় একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল অয়ন।

কতোক্ষন পার হয়েছে বলতে পারবে না, স্থির দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হয়ে গেছে অয়নের, মশারা ছেঁকে ধরেছে, হাঁটাহাঁটি করতেও অস্বস্তি হচ্ছে, এখানে সেখানে সাপ-খোপ থাকা অসম্ভব কিছু না। পেছনে ঝোপটার মধ্যে কেমন একটা শব্দ হচ্ছে, হুড়োহুড়ি করছে কিছু একটা, সতর্ক হয়ে গেল অয়ন, সাকিবের হাত ধরে টান দিল। ছেলেটা এখনো অন্যমনস্ক। পায়ের কাছে ছোট একটা গাছের ডাল পড়ে

BanglaBook.org

আছে, সেটা তুলে নিয়ে রক্ষনাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়াল। ঝোপের আড়াল থেকে কী বেরিয়ে আসবে বোঝা যাচ্ছে না। হুড়োহুড়ির শব্দ থেমে গেছে, ঝোপের ভেতর থেকে শব্দটা আসছে এখনো, কোন বন্যপ্রাণীর হাঁটাচলার আওয়াজের মতো।

সাথে থাকা টর্চটা এতোক্ষন হাতে রেখেও জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিল অয়ন, জ্বালাল এবার। ঝোপ বরাবর তাক করলো, তৈরি।

বেরিয়ে এসেছে। শাহরিয়ার সুলতান, এক হাতে লম্বা লাঠি, অন্য হাতে বেশ বড়সড় একটা মোরগ।

"স্যরি, বয়জ। হ্যান্ডস আপ করতে পারছি না, ওকে ধরতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে," হাসি হাসি মুখে বলল শাহরিয়ার সুলতান।

সাকিবের দিকে তাকাল অয়ন, দাঁত সবগুলো বেরিয়ে এসেছে হাসিতে, এই মোরগ কিভাবে রান্না হবে জানতে চেয়ে মজা নষ্ট করতে চাইল না অয়ন, মোরগ যখন ধরেছে রান্নার ব্যবস্থাও হবে নিশ্চয়।

শাহরিয়ার সুলতানকে নিয়ে মনের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা কাজ করছিল, সেটা কেটে গেল অয়নের। তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৪

সেদিন সন্ধ্যার মধ্যে রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছিল অশোক, বেশ ধকল গিয়েছে শরীরের উপর দিয়ে। রাজপ্রাসাদে ঢোকার মুখে বেশ কয়েকজন পাহারাদার এগিয়ে এসেছিল তাকে সাহায্য করার জন্য, তার সাথে ছিল কাপড়ে ঢাকা বেশ ভারী একটা বস্তু, ঘোড়ার পিঠে বসে জিনিসটাকে ধরে রাখা কষ্টকর হলেও অন্য কাউকে এতে হাত দিতে দেয় নি অশোক। সন্দেহ করতে পারতো পাহারাদাররা। এখানে দেয়ালেরও কান আছে। আর তার শত্রুর যে অভাব নেই তা সেদিন দুপুরেই বোঝা গেছে, ঐ তিনজন সৈন্যকে তার পেছনে পাঠিয়েছিল কেউ, তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যই। উদ্দেশ্য যদিও সফল হয় নি, তবে একবার সফল না হওয়ায় ওরা থেমে থাকবে বলে ধারনা করা ঠিক হবে না। আঘাত আরো আসবে, সেজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

সারাদিন হাঁটা, লড়াই, গোপন জিনিস খুঁজে বের করে তা নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফেরা, সবকিছু মিলিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল অশোক, তাই ফিরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাতে খাবার দিতে এসেছিল এক ভৃত্য, তাকেও ফিরিয়ে দিয়েছিল। ঘুম ভেঙ্গেছে পরদিন ভোরে। মাথা কেমন ভার ভার লাগছিল তার।

সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছে একের পর এক। যুদ্ধ, রক্ত, এক বৃদ্ধের সাবধান বানী থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু ছিল সেই স্বপ্নগুলোতে। যুদ্ধ আর রক্তের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই অশোকের, সিংহাসনে বসতে হলে রক্ত ঝরাতেই হবে, তার অস্বস্তি হচ্ছিল এক বৃদ্ধের সাবধানবানী নিয়ে, বৃদ্ধের চেহারা তার অপরিচিত নয়, সেই চাণক্য, যিনি মারা গিয়েছেন বেশ কিছুদিন আগে, মাথায় পেছনে লম্বা টিকি আর ক্ষুরধার চোখ, তাকে সাবধান করে দিয়েছে স্বপ্নে। স্বপ্নে বিশ্বাস নেই অশোকের, ভীত আর দূর্বলরাই স্বপ্ন দেখে বিচলিতে হতে পারে যা আকে মানায় না। তবু অস্বস্তিটা কাটছিল না, কারন স্বপ্নটা ছিল তার বয়ে নিয়ে আসা ভারী বস্তুটাকে নিয়ে। আজ সকালেই সিন্দুকটা খুলতে হবে। এর ভেতরে মনি-মানিক্য যাই থাকুক না কেন, তা খুলে দেখবে কি না কিংবা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে আসবে কি না তা নিয়ে যথষ্ট চিন্তায় পড়ে গেছে অশোক। বৃদ্ধ চেয়েছিল জিনিসটা তার কাছেই থাকুক আবার এখন স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলছে, সিন্দুকটা যেন না খোলে অশোক, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন।

কিন্তু বৃদ্ধ এটা জানে না, সাবধানবানী শোনার জন্য জন্ম হয় নি অশোকের, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত কর্ণধার একজন মৃত মানুষের বার্তায় সিদ্ধান্ত বদলায় না।

BanglaBook.org

অন্যান্য রাজকুমাররা এখন শারীরিক প্রশিক্ষনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, অন্যান্য দিনে অশোকও থাকে তাদের দলে। তবে আজ সকালে তার অন্য কাজ আছে তাই ভৃত্যকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে শারীরিকভাবে অসুস্থ বলে আজ সে প্রশিক্ষনে আসতে পারবে না। এর বদলে সে আজ সিন্দুকটা নিয়ে কাজ করবে।

সমস্যা হচ্ছে সিন্দুকটার চাবি নেই তার কাছে, তালা ভেঙে খোলা যায়, তবে তার আগে নিজের মতো করে একবার চেষ্টা করতে চায় অশোক। রাজপ্রাসাদে সব ধরনের লোকজনের আগমন ঘটে বিভিন্ন কারনে, এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তাকে সিন্দুকটা খুলতে সাহায্য করতে পারবে, তবে কাউকে বিশ্বাস করে না সে। পৃথিবীতে আপন বলতে তার কেউ নেই, একমাত্র মা আছেন, তিনিও ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে। কারো কাছে গোপন কথা বলতে যাওয়া মানে আত্মসমর্পন করা আর আত্মসমর্পন করতে রাজি নয় সে মোটেও।

ভারী সিন্দুকটা বিছানার নীচে রেখেছিল অশোক, কাপড় দিয়ে ঢেকে। দরজা বন্ধ করে সিন্দুকটা বিছানার নীচ থেকে বের করল। কাপড়টা সরিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষন সিন্দুকটার দিকে। মহামতি চানক্য সত্যিই যদি তার জন্য আলাদা করে কিছু রেখে যায় তাহলে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাইরের মানুষের কাছে এই সিন্দুকটার অস্বিত্ব নেই, তাই কাউকে জানিয়ে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে চায় না অশোক। এই সিন্দুক খোলার নিশ্চয় কোন রহস্য আছে, চাবি দিয়ে কাজ হলে চানক্য নিশ্চয়ই চাবির কথাও বলে যেতেন। তা যেহেতু যান নি, তার মানে চাবি খুব গুরুত্বপূর্ন জিনিস না, সিন্দুকটা খোলার অন্য কোন ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়।

সারাদিন নিজের কামরা থেকে বের হলো না অশোক, খাবার এলেও ফিরিয়ে দিল। রাতে ঘুমিয়ে গেল না খেয়েই। তবে ঘুম স্থায়ী হলো না বেশিক্ষন, বিছানা ছেড়ে সিন্দুকের সামনে এসে বসল। হঠাৎ করেই মাথায় এসেছে বুদ্ধিটা, এই সিন্দুক চাবি ছাড়াও খোলা যাবে।

মোমবাতির আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে সিন্দুকটা, ভারী জিনিস, দীর্ঘদিন মাটির তলায় থাকার পরও এখনো একদম মসৃন, সুন্দর বাইরের দিকটা, খুব ভালো কোন কারিগরের কাজ, ভাবল অশোক। সিন্দুকটার ডালার উপরের অংশ একদম সমান, হাত দিয়ে টান দিয়ে খোলার মতো কিছু নেই। পুরো সিন্দুকটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল এবার, কিছু কিছু জায়গা অসমান মনে হচ্ছে, অসমান জায়গাগুলো সিন্দুকের চারটি আলাদা আলাদা অংশে, খুব লক্ষ্য করে না দেখলে বোঝা যায় না।

মোমবাতির আলো ফেলল এবার অসমান জায়গাগুলোতে, খুব ছোট করে একটা চিহ্ন চোখে পড়ল, সিংহের মাথা আকাঁ চিহ্ন, চমৎকার হাতের কাজ স্বীকার করতে বাধ্য হলো অশোক। আলতো করে আঙুল দিয়ে চাপ দিল সেই অসমান জায়গাগুলোতে, খুট করে একটা শব্দ হয়ে খুলে গেল ডালাটা।

BanglaBook.org

ভেতরে থাকা জিনিসগুলো দেখে অবাক হলো না অশোক, ঠিক এমন কিছুই আশা করছিল সে। শক্ত কাপড়ের উপর লেখা প্রাচীন সংস্কৃত লিপিতে লেখাগুলো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না তার একটুও। বড় হবার পর থেকে সংস্কৃতের উপর আলাদা করে পড়াশোনা করেছে সে। কিছু কিছু জায়গায় লেখা বুঝতে সমস্যা হলেও লেখাগুলোর পরিপূর্ন অর্থ বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না। অর্থশাস্ত্র যিনি লিখেছেন কেবলমাত্র তার মতো মেধাবী মানুষের কাছ থেকেই এমন কিছু বেরুতে পারে। তবে এই লেখাগুলোর প্রায়োগিক প্রমানের জন্য দরকার ব্যাপক কার্যক্রম। তার মতো একজন কিশোরের পক্ষে কাউকে না জানিয়ে এ ধরনের কিছুর উপর কাজ করতে যাওয়া অসম্ভব। ঠিক এই লেখাগুলোর খোঁজেই চানক্যের পেছনে দিনের পর দিন ঘুরেছে তার বাবা, এমন গুপ্তজ্ঞান সত্যিই আছে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তার নিজেরও। এখন হাতের মুঠোয় পেয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না অশোক।

পিতার প্রিয়পাত্র হবার চমৎকার এক সুযোগ তার সামনে। লেখাগুলো বিন্দুসারের কাছে হস্তান্তর করা। ভারতবর্ষের অল্প যে অংশ এখনো জয় করা বাকি তা হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা খুব সহজ হয়ে যাবে, এমনকি তিনি চাইলে বিশ্বজয়েও বেরুতে পারবেন, যদিও রাজা বিন্দুসারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব বেশি নয়। তবে তিনি সত্যিই খুব খুশী হবেন, এমনকি রাজত্বের বৈধ উত্তারিধারের বদলে অশোককে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করতে পারেন। তবে নিশ্চয়তা নেই, রাজা বিন্দুসার কিছুকিছু ক্ষেত্রে প্রচন্ড খামখেয়ালী, হয়তো অশোককে তিনি সেভাবে গুরুত্বই দেবেন না। এছাড়া এই জিনিস মহামতি চানক্য রাজা বিন্দুসারকে না দিয়ে কেন অশোকের জন্য রেখে গেছেন, সেটাও ভাববার বিষয়।

চিন্তাটা মাথায় ঘুরঘুর করছিল অশোকের, মহামতি চানক্য চাইলে সহজেই লেখাগুলো রাজা বিন্দুসারের কাছে দিয়ে যেতে পারতেন, তাহলে রাজদরবারে তার প্রতিপত্তি আরো বাড়ত, কুচক্রীরা তার ধারে-কাছে আসতে পারতো না, কিন্তু বুদ্ধিমান চানক্য সোজা পথে যান নি। বরং তিনি লেখাগুলো রেখে গেছেন সিংহাসনের ভবিষ্যত প্রার্থীদের মধ্যে একজনের জন্য, যার রাজা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কিংবা হয়তো অশোককেই সিংহাসনের যোগ্য উত্তরসুরি ভেবেছেন যার কাছে পুরো ভারতবর্ষের দায়িত্ব দেয়া যায়। নিশ্চয়ই চানক্য এমন কিছু চিন্তা করেছেন যা সে এখনো চিন্তা করে নি, ভাবল অশোক।

এক্ষেত্রে একটা কাজই করা যায়, তা হচ্ছে যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে আসা। লেখাগুলো বারবার পড়ে মুখস্ত করে নেয়া যায়, নিজের স্মৃতিশক্তির উপর যথেষ্ট আস্থা আছে অশোকের, সে একবার যা পড়ে তা সহজে ভোলে না। আগামীকাল ভোরে আবার বেরুতে হবে রাজপ্রাসাদ থেকে, যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে আসতে হবে। রাজপ্রাসাদে এই জিনিস রাখা মোটেও নিরাপদ না।

BanglaBook.org

তবে এবার এমনভাবে রাখবে অশোক, কেউ কোনদিন তা খুঁজে পাবে না। নিজের স্বার্থের ব্যাপারে আপোষহীন অশোক, তার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী কারো হাতে এই লেখাগুলো পড়লে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। কাজেই কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে।

সারারাত ধরে লেখাগুলো বারবার পড়ল অশোক, সিন্দুকের চারপাশে সিংহের মাথা আকা ছোট ছোট চিহ্নগুলো ছুরির ডগা দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে দিল, রাত আরো গভীর হতে থাকল। তারপর ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে প্রিয় ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, ভারী সিন্দুকটা কাপড় দিয়ে ঢেকে কোলের উপর রেখেছে।

পেছনে কেউ না কেউ আছে অনুসরন করার জন্য, তাই ঘোড়াটাকে সম্পূর্ন ভিন্ন দিকে ছোটাল অশোক। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ খেলা করছিল তার, মহামতি চানক্য ভরসা করেছিল তার পিতামহ'র উপর, সে ভরসা বৃথা যায় নি, এখন ভরসা তার উপর, এই ভরসাও বৃথা যাবে না।

অনেক দূরে রাজপ্রাসাদের কোন এক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অশোকের যাওয়া দেখছিল একজন, তার চোখে মুখে চিন্তার রেখা।

বর্তমান সময়, দিল্লি
আর্মি ইন্টিলিজেন্স হেডকোয়ার্টার

বর্তমান আর্মি ইন্টিলিজেন্সের প্রধান বসে আছেন সামনে, মাঝে মাঝে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন, সামনে চুপচাপ বসে আছেন করমজিত সিং। মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমারের সুনাম আছে দুটো ব্যাপারে, কাজের ব্যাপারে আপোষহীন আর একশত ভাগ সৎ।

"আপডেট কি?" ছোট করে জিজ্ঞেস করলেন ইন্টিলিজেন্স প্রধান, ইনি দায়িত্ব নিয়েছেন বেশিদিন হয় নি, আগের প্রধানের সাথে বেশ চমৎকার সম্পর্ক ছিল করমজিত সিং-এর। নতুন এই প্রধানের মতিগতি এখনো ধরতে পারেন নি তিনি।

"যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন," বললেন তিনি, "সবচেয়ে চৌকস লোকটাকেই পাঠিয়েছিলাম আমি। বারবার বলেছি সবসময় যোগাযোগ রাখতে, অথচ এখন মোবাইলে কিংবা অনলাইনে পাচ্ছি না।"

"ওকে। তার কাছ থেকে এখনো কোন রিপোর্ট পান নি আপনি, রাইট?"

"জ্বি।"

"ব্যাপারটা আপনার কাছে সন্দেহজনক মনে হয় নি?"

"আজ সকাল থেকে পাচ্ছি না, আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করবো। তারপর বিকল্প ব্যবস্থা।"

BanglaBook.org

"বিকল্প ব্যবস্থা কী?"

"অন্য আরেকজন তৈরি আছে, তাকে পাঠাবো।"

ভদ্রলোক মুখ বাঁকালেন না হাসলেন বুঝতে পারছেন না করমজিত সিং। তবে এই লোকটাকে বশে আনা কঠিন হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন।

"আমি কোন সাহায্য করতে পারি?"

"আপাতত লাগবে না, ধন্যবাদ," বললেন তিনি।

"ঠিক আছে, আপনি যান তাহলে, আমি পরে খবর নেবো," বললেন আর্মি ইন্টিলিজেন্স প্রধান।

করমজিত সিং হেড কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে নিজের অফিসে ফিরে এলেন। আসার পথে নিজের ব্যক্তিগত নাম্বার থেকে রঘুর নাম্বার ডায়াল করলেন। কোন সাড়া পেলেন না। বুঝতে পারছেন না কি করবেন। অর্জুন দিল্লি থেকে রওনা দেয়ার সাথে সাথে রঘুকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আদৌ নিতে পেরেছে কি না নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। তবে যোগাযোগের পথ যেহেতু বন্ধ কিছুটা হলেও স্বস্তি লাগছে। আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে বের হওয়া মাত্র কালো একটা মোটরবাইক অনুসরন করছে তার গাড়িটাকে, অন্যমনস্কতার কারনে যা তার চোখ এড়িয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৫

ল্যাবের উপরের অংশে ছোটখাট একটা কনফারেন্স রুম আছে, খুব প্রয়োজন না হলে সেটার ব্যবহার হয় না। এর আগে নিজেদের মধ্যে দু'একটা মিটিং হয়েছে, তার বেশিকিছু না। আজকেও এখানে একটা মিটিং হচ্ছে। মিটিং-এর বিষয়বস্তু সাধারন, সাইদ পারভেজকে নিয়ে আসা এবং ল্যাবের চারদিকে নিরাপত্তা বাড়ান। সাইদ পারভেজকে এর আগেও শহর থেকে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে, কারো চোখে যেন না পড়ে ঠিক সেভাবেই এখানে আনা হয় সাইদ পারভেজকে। বরাবরের মতো এবারও তাকে আনতে যাবে ল্যাবের ভাড়া করা সৈন্যদের একজন, নাম সালাউদ্দিন। সালাউদ্দিনের সাথে আরো একজনকে দেয়া হচ্ছে বাড়তি হিসেবে। এছাড়া ল্যাবের নিরাপত্তায় সারাদিন বিভিন্ন গ্রুপে চারজন করে কাজ করতো, এখন থেকে সংখ্যাটাকে ছয়জন করলেন ডঃ রামকৃষ্ণ। হঠাৎ করেই নিরাপত্তা প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা জানতে চেয়েও চুপ থাকলেন ডঃ লুতফর।

সাইদ পারভেজের পর ল্যাবের দায়-দায়িত্ব ডঃ রামকৃষ্ণের উপর। এক্ষেত্রে সে চুপচাপ থাকলেও কোন সমস্যা নেই। যে যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে চলে গেল। মিটিং রুমে ডঃ রামকৃষ্ণ আর ডঃ লুতফর একা বসে রইলেন কিছুক্ষন। আজ রাতে শহরে পৌঁছাবে সাইদ পারভেজ, সেক্ষেত্রে আগামীকাল দুপুরের মধ্যে ল্যাবে উপস্থিত থাকার কথা। ল্যাবে ঢুকেই লোকটা প্রথমে কী কী জানতে চাইতে পারে সে সম্পর্কে ধারনা আছে ডঃ লুতফরের, উত্তর দেয়ার জন্য মোটামুটি তৈরি তিনি। ডিভাইসগুলো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে, আগে যেহেতু একবার বানিয়েছিলেন, এখন নতুন করে বানাতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি। সমস্যা হচ্ছে ততোদিন রুদ্র, অগ্নি আর সূর্য্যকে সামলানো যাবে কি না।

বাইরে রোদ ঝলমলে সকাল, হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে দশটা বাজে। নাস্তা করা হয়ে গেছে, মিটিং-ও শেষ, এখন ল্যাবে ঢুকে পড়তে হবে। তবে তার আগে বাইরে রোদের আলোয় যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল ডঃ লুতফরের। কনফারেন্স রুমটার একপাশে পাশাপাশি রাখা বেশ বড় কয়েকটা মনিটর, ল্যাবের চারদিকে বসানো ক্যামেরাগুলো থেকে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছেন দুজন।

সন্দেহজনক কোন কিছুর নড়াচড়া নেই, বরং নানা রঙা পাখির উড়াউড়ি আর ডাকাডাকিতে ব্যস্ত চারদিকের প্রকৃতি, আকাশ আজ পরিষ্কার নীল। দূর দূরান্ত পর্যন্ত মানুষের আনাগোনার চিহ্নমাত্র নেই।

BanglaBook.org

"আমি কি কিছুক্ষনের জন্য বাইরে বেরুতে পারি, ডঃ রামকৃষ্ণ?" ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ লুতফর।

"আপনি ছেলেমানুষী কথা বলছেন, ডঃ লুতফর," হেসে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "এ ব্যাপারে আগেও আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে।"

হ্যা, এ ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে, ভাবছেন ডঃ লুতফর, এমনকি সাইদ পারভেজের সাথে যে চুক্তি হয়েছে, সেখানে পরিষ্কার বলা আছে, প্রজেক্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত ল্যাবের বাইরে যেতে পারবেন না বিজ্ঞানীদের কেউ। চুক্তি করার আগে অনেক ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেই সময় তাকে দেয়া হয় নি, চুক্তি নিয়ে দরাদরি করার সুযোগ ছিল না, অস্ত্র ঠেকিয়ে যে চুক্তি হয় তা একতরফা চুক্তি হতে বাধ্য। এখন আফসোস ছাড়া আর কিছু করার নেই।

"হ্যা, কথা হয়েছে," বললেন ডঃ লুতফর। "এখানে বসে থেকে লাভ নেই। আমি নীচে যাচ্ছি। আপনি কী করবেন?"

"আমি আরেকটু বসি। দৃশ্যগুলো দেখতে খারাপ লাগছে না," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন চোখ সরাতে কষ্ট হচ্ছে।

ডঃ রামকৃষ্ণকে রুমে রেখে বেরিয়ে এলেন ডঃ লুতফর। কাজে নামতে হবে। দুপুরের খাবারের আগে এক মিনিট সময় নষ্ট করা যাবে না। নীচ থেকে প্রচন্ড শব্দ আসছে। লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। রুদ্র, অগ্নি আর ঝড়ের মধ্যে রুদ্রই সবচেয়ে আক্রমনাত্মক। ওকে বেশিরভাগ সময় ঘুম পাড়িয়ে রাখা দরকার। অন্তত যতোক্ষন তার ডিভাইসগুলো তৈরি না হয়।

লিফট নামার পর খাঁচাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, তাকে দেখে কিছুক্ষন চুপচাপ তাকিয়ে রইল রুদ্র, অগ্নি আর তুফানও তাকিয়ে আছে, চোখের দৃষ্টিতে কেমন বিস্ময়ভাব, তবে বিস্ময়ভাব কাটিয়ে উঠে আবার হুঙ্কার দিচ্ছে ওরা, মাঝে মাঝেই আছড়ে পড়ছে শক্ত লোহার দেয়ালে।

শারীরিক কোন ব্যথাবোধ নেই ওদের, এভাবে একের পর এক ধাক্কা কতোক্ষন সহ্য করতে পারবে লোহার এই খাঁচাগুলো কে জানে।

ডার্টগান পাশে রাখা ছিল, পরপর তিনটি ডার্ট ছুঁড়ে দিয়ে ওদের নিমিষেই ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ডঃ লুতফর। এবার শান্তিমতো কাজ করা যাবে।

কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পরপর রুমে ফিরলেন ডঃ লুতফর, অনেক কাজ করেছেন আজ একদিনে, এবার কিছুক্ষন বিশ্রাম নেয়া দরকার। সারাদিন ডঃ রামকৃষ্ণকে নীচে নামতে দেখা যায় নি। তিনি এখনো মিটিং রুমে মনিটরগুলোর সামনে বসে আছেন কি না কে জানে। তবে ইদানীং লোকটাকে এড়িয়ে চলছেন ডঃ লুতফর। ভদ্রলোকের মাথার ঠিক নেই, এ কথাটা আগেও জানা ছিল। এমন একজন অসামাজিক লোক মাটির নীচে আমৃত্যু বাস করতে পারবে, কিন্তু বৃদ্ধের দেখাদেখি তারও এ চুক্তিতে রাজি হওয়া ঠিক হয় নি। রাত আটটার দিকে রুমে খাওয়া চলে

BanglaBook.org

এলো। খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়ে অবশ্য কোন কমতি নেই। যা ইচ্ছে খাওয়া যায়, সাইদ পারভেজ সেরকম নির্দেশ দিয়ে গেছে বাবুর্চিকে। তবে খাওয়া-দাওয়ায় রুচি নেই তেমন, বেঁচে থাকার জন্য যতোটুকু দরকার তার বেশি খাওয়ার ইচ্ছে হয় না কখনো তার।

রাত দশটার পর আবার ল্যাবে নামলেন ডঃ লুতফর। খাঁচাগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, রুদ্র, অগ্নি আর সূর্য্য খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘুমাচ্ছে। সকাল পর্যন্ত ঘুমাবে নিশ্চিত, তারপর আরেকবার ডার্ট গান ব্যবহার করতে হবে।

নিজের লকার থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন, পুরানো সেই চিন্তাটা হঠাৎ করেই ফিরে আসল আবার। ডঃ রামকৃষ্ণের লকার। চাবিটা পাওয়া গেলে একবার চেষ্টা করা যেতো, দীর্ঘ গবেষনায় যে ভিটামিন আর ফুড সাপ্লিমেন্ট তৈরি করেছেন বৃদ্ধ, তার খুব অল্প পরিমান হলেও কাজ হতো, পঞ্চাশের কাছাকাছি এসেই যেভাবে বুড়িয়ে গেছেন, তাতে মাটির তলার এই ল্যাবে আরো বছরখানেক থাকলে এমনিতেই তার অস্বিত্ব পাওয়া যাবে না।

প্রথম ডিভাইস তৈরি হয়ে যাবে আগামী সাতদিনের মধ্যে। শুরুতে রুদ্রের উপর ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়া দেখা হবে ডিভাইসটার, এরপর ব্যবহার করা হবে বাকি দুজনের উপর। কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষন বসে কাজ করলেন ডঃ লুতফর। বারোটা বাজার পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এলেন ল্যাব থেকে। সেই সকালে একবার দেখা হয়েছিল ডঃ রামকৃষ্ণের সাথে, এরপর সারাদিন কোন খোঁজখবর নেই, ভদ্রলোকের রুমটা ল্যাবের বিপরীত প্রান্তে। খোঁজ নেবেন কি না চিন্তা করেও পিছিয়ে গেলেন ডঃ লুতফর, যথেষ্ট ঘুম পেয়েছে। সকালে কথা বলা যাবে, ততোক্ষনে সাইদ পারভেজও চলে আসবে ল্যাবে। কিছু একটা চিন্তা করে আবার দাঁড়ালেন তিনি, বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর খবর নেয়া দরকার। গত দু'বছরে এমন কোন দিন যায় নি যেদিন সারাদিন তারা একসাথে কাটান নি। হয়তো অসুস্থ হয়ে রুমে পড়ে আছেন বৃদ্ধ, কিংবা আরো খারাপ কিছুও হতে পারে।

ডঃ রামকৃষ্ণের রুমের দিকে হাঁটছেন ডঃ লুতফর, তাকে যথেষ্ট চিন্তিত মনে হচ্ছে।

≡≡≡

রাত-বিরেতে জঙ্গলে থাকার অভিজ্ঞতা খুব একটা নেই অর্জুনের, তবে বাংলাদেশে আসার পর থেকে একের পর এক নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পাশাপাশি। চারপাশে গাছ আর গাছ। একটু দূরে দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, তারপরই পাহাড়ের ঢালে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। সেখানে এখনো বৈদ্যুতিক আলোয় ছোঁয়া পড়ে নি। আবছা আলোয় গ্রামের ছোট ছোট ঘরবাড়িগুলোকে ছোট ছোট একেকটা দ্বীপ মনে হচ্ছে। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর, হেঁটে ঐ বাড়িগুলোর ধারে

BanglaBook.org

কাছে যাওয়াও রীতিমতো অসম্ভব মনে হচ্ছে। অথচ পেটে কিছু না পড়লেই নয়।

সেই দুপুরের ঘটনার পর থেকে একটানা হেঁটেছে দুজন, জনমানুষের চোখ এড়িয়ে যতোদূরে যাওয়া যায়। বলতে গেলে অনেকদূর এসে পড়েছে, এখানে আধুনিক সভ্যতার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দূর-দূরান্তে কোন রাস্তা চোখে পড়ে নি, শুধু গাছ-পালা, ধানের ক্ষেত। সন্ধ্যার পরপর এই জঙ্গলে ঢুকেছে দুজন। চারপাশে জোনাকি জ্বলছে, বহুদিন পর একসাথে এতো জোনাকি দেখল অর্জুন, এই অদ্ভুত পোকাটার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল।

ইকবাল অবশ্য ছোটবেলার স্মৃতিচারন করার মতো অবস্থায় নেই। গাড়ি হারিয়ে সে এখন শোকে বিহ্বল, চোখে-মুখে ভরসা হারানো দৃষ্টি। অর্জুনকে ছেড়ে অনেক আগেই চলে যেতো, যেতে পারছে না সত্যিই যদি অর্জুন তাকে গাড়ি কেনার টাকা দেয় তাহলে ঢাকায় ফিরতে পারবে সে। নইলে এই বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরতে হবে তাকে। গাড়ির মালিক তাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে, কোন সন্দেহ নেই। পিটুনী খেয়ে মরার চেয়ে অন্তত শেষ চেষ্টা হিসেবে অর্জুনের সাথে থাকবে সে। বিদেশী মানুষ, তারপরও ওর কথায় কেমন একটা ভরসা পাওয়া যায়, মনে হয়, সত্যিই তাকে গাড়ি কিনে দেবে লোকটা। এখন যে অবস্থায় আছে তাতে আজ রাতটাই টিকতে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে, সারাদিন যথেষ্ট ধকল গেছে। সেই সকালের নাস্তা আর দুপুরে এক কাপ চা, এরপর পেটে আর কিছু পড়ে নি। আত্মীয়ের বাসায় খেয়ে যেতে বলেছিল, কেন যে তখন খেয়ে নেয় নি, এখন আফসোস হচ্ছে খুব।

গ্রামের শেষপ্রান্তের বাড়িটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুঁড়েঘর বলা যায়। চারপাশে কিছু কলাগাছ লাগানো। বাড়ির ছোট উঠানে একজনকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখল অর্জুন, ইকবালের পেটে হালকা গুতো দিল।

"কী করবো?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"আমি কিছু জানি না," ইকবাল বলল, বেশ জোরেসোরেই, এখানে কেউ তার কথা শুনবে বলে মনে হয় না তার।

"না খেয়ে থাকবো নাকি সারারাত?"

খাওয়ার কথা শুনে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠলো ইকবালের। খালি পেটে থাকতে ভালো লাগে না তার।

"চলেন, ঐ বাড়িতে যাই," প্রস্তাব দিল ইকবাল।

চারপাশে মশা ভন ভন করছে, ব্যাঙ ডাকছে ইচ্ছেমতো। অর্জুন জানে, যেখানে ব্যাঙ আছে সাপ সেখানে থাকবেই। হয়তো আশপাশেই আছে, যেকোন সময় পায়ে ছোবল বসাবে। পৃথিবীর কোন কিছুকেই তেমন ভয় পায় না সে, কেবল সাপ ছাড়া। এই প্রাণীটার কথা মনে পড়লেই গা শিরশির করে উঠে তার।

জঙ্গল ছেড়ে বেরুল দুজন। অন্ধকারে হাঁটতে গিয়েই বুঝল কাঁদায় আটকে

BanglaBook.org

যাচ্ছে পা বারবার। অর্জুনের পরনে দামী জুতো, দিল্লি থেকে কেনা, একমাসও হয় নি, ইকবালেরও একই অবস্থা, জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছে এরমধ্যে।

ধানক্ষেতের আইল দিয়ে হাঁটা খুব কঠিন কিছু মনে হচ্ছে না অর্জুনের কাছে। তবে মাঝেমাঝেই পা পিছলে যাচ্ছে, সেটাই সমস্যা। কুঁড়ে ঘরটা এখনো বেশ দূরে। আরো দূরে পাহাড়টাকে গাঢ় অন্ধকার মেঘের মতো দেখাচ্ছে। একটা টর্চ থাকলে ভালো হতো। আইল দিয়ে হাঁটার ব্যাপারে ইকবাল নাকি অভিজ্ঞ, এজন্য ওকে আগে রেখেছে অর্জুন। তবে হাঁটতে গিয়ে দেখা গেল সবচেয়ে বেশি বার পা পিছলেছে ইকবাল। শেষবারতো তাল সামলাতে না পেরে একদম ক্ষেতে পড়ে গেল, পানি কাদায় মাখামাখি অবস্থা। হাসি এলেও কোনমতে সামলাল অর্জুন, বেচারা একের পর এক বিপদে পড়ছে। এ নিয়ে হাসাহাসি করা ঠিক হবে না।

আরেকটু দূর যেতেই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না অর্জুন। ডান হাতটা রাখল চোখের উপর, দূর থেকে কেউ টর্চের আলো ফেলেছে। কাঁধের পেছনে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রেখেছে অন্য হাত দিয়ে, টর্চের আলো এড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়ানো টর্চধারীকে দেখার চেষ্টা করল। সাদা একটা ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। মানুষ তো? নাকি অন্যকিছু?

মানুষ-ই! ভয়ের কিছু নেই। দাঁড়িয়ে আছে, ধানক্ষেত যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে, জায়গাটা একটু উঁচু, শক্ত মাটি। মানুষটা পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়া, মুখে সাদা দাঁড়ি।

ইকবালের পেছন পেছন লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অর্জুন। বয়স্ক একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, বারবার দুজনের মুখে টর্চের আলো ফেলছে। বোঝার চেষ্টা করছে অনাহুতদের ভাবসাব। ইকবাল কিছু একটা বলল মানুষটাকে, মোটামুটি অনুরোধের সুরে, কথাগুলোয় আঞ্চলিক টানে বলায় বুঝতে পারছে না অর্জুন, উত্তরে বয়স্ক মানুষটাও কিছু একটা বলল, তবে একবিন্দু বুঝতে পারলো না এবারও।

দীর্ঘক্ষন কথাবার্তার পর ইকবালের মুখে হাসি দেখতে পেল অর্জুন, লোকটাকে সম্ভবত রাজি করাতে পেরেছে।

"ভাইজান, আজকে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে সকাল সকাল চলে যেতে হবে।"

ক্ষুধায় অস্থিরবোধ করছে অর্জুন, তবে খাবারের চেয়েও বেশি দরকার বিশ্রাম। আজ রাতটা ভালোভাবে কাটাতে পারলে কাল সকালে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা যাবে। টর্চের আলোতে পথ দেখিয়ে হাঁটছে বয়স্ক মানুষটা, অচেনা দুজন মানুষকে এভাবে কেউ সাহায্য করে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে যেতো। এ ধরনের সহজ সরল মানুষের জন্যই পৃথিবীটা এখনো হয়তো টিকে আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

রাতে বিনাকারনে ঘোরাঘুরি নিষেধ, ল্যাবের ভেতর খুব শক্তভাবে পালন করা হয় নিয়মটা। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। পুরো করিডোর ফাঁকা। দুপাশে বাতিগুলোর বেশিরভাগ নেভানো, যে দুএকটা জ্বলছে সেগুলোর হাল্কা আলোয় করিডোর জুড়ে কেমন ভুতুড়ে নিস্তব্দতা। চারপাশে কোন শব্দ নেই, যেন কোনকালে এখানে কোন মানুষ ছিল না। নিজের পায়ের শব্দে মাঝে মাঝে চমকে উঠছেন ডঃ লুতফর।

ডঃ রামকৃষ্ণের রুমটা শেষ দিকে, করিডোরটাকে হঠাৎ করেই খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছিল ডঃ লুতফরের কাছে। সেই সকালে দেখা হওয়ার পর থেকে সারাদিন আর কোন যোগাযোগ হয় নি বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর সাথে। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে নিজের রুমে, এখানে ভালো-মন্দ খবর নেয়ার কেউ নেই। তার নিজেরও একই পরিস্থিতি হবে, মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে একাই চলে যাবেন পৃথিবী থেকে।

নার্স মেয়েটা এসে মুখের উপর সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে চলে যাবে অন্য কোন কাজে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ডঃ লুতফরের বুক চিরে। যে সময় চলে গেছে তার জন্য আফসোস করে কোন লাভ নেই। মানব ইতিহাসে নামটা যেন সোনার অক্ষরে লেখা থাকে সে চেষ্টাই করেছেন আজীবন, সেখানেও ব্যর্থ তিনি।

ডঃ রামকৃষ্ণের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ কিছুক্ষন। কলিং বেলে চাপ দেবেন কি না বুঝতে পারছেন না। এমন হতে পারে পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ। এতো রাতে অযথা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। নিজের অজান্তেই হাতটা রুমের দরজা স্পর্শ করলো এবং অবাক হয়ে দেখলেন দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকবেন কি না বুঝতে পারছেন না ডঃ লুতফর। ভেতর থেকে কোন শব্দ আসছে না।

ইতস্তত করে ঢুকে পড়লেন তিনি। রুমের সবগুলো বাতি জ্বলছে, উজ্জ্বল ধাঁধাঁলো আলোয় চোখে ঝাপসা দেখছিলেন শুরুতে, ধীরে ধীরে আলো সয়ে এলো চোখে। ডঃ রামকৃষ্ণের খোঁজে তাকালেন এখানে সেখানে, চোখে পড়ছে না কোথাও। হঠাৎ কাঁধের উপর ভারী হাত পড়ায় চমকে পেছনে তাকালেন ডঃ লুতফর। ডঃ রামকৃষ্ণ!

সম্ভবত দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এতোক্ষন। এখন বেরিয়ে এসেছেন। চমকে দেয়া উদ্দেশ্য ছিল, তবে চমকের ধরনটা অস্বাভাবিক। এতো বড় চমক অপেক্ষা করছে তার জন্য ভাবতেও পারেন নি ডঃ লুতফর। বৃদ্ধকে এখন পরিষ্কার

BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে। আকার-আকৃতিতে প্রায় দ্বিগুন, লম্বায় অন্তত সাত ফুট, দুপাশে শার্ট ভেদ করে বেরিয়ে আছে পেশিবহুল দুই হাত। পরনের প্যান্ট ছেড়া, পা দুটো একই ধরনের পেশিবহুল।

চমকের ধাক্কায় কথা বলতে পারছিলেন না ডঃ লুতফর। সত্যিই কী এই মানুষটা ডঃ রামকৃষ্ণ? অন্তত চেহারা তাই বলে। চোয়াল ভেঙে গেছে বুড়োর, চোখের চশমা ভেঙে গেছে। তবে একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হলেন ডঃ লুতফর, বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে আছে খুবই নরম দৃষ্টিতে, সেখানে আক্রমন করার কোন অভিপ্রায় দেখা যাচ্ছে না।

"বসুন, ডঃ লুতফর," বেশ গমগমে গলায় বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে বসলেন ডঃ লুতফর। তার সামনে পায়চারি করছে বিশালকায় এক মানুষ, চিন্তিত ভঙ্গিতে। মানুষটাকে আরো খুতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন ডঃ লুতফর। এই মানুষটাই যে ডঃ রামকৃষ্ণ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শারীরিক আকৃতিতে ভীষন রকমের পরিবর্তন এলেও তাতে বয়সে কোন পরিবর্তন আনে নি। মুখে সাদা দাঁড়ি, টাক-মাথায় যে কটা চুল আছে সব আগের মতোই সাদা। হাঁটছেন কিছুটা কুঁজো হয়েছে।

"ঘটনা কী? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," উত্তেজিত স্বরে বললেন ডঃ লুতফর। কেন জানি মনে হচ্ছে বিশালকায় হলেও ডঃ রামকৃষ্ণ তার কোন ক্ষতি করবেন না।

"নিজের উপর খানিকটা এক্সপিরিমেন্ট করলাম," হেসে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "ফলাফল দেখতেই পাচ্ছেন।"

"কিন্তু আপনি তো ওদের মতো হয়ে যান নি, খুব স্বাভাবিক আছেন, শুধু আকৃতি ছাড়া," ডঃ লুতফর বললেন।

"হুম," ডঃ লুতফরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "স্বাভাবিক আছি। এখনো। তবে একটু হতাশ হয়েছি। ভেবেছিলাম, বয়সও কমে যাবে, আবার যুবা বয়সে ফিরে যাবো, তা হয় নি।"

"আমরা কিন্তু সেধরনের কোন গবেষনা কাজে এখানে আসি নি," বিরক্ত হয়ে বললেন ডঃ লুতফর, "আমরা..."

"আমি একজন বিজ্ঞানী, নিজের কাজের কৈফিয়ত আমি কাউকে দেই না," ডঃ লুতফরকে থামিয়ে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, উঠে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছেন, "তবে আপনাকে বলে রাখা ভালো, কারো উপর গবেষনা চালানোর ইচ্ছে আমার ছিল না। ঐ তিনজনকে দেখলে আমারই খারাপ লাগে, তাই নতুন এক্সপিরিমেন্টটা নিজের উপরই করেছি।"

"এই এক্সপিরিমেন্ট থেকে কী পেলেন?"

BanglaBook.org

"রুদ্র, অগ্নি আর সূর্য্যের উপর আমাদের এক্সপিরিমেন্টটা ভুল ছিল। ভুল ছিল বলেই ওরা বেশিমাত্রায় হিংস্র, হাতের কাছে কাউকে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ওদের একটুও বাঁধবে না। ওদের নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্যই প্রয়োজন আপনার ডিভাইসগুলো। আপনি ডিভাইস তৈরি করলেন, যা দিয়ে ওদের মতো হিংস্র মানুষদের নিয়ন্ত্রন করা যায়। কিন্তু টেস্ট করাই আগেই ডিভাইস হাওয়া।"

"আমরা জানি ডিভাইস কাজ করবে," ডঃ লুতফর বললেন শান্ত স্বরে।

"ওর উপর ভরসা করে থাকলে সমস্যা, আমি এমন জিনিস চাচ্ছিলাম, যার মাধ্যমে ন্যুনতম মানবিক বোধ থাকবে, মালিকের নির্দেশের বাইরে কোন কাজ করবে না। একই সাথে বাকি সব মানুষদের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না।"

"আপনি কী কাংখিত ফল পেয়েছেন?"

"বুঝতে পারছি না। তবে কিছুটা সফল বলা চলে। নিজের উপর পূর্ন নিয়ন্ত্রন আছে আমার। দুপুরের পর থেকে যদিও রুম থেকে বের হই নি, তবু বলতে পারি, মানুষ দেখলেই আমার মধ্যে খুন করার ইচ্ছে জাগবে না। আপনি চলে আসাতে আরেকটু নিশ্চিত হলাম।"

"আর?"

"ক্ষুধার যন্ত্রনা নেই। সেই সকালে নাস্তা করেছি। এরপর এক ফোটা পানিও খাই নি। তাতেও সমস্যা হচ্ছে না কোন। নিজের হাতের উপর ছুরি চালিয়েছি কয়েকবার। কেটে গেলেও কিছুক্ষনের মধ্যে নিজে নিজেই সেরে গেছে। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে চান?"

"না। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?"

"সাইদ পারভেজ যা চাচ্ছে সেটা আমরা তৈরি করেছি। কিন্তু নতুন এই আবিষ্কার শুধু আমাদের জন্য।"

"সাইদ পারভেজ তো কালই আসবে? তখন কী করবেন?"

"কিছু করতে হবে না। সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে।"

"বুঝলাম না।"

"খুব কম মাত্রায় ওষুধ নিয়েছি আমি। চব্বিশ ঘন্টার আগেই এর প্রতিক্রিয়া থেমে যাবে। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে আমি।"

"এতো...দারুন ব্যাপার!" উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ডঃ লুতফর, এই ওষুধ যার কাছে থাকবে পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রন করা তার জন্য খুব কঠিন হবে না। ক্ষুধা নেই, ব্যথাবোধ নেই, শারীরিকভাবে প্রচন্ড শক্তিশালী এমন অল্প কিছু সৈন্য তৈরি করতে পারলেই আর চিন্তা নেই। পুরো পৃথিবী হাতের মুঠোয়।

"আপনি নিশ্চিত সাইদ পারভেজ টের পাবে না?"

"আপনি বলে দিলে ভিন্ন কথা।"

BanglaBook.org

"আপনি চান ব্যাপারটা আমি গোপন রাখি?"

"অবশ্যই। আমি আরো কিছু ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হতে পারি নি। আপনার সাহায্য দরকার।"

"আমি কিভাবে সাহায্য করবো?"

ছেড়া প্যান্টের পকেট থেকে সাদা রুমালে পেচাঁনো একটা কিছু বের করলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, রুমালটা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল জিনিসটা, বেশ বড়সড় আকৃতির পিস্তল, জিনিসটা দেখেই দু'হাত উঁচু করে ফেলেছেন ডঃ লুতফর। হেসে উপরে উঠানো এক হাতে রুমালে পেঁচানো পিস্তলটা ধরিয়ে দিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

"ব্যবহার করতে জানেন?"

হ্যা-সূচক মাথা নাড়লেন ডঃ লুতফর। শুটিং-এ তার পাকা হাত এই তথ্যটা ডঃ রামকৃষ্ণের জানা নেই তাহলে।

"বুকের ঠিক মাঝ বরাবর গুলি ছুঁড়বেন। সাইলেন্সার লাগানো আছে, চিন্তা করবেন না, কেউ টের পাবে না।"

"আমি আপনার মৃত্যুর জন্য দায়ী হতে পারবো না।"

"আপনাকে কেউ দায়ী করতে পারবেও না। আমি যদি মরে যাই, তাহলে পিস্তলটা ধরিয়ে দেবেন আমার হাতে। রুমাল পেঁচানো থাকার রিভলবারে আপনার কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকবে না। সবাই ভাববে কাজের চাপ নিতে না পেরে আমি আত্মহত্যা করেছি।"

মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন ডঃ লুতফর, প্ল্যানটা চমৎকার। এর আগে সারাজীবন অনেক দূরে থাকা বোর্ডে প্রাকটিস করেছেন তিনি। খুব খারাপ স্কোরও ছিল না তার। তবে মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় নি কোনদিন। এটাই হয়তো প্রথম সুযোগ। তবে সুযোগটা পেয়ে খুব একটা স্বস্তিবোধ করছেন না ডঃ লুতফর। বৈজ্ঞানিক গবেষনা করতে গিয়ে এর আগে অনেক বিজ্ঞানী প্রান দিয়েছেন, ইতিহাসে হয়তো ডঃ রামকৃষ্ণের কথা লেখা থাকবে না, তবে সত্যিকার একজন বিজ্ঞানীর মতো সত্য জানার প্রবল আগ্রহকে প্রশংসা করতেই হয়।

"কী হলো? লক্ষ্য স্থির করুন। বুকের ঠিক মাঝখানটায় লক্ষ্য করে ট্রিগার চাপবেন।"

"আমি পারবো না," নার্ভাসভাবে বললেন ডঃ লুতফর।

"আপনাকে পারতেই হবে," চেঁচিয়ে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, পুরো রুমটা কেঁপে উঠলো যেন।

পিস্তল হাতে নিয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন ডঃ লুতফর। চাপ দিলেন ট্রিগারে।

BanglaBook.org

রাতটা এতো আরামে কাটবে ভাবতেও পারে নি অয়ন, রীতিমতো আরামদায়ক ব্যবস্থা করেছে শাহরিয়ার সুলতান ঘুমানোর জন্য। তাঁবুর মাঝখানে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে, এই ধরনের জিনিস অনেক আগে চোখে পড়তো খুব। অয়নের পাশে শুয়েছে সাকিব, অন্যপ্রান্তে একটা স্লিপিং ব্যাগ রাখা, ব্যাগটা খালি এখনো, শাহরিয়ার সুলতান এখনো বাইরে। সারাদিন পরিশ্রমের পর এখনো বিশ্রাম নিচ্ছে না লোকটা দেখে বেশ অবাক হয়েছে অয়ন। একজন অভিযাত্রী সহজে বিশ্রাম নেয় না, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত। শাহরিয়ার সুলতান একজন সত্যিকারের অভিযাত্রী।

ঘণ্টা দুয়েক আগের কথা মনে পড়ল অয়নের, শাহরিয়ার সুলতানের জন্য অপেক্ষা করে করে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থা তখনই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা, হাতে বেশ বড়সড় একটা মোরগ নিয়ে। একটু পর ওদের নিয়ে ঝোপের ভেতর চলে এলো। বাইরে থেকে যে জায়গাটাকে মনে হচ্ছিল শুধুই একটা ঝোপ, ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছিল অয়ন আর সাকিব দুজনই। ঝোপের আড়ালে বেশ চমৎকার করে একটা তাঁবু টানানো, ছোট করে আগুন জ্বালানো ছিল তাঁবুটার পাশেই। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

ওরা আরো অবাক হয়েছিল ঝোপের পাশে অন্ধকার একটা জায়গা দেখে, কাছে গিয়ে বুঝেছিল এটা একটা গুহার মুখ। শাহরিয়ার সুলতান টর্চের আলো ফেলে দেখিয়েছিল গুহাটা, প্রাকৃতিক গুহা হলেও এর ভেতরে বেশ কিছু শাবল, কোদাল, ঝুড়ি চোখে পড়ল। সব খুলে না বললেও এটুকু বুঝতে পেরেছে অয়ন, এই গুহাটার ভেতরেই কাজ করছে শাহরিয়ার সুলতান। বাইরে থেকে কেউ যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য কৃত্রিমভাবেই গুহার মুখে একটা ঝোপ তৈরি করে নিয়েছে। লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না, তবে তা মনে মনে। গুহা খোঁড়ার পেছনে একটা কারনই থাকতে পারে, তা হচ্ছে গুপ্তধন। অন্য কোন কারন থাকলেও থাকতে পারে, একমাত্র শাহরিয়ার সুলতানই বলতে পারে সেটা। সময় হলে নিশ্চয়ই বলবে, ধারনা করল অয়ন।

গুহার ভেতরটা শক্ত মাটি আর পাথরে তৈরি, একা একা এই জিনিস খুঁড়ে যাওয়া কঠিন একটা কাজ। গত ছয় মাস ধরে এই কাজ একাই করেছে শাহরিয়ার সুলতান, এখন তার সঙ্গী দরকার। বিনা পারিশ্রমিকে তাদের দুজনের মতো ভালো শ্রমিক আর কোথায় পাওয়া যাবে!

"কি রে, ঘুমাস নি?" পাশ থেকে বলল সাকিব।

"আমি জেগে আছি টের পেলি কী করে?" উল্টো প্রশ্ন করল অয়ন, সাকিব একটু আগেও নাক ডাকছিল, পরিষ্কার শুনেছে সে।

"আমার ঘুম পাতলা।"

BanglaBook.org

"এবার ঘুমা, আমাকেও ঘুমাতে দে," অয়ন বলল। আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল, বুঝল সাকিব তার হাত খিমচে ধরেছে।

"কান পেতে শোন," ফিসফিস করে বলল সাকিব।

চুপচাপ নীরবতা চারদিকে, সেই নীরবতার মাঝে মিশে আছে দূর থেকে ভেসে আসা কোন জান্তব আর্তনাদের সুর। গায়ে কাটা দিয়ে উঠল অয়নের। আরো কিছুক্ষন চুপচাপ শুয়ে রইল দুজন, কান পেতে আছে কোন কিছু শোনার অপেক্ষায়। দীর্ঘক্ষন কেটে গেল, নীরবতা দখল করে নিলো আশপাশের ঝিঁঝিঁপোকার দল।

তাঁবুতে ঢুকল শাহরিয়ার সুলতান, দেখল, সাকিব-অয়ন দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে আছে বোকার মতো, যেন কথা বলতে ভুলে গেছে।

"ঘুমাও নি এখনো?" প্রশ্ন করল শাহরিয়ার সুলতান, স্লিপিং ব্যাগের পাশে বসে তৈরি হয়ে নিচ্ছে ঘুমানোর জন্য।

"এখানে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?" সাকিব জিজ্ঞেস করল।

"ভয় করবে কেন? ভয়ের কী আছে?"

"আপনি কোন চিৎকার শোনেন নি, মনে হচ্ছিল যেন গুহার ভেতর থেকে আসছে?"

"কই, না তো!" বেশ অবাক হয়েই বলল শাহরিয়ার সুলতান। "কেন? তোমরা কিছু শুনেছো?"

"জ্বি।"

"জঙ্গলে মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ হয়। একে গুরুত্ব দিলে চলে না।"

"আমাদের কী কাজ করতে হবে এখানে? গুহা খুঁড়ে গুপ্তধন বের করে আনবো?"

"সেটা কাল সকালেই জানতে পারবে," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "এখন ঘুমাও আর আমাকেও ঘুমাতে দাও।"

শেষ কথাগুলো রীতিমতো অপমানজনক, চুপ হয়ে গেল সাকিব। অন্য কেউ হলে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতো না, কিন্তু সাকিবের এসবে তেমন ভ্রুক্ষেপ নেই, অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

শাহরিয়ার সুলতানও স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে কি না বুঝতে পারছে না অয়ন। কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল তার, ঐ চিৎকার শোনার পর থেকেই মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিক নেই। সুলতান কিছু একটা লুকাচ্ছে তাদের কাছ থেকে।

রাত দশটার মতো বাজে প্রায়, ধারনা করলো অয়ন। ঘুম আসছে না, সাকিব এরমধ্যেই ঘুমিয়ে কাদা। এপাশ-ওপাশ করে উঠে বসল। বাইরে গেলে হয়তো ভালো লাগবে। এছাড়া প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারলে ভালো লাগবে, তলপেটে বেশ চাপ অনুভব করছে এখন। বেশ কিছুক্ষন বসে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল

BanglaBook.org

অয়ন। সুলতান টের পেলে প্রশ্ন করবে, তবে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছে বললে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। কোন রকম শব্দ না করে শাহরিয়ার সুলতানকে পাশ কাটিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে এলো অয়ন। আসার সময় টর্চ লাইটটা সাথে আনতে ভুলল না। বাইরে সাপ-খোপের ভয় আছে। বাইরে বেরিয়েই মনটা ভালো হয়ে গেল। চমৎকার শীতল বাতাস বইছে। একটু দূরে ঝোপের একপাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিল অয়ন। এরমধ্যে এখানে সেখানে টর্চের আলো ফেলে দেখছে। সাবধান থাকা ভালো।

একটু দূরে গুহার গায়ে টর্চের আলো ফেলল। গুহাটা অন্ধকার, তেমন কিছু দেখা যায় না। ঠান্ডা বাতাস গুহার মুখের কাছে গিয়ে কেমন সো সো শব্দ করছে। চিৎকারটা আবার কানে এলো হঠাৎ করেই। এবার মনে হলো, খুব কাছেই কোথাও শব্দটা হচ্ছে। চাপা শব্দ। টর্চের আলো ফেলে গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অয়ন। ভয় ভয় লাগছিল আবার কৌতুহলও হচ্ছে খুব। শব্দটা কী গুহার ভেতর থেকে আসছে? সে আর সাকিব একদিন এসেই এই শব্দটা শুনল আর শাহরিয়ার সুলতান দীর্ঘদিন থাকার পরও কোন শব্দ পায় নি! অদ্ভুত লাগল অয়নের কাছে। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। দিনের পর দিন একা একা এখানে পড়ে থাকার পেছনে কারন একটাই। এই শব্দের উৎসের খোঁজে আছে শাহরিয়ার সুলতান। সময় এলেই তাদের জানাবে। তবে ততোদূর পর্যন্ত ধৈর্য্য নেই অয়নের। যা হবে দেখা যাবে বলে গুহার মধ্যে পা রাখল সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৭

পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেছে। খুব সাধারন একটা হোটেল রুম নিয়েছে সাইদ পারভেজ, রাতটা কাটানোর জন্য, তার গাড়ির ড্রাইভারের জন্য রুম নেয়া হয়েছে সাত দিনের জন্য, ল্যাব থেকে ঢাকায় ফেরার পথে কাজে লাগবে। কাল ভোরের আলো ফোটার আগেই রওনা দিতে হবে ল্যাবের উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি রুমে উঠেছে ল্যাব থেকে আসা দুজন। ওদেরকে খুব ভালো করেই চেনে সাইদ পারভেজ, পুরো পাহাড়ি এলাকা এদের নখদর্পনে, তারপরও একজন চোরকে কেন খুঁজে পেল না সেটা আশ্চর্য্যের।

রুমটা ছোটখাট, মাথার উপর একটা সিলিং ফ্যান, এক কোনায় ছোট একটা টিভি, বিছানা ছাড়া বাড়তি এ দুটো জিনিসই চোখে পড়ল। সারাদিন যে পরিমান ধকল গেছে তাতে বিছানায় হেলান দেয়া মাত্রই ঘুম চলে আসার কথা, আবার পরদিন ভোরে উঠেই রওনা দিতে হবে। কিন্তু ঘুম আসছে না সাইদ পারভেজের। ঘুমানো মানেই যেন মৃত্যু। প্রতিটি সেকেন্ড জেগে থাকতে ইচ্ছে হয় তার মাঝে মাঝে, শুধু শরীর সায় দেয় না।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষন, কন্ট্রাক্টে ঢাকা থেকে আনা লোকটার নাম্বারে বেশ কয়েকবার ডায়াল করলো, মোবাইল বন্ধ। অনেকগুলো টাকা দেয়া হয়েছে আপদ সরানোর জন্য, তাতেও কাজ হয় নি বোঝা যাচ্ছে। এখন মোবাইল বন্ধ রেখেছে হারামী, মনে মনে গালি দিল সাইদ পারভেজ। তার টাকা মেরে কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না, সময় সুযোগ মতো ওকে ঢাকায় ধরবে সে। সুদে আসলে আদায় করে নেবে টাকাগুলো।

এই মুহূর্তে একটা ট্রাউজার আর টি-শার্ট পড়ে আছে সাইদ পারভেজ, রুমটা ছোট, তবু এটুকুর মধ্যেই গোটাকয়েক বার চক্কর দেয়া হয়ে গেছে, ঘাম ঝরানো দরকার, শরীরে একফোঁটা মেদ জমতে দেবে না কোনভাবে। অল্প জায়গার মধ্যেই হাল্কা কিছু ব্যায়াম সেরে নিলো।

রুমের দরজায় নক হলো এই সময়। বিরক্ত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সাইদ পারভেজ, দরজার ফুটো দিয়ে দেখে নিলো অতিথিকে। ল্যাব থেকে তাকে নিতে আসা দুজনের একজন, এর নাম মনে নেই। বেশ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

"কী চাই?" দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল সাইদ পারভেজ।

"কিছু কথা ছিল, স্যার।"

BanglaBook.org

"বলে ফেলো।"

"স্যার, গোপন কথা। কেউ শুনে ফেলতে পারে।"

একে বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না সাইদ পারভেজ। পিস্তলটা বিছানায় রাখা, বালিশের নীচে। একটু এদিক-সেদিক হলে মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করবে না সে। পরে যা হবার হবে। দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল, ভীত-সন্ত্রস্থ ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল অতিথি। এর নাম মনে পড়েছে এবার, মোহাম্মদ আলী। নাম এক হলেও বক্সিং লিজেন্ড মোহাম্মদ আলীর সাথে আকাশ পাতাল তফাত। একে দেখে মনে হয় যেন ফুঁ দিলে উড়ে যাবে।

দরজা লাগিয়ে দিল সাইদ পারভেজ, বিছানার উপর বসল। মোহাম্মদ আলী দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

"বলো, কী বলবে?"

"মানে..."

"মানে মানে করো না। বলে ফেলো।"

মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল সাইদ পারভেজের, নিজেকে সামলাল কোনমতে।

"এই এলাকায় সরকারি লোক ঘোরাঘুরি করে। হোটেলে ঢুকার মুখে জিজ্ঞেস করছে আমরা কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাবো, এইসব।"

"কারা এরা?"

"মনে হয় পুলিশের লোক।"

"তুমি কি বললে?"

"আমি বললাম আমরা সাধারন কৃষক, শহরে আসছি বেড়াইতে।"

"ওরা বিশ্বাস করেছে?"

"বুঝতে পারছি না। একটু আগেও একজনকে দেখলাম নীচে ঘোরাঘুরি করছে।"

"ওকে, তুমি যাও। আমাদের পাঁচটায় বেরুনোর কথা ছিল, এখন প্ল্যান চেঞ্জ, ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়বো, তিনটের দিকে, ভোরে বেরুলে আমাদের উপর সন্দেহ বাড়বে, ঐ সময় যদি কেউ পাহারায় থাকে তো মহা মুশকিল। যাই হোক, তোমরা আমাকে চেনো না। এর আগের বার বড় একটা বটগাছের নীচে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। সেখানে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। আমরা আলাদা আলাদাভাবে বেরুবো হোটেল থেকে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

উঠে দরজা খুলে দিল সাইদ পারভেজ। চলে গেল মোহাম্মদ আলী। নতুন দুশ্চিন্তা যোগ হলো। জায়গামতো ফোন দেবে কি না বুঝতে পারছে না সে, তাহলে হয়তো আর ঝামেলা থাকতো না, নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তার চমৎকার যোগাযোগ

BanglaBook.org

আছে। কিন্তু এখন ফোন করে কাউকে কিছু বললে এই লোকগুলোর সন্দেহের পরিমান আরো বাড়তে পারে। কাজেই সে ঝামেলায় যাওয়ার কোন দরকার নেই।

সকালে বের হওয়ার জন্য এখন ঘুমানো দরকার। বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এই সময়।

অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এসেছে। রিসিভ বাটনে চাপ দিল সাইদ পারভেজ।

"হ্যালো?"

"আমি।"

কণ্ঠটা শুনেই চিনতে পারল সাইদ পারভেজ, একটু আগেই যাকে গালাগালি করছিল সেই লোকটা, ঢাকা কিলার।

"তুমি এখন কোথায়?" জিজ্ঞেস করল সাইদ পারভেজ, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

"আমি আছি। কোথায় জানি না। ঐ হারামীরে মারতে পারি নাই। তবে এরপরের বার ফোন করে সুসংবাদ জানাবো। রাখি। আল্লাহ হাফেজ।"

ফোনটা রেখে দেয়া হয়েছে ওপাশ থেকে। সাথে সাথে ডায়াল করল সাইদ পারভেজ। এখন সুইচড অফ বলছে।

সারাদিন পর একটু স্বস্তি অনুভব করলো সাইদ পারভেজ। এখন ঘুমানো যায়।

≡≡≡

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে অর্জুনের, চোখ খুলে বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল ঠিক কোথায় আছে সে। প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসল, একটু দূরে মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমন্ত ইকবালকে দেখে একটু শান্ত হলো। গতকাল রাতে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে সে আর ইকবাল। বয়স্ক একজন মানুষ তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, রাতে খাওয়া দাওয়া করেছে দুজন। কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলটা খুঁজল, নেই। প্রায় আঁতকে উঠেছিল অর্জুন, বালিশের নীচে হাত দিয়ে পেল জিনিসটা, রাতে ঘুমানোর আগে কোমর থেকে বের করে রেখেছিল। ব্যাপারটা বিপজ্জনক, কিন্তু এরচেয়ে নিরাপদ জায়গার কথা মাথায় আসে নি নিশ্চয়ই গতকাল রাতে। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিল।

পুরো বাড়িটা টিনের, এই রুমটা এক কোনার দিকে, সম্ভবত অতিথিদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে, কী করবে বুঝতে পারছিল না অর্জুন, চাপা গলায় কয়েকবার ডাকল ইকবালকে। এতো গভীর ঘুম থেকে এভাবে ডেকে উঠানো যাবে না ভেবে বিছানা ছেড়ে নামল অর্জুন। এই সময় কাঠের দরজা খুলে ঢুকল বয়স্ক মানুষটা।

"নাস্তা করতে আসেন," খুব নরম গলায় বয়স্ক লোকটা, তারপর বেরিয়ে গেল।

ইকবালকে প্রায় টেনে তুলতে হলো, তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল দুজন। রাতে

BanglaBook.org

বাড়িটা ঠিক মতো দেখা হয় নি। চারপাশ গাছগাছালিতে ঘেরা ছোট একটা বাড়ি, মাঝখানে উঠোন, একটু দূরে রান্নাঘর আর টিউবওয়েল। উল্টোদিকে বাড়ির মূল অংশের বারান্দায় নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছেন বয়স্ক মানুষটা।

অল্প সময়ের মধ্যেই মুখ-হাত ধুয়ে বারান্দায় চলে গেল অর্জুন, ইকবালও এলো একটু পর। নাস্তার আয়োজন খুব সামান্য, তবে দেখে ভালো লাগল অর্জুনের, অনেকদিন এভাবে নাস্তা করা হয় না, ডিম ভাজি, সাথে কলা, বিস্কিট আর এক গ্লাস দুধ। বয়স্ক মানুষটা সম্ভবত একা থাকেন, আর কাউকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না।

"তোমার নাম কী?" অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন বয়স্ক মানুষটা।

"অর্জুন।"

"হিন্দু। আর তুমি?"

"ইকবাল," কোনমতে বলল ইকবাল, হঠাৎ নার্ভাস দেখাচ্ছে ওর চেহারা।

"ভালো, এখন নাস্তা শেষে চলে যাও। বাড়তি লোক আমার ভালো লাগে না।"

চুপচাপ নাস্তা সারল দুজন। বয়স্ক মানুষটাকে কিছু প্রশ্ন করার দরকার ছিল, অন্তত নামটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল অর্জুনের, কিন্তু মনে হলো বিরক্ত হবে। তাই অল্প সময়েই বেরিয়ে পড়ল অর্জুন, সাথে ব্যাগটা নিতে ভুলল না। গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না। যে দিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই আবার যাচ্ছে। ইকবালও হাঁটছে পাশে। ইয়াকুব আলীর দেয়া খামটা খুলে ম্যাপ দেখা দরকার। এছাড়া দিল্লি থেকে সাথে নিয়ে আসা গুরুত্বপূর্ন খামটাও খোলার সময় হয়ে গেছে, নির্দেশ দেয়ার মতো কেউ নেই এখন, নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।

হয়তো গন্তব্যস্থান থেকে উলটোপথে চলে এসেছে। চারপাশে ধানক্ষেত। একটু দূরে বড়সড় একটা গাছ দেখা যাচ্ছে, ওর নীচে বসে মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখতে হবে।

ইকবালকে বুদ্ধিমান বলতেই হবে। ঐ বাড়ি থেকে আসার পথে ছোট একটা ব্যাগে দরকারি কিছু জিনিস সাথে করে নিয়ে এসেছে। দুটো দেয়াশলাইয়ের বাক্স, দুই হালি কলা আর এক প্যাকেট বিস্কুট।

এরপর কখন, কোথায় যেতে হবে জানে না অর্জুন। খাওয়া-দাওয়ারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। পকেটে টাকা আছে যথেষ্ট, কিন্তু আশপাশে দোকানের কোন চিহ্ন নেই। ধানক্ষেতগুলোতে লোকজন কাজে নেমেছে, অনেকেই তাদের দুজনের দিকে তাকাচ্ছে সন্দেহের দৃষ্টিতে, কিন্তু কেউ কাছে আসছে না। গাছের নীচে বসে খাম খুলে বসেছে অর্জুন। কিছু ম্যাপ আর ছবি আছে। ইয়াকুব আলী বলেছিল তার সামনেই খুলতে, ঐ সময় না খুলে ভুল হয়ে গেছে। তাহলে কিছু জিনিস বুঝতে সুবিধা হতো। তার সাথে এখন শুধু জিপিএস যন্ত্রটা আছে, তবে কাজ করবে কি না বোঝা যাচ্ছে না, এই জিনিস দিয়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছানো বেশ কঠিন হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

মোবাইল ফোনটা থাকলে খুব সুবিধা হতো, ইকবালের কাছে মোবাইল ফোন আছে একটা, অবশ্য মোবাইলটা আপাতত বন্ধ, চার্জ নেই, চার্জ থাকলেও লাভ হতো না, এই মোবাইল সহজে খুলবে না ইকবাল। গাড়ির মালিকের সাথে কথা বলার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না আপাতত।

তীর চিহ্ন দিয়ে দিয়ে গন্তব্যস্থল দেখানো হয়েছে, সাথে আছে কিছু ছবি। বিশেষ কিছু চিহ্ন দেয়া আছে এখানে-সেখানে, সেই চিহ্ন ধরে ধরে পৌঁছানো যাবে গন্তব্যস্থলে। কিন্তু কিভাবে কী করবে বুঝতে পারছে না অর্জুন। তাকে আবার শুরু করতে হবে সেই হাইওয়ে থেকে। গতকাল দুপুরে দূর্ঘটনা ঘটার পর অনেক পথ হেঁটেছে দুজন, হাইওয়ে কোনদিকে কে জানে। ধানক্ষেতে কাজ করা লোকগুলো অন্তত দিকটা দেখিয়ে দিতে পারে। ইকবালকে হাত ইশারায় ডাকল অর্জুন, কৃষকদের কাউকে জিজ্ঞেস করতে বলল হাইওয়েতে কিভাবে যেতে হবে।

দিল্লির খামটা খুলতে গিয়ে আবারও দ্বিধান্বিত বোধ করছে অর্জুন, কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না বুঝতে পারছে না। দূরে ইকবালকে দেখা যাচ্ছে, কৃষকদের একজনের সাথে কথা বলছে। জিনিসপত্র যা আছে গুছিয়ে নিজের ব্যাগে ভরে নিল, পিস্তলটা কোমরে গোঁজা, সেটাও ঠিকঠাক করে নিলো।

একটু পর হাসতে হাসতে ফিরে এলো ইকবাল। গতকাল দুপুরের পর এই প্রথম ওর মুখে হাসি দেখল অর্জুন। হাসির কারন শুনে তার মুখেও হাসি ফুটল। কিছুক্ষনের মধ্যেই একটা গাড়ি যাবে শহরে, সেই গাড়িতে যেতে পারে তারা, ভাড়া দিতে হবে দুই হাজার টাকা। টাকা নিয়ে কোন আপত্তি নেই অর্জুনের, কতো তাড়াতাড়ি পৌঁছান যাবে সেটাই আসল প্রশ্ন।

ধানক্ষেত পেরিয়ে আবার গ্রামের দিকে এগুলো দুজন, সাথে সেই কৃষকও আছে, দুই হাজার টাকা অগ্রীম দেয়া হয়ে গেছে। গ্রামের মাঝবরাবর মাটির রাস্তার উপর গাড়িটাকে দেখে চোয়াল ঝুলে গেল অর্জুনের। ছোটখাট একটা ট্রাক্টরের মতো দেখতে জিনিসটা, শহরে শাকসব্জি আর ফলমূল নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। পেছনটা পুরো বোঝাই হয়ে আছে শাকসব্জিতে, এরমধ্যেই দুজনের জন্য খানিকটা জায়গা করে দিলো ড্রাইভার। ইকবালের দিকে তাকাল অর্জুন, বোকার মতো একটা হাসি দিয়েছে ইকবাল, সাড়া না পেয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

দীর্ঘ, যন্ত্রনাময় একটা যাত্রা শুরু হলো, কতোক্ষন লাগবে হাইওয়েতে পৌঁছাতে কে জানে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবল অর্জুন।

BanglaBook.org

সাম্রাজ্যের চারটি প্রদেশ, উজ্জয়নিতে যখন বিদ্রোহ শুরু হলো মন্ত্রীসভার বৈঠকে বাকি অনেক রাজকুমারের মতো অশোকও উপস্থিত ছিল। তার বয়স সবে কুড়ি

পেরিয়েছে, তবে কথাবার্তা কিংবা চালচলনে অন্য সব কুমারদের চেয়ে সে আলাদা। রাজা বিন্দুসারের বয়স হয়েছে, তার মন্ত্রীসভায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ মন্ত্রীবর্গ আছেন, তারপরও ইদানীং তিনি রাজকুমারদের সভাস্থলে রাখেন, পরিস্থিতি কিংবা সমস্যার উপর তাদের মতামত নেন, সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদায় রাজপুত্র সুসীমকে তক্ষশীলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, বাকি তিনটি প্রদেশের দায়িত্বও ক্রমান্বয়ে হস্তান্তর করা হবে।

তক্ষশীলায় এরমধ্যেই একবার বিদ্রোহ হয়েছে এবং তা দমনে ব্যর্থ হয়েছে সুসীম, সেবার রাজা বিন্দুসারকে সরাসরি নামতে হয়েছিল বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু এখন তার বয়স হয়েছে। সুসীমের উপর রাজ্যের ভার ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। যে ছেলে একটা প্রদেশের বিদ্রোহ থামাতে পারে না, তার উপর পুরো রাজ্য দিয়ে গেলে কী হতে পারে ভেবে মাঝে মাঝে শিউরে উঠেন বিন্দুসার।

আজকের সভার বিষয়বস্তু ছিল উজ্জয়নির বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত, কে বা কারা এর পেছনে আছে জানা যায় নি, উজ্জয়নি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের একটা বড় স্তম্ভ, কোনমতেই উজ্জয়নিকে পৃথক হতে দেয়া যাবে না, রাজা বিন্দুসার রাজপুত্র অশোকের কথাবার্তায় চমৎকৃত হয়েছেন, উজ্জয়নির বিদ্রোহ দমন করতে পারলে অশোকের উপর দায়িত্ব দেয়া হবে প্রদেশটার।

দলবল নিয়ে উজ্জয়নির উদ্দেশ্যে রওনা দিল অশোক।

দিন তিনেক পর উজ্জয়নির রাজপ্রাসাদের সভাকক্ষে দাঁড়িয়ে আছে অশোক। উজ্জয়নির বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। কুচক্রী কিছু মন্ত্রীকে দাঁড় করানো হয়েছে তার সামনে। বিদ্রোহের শাস্তি কী হতে পারে তা অনুমান করতে পারছে সবাই। মৃত্যু ছাড়া আর কোন শাস্তি হতে পারে না।

পাটলিপুত্র থেকে সাথে আসা অভিজ্ঞ মন্ত্রী রাধাগুপ্ত এরমধ্যে রাজধানীতে কি সংবাদ পাঠাতে হবে তা তৈরি করে ফেলেছেন। বার্তাবাহকের হাতে সে সংবাদ পাঠানো হলো। এবার শাস্তির পালা। অন্তত পাঁচজন মন্ত্রী সরাসরি বিদ্রোহের সাথে জড়িত, সেই সাথে উজ্জয়নির সেনাপতি। ছয়জনই মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে আছে।

"রাধাগুপ্তজী," অশোক বলল, "কি শাস্তি হতে পারে এদের?"

"মৃত্যুদন্ড," বেশ শান্ত গলায় বললেন রাধাগুপ্ত। সদ্য তরুন এই রাজপুত্রকে তার পছন্দ হয়েছে। কেন পছন্দ হয়ে সেটা বুঝতে পারছেন না বলে কিছুটা বিরক্ত তিনি, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা এই ধরনের কিছু গুনাবলী প্রকাশ পাচ্ছে অশোকের চরিত্রে, নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা আছে কি না সেটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না, তবে পরিস্থিতি বিচার ক্ষমতা অসাধারন।

"কিভাবে সেটা কার্যকর হবে?"

"মহামান্য অশোক, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হতে পারে কিংবা গর্দান নেয়া যেতে পারে।"

BanglaBook.org

"খুব ভালো। এই কাজ কে করবে?"

"জল্লাদ আছে, মহামান্য অশোক।"

"হুমম। বেইমানীর এতো সাধারন শাস্তি কম হয়ে যায়," অশোক বলল, সে এখন হাঁটছে ছয়জন অভিযুক্তর চারপাশে, একটু দূরে দাঁড়ানো একজন সৈনিকের কোমরে ঝোলানো খোপ থেকে তলোয়ার বের করে আনল দ্রুত। তার হাতে বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলল তলোয়ারটা, সর্ব ডানে দাঁড়ানো বিদ্রোহী সেনাপতির মাথাটা মেঝেতে গড়াগড়ি খেল মুহূর্তেই। যেন চোখের পলকে ঘটে গেল সব। বাকি পাঁচজন কোন শব্দ করারও সময় পেল না। ধারাল তলোয়ারের আঘাতে একে একে সবার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাথাবিহীন দেহগুলো, বীভৎস দৃশ্য।

পুরো মেঝে রক্তে লাল হয়ে গেছে, অশোকের শরীরও রক্তে রঞ্জিত। তলোয়ারটা আবার সৈনিকের কোমরের খাপে পুরে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

"বেইমানদের আমি নিজ হাতে শায়েস্তা করবো," বেশ উচ্চস্বরে বলল অশোক, যাতে সবাই শুনতে পায়। উদ্দেশ্য একটাই, দ্রুত তার নৃশংসতার কথা ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে, আরেকবার বিদ্রোহ করার আগে হাজারবার চিন্তা করবে।

সভা শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষনের মধ্যে। উজ্জয়নির বিদ্রোহ দমনের খবর রাজধানীতে পৌঁছানোর উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলোর কথা চিন্তা করল অশোক। সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরসুরি হিসেবে অনেকেই তাকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে, এখন তারা আরো সাবধান হয়ে যাবে। বিশেষ করে রাজপুত্র সুসীমকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করতে হবে।

বাকি সবাই চলে গেলেও রাধাগুপ্ত রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ভালো কিছু পরামর্শ পাওয়া যাবে বলে আশা করে অশোক।

"রাধাগুপ্তজী, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো, আশা করি সঠিক উত্তর দেবেন," অশোক বলল।

"জ্বি, মহামান্য অশোক।"

"রাজপুত্র সুসীমকে আপনার কেমন মনে হয়? সে কী পারবে মৌর্য্য সাম্রাজ্য শাসন করতে।"

"অভয় দিলে বলি।"

"অবশ্যই। নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।"

"উনি সিংহাসনের উপযুক্ত নন।"

"যাক, আপনার তাহলে সত্যি কথা বলার সৎ সাহস আছে। আপনি যেতে পারেন।"

রাধাগুপ্ত বের হয়ে গেলেন সভাস্থল থেকে। একটু পর অশোক নিজেও তার

BanglaBook.org

শয়নকক্ষে চলে এলো। রাত অনেক হয়েছে। গত কয়েকদিন অনেক ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। প্রজারা মৌর্য্য শাসনে খুশি হলেও কুচক্রীর অভাব নেই, সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র যুগ যুগ ধরে চলবে। তা নিয়ে ভাবে না অশোক, তার ভাবনা চিন্তা নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগীদের নিয়ে। বিন্দুসারের ঔরসজাত রাজকুমার প্রায় শতখানেক, এরা সবাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। নতুন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কৈশোরে পাওয়া সেই সিন্দুকের কথা মনে পড়ল অশোকের। প্রাচীন সেই লিপিগুলো মুখস্ত রেখেছিল সে। মহামতি চানক্যের রেখে যাওয়া প্রাচীন জ্ঞান কাজে লাগানোর সময় হয়েছে এখন। রাজা বিন্দুসার তাকে উজ্জয়নির প্রধান করবেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই। রাজধানী থেকে দূরে উজ্জয়নিই হবে তার কাজের প্রধান ক্ষেত্র। প্রাচীন জ্ঞান অনুযায়ী কাজগুলো সমাধা করার জন্য তার দরকার একজন পন্ডিতকে, যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। মন্ত্রী রাধাগুপ্তই পারেন এমন কারো সন্ধান দিতে।

দরজার বাইরে দাঁড়ানো সান্ত্রীকে পাঠালো রাধাগুপ্তকে ডেকে আনার জন্য। কাল থেকেই কাজ শুরু করতে হবে।

রাজপ্রাসাদের আলাদা একটা অংশে কাজ শুরু হলো। যাকে আনা হয়েছে তিনি বয়স্ক একজন মানুষ, নাম কালীদাস চাঁদ। চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন কিছু করার একটা তাড়না সবসময়ই তার ভেতর কাজ করে, যাতে ভারতবাসী তাকে মনে রাখে অনাগত ভবিষ্যতে। তাই অশোকের আমন্ত্রনে সাড়া না দেয়ার কোন মানে খুঁজে পান নি। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। তার সহকারি হিসেবে আছে স্বয়ং অশোক। বাইরের কেউ যাতে না জানে এজন্য এ ব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র জোগাড় করা হয়েছে। তবে তাতেও ভরসা পাচ্ছেন না কালিদাস চাঁদ, জটিল সব কাজকর্ম করতে হবে, জিনিসপত্র যা আছে তাতে সামলে উঠতে পারবেন কি না বুঝে উঠতে পারছেন না। আগামী দু'বছর এখানে থাকতে হবে, বাইরে যাওয়া নিষেধ এমনকি কারো সাথে কথা বলাও মানা। কাজ শেষে যে পরিমান অর্থ দেয়া হবে তাতে বাকি জীবন আর কিছু করতে হবে না। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না কালীদাস চাঁদের, রাজপুত্রের কথা না মানলে ঘাড়ের উপর মাথা থাকতো কি না সন্দেহ। অশোকের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে এখন রাজ্যের সবাই অবগত।

পুরো প্রক্রিয়াটা অদ্ভুত, আদৌ এভাবে কাজ হবে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কালীদাসের। তবে এজন্য কাজ থামিয়ে রাখে নি সে। দৈনিক তার সাথে কাজ করার জন্য দু'ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রেখেছে অশোক। সেই সময়টা ভয়ে ভয়ে কাটে।

সময় কাটতে থাকল দ্রুত, কোথাও কোন বিদ্রোহের খবর নেই, অশোক রাজদরবারে বসে নিয়মিত, দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব ছেড়ে দেয় মন্ত্রী রাধাগুপ্ত'র উপর। রাধাগুপ্ত এখন রাজধানী ছেড়ে এখানেই আছেন। রাজধানীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, রাজা বিন্দুসারের খবরাখবর নেন, শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়েছে রাজার, খুব বেশিদিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না। অশোককে জানানো হয় তার পিতার শারীরিক অবস্থার খবর, খুব বেশি বিচলিত মনে হয় না অশোককে, বরং তাকে অন্য কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত মনে হয়। সেটা কী ধারনা করতে পারলেও নিশ্চিত নন রাধাগুপ্ত।

অশোক অন্যান্য সব কাজের ফাঁকে কালিদাস চাঁদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে কাজ করতে করতে একসময় মনে হলো অনেক কাছে চলে এসেছে তারা আসল সমাধানের। অশোককেও বেশ উত্তেজিত মনে হলো। এই আবিষ্কারের উপরই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যত। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত রাত এলো, তৈরি হয়ে গেছে প্রয়োজনীয় ওষুধ, মহামতি চানক্যের প্রতিটি নিয়ম রক্ষা করে। সেনাবাহিনী থেকে তিনজন চৌকস যোদ্ধাকে এই বাড়িতে বন্দী করা হয়েছে অনেক দিন আগে থেকেই। কালিদাস চাঁদ আর অশোক, গোপনে তাদের এই আবিষ্কার প্রয়োগ করলো এই তিনজনের উপর। ফলাফল দেখার জন্য তর সইছিল না অশোকের। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

ফলাফলে মুগ্ধ অশোক, এই তিনজন এখন ভয়ংকর যোদ্ধা, কয়েকশ কিংবা এক হাজার দক্ষ সৈন্যকে এদের একজন একাই সামলাতে পারবে। কালীদাস চাঁদকে তার প্রাপ্য অর্থ বুঝিয়ে দেয়া হলো। তবে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাবার অনুমতি মিলল না। খারাপ লাগলেও বৃদ্ধের জিভ কেটে নিতে ভুল করলো না অশোক, কথা কিভাবে গোপন রাখতে হয় তা ভালোই জানা আছে তার। বৃদ্ধ মানুষটা হয়তো আরো অনেকদিন বেঁচে থাকবেন, অর্থকষ্টে পড়তে হবে না। এছাড়া ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়তে পারে এই লোকটাকে।

এরমধ্যেই রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে খবর এলো, ঝড়ের বেগে, রাজা বিন্দুসার মারা গেছেন। একদল সৈন্য নিয়ে উজ্জয়নি থেকে সাথে সাথে রওনা হয়ে গেল অশোক, সাথে সেই তিনজন বিশেষ যোদ্ধা, ওদের রাখা হয়েছে চারপাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে। খুব গোপনে ঘোড়ার গাড়ির পেছনের পাটাতনে উঠানো হয়েছে ওদের, খাঁচায় বন্দী করে। লোহার সেই খাঁচার চাবি আছে শুধুমাত্র অশোকের কাছে। সাধারন সৈন্যদের কাছ থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে চলছে ঘোড়ার গাড়িটা।

রাজধানীতে সিংহাসনের অনেক দাবীদার, তবে মন্ত্রী রাধাগুপ্তের কল্যানে অশোকের সাথে আছে অনুগত সেনাবাহিনী। যারা অশোকের শৌর্য্য-বীর্যে মুগ্ধ, তারা বিশ্বাস করে রাজা বিন্দুসারের শ'খানেক সন্তানের মধ্যে অশোকই যোগ্য দাবীদার সিংহাসনের।

পাটলিপুত্রে শোকের সাথে চলছে ষড়যন্ত্রের ফিসফাস। রাজপুত্র সুসীম তক্ষশীলা

BanglaBook.org

থেকে চলে এসেছে রাজধানীতে। বিন্দুসারের ক্রিয়াকর্মের পরই শুরু হবে নতুন রাজার শাসন। মন্ত্রীদের বেশিরভাগ রাজপুত্র সুসীমকে অপছন্দ করেন, তারা যার যার পছন্দের রাজকুমারকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা তখনও জানে না, রাজধানীর দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে অশোক, সাথে বিশাল সেনাবাহিনী আর অদ্ভুত একটা ঘোড়ার গাড়ি, যার চারপাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা।

☰

যে কোন পেশায় সাফল্যের মূল চাবিকাঠি লেগে থাকার ক্ষমতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নিজের ওস্তাদের কাছে এই শিক্ষা পেয়েছে সে। সেই ষোল বছর বয়স থেকে কোন কাজে হাতে নিয়ে এখন পর্যন্ত পিছ পা হয় নি। কুড়ি বছর পর এখনও সেই নীতি মেনে চলছে। তার নিজেরই এখন ছোটখাট একটা দল আছে, বেশিরভাগ কাজ ওরাই করে। তবে গুরুত্বপূর্ন কাজগুলো এখনো নিজের হাতেই করে সে।

এবারের কাজটা গুরুত্বপূর্ন, টাকার পরিমান বেশি, এছাড়া টাকা এখন তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে এসেছে, অন্য কেউ হলে হয়তো কাজ ছেড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতো, বিদেশি একজন মানুষ তার কিইবা ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু সে এভাবে চিন্তা করে না। টাকা নিয়ে কাজ না করলে সেটা নিজের সাথেই বেঈমানি হয়ে যায়।

ছত্রিশ বছর বয়সেও শারীরিকভাবে সে পুরো ফিট, দেখতে সুদর্শন না হলেও একবার দেখলে কেউ সহজে এই চেহারা ভোলে না, তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ভাঙা চোয়াল আর সারা মুখে অসংখ্য কাটাকাটির চিহ্ন তার চেহারাটাকে বেশ ভয়ংকর করে তুলেছে। এই মুহূর্তে একটা গাছের তলায় বসে আছে, আহত অবস্থায়, পরনের শার্টটা ছেঁড়া, জিন্সের প্যান্টটাও ছিঁড়ে গেছে কিছু কিছু জায়গায়, চেহারায় আঘাতের চিহ্ন অনেক, কপালের উপর বেশ খানিকটা কেটে গেছে, রক্ত পড়া থেমে গেছে অনেক আগে, তারপরও সেখানে চাপ রক্ত জমে আছে। বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর গতকাল দুপুরে ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার কথা ভাবছে। আরেকটু হলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যেত, ডোবার পাশে কাঁদার মধ্যে এমনভাবে নিজেকে মাখামাখি করে নিয়েছিল যে, পাশ দিয়ে পুলিশ গেলেও বুঝতে পারে নি এখানে কোন মানুষের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। সন্ধ্যার পর পর ডোবার ময়লা পানিতে ডুব দিয়ে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। হাইওয়েটা উঁচু ঢাল বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করেছিল কয়েকবার, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে কোনমতে হেঁটে যতোটা সম্ভব হাইওয়ে থেকে দূরে সরে গেছে।

প্যান্টের পকেটে গুঁজে রাখা পিস্তলটাই ছিল একমাত্র স্বস্তির বিষয়।

তারপর ক্রমাগত হাঁটা, ধীর গতিতে, আশপাশে কোন মানুষের চিহ্ন নেই, অনেক দূরে ছোট ছোট কিছু আলো দেখা যাচ্ছিল, সেই আলোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে

BanglaBook.org

গেছে সে। তাকে এই অবস্থায় কেউ আশ্রয় দেবে না, তবু একটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করছিল কারো যাওয়ার আশায়, যদি কোন সাহায্য মেলে।

সাহায্য মিলেছিল, পিস্তল দেখিয়ে মাঝবয়সী এক গ্রাম্য লোকের কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছে, সেই সাথে কিছু টাকা আর কিছু ফল, লোকটা হয়তো আশপাশের বাজার থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তবে সাহায্যকারীর কোন ক্ষতি করে নি সে, চলে যেতে দিয়েছে, জানে একটু পরেই হয়তো লোকজন নিয়ে তাকে খুঁজতে আসবে।

গ্রাম্য লোকটা চোখের আড়াল হতেই যতোটা সম্ভব দ্রুত গতিতে জায়গাটা থেকে সরে গেছে সে। হেঁটেছে যতোদূর শরীর চলে, কলা আর আপেল তাকে কিছুটা শক্তি যুগিয়েছিল তখন।

দরকারি অনেক নাম্বারই তার মনে থাকে, বিদেশি লোকটার সাথে দু'একবার মোবাইলে কথা হলেও নাম্বারটা মনে ছিল, তাই গতরাতে তাকে ফোন করে আশ্বস্ত করেছে কাজটা শেষ করবে সে, যেভাবেই হোক।

গতরাত ঘুমায়নি বলা চলে, শেষ রাতের দিকে আবার হাইওয়ের দিকে হাঁটা ধরেছে। বলা যায় না শিকার আশপাশেই থাকতে পারে, সে নিজে যেমন আহত, শিকারও আহত হয়েছে। বহুদিন এতো চমৎকার খেলা জমে নি, ইদুঁর-বেড়াল খেলায় কে জেতে কে হারে সেটা সময়ই বলে দেবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২৮

ট্রিগারে চাপ দিয়ে কিছুক্ষন চোখ খোলার সাহস পেলেন না ডঃ লুতফর। সামনে কি দেখতে পাবেন বুঝতে পারছেন না, এই প্রথম কারো উপর গুলি করেছেন তিনি, সম্ভবত ডঃ রামকৃষ্ণ মারা গেছেন। ঠিক বুক বরাবর নিশানা করেছিলেন, মৃত্যু না হওয়ার কোন কারন নেই। গুলির শব্দের পর আর কোন শব্দ নেই কোথাও, সব যেন থেমে গেছে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন ডঃ লুতফর, ঘাড়ের উপর এক বিন্দু ঘাম সরসর করে নেমে যাচ্ছে পরিষ্কার টের পাচ্ছেন, কিন্তু তাকানোর সাহস হচ্ছে না। তিনি একজন খুনী। নিজ হাতে খুন করেছেন ডঃ রামকৃষ্ণকে, লোকটার হয়তো মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, পাগলের প্রলাপ বকছিল, বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর পাগলামিতে সারা দেয়া ঠিক হয় নি কোনমতেই।

"দেখুন আমাকে, ডঃ লুতফর," ডঃ রামকৃষ্ণের কণ্ঠ শুনতে পেলেন ডঃ লুতফর, বেশ স্বাভাবিক মনে হলো কণ্ঠস্বরটা।

তিনি তাকালেন, ধীরে ধীরে।

ডঃ রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, আগের মতো বিশাল আকৃতি নিয়ে, বুকের কাছটা লাল হয়ে গেছে রক্তে, তবে চেহারায় যন্ত্রনার কোন অভিব্যক্তি নেই, বরং কিছুটা কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডঃ লুতফরের দিকে।

"মাই গড, আপনি ঠিক আছেন?"

"অবশ্যই ঠিক আছি, বুলেট আমার হৃদপিন্ড ভেদ করে চলে গেছে, বেশ কিছু রক্তও হারিয়েছি আমি, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। এরমধ্যেই হৃদপিন্ডের ক্ষত সেরে গেছে। রক্ত পড়াও থেমে যাবে কিছুক্ষনের মধ্যে।"

"সত্যি বলছেন আপনি?"

"আমি তো আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, জীবিত, তাই না?" উল্টো প্রশ্ন করলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, এগিয়ে এসে ডঃ লুতফরের কাঁধে হাত রাখলেন।

"আপনি যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়, পুরো পৃথিবীর জানা দরকার," উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ডঃ লুতফর। "কিভাবে সম্ভব?"

"ব্যাখ্যা বিশ্লেষন পড়ে দেবো, আপনি কথা দিন এই তথ্য কেউ জানবে না।"

"কেউ জানবে না? কী বলছেন? যুগান্তকারি এই আবিষ্কার কেউ জানবে না? পৃথিবীর ভবিষ্যত ইতিহাসই তো পালটে যাবে।"

"সেটা খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা হবে না, ডঃ লুতফর।"

"তাহলে আপনি কি করতে চান?"

BanglaBook.org

"এই বিষয়টা আপাতত আপনার আর আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কাল সাইদ পারভেজ এলে আশা করি এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলবেন না।"

"ঠিক আছে, বলবো না।"

"ভোর হওয়ার আগেই ওষুধের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আমিও আমার সাধারন অবস্থায় ফিরে আসবো।"

"কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হবে না?"

"নিশ্চিত নই। সেটা কালকেই বোঝা যাবে।"

"আচ্ছা।"

এখনো বিস্ময়বোধ কাটে নি ডঃ লুতফরের। বৈপ্লবিক এই আবিষ্কার যার কাছে থাকবে তাকে কেউ হারাতে পারবে না। এমন একদল সৈন্য থাকলে পুরো পৃথিবী দখল করে নেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ডঃ রামকৃষ্ণের কথাই ঠিক, এ বিষয়ে কাউকে জানানো যাবে না। সাইদ পারভেজ যদি জানতে পারে, তাহলে রুদ্র, অগ্নি আর সূর্য্যকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন করে প্রজেক্ট শুরু করবে। রুদ্র, অগ্নি, সূর্য্য যদিও মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকারক, ওদের বিবেকবোধ বা সাধারন বুদ্ধিমত্তা বলে কিছু থাকবে না, ওরা কাজ করবে হিংস্র কোন প্রাণীর মতো, বাঘ যেমন কোন বিচার বিবেচনা করে না শিকার করার সময়, ওরাও তাই। খুন করার জন্য অস্থির হয়ে আছে ওরা। হাজার খুনেও সেই অস্থিরতা থামবে না, অন্যদিকে ডঃ রামকৃষ্ণের আবিষ্কার কাছাকাছি হলেও এখানে ভুলগুলো ঠিক করে নেয়া হয়েছে। মানুষ এখানে দানবে পরিনত হবে না, সে শারীরিকভাবে শক্তিশালী হবে, শারীরিক সব প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারবে। ক্ষুধাহীন এক পৃথিবীর স্বপ্ন সত্যি হবে তাহলে। তবে ব্যবসায়ী কিংবা রাজনীতিকদের বিশ্বাস নেই, ওরা এই আবিষ্কারকে উলটোপথে চালাবে না তার নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। সুদূর পাহাড়ের নীচে এই সত্য চাপা থাকলেই মানবজাতির জন্য উত্তম।

"আপনি ঘুমাতে যান, ডঃ লুতফর," নরম গলায় বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, তার কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

"ল্যাবে আমার অনেক কাজ বাকি। আমি ল্যাবে যাচ্ছি আবার।"

"ওকে, গুড নাইট তাহলে।"

ডঃ রামকৃষ্ণের রুম থেকে বেরিয়ে এলেন ডঃ লুতফর। বেরিয়ে আসার সময় দরজা বন্ধ করে দিতে ভুললেন না। পুরো করিডোরটা আগের মতোই ফাঁকা, কেউ তাকে দেখে নি, যদিও সিসি ক্যামেরাতে সব রেকর্ড করা আছে। ভেবেছিলেন আজকে রাতটা বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কাজটা শেষ করা দরকার, এই ল্যাব থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে চলে যাওয়া দরকার।

লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, আঙুলের ছাপ, রেটিনা স্ক্যান, পাসওয়ার্ডসহ

BanglaBook.org

নিরাপত্তা সংকেতগুলো দেয়ার পরপরই লিফটের উপরে উঠে আসার কথা। কিন্তু লিফট উপরে উঠছে না, বরং নীচতলায়ই রয়ে গেছে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন ডঃ লুতফর। গত দু'বছরে এরকম কোনদিন হয় নি। ডঃ রামকৃষ্ণকে ডেকে এনে লাভ হবে না। এই মুহূর্তে লোকটার আঙুলের ছাপ আর রেটিনা স্ক্যান মিলবে না বলেই মনে হয়।

আরো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি লিফটের সামনে। হাল ছেড়ে দিয়ে রুমে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই লিফটটাকে উপরে উঠে আসতে দেখলেন। সাইদ পারভেজকে জানাতে হবে লিফটের সমস্যার কথা। ধীরে ধীরে খুলে গেল লিফটের দরজা। ঢুকে পড়লেন তিনি।

ল্যাবে আজ সারারাত কাজ করবেন, সাইদ পারভেজকে প্রজেক্ট বুঝিয়ে দিয়ে এই ল্যাব ছেড়ে চলে যেতে হবে, যে করেই হোক। এখানে থাকলে আরো অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখার অভিজ্ঞতা হবে, আর কোন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করার ইচ্ছে তার নেই।

ল্যাবে ঢুকে এপ্রোন পড়ে নিলেন। কোনার তিনটে খাঁচা থেকে শব্দ আসছে। পুরো ল্যাব কেঁপে উঠলো হঠাৎ করেই। মনে হচ্ছে মাটির নীচে দেবে যাচ্ছে পুরো মেঝেটা। তিনি দৌড়ে গেলেন খাঁচাগুলোর সামনে।

দৃশ্যটা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন ডঃ লুতফর। রুদ্র'র খাঁচা খালি, মেঝেতে বড়সড় প্রায় গোলাকার একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে, জায়গাটা অন্ধকার এবং ফাঁপা। হাতে টর্চ ছিল, টর্চের আলো ফেললেন অন্ধকার গর্তটায়। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। মনে হচ্ছে মেঝের নীচে বেশ বড়সড় কোন ফাঁপা জায়গা আছে, সেখানেই আছে এখন রুদ্র। সেই ফাঁপা জায়গা যদি কোন গুহার অংশ না হয় তাহলে হয়তো তাকে ফেরত আনা যেতে পারে। আর যদি গুহার অংশ হয় তাহলে এতোক্ষনে হয়তো নাগালের বাইরে চলে গেছে। নিয়ন্ত্রনহীন রুদ্র মানুষরুপি হিংস্র একটা প্রাণী ছাড়া আর কিছুই না। জীবিত যা কিছু হাতের নাগালে পাবে তাই ধ্বংশ করে দেবে।

ল্যাবের অ্যালার্মটা গত কিছুদিনের মতো দ্বিতীয়বারের মতো বাজাতে হলো। তবে একটা ব্যাপারে অবাক হয়েছেন ডঃ লুতফর, খুব বেশিক্ষন হয় নি রুদ্র, অগ্নি আর সূর্য্যকে ঘুম পাড়ানোর ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। অগ্নি আর সূর্য্য এখনো তাদের খাঁচায় বন্দি। এরমধ্য থেকে রুদ্র কিভাবে পালাল তা মাথায় আসছে না।

কাল দুপুর নাগাদ সাইদ পারভেজ চলে আসবে। এসে যদি জানতে পারে রুদ্রকে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে সবার মাথা খারাপ করে ফেলবে। ডার্ট গানটা নিয়ে অগ্নি আর সূর্য্যের শরীরে আরো বেশি মাত্রার ঘুমের ওধুধ প্রয়োগ করলেন তিনি। তারপর লিফটে করে চলে এলেন উপরের তলায়।

অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে ল্যাবে উপস্থিত সব লোকজন জমা হয়েছে

BanglaBook.org

করিডোরে। আজকে তাদের নির্দেশ দেয়ার মতো ডঃ রামকৃষ্ণ কিংবা সাইদ পারভেজ নেই। এই কাজটা আজ রাতে ডঃ লুতফরকেই করতে হবে। তিনি এগিয়ে গেলেন। রুদ্রকে ধরতেই হবে, অন্য কারো চোখে পড়ার আগে। জীবিত অথবা মৃত।

গুহার অন্ধকারে পা দিয়েই বুঝল অয়ন ভুল হয়ে গেছে। এতো রাতে এই ঝুঁকি নেয়া ঠিক হয় নি। টর্চের আলোয় যতোটা সম্ভব চারপাশ দেখার চেষ্টা করছে সে, গুহার মুখটা ছোট, একজন মানুষ ঢুকতে পারে কেবল, কিন্তু ভেতরের দিকটা বেশ প্রশস্ত, শাহরিয়ার সুলতানের কাজ। দিনের পর দিন গুহার ভেতরে কাটিয়েছে, একজন মানুষ যেন খুব স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে সেজন্য গুহার ভেতরটা কেটে প্রশস্ত করেছে।

গুহার গায়ে হাত দিয়ে দেখল অয়ন। শক্ত পাথর আর মাটির মিশ্রন, বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে কাজটা করতে গিয়ে। হাত সরিয়ে নেবে অদ্ভুত একটা কম্পন অনুভব করলো, মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে কেউ আঘাত করছে কোথাও, তাতে কেঁপে উঠছে গুহার ভেতরটা। এরকম হওয়ার কারন কী হতে পারে মাথায় আসছে না। এবার কান পাতল অয়ন। গুমগুম একটা শব্দ আসছে, শব্দটা খুব দূর থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। আরো ভেতরে ঢুকবে কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। অন্তত ফুট দশেক ভেতরে চলে এসেছে অয়ন, গুহার মুখে কারো উপস্থিতি টের পেল এই সময়। শাহরিয়ার সুলতানের দেহের আকৃতিটা পরিচিত হয়ে গেছে এতোদিনে, তাঁবুর মধ্যে না দেখে হয়তো খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছে এখানে।

"ওখানে কী করছো?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার সুলতান।

উত্তর দিলো না অয়ন, কী করছে তা সে নিজেও জানে না।

"চলে এসো, এক্ষুনি," শাহরিয়ার সুলতান বলল। তার শঙ্কামিশ্রিত কণ্ঠে কিছুটা হলেও অস্বস্তিবোধ করছে অয়ন। গুহার ভেতর ভয় পাবার মতো কিছু চোখে পড়ে নি, শুধু সামান্য ঐ কম্পন ছাড়া।

পিছু ফিরতে যাবে তখনই অনুভব করলো গুহাটা বেশ জোরে কেঁপে উঠেছে, ধুপ করে একটা শব্দ হলো কোথাও। সাথে অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ। কেঁপে উঠলো অয়ন। এখনই বেরিয়ে যাওয়া দরকার। এখনই।

শাহরিয়ার সুলতান গুহার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অয়নের দিকে। গুহার অন্ধকার থেকে কিছু একটা যেন ছুটে আসছে, দ্রুত গতিতে, সাথে অমানুষিক গর্জন। এবার দৌড় দিল অয়ন। পেছনে যাই আসুক তা স্বাভাবিক কিছু নয়।

BanglaBook.org

পেছনে ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই, গুহার মুখের কাছে চলে এসেছে অয়ন, শাহরিয়ার সুলতানের বাড়ানো হাত ধরে ফেলার সাথে সাথে হ্যাঁচকা টানে তাকে গুহার বাইরে এনে ফেলল। গুহার ভেতর প্রবল আলোড়ন হচ্ছে, ভেতরটা যেন তছনছ করে দিচ্ছে কেউ।

হাঁপাচ্ছে অয়ন, শাহরিয়ার সুলতান তার পিস্তল তাক করে আছে গুহার মুখটার দিকে। অন্ধকার গুহামুখে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। সাকিবও চলে এসেছে। অয়নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে শাহরিয়ার সুলতানের দিকে।

হাত দিয়ে ইশারা করে একটা গাছের আড়ালে চলে যেতে বলল শাহরিয়ার সুলতান। বিনা বাক্যব্যয়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল অয়ন আর সাকিব, শাহরিয়ার সুলতানও অল্প অল্প করে পিছু হটছে, পিস্তল তাক করে আছে গুহার মুখের দিকে।

হাতে অস্ত্র থাকতেও এতো ভয় পাচ্ছে কেন লোকটা বুঝতে পারছে না অয়ন। এই জঙ্গলে বাঘ-সিংহের মতো হিংস্র কোন প্রাণী নেই। অন্যান্য যেসব প্রাণী আছে তা মারার জন্য বুলেটই যথেষ্ট।

শাহরিয়ার সুলতান পাশে এসে বসেছে। ইশারায় চুপ থাকতে বলেছে দুজনকে। খুব কাছাকাছি না এলে কেউ তাদের দেখতে পাবে না। একটু দূরে গুহার ভেতর থেকে শব্দ আসছে এখনো, গুহার মুখের কাছাকাছি আছে প্রাণীটা।

আজ অমাবশ্যা কি না জানে না অয়ন, আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। টর্চের আলো ফেলবে ভেবে টর্চ হাতে নিতেই কেড়ে নিলো শাহরিয়ার সুলতান। আঙুল দিয়ে ইশারা করলো গুহা মুখের দিকে।

কিছু একটা বেরিয়ে এসেছে গুহার মুখটা দিয়ে। মানুষ! তবে এতো বিশালাকৃতি মানুষ কখনো দেখে নি অয়ন। পরনে তেমন কোন কাপড় নেই, মাথা কামানো, পেশিবহুল শরীর। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁবুটার দিকে।

দমবন্ধ করে বসে আছে তিনজন, তাঁবুটার ঠিক উল্টোদিকে লুকিয়ে আছে ওরা, এদিকে আসলেই টের পেয়ে যাবে। দমকা হাওয়া শুরু হয়েছে এই মাত্র। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষটা তাঁবুর দিকে। মাঝে মাঝে গর্জন করছে, তাকাচ্ছে চারপাশে। বিদ্যুৎ চমকালো, তার আলোয় চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেল অয়ন। এতো বীভৎস চেহারা কখনো দেখে নি সে। মুখে অসংখ্য কাটাকাটি, ডান দিকের কান অর্ধেক নেই। শাহরিয়ার সুলতান আঁতকে উঠেছে দেখে, মাথা নীচু করে ফেলল সবাই সাথে সাথে।

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। যেন খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে সবকিছু। হঠাৎ কী হলো তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রবল আক্রোশে। দুই মিনিটের মধ্যে পুরো তাঁবু লন্ডভন্ড করে ফেলল। ত্রিপল ছুঁড়ে ফেলেছে একটানে, ভেতরে রাখা

BanglaBook.org

জিনিসগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে এখানে সেখানে ফেলছে। প্রায় পাঁচ মিনিট চলল এই তান্ডব। তারপর আবার শান্ত হয়ে এলো।

পৌরনিক মিথ থেকে উঠে আসা কোন দানবকে দেখছে, সশরীরে এবং সজ্ঞানে, ক্যামেরা নেই সাথে, থাকলে দু'একটা ছবি তুলে নেয়া যেতো, ভাবল অয়ন। তার পাশে বসে কাঁপছে সাকিব। শাহরিয়ার সুলতান মাথা নীচু করে বসে আছে এখনো। তার চেহারায় বিষাদের ছাপ চোখ এড়াল না অয়নের।

এখন কথা বলার সুযোগ নেই। একটু শব্দ পেলেই টের পেয়ে যাবে। তাঁবুটার যে অবস্থা করেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে কী বিপুল শক্তিধর ঐ মানুষটা এখন। অবশ্য ওকে এখন আর মানুষ বলা যাবে কি না সন্দেহ।

প্রাগৈতিহাসিক কোন দানব যেন।

এ ধরনের কোন মানুষের কথা এর আগে কখনো শোনে নি অয়ন, টিভি-তে ইনক্রেডিবল হাল্ক দেখেছে, কিন্তু সে ভিন্ন জিনিস। চোখের সামনে যা দেখছে তার সাথে জীবিত কোন প্রাণীর তুলনাই হয় না। এই পাহাড়ি এলাকায় এমন একটা দানব ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবতেই অবাক লাগছে। সবকিছু লন্ডভন্ড করে এবার শান্ত হয়েছে মানুষটা। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে, যে পথে এসেছিল তারা এখানে। এই দানব লোকালয়ে চলে গেলে কী হবে চিন্তাও করতে পারছে না অয়ন।

সাধারন মানুষের জীবন এখন হুমকির মুখে। শাহরিয়ার সুলতান তার পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে সব ঝামেলা শেষ করে দিতে পারতো, অথচ তা না করে চুপচাপ বসে আছে, চোখে ভরসা হারানো দৃষ্টি। আরো প্রায় মিনিট দশেক চুপচাপ বসে রইল তিনজন। চারপাশ থেকে মশার দল ছেকে ধরেছে। নীচ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ আসছে না দেখে উঠে দাঁড়াল শাহরিয়ার সুলতান। চারপাশে তাকিয়ে ইশারায় উঠে দাঁড়াতে বলল ওদের।

"আপনি গুলি করলেন না কেন?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল অয়ন।

"সাকিবের উপর তুমি গুলি চালাতে পারতে?"

উল্টো প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল অয়ন।

"এর সাথে সাকিবের কী সম্পর্ক। সাকিব আমার বন্ধু, ওকে আমি গুলি করতে যাবো কেন?"

"যাকে দেখেছো, সেও আমার বন্ধু। আমার প্রিয় বন্ধু," শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে শাহরিয়ার সুলতানের গলা কেমন ভার হয়ে এলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

ঘণ্টাখানেক হলো প্রধান সড়কে উঠেছে অর্জুন, দুপুর হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে একটা চায়ের দোকানে বসে সিগারেট ধরিয়েছে। মাথা ধরেছে খুব, সারা সকাল ছোট ট্রাক্টরের মতো সেই যানে বসে থাকতে থাকতে কোমর ব্যথা হয়ে গেছে, ইঞ্জিনচালিত কোন যানবাহন এতো ধীরে চলতে পারে তা ধারনাও ছিল না। অন্তত আরো আধঘণ্টা বিশ্রাম না নিলে চলতেই পারবে না। অথচ বিশ্রাম নেয়ার সময় নেই।

নির্দিষ্ট সময় থেকে অনেক পিছিয়ে আছে সে। বসের সাথে কোন যোগাযোগ নেই, তিনি কী ভাবছেন কে জানে। নাম্বারটা অন্তত মুখস্ত রাখার দরকার ছিল, যেভাবে প্ল্যান করা হয়েছিল সেভাবে সব কিছু এগোয় নি। ইয়াকুব আলী নামক লোকটার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই আসল ঝামেলা শুরু হয়েছে। মোবাইল আর ল্যাপটপ দুটো জিনিসই ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছে। নইলে বসের কাছ থেকে আরো কিছু নির্দেশনা পাওয়া যেতো, তিনি সাহায্য করার জন্য অন্য কাউকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারতেন। এখন একটা কাজই করার আছে, সেটা হলো দিল্লি থেকে সাথে নিয়ে আসা সেই খামটা খুলে দেখা। তবে সেজন্য নির্জন কোন জায়গা হলে ভালো হয়।

চায়ের দোকানটায় খুব বেশি লোক নেই, যে কয়জন আছে সাধারন গ্রামের মানুষ, চা-সিগারেট খাচ্ছে, গল্প করছে। এদের চেয়ে সুখী লোক পৃথিবীতে আর কেউ নেই, নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবল অর্জুন। দোকানদারের সাথে আলাপ করেছে ইকবাল, এখানে বসে থাকলেই চলবে, কিছুক্ষন পরপর বান্দরবান রুটে বাস যায়, সিট ফাঁকা থাকলে দুজনকে তুলে নিতে আপত্তি করবে না।

ইকবাল দূরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ ভার, ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে অর্জুন, কিভাবে পনেরো লাখ টাকা জোগাড় করে দেবে জানে না সে, তবু কথা যখন দিয়েছে যেভাবেই হোক জোগাড় করবে। বসের সাথে যোগাযোগ করতে পারলে কোন একটা ব্যবস্থা হয়তো করা যেত। বস প্রথমে কিছু গালাগালি করতেন হয়তো, কিন্তু জীবন বাঁচানোর তাগিদে এমন একটা ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছে অর্জুন, তার হাতে অন্য কোন সুযোগ ছিল না। এই মিশনে আসার আগে তাকে এ ধরনের কোন বিপদের কথা বলা হয় নি। শিকার করতে এসে নিজেই শিকারে পরিনত হয়েছে সে।

রাস্তায় গাড়ি চলছে, ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কার, কোন কিছুরই কমতি নেই। একটু আগে একটা বাস থেমেছিল, তবে সিট ফাঁকা ছিল না বলে ওদের নেয় নি বাসের কন্ডাক্টর। সিগারেট শেষ করে দোকানে টাকা দিয়ে রাস্তায় উঠে এলো অর্জুন,

BanglaBook.org

ইকবালকে ডাকল হাতের ইশারায়।

"এখানে আর কতোক্ষন দাঁড়িয়ে থাকবো?" অর্জুন বলল, কিছু একটা করা দরকার, কখন বাস আসবে তার জন্য অপেক্ষা করতে তার মোটেও ভালো লাগছে না।

"কী করবেন তাইলে?"

"চলো হাঁটি।"

"ভাইজান, আপনের মাথা খারাপ।"

"তুমি পেছন পেছন এসো।"

বলে হাঁটতে থাকল অর্জুন।

ইকবাল পেছন পেছন আসছে, তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ। দুপুর রোদে কেন খালি খালি হাঁটতে হবে তার মাথায় ঢুকছে না।

ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত হাঁটল অর্জুন, অনেকটা যেন জেদের বশেই। পেছনে তাকাল, ইকবাল বেশ পিছিয়ে পড়েছে। ওর কাছে পানির বোতল আছে, পানি খেয়ে আর হাঁটবে না বলে ঠিক করল। এখানে দাঁড়িয়েই বাস জোগাড় করতে হবে, উঠতে না দিলে জোর করতে হবে, প্রয়োজনে দ্বিগুন ভাড়া দেবে।

তবু আজ রাতের মধ্যে গন্তব্যের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছাতে চায় অর্জুন। একটু আগেও রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম ছিল, এখন বেশ কিছু ট্রাক আর বাস যেতে দেখা যাচ্ছে।

দূরে ইকবালকে হঠাৎ করে দৌড় দিতে দেখল অর্জুন। বিপদ আঁচ করতে পারল সাথে সাথে। কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে এনেছে।

হঠাৎ পরপর দুটো গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল পুরো এলাকা। চোখের সামনে মৃত মানুষকে জীবিত হয়ে উঠতে দেখছে যেন অর্জুন। ইকবালের বেশ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, যাকে সে নিথর অবস্থায় রেখে এসেছিল রাস্তার উপর। এতোক্ষনে যার প্রাইভেট কার আর মোটরবাইকের ধ্বংসাবশেষের সাথে মিশে যাওয়ার কথা কিংবা মাটির নীচে পোকার খাদ্য হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন সে। মৃত মানুষ হাঁটছে, হাতে সেই পিস্তল। পরপর দুটো গুলি ইকবালের পাশ কেটে চলে গেছে। এতো কাছ থেকে নিশানা ছোটার কথা না, লোকটার আসল টার্গেট অর্জুন।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচন্ড আহত লোকটা, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছে, পরনের কাপড়-চোপড় সব ময়লা, ছেঁড়া। ইকবাল গুলির শব্দে এলোপাতাড়ি দৌড়ে রাস্তার পাশে একটা গাছের আড়ালে লুকাল।

রাস্তার মাঝবরাবর হাঁটছে লোকটা, পিস্তল উঁচিয়ে, দুপাশ দিয়ে একটার পর একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে, ভ্রুক্ষেপ নেই কোন। কী করবে বুঝতে পারছে না অর্জুন।

BanglaBook.org

এই লোকটা তার পিছু ছাড়বে না। পিস্তল উঠিয়ে নিশানা তাক করল। কিন্তু একটার পর একটা গাড়ি যাচ্ছে সামনে দিয়ে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিরাপরাধ, সাধারন মানুষ মারা পড়তে পারে। দৌড়ে কোথাও যাবে সে অবস্থা নেই, চারপাশ খোলা, দিনের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

এবার এগিয়ে গেল অর্জুন।

ও পাশ থেকে এগিয়ে আসছে লোকটা, পিস্তল তাক করে রেখেছে অর্জুনের দিকে। গুলি ছুঁড়ল। পরপর দু'বার। নড়ল না অর্জুন। নিশানা করে গুলি ছুঁড়ছে না লোকটা, তাই পাশ কেটে চলে গেল। এবার অর্জুনের পালা। শুটিং-এ তার হাত ভালো এ কথা লাখ টাকা দিলেও কেউ বলবে না। তবে তার ছোঁড়া বুলেট আঘাত হানল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে লোকটা, গুলি ডান পায়ে লেগেছে। লোকটার মুখে অদ্ভুত একটা হাসির রেখা দেখতে পেল অর্জুন। এই মানুষটা মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে না।

হঠাৎ কালো একটা প্রাইভেট কার এসে দাঁড়াল পাশে, জোরে ব্রেক কষেছে। চমকে সরে দাঁড়াল অর্জুন, ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা লোকটাকে দেখে অবাক হলো আরো বেশি। ইয়াকুব আলী!

"তাড়াতাড়ি উঠো," জানালার কাঁচ খুলে বলল ইয়াকুব আলী।

এরমধ্যে কালো গাড়িটার পেছনের কাঁচ ভেঙে গেল গুলির আঘাতে। মাথা নীচু করে ইকবালের দিকে তাকাল অর্জুন। ওকে ছাড়া সে যেতে পারবে না। হাত ইশারায় ইকবালকে ডাকল।

দৌড় দিয়েছে ইকবাল। গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসা মাত্রই ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে পড়ল অর্জুন। পেছনের কাঁচ ভাঙা, তাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল লোকটাকে, রাগে-জেদে অগ্নিমূর্তি হয়ে আছে, পিস্তল তাক করে আছে অর্জুনের দিকে। পিস্তলের নলটা যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অর্জুন, তপ্ত একটা সীসা যেকোন সময় তার শরীরে বিদ্ধ হবে।

কিন্তু তার আগে পেছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটা বাস পিষে ফেলল লোকটাকে। চাকার কর্কশ শব্দের সাথে লোকটার আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠেছে চারপাশের বাতাস।

স্টার্ট দেয়াই ছিল, এক্সেলেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়েছে ইয়াকুব আলী। ইকবাল মাথা নীচু করে পেছনের সিটে বসে আছে। অর্জুন তাকিয়ে দেখছে পেছনের দৃশ্য। ট্রাকের চাকার নীচে চাপা পড়েছে দেহের অর্ধেকটা।

একজন মানুষ মারা গেলে স্বাভাবিকভাবেই খারাপ লাগে, তবে দীর্ঘদিন পর এবার প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অর্জুন।

BanglaBook.org

দীর্ঘদিন পর রাজধানীতে ফেরা হলো অশোকের, এখানেই সে থেকেছে জীবনের বেশিরভাগ সময় এবং বাকি জীবনটাও হয়তো এখানেই কাটাবে। তবে সবকিছু নির্ভর করছে আগামী কিছুদিনের কার্যক্রমের উপর। সিংহাসনের বৈধ দাবিদার সুসীম এরমধ্যে চলে এসেছে তক্ষশীলা থেকে, অন্যান্য রাজকুমাররাও কম বেশি উপস্থিত। এখানে তার জীবনের নিরাপত্তা নেই, তাই উজ্জয়নি থেকে সাথে করে অনুগত সৈন্যদল নিয়ে রওনা দিয়েছে অর্জুন, এছাড়া সাথে আছে তার হাতের পাঁচ। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত'র উপর ভরসা আছে অর্জুনের, লোককে কিভাবে বশে আনতে হয় খুব ভালো জানেন।

এরমধ্যেই তাকে কাজে লেগে যেতে বলা হয়েছে। প্রভাবশালী কিছু মন্ত্রীকে বশ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেই সাথে রাজকীয় সেনাদলের প্রধানকেও। এই মুহূর্তে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের হাতেই পুরো ভারতের ভবিষ্যত নিহিত, সেই সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব ভুল হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে অশোক নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী, মৌর্য্য সাম্রাজ্য চালানোর ক্ষেত্রে তার চেয়ে যোগ্য এই মুহূর্তে কেউ নেই।

রাজধানীতে দলবল নিয়ে তার প্রবেশকে অনেকেই দেখল হুমকি হিসেবে, তবে শোকাবহ সময়ে প্রশ্ন তোলার মতো কেউ ছিল না। রাজার শেষকৃত্য শেষ হওয়ার পর নিয়মানুযায়ী রাজপুত্র সুসীমের হাতে রাজ সিংহাসন বুঝিয়ে দেয়া হবে এবং আগামীকাল দুপুরে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে খবর পেয়েছে অশোক। হিসেব করে দেখেছে হাতে অনেক সময় আছে, এরমধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

দুপুরের মধ্যে রাজা বিন্দুসারকে দাহ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো, হিন্দু রীতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করলো রাজপুত্র সুসীম। চারপাশে কান্নার রোল উঠল, শেষ বয়সে এসে রাজা বিন্দুসারের বেশিরভাগ কাজ-কর্ম ছিল প্রজাহিতকর। তিনি প্রজাদের উপর কর হ্রাস করেছিলেন, শহরে তৈরি করেছিলেন উপাসনালয়, সুপেয় পানির আধার। সাধারনের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি ধীরে ধীরে।

রাধাগুপ্ত পাশে দাঁড়িয়েছিল অশোকের, দুজনের মধ্যে ইশারায় কথা হলো। এরপর কী করতে হবে জানে অশোক। শুধু রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

সারাদিন জার্নি করে রাত তিনটেয় ঘুম থেকে উঠা কষ্টকর, অন্তত সাইদ পারভেজের জন্য। বিছানা ছেড়ে দশ মিনিটের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে সে, ট্রাউজারের উপর পড়েছে টি-শার্ট, পায়ে উঁচু কেডস, দরকারি কিছু জিনিস এরমধ্যেই লুকানো আছে। এখন যে কেউ দেখলে ভাববে ভোরের জগিং-এ বের হয়েছে সে। কিছুক্ষনের মধ্যে শুরু হবে একটানা যাত্রা, সবকিছু ঠিক থাকলে দুপুরের মধ্যেই ল্যাবে পৌঁছাতে পারবে। ল্যাব থেকে আসা দুইজন সঙ্গীর কাছে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়েছে সাইদ পারভেজ, ওদের সাথে দুটো মোটরবাইক আছে, তাতে যতোটুকু যাওয়া যায় যাবে, তারপর হাঁটতে হবে। দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর সেই যাত্রা। এর আগে অনেকবার গেলেও কখনো পথটা চিনে রাখার প্রয়োজনবোধ করে নি। সঙ্গে সবসময় লোক থাকে, ওরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

হোটেলের ম্যানেজারকে টাকা দেয়া আছে যথেষ্ট, সে মুখ খুলবে না, ভয় হচ্ছিল হোটেলের বাইরে কেউ থাকতে পারে, তার উপর নজর রাখার জন্য। রওনা দেয়ার আগে তাই অন্তত পনেরো মিনিট পুরো জায়গাটা রেকি করে এসেছে তার দুই সঙ্গী। এই রাতে একটা কুকুরও নেই রাস্তায়। তাই নিশ্চিন্তে পথে নামল সাইদ পারভেজ।

একটা মোটরবাইক সে নিজে চালাচ্ছে, সবসময় তাই করে। ব্যাগ আর বাকি জিনিসপত্রসহ বাকি দুজন যাচ্ছে অন্য মোটরবাইকটায়। শীত নেই, তবু হিম হিম একটা আমেজ আছে পাহাড়ি এই অঞ্চলে। হেলমেট পড়ে নিয়েছে, তাতে ঠান্ডা একটু কম লাগবে, গতি খুব কম, চাইলেও আঁকাবাঁকা পথে সর্বোচ্চ গতিতে চালানো সম্ভব না। ওরা দুজন আগে যাচ্ছে, পেছনে কেবল অনুসরন করছে সাইদ পারভেজ।

দিল্লি থেকে যে ছেলেটা এসেছে তার কী হলো এখনো জানতে পারে নি, তবে "ঢাকা কিলার" নিশ্চয়তা দিয়েছে, সহজে হাল ছাড়ার লোক নয় সে। এছাড়া ছেলেটা যদি বেঁচেও যায় তাতেও খুব বেশি কিছু করতে পারবে না। কেন পারবে না তা ভেবে কিছুটা হলেও আত্মতৃপ্তি অনুভব করল। তবে ল্যাবে কী হচ্ছে কিছুই জানা যায় নি। আপাতত এই ব্যাপারটাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মনের মধ্যে কু ডাক দিচ্ছে। মনে হচ্ছে কোথাও কোন বড় ঝামেলা হয়েছে, অনেক বড় ঝামেলা।

ভোর নাগাদ জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়ল তিনজন। অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে ইতিমধ্যে। এখন আর মোটরবাইকে করে যাওয়া সম্ভব না। অনেকটা পথ মোটরবাইকের চাকার ছাপ মুছতে সময় ব্যয় হলো, কেউ যাতে ট্রাক করতে না পারে তাই এই সাবধানতা। বড় একটা ঝোপের ভেতর মোটরবাইকগুলো লুকান হলো,

BanglaBook.org

ডালপালা আর পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো সুন্দরভাবে। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না এখানে কিছু লুকানো আছে।

এবার হাঁটা শুরু। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশ দেখে নিচ্ছিল সাইদ পারভেজ। এরপর আর কারো সাথে যেন আসতে না হয় তাই পথঘাট চিনে নিচ্ছিল যতোদূর সম্ভব। সঙ্গী দুজন সামনে সামনে হাঁটছে।

নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে ওরা, হাসাহাসি করছে আর পেছন ফিরে তাকাচ্ছে তার দিকে। ওদের ভাবসাব কেমন ভালো লাগছিল না। এর আগে যখন দেখা হয়েছিল, ওরা কেমন ভয়ে চুপসে থাকতো। সে ভয় যেন কেটে গেছে। কারো উপর ছড়ি ঘোরাতে হলে তাকে ভয় দেখাতে হয়, সে ভয় কেটে গেলে সমস্যা।

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পিস্তলটার অস্তিত্ব অনুভব করে নিল সাইদ পারভেজ। তার ধারনা সম্ভবত ভুল, ওরা স্থানীয় সাধারন ছিঁচকে অপরাধী, তার মতো লোকের সঙ্গে ঝামেলা করতে আসবে না।

ভোরে জঙ্গলের সৌন্দর্য্য অন্যরকম, সূর্য্যের সোনালী আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে খেলছে যেন, বনের পাখিরা ডাকছে। দূরে কোথাও একটা বনমোরগ ডেকে উঠল। বহুদিন পর শহুরে জীবনের বাইরে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রায় অভিভূত করে দিল সাইদ পারভেজকে। তার বাল্যকালের অনেকটা সময় কেটেছে পাহাড়ের ঢালে, সেই ছোট্ট গ্রামে। একসময় নিজ ভূমি ছেড়ে তারা দেশান্তরি হয়, কিন্তু শৈশবের কিছু স্মৃতি এখনো মনকে নাড়া দেয়।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সাইদ পারভেজ। হঠাৎ লক্ষ্য করল তার সামনে সঙ্গী দুজন নেই, বরং ওরা তার পাশে চলে এসেছে।

"ল্যাবের তলে আর ভালো লাগে না, স্যার," ওদের একজন বলল, গতরাতে যে হোটেল রুমে এসেছিল তাকে সাবধান করতে। "কিছু টাকা দিয়া দেন, অন্য কামে যাই।"

"কী বলছো? কিচ্ছু বুঝছি না!" সাইদ পারভেজ বলল, ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে, তাকে মেরে টাকা-পয়সা যা আছে নিয়ে পালাতে চাচ্ছে।

"এতো কথার কী আছে?" এবার খেঁকিয়ে উঠলো দ্বিতীয়জন, "পেটে ঢুকাইয়া দেই, তারপর দেখা যাবে।"

"এই স্যার কতো ভালো মানুষ," তেলতেলে হাসি দিয়ে বলল প্রথম জন, "এমনেই দিবে, মারতে হবে কেন?"

দ্বিতীয়জনের হাতে চকচকে লম্বা একটা ছুরি, তার পেটে ঠেকিয়ে রেখেছে, প্রথমজনের হাতে পিস্তল, নিজ হাতে ওদের পিস্তল ব্যবহার করার ট্রেনিং দিয়েছিল সাইদ পারভেজ, এখন দেখা যাচ্ছে তা বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

BanglaBook.org

হাত দুটো আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে উঁচু করল সাইদ পারভেজ, প্রথম জন তার পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়েছে, হাঁটুতে লাথি দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে দ্বিতীয়জন। এরপর ওরা কী করবে বুঝতে পারলেও মাথা কাজ করছে না সাইদ পারভেজের। বোকা দুটো বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে, এখন আর ওদের পিছু ফেরার উপায় নেই। মাথার পেছনে দুই হাত রেখে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সাইদ পারভেজ। মৃত্যুর আগে বলেই হয়তো প্রকৃতিকে আজ এতো অসাধারন লাগছিল, শৈশবের কথা মনে পড়ছিল। অনেক কাল আগে মারা যাওয়া বাবা আর মা'র মুখ অনেকক্ষন ধরে মনে করার চেষ্টা করেও পারল না।

শুটিং প্র্যাকটিস করছে যেন ওরা, তার মাথার উপর ছোট একটা আপেল রাখা হয়েছে, দূরে দাঁড়িয়ে তা নিশানা করছে প্রথমজন, দ্বিতীয়জন এখন তার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, সাবধানতা হিসেবে ছুরিটা উঁচু করে ধরে রেখেছে।

"আপেল না মাথা, আপেল না মাথা," প্রথমজন বলছে বেশ জোরে জোরে, "আপেল হইলে পঞ্চাশ হাজার বেশি দিবি, ঠিক আছে?"

"আর মাথায় লাগলে আমি পঞ্চাস বেশি নিমু," পাশ থেকে হে হে করে হেসে বলল দ্বিতীয়জন।

"এক, দুই...তিইইই..."

সাধারন ছিঁচকে চোর, ওদের কাজকারবার এমনই হবে, সেরকম বুদ্ধি থাকলে তার কাছ থেকে এককোটি টাকা আদায় করে নেয়া কোন ব্যাপার ছিল না, কিন্তু ছিঁচকে চোর, তাই পঞ্চাশ হাজার, এক লক্ষের মধ্যে ওরা উঠানামা করে, ভাবল সাইদ পারভেজ। ওরা অনেক মজা করেছে, এবার তার পালা।

সবচেয়ে বড় ভুল ওরা করেছে হাত খোলা রেখে। তবে সে ভুল শুধরানোর মতো সময় ওদের হাতে নেই। কেডসের পেছন দিকে ছোট্ট একটা ছুরি সবসময় লুকিয়ে রাখে সে, সাবধানতা হিসেবে। সেটাই কাজে দিল এখন। তিন বলার সময় পেল না প্রথম জন। তার আগেই দেখল তার কণ্ঠনালীতে গেঁথে আছে চকচকে ধারাল একটা ছুরি, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। ট্রিগারে চাপ পড়েছে, তবে বুলেট আপেলের বদলে তার নিজের পায়ে লাগল। কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে করতে মাটিতে গড়াচ্ছে প্রথমজন। মারা গেল কিছুক্ষনের মধ্যে।

হাসি ফুটল সাইদ পারভেজের মুখে। তার রিফ্লেক্স এখনো ঠিক আছে। দ্বিতীয়জন ডান পাশ দিয়ে তেড়ে আসছে, লম্বা ছুরিটা সামনে ধরে। এই লোকটা জানে না সাইদ পারভেজ ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছিল সতেরো বছর বয়সে। ছুরি ধরা হাতটা ধরে নিজের হাঁটুর উপর রেখে হাতটা মুচড়ে দিল সাইদ পারভেজ, কণ্ঠার হাড় বরাবর কনুই বসাতে গিয়ে নিজেকে সামলাল।

একে মারা যাবে না, ল্যাবে পৌঁছাতে হবে, পথ দেখানোর জন্য অন্তত একজনকে জীবিত রাখা দরকার।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়জন এখনো চোখ বন্ধ করে আছে, আশংকা করছে যে কোন মুহূর্তে চরম একটা আঘাতে তার জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না, বরং তাকে মাটির উপর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সাইদ পারভেজ, কেডসের ফিতে ঢিলে হয়ে গেছে, তাতে শক্ত করে গিঁট দিল।

"এরপর কিন্তু মাফ নেই," গম্ভীর কণ্ঠে বলল সাইদ পারভেজ, "সামনে হাঁট, জলদি।"

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল লোকটার। তবে এবার আর কোন ঝামেলায় যাবে না বলে কসম কাটল। সঙ্গীর জন্য মায়া লাগছিল।

দ্রুত হাঁটতে থাকল সে। পেছনে সাইদ পারভেজ।

☰

ল্যাব পাহারা দেয়ার জন্য দু'একজনকে রেখে বাকি সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে রুদ্রকে খোঁজার জন্য, সারারাত খোঁজাখুঁজির পর এখনও কোন সংবাদ আসে নি। দু'এক জায়গায় কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে যাতে বোঝা যায় কোনদিকে গেছে রুদ্র। কিন্তু এর বেশি কোন কিছু এখনও পাওয়া যায় নি। এই লোকগুলো পেশাদার চোর-ডাকাত, ভাড়াটে সন্ত্রাসী, পেশাদার বাহিনীর মতো আচরন এখন রপ্ত হয় নি। নাহলে এতোক্ষনে রুদ্রকে খুঁজে পাওয়ার কথা। খুঁজে পেলে কী করতে হবে সেটা ওদেরকে পরিষ্কার বলা আছে।

সারারাত জেগে কাটিয়েছেন ডঃ লুতফর, ভোরের দিকে দু'চোখের পাতা লেগে এসেছিল। এখন ঘুমাতে গেলে শরীর আরো খারাপ লাগবে, সারাদিন আরো অনেক ঝামেলা পড়ে আছে। সবচেয়ে শংকার কথা আজ দুপুরের মধ্যেই সাইদ পারভেজ আসবে ল্যাবে। এমনিতেই ডিভাইসগুলো চুরি হয়েছিল বলে যথেষ্ট রেগেছিল লোকটা, এখন ল্যাবের আসল জিনিস পালিয়েছে শুনলে কী করে বসবে কে জানে।

গতরাতের পর থেকে ডঃ রামকৃষ্ণের সাথে দেখা হয় নি। বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর কথা অনুযায়ী সকাল নাগাল ওষুধের প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার কথা। এখন গেলে ডঃ রামকৃষ্ণকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাওয়ার কথা। পুরো ল্যাবে নেতৃত্ব বলতে এখন কিছু নেই। ভাড়াটে লোকগুলো নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে মানছে তার কথা। যথেষ্ট পরিমান টাকা দেয়া হয়, নাহলে অনেক আগেই এখান থেকে পালাতো।

ডঃ রামকৃষ্ণের রুমে যাওয়ার আগে ল্যাবের নীচের অংশে রওনা দিলেন ডঃ লুতফর। বাকি দুজনের কী অবস্থা দেখে আসা দরকার। যথেষ্ট পরিমানে সিডেটিভ দেয়া হয়েছে, খুব সহজে ঘুম থেকে জেগে উঠার কথা নয়। লিফট দিয়ে নামতে নামতে নিজের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে নিচ্ছেন তিনি। এই প্রজেক্টের ভবিষ্যত কী হবে বোঝা যাচ্ছে না, রুদ্রকে ফিরিয়ে আনা না গেলে হয়তো বাকি দুজনকে দিয়েই

BanglaBook.org

কাজ এগিয়ে নেবে সাইদ পারভেজ। তবে মুক্ত বাতাসে রুদ্রের বিচরন সাধারন জনগনের জন্য একধরনের হুমকি। দেখতে মানুষের মতো হলেও রুদ্র আসলে বাঘ, সিংহের মতো হিংস্র প্রাণী ছাড়া আর কিছুই না। শুধুমাত্র আদিম কিছু প্রয়োজনে সাড়া দেয় ওর দেহ, পুরাতন সব স্মৃতি মস্তিষ্কের স্মৃতিভান্ডার থেকে মুছে গেছে, নিজের মা'কে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেও চিনতে পারবে না, টুকরো টুকরো করে ফেলবে নিমিষে।

খাঁচাগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ডঃ লুতফর। অগ্নি আর সূর্য্যকে যেভাবে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন সেভাবেই আছে। পাশের খাঁচার মেঝের মাঝখানে গোলাকার গর্তটা হা করে তাকিয়ে দেখছে যেন তাকে, রুদ্রর সাধারন বুদ্ধিমত্তা নেই, এ ধারনাটা ভুল। নিজের মুক্তির জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে রুদ্র, চারপাশের শক্ত লোহার খাঁচা ভাঙতে না পেরে শেষে মেঝের উপর আক্রমন চালিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। ঐ গোলাকার গর্তে দিয়ে কোথাও না কোথাও যাওয়া যায়। ইচ্ছে হচ্ছিল গর্তটা দিয়ে নীচে নেমে দেখতে, কিন্তু পরক্ষনেই চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন। তার এই বয়সে বড় ঝুঁকি হয়ে যায়।

হয়তো এখনো গর্তের আশপাশেই আছে রুদ্র, তাকে হাতের কাছে পেলে আস্ত ছেড়ে দেবে না।

"কী ভাবছেন এতো?" প্রশ্ন শুনে চমকে পেছনে তাকালেন ডঃ লুতফর। ডঃ রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, আগেকার মতোই, সেই বৃদ্ধ মানুষ, স্বাভাবিক উচ্চতা, চেহারা বা আচরনে কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না।

"কিছু না," বললেন ডঃ লুতফর, "আপনি ঠিক আছেন তো?"

"পারফেক্ট," হেসে উত্তর দিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে সময় লাগল না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন খাঁচার গর্তটার দিকে।

"কী হয়েছে?" হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, " রুদ্র কোথায়?"

"পালিয়েছে," ডঃ লুতফর বললেন।

"কখন? কিভাবে?"

"কাল রাতে, আর গর্তটা তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

"আপনি জানেন এর পরিনাম কী হতে পারে?"

"ওকে কি আমি ছেড়ে দিয়েছি নাকি? অদ্ভুত!" ডঃ লুতফর বললেন।

"সাইদকে আমি কী জবাব দেবো?" বিড়বিড় করছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "আপনি সার্চ পার্টি পাঠিয়েছেন।"

"জ্বি, রাতেই পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না ডঃ রামকৃষ্ণ?"

"কি?"

BanglaBook.org

"তিনজনকে একই পরিমান সিডেটিভ দেয়ার পরও রুদ্র কিভাবে পালাল, বাকি দুজনের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

"বাকি দুজনের চেয়ে রুদ্র বেশি শক্তিশালী, তাই।"

"তা কী করে সম্ভব! আমি তো..."

"দেখুন ডঃ লুতফর, রুদ্রের উপর আমি একটু ভিন্ন মাত্রায় এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছি। দেখা যাচ্ছে, তার ফলাফলও এসেছে হাতে হাতে।"

"হুম, ফলাফল তো দেখতেই পাচ্ছি। পালিয়েছে আমাদের বিপদে ফেলে।"

"এটা তেমন কোন বিপদ না। বিপদ হবে তখন যখন ও কোন লোকালয়ে চলে যাবে। কী অবস্থা হবে আমি চিন্তাও করতে পারছি না।"

আর কথা বাড়ালেন না ডঃ লুতফর। ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলেন ডঃ রামকৃষ্ণকে সাথে করে। শুন্য ল্যাবটা বড় বেশি ফাঁকা লাগছিল। ডঃ রামকৃষ্ণকে কনফারেন্স রুমে রেখে নিজের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কনফারেন্স রুম থেকে শব্দটা আসছে। দৌড়ে গেলেন তিনি। সামনে থাকা মনিটরের দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন ডঃ রামকৃষ্ণ। তাকালেন ডঃ লুতফর।

এতো মাত্র শুরু। অন্তত তিনজন পড়ে আছে, ল্যাব থেকে একটু দূরে। মৃত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩১

সারা দুপুর একটানা চলেছে গাড়িটা। মাঝখানে ইয়াকুব আলী ক্লান্ত হয়ে পড়াতে স্টেয়ারিং-এর দায়িত্ব ছিল ইকবালের উপর। রাতটা চাইলে শহরের কোন একটা হোটেলে কাটানো যেত, কিন্তু ঝামেলায় যেতে চায় নি ইয়াকুব আলী। শহরে তার পরিচিত লোক আছে, সেখানেই রাত কাটানোর পরিকল্পনা। অর্জুন বাধা দেয় নি। ইয়াকুব আলীর কারনে শেষযাত্রায় জীবন নিয়ে ফিরতে পেরেছে, একদম সময়মতো এসেছিল লোকটা, নইলে লাশ হয়ে পড়ে থাকতো হাইওয়েতে। আততায়ী খুব বিপজ্জনক মানুষ ছিল, অল্প ক'দিনেই নরকগুলজার করে তুলেছিল জীবনটা।

এখন আবার সব স্বাভাবিক লাগছে। যার বাসায় উঠেছে সে ইয়াকুব আলীর ছোট ভাইয়ের মতো, সদা হাস্যময় এক তরুন, স্থানীয় বাজারে মুদির দোকান আছে, স্ত্রী-পরিবার নিয়ে একাই থাকে এই বাসাটায়। আদর-আপ্যায়নের কমতি হচ্ছে না। রাতে মুরগীর মাংস আর পোলাও রান্না হয়েছে, খেয়ে দেয়ে বেশ কিছুক্ষন গল্পগুজব করাও শেষ, গত কিছুদিন ধরে প্রচন্ড চাপ যাচ্ছে, ক্লান্ত লাগছিল অর্জুনের, কিন্তু বহুদিন পর ইয়াকুব আলীকে কাছে পেয়ে দারুন গল্প জুড়ে দিয়েছে ছোট ভাইটা। ইয়াকুব আলীর সাথে জরুরি কিছু কথা ছিল, সেগুলো সেরে ফেলা দরকার।

অর্জুন বসে বসে হাই তুলছিল, তাই আড্ডাটা জমল না, বাসাটা ছোট, ইকবালকে ড্রইং রুমে ঘুমাতে দেয়া হলো, ইয়াকুব আলী আর অর্জুনকে দেয়া হলো ছোট একটা রুম। সারারাত নির্ঘুম কাটবে অর্জুনের, ইয়াকুব আলী লোকটা তার জীবন বাঁচালেও ওর উপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছে না সে। চট্টগ্রামে হোটেল রুমে মোবাইল থেকে সিম গায়েব আর ল্যাপটপের স্ক্রীন ভেঙে যাওয়াটা এখনো মাথায় ঘুরছিল।

রাত এগারোটার মতো বাজে, নিজেদের জন্য বরাদ্দ রুমে চলে এসেছে অর্জুন আর ইয়াকুব আলী। ছোট একটা খাট, মাথার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে, পাশে জানালা খোলা, চমৎকার বাতাস আসছে। মেঝেতে চাদর পেতে শুয়ে পড়ল ইয়াকুব আলী। জানালার পাশে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল অর্জুন, সামনে ছোট একটা টেবিলও আছে। তার উপর খাম দুটো রাখল। একটা খাম সেই দিল্লি থেকে বহন করছে সে, খুলি খুলি করেও খোলা হয় নি, আরেকটা খাম ইয়াকুব আলী দিয়েছিল তাকে চট্টগ্রামের হোটেল রুমে। এই খামগুলো খুলে কাজ করার আসল সময় এখনই।

দিল্লির খামটা আগে খুলল অর্জুন। চমৎকার একটা ম্যাপ বেরিয়ে এলো।

BanglaBook.org

ম্যাপটা টেবিলের উপর বিছাল। তার গন্তব্যস্থান খুব সুন্দরভাবে এঁকে দেখানো হয়েছে। তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন পথে যেতে হবে। নিজের অবস্থান ম্যাপ দেখে হিসেব করল অর্জুন। ম্যাপে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করতে বলা হয়েছে সে জায়গাটা অন্তত পঁচিশ কিলোমিটার দূরে এখান থেকে এবং যাত্রা শুরুর পরও গন্তব্যে পৌঁছাতে পাড়ি দিতে হবে আরো অন্তত কুড়ি কিলোমিটার। বার্মা বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি একটা জায়গা। পরিচিত এবং বিশ্বস্ত গাইড ছাড়া এতোদূর যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ইকবাল এই এলাকার কিছুই চেনে না, ইয়াকুব আলী নিজের কাজ ফেলে যেতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। দুশ্চিন্তা ভর করল হঠাৎ করেই।

"কী চিন্তা করো এতো?" মেঝে থেকে জিজ্ঞেস করল ইয়াকুব আলী, চমকে উঠল অর্জুন, ভেবেছিল লোকটা এতোক্ষনে ঘুমিয়ে পড়েছে।

"না, কিছু না।"

"শুধু একটা খাম খুলে দেখলেই চলবে? আমার খামটা এখনো খোল নাই?" উঠে বসেছে ইয়াকুব আলী।

উত্তর দিলো না অর্জুন, ঐ খামটাও খোলা দরকার। কালো খামটা খুলে ছবি আর ম্যাপ টেবিলের উপর রাখল। প্রায় একই রকম একটা ম্যাপ, দিল্লি থেকে যেটা পেয়েছে। তবে ভিন্নতা আছে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল সে ম্যাপটার দিকে। দেখতে একই রকম হলেও জিনিসটা সম্পূর্ন ভিন্ন। যাত্রা শুরু নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট থেকে শুরু হলেও শেষটা সম্পূর্ন বিপরীত। দিল্লির ম্যাপে গন্তব্য দেখানো হয়েছে বার্মা সীমান্তের কাছাকাছি একটা জায়গা, আর ইয়াকুব আলীর ম্যাপে জায়গাটা ভারত সীমান্তের দিকে এবং দুটো গন্তব্যের মধ্যে দূরত্বও অনেক। মাথায় কিছু ঢুকছিল না অর্জুনের।

"এর মানে কী? আপনি এই ম্যাপ কোত্থেকে পেলেন?"

"এটাই আসল এবং অকৃত্রিম জিনিস," হেসে বলল ইয়াকুব আলী। "তোমাকে ভুল পথে চালানো হয়েছিল।"

"মানে?"

"তুমি যে এতোক্ষন টিকে আছো সেটাই তো আশ্চর্য্যের।"

"আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না," অর্জুন বলল, প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পিস্তলটার অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো।

"ওটা কিন্তু আমারই দেয়া," অর্জুনের হাতের গতিবিধি চোখ এড়ায় নি ইয়াকুব আলীর। "তোমাকে পাঠানো হয়েছে কোরবানীর বাকরা হিসেবে। আর কিছু না।"

"আপনি হেঁয়ালি করে কথা বলা ছাড়ুন, সত্যি কথা বলুন," রাগ হলেও নিজেকে সংযত করল অর্জুন।

BanglaBook.org

"তোমার বস, পরমজিত সিং তোমাকে ভুল মিশনে পাঠিয়েছে। এই কাজ করার যোগ্য তুমি নও। তারপরও পাঠিয়েছে, কারন তিনি জানতেন মিশন ব্যর্থ হবে। তুমি জীবিত ফিরে যাবে না।"

"শুধু শুধু একজন মানী লোকের নামে খারাপ কথা কেন বলছেন। আমার ক্ষতি করে উনার কী লাভ?"

"ওরই তো লাভ। যে সংগঠনের হয়ে কাজ করে তাদের লাভ। সাপও মরল লাঠিও ভাংল না।"

"কি সংগঠন? আমরা সরকারি একটা সংস্থার হয়ে কাজ করি। উনি সেই সংস্থার প্রধান। আপনি তো জানেন।"

"সংস্থার ব্যাপার আমার জানা আছে। তবে তার আসল ডেডিকেশন অন্য জায়গায়। তিনি এখন কী করছেন বলে তোমার ধারনা।"

"জানি না," বিরক্ত মুখে বলল অর্জুন।

"আনন্দে ডুগডুগি বাজাচ্ছেন, যখন জেনেছেন তোমাকে মারতে পাঠানো হয়েছে ঢাকা কিলারকে। তারপর তোমার মোবাইলও বন্ধ, অনলাইনেও তোমাকে দেখা যায় নি।"

"বানিয়ে বানিয়ে এসব আজগুবি কথা বলবেন না তো!"

"হা হা। বোকা!"

"এতে আপনার ভূমিকা কী?"

"তোমার রক্ষাকর্তা। জীবন বাঁচালাম, মনে নেই?"

"মনে আছে। কিন্তু আপনার স্বার্থ কী?"

"স্বার্থ তো অবশ্যই আছে। সেটা তোমাকে এখন না বললেও চলবে। এখন সিদ্ধান্ত তোমার।"

"জ্বি, সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমার," অর্জুন বলল। ম্যাপ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে, দারুন হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে সবকিছু। এটা ঠিক যে তাকে একা এই মিশনে পাঠানো বেশ ঝুকিপূর্ন একটা সিদ্ধান্ত ছিল। নিজের উপর আস্থা ছিল বলে রাজি হয়েছিল সে।

"আরেকটা কথা আপনি আমার সিম চুরি করেছেন, ল্যাপটপ নষ্ট করেছেন। কেন?"

"ওহ, মনে আঘাত দিয়া কথা বললা ছোট ভাই," ইয়াকুব আলী বলল, তাকে দেখে মনে হলো সত্যিই কষ্ট পেয়েছে, "ওটা পার্ট অফ জব। তোমার বস তোমাকে ভুল দিকে পাঠাতো, এমনকি তুমি মারাও যেতে পারতে। আমি সেই যোগাযোগের রাস্তাটা বন্ধ করে দিলাম।"

"আপনার কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।"

BanglaBook.org

"সেটা তোমার ব্যাপার। আমি কাল সকালে চলে যাবো। আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানো তুমি।"

"হুম, আগেও একবার বলেছেন।"

"গুড নাইট," বলে শুয়ে পড়ল ইয়াকুব আলী এবং কিছুক্ষনের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করল।

ম্যাপ দুটোর দিকে তাকিয়ে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছিল অর্জুনের। দিল্লির সাথে যোগাযোগ করতে পারলে ভালো হতো। সেটা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না, কাল ভোরেই বেরিয়ে যেতে হবে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল নিজেই টের পেলো না।

বিছানা খালি রেখে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়েছে অর্জুন, ভোরে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ করেই। মেঝে খালি, ইয়াকুব আলী নেই। টেবিলের উপর ম্যাপদুটো আগের মতোই বিছানো আছে। নতুন যোগ হয়েছে দুই ম্যাগাজিন বুলেট আর ছোট একটা চিরকুট। চিরকুটটা হাতে নিলো।

"অর্জুন, মোটরবাইকের চাবি নিয়ে নিও হেলালের কাছ থেকে। ওকে বলা আছে। আর সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করো না। ই. আলী।"

যার বাসায় রাত কাটিয়েছে তার নামই মনে ছিল না, ছেলেটার নাম হেলাল, চমৎকার একটা মোটরবাইক চালায়। এ ধরনের মোটরবাইক দিল্লির পথে চালিয়েছে অর্জুন অনেকদিন, এখানে পাহাড়ি পথে কতোটা চালাতে পারবে তা নিয়ে দ্বিধা আছে। মোটরবাইকটা পেলে সুবিধা, অনেকদূর এগিয়ে থাকা যাবে।

টেবিলের উপর পড়ে থাকা ম্যাপগুলো গুছিয়ে নিল অর্জুন, পিস্তলটা কোমরে গুঁজল। শেষ রাতের দিকেই বেরিয়ে গেছে ইয়াকুব আলী। এখন মাত্র ভোর, ইকবাল ঘুম থেকে উঠে নি নিশ্চয়ই। ম্যাগাজিন দুটো প্যান্টের সামনের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। বুলেটের প্রয়োজন পড়বে কি না জানে না অর্জুন, তবে অতিরিক্ত কিছু বুলেট যোগ হওয়ায় আত্মবিশ্বাস বাড়ল।

রুম থেকে বেরিয়ে ড্রইং রুমে চলে এলো, ইকবাল ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করছে, ডিম পরোটা আর চা। সামনে হেলাল বসে আছে। অবাক হলেও চেহারায় প্রকাশ করল না অর্জুন। এগিয়ে যেতেই হেলাল এগিয়ে এলো।

"ভাই, ফুল ট্যাঙ্কি তেল ভরা আছে। এই নেন চাবি," একটা চাবি এগিয়ে দিল ছেলেটা।

চাবিটা হাতে নিলো অর্জুন, ইকবালের নাস্তা করা শেষ হয়েছে, ব্যাগটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

"আপনি নাস্তা করে নিন," হেলাল বলল।

BanglaBook.org

এখনই রওনা দেয়া দরকার, তারপরও নাস্তা করে নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কখন কোথায় খাবার মিলবে তার কোন ঠিক নেই। নাস্তা টেবিলে ছিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাস্তা শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়াল অর্জুন।

"মোটরবাইকটার জন্য ধন্যবাদ," অর্জুন বলল, "ইকবাল ফেরত দিয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে," হেলাল বলল।

ওর সাথে হাত মিলিয়ে মোটরবাইক স্টার্ট দিল অর্জুন। ইকবাল বসেছে পেছনে, ওকে দেখে মনে হচ্ছে অর্জুনের পেছনে বসতে খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না। ভোর হয়েছে একটু আগে, রাস্তাঘাটে তাই লোকজন নেই বললেই চলে। বহুদিন পর মোটরবাইক চালাতে গিয়ে মনে হচ্ছিল শুন্যে ভেসে যাচ্ছে, পালকের মতো। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠতে শুরু করেছে মাত্র। অনেক বড় একটা দিন পড়ে আছে সামনে।

অশোক এখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজা, মধ্যবয়সী এক সিংহপুরুষ। সিংহাসনে বসার পথ সুগম করতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে হয়েছে তাকে। শুরু হয়েছিল সিংহাসনের আসল উত্তরাধিকার সুসীমকে দিয়ে। তারপর একে একে বাকি সব ভাই। কাউকেই ছেড়ে দেয়া হয় নি। বলা যায় না এদের কেউ ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। রাজ্যের সীমানাও বিস্তৃত হয়েছে অনেকদূর। যুদ্ধে তার যোদ্ধাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে নি, তাই সেই তিনজনকে এখনো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি অশোকের, ওরা সকলের চোখের আড়ালেই আছে। বড় একটা কুয়া তৈরি করেছেন সম্রাট অশোক, সেখানে ওদের বসবাস। চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী দেয়া, কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি নেই কারো। ওদেরকে মানুষ বলা ভুল হবে, মানুষরূপী দানব ওরা। যুদ্ধের ময়দানে ওরা হবে অপ্রতিরোধ্য। প্রয়োজন না হলে ওদের ব্যবহার করবেন না অশোক। এখনো সেরকম প্রয়োজন পড়ে নি, তবে অদূর ভবিষ্যতে যে পড়বে না তা কে জানে।

প্রায় আট বছর হলো সিংহাসনে বসেছেন অশোক, বিয়ে করেছেন পদ্মাবতীকে, দুটি সন্তানও হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বেশ ভালো কাটছিল সময়। সব রাজ্যে সরাসরি তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয়, তাই কিছু রাজ্যকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমান খাজনা দিতে বলা হয়েছে, বাকি আভ্যন্তরীন বিষয় তারাই সামলাবে। তার মধ্যে কলিঙ্গ ব্যতিক্রম, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য পর্যন্ত এই রাজ্যটি জয় করতে পারেন নি, পরবর্তীতে বিন্দুসারও কখনো এই রাজ্য জয়ের চেষ্টা করেন নি, তাই দীর্ঘদিন ধরেই কলিঙ্গ স্বাধীন। সিংহাসনের বসার আগে বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্য থেকে বেশ ভালো সাহায্য পেয়েছিলেন অশোক। তাই ওদেরকে নিজেদের মতো থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু গত কিছুদিন হলো, চিন্তাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কলিঙ্গকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীন

BanglaBook.org

হতে হবে। নিজের সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকিস্বরুপ কাউকে সহ্য করবেন না অশোক।

তিনদিন আগে রাজদরবার থেকে কলিঙ্গের রাজার কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করতে বলা হয়েছে। না হলে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে যুদ্ধের জন্য। বার্তাবাহক এখনো ফেরত আসে নি। তবে চরদের কাছ থেকে যে খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবী। ওরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাজদরবারে বসে আজ একটার পর একটা নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন অশোক। সব যুদ্ধের প্রস্তুতি বিষয়ক। এইসময় বার্তাবাহকের প্রবেশ হলো।

ঠিক যা আশা করা হয়েছিল তাই ঘটেছে। আত্মসমর্পন করতে অস্বীকার করেছে কলিঙ্গের রাজা, ওরা যোদ্ধা জাতি, লড়াই করার আগে হার মানবে না। সিংহাসনে বসার পর খুব বড় কোন যুদ্ধ করতে হয় নি অশোককে। এবার মনে হচ্ছে বড় যুদ্ধ হবে। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে নামবেন অশোক।

সেনাপ্রধানকে বলা হলো পূর্নশক্তির সৈন্যদল প্রস্তুত করার জন্য, দুপুরের পরপর রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন অশোক। রাজপ্রাসাদের পেছনে চারদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট জায়গাটায় যাচ্ছেন। এই যুদ্ধে ওদের প্রয়োজন হবে। বহুদিন ধরে ওদের সাথে দেখা করা হয় নি।

কুয়োর মুখ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো ঢাকনাটা। অনেক নীচে অন্ধকারে অর্ধনগ্ন তিনটা দেহ চোখে পড়ল। সুর্য্যের আলো এতোদূর পৌছায় না, তবে অনেকদিন পর আলোর দেখা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিনজন, ওদের হিংস্র মুখগুলো যে কাউকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। বেশ কিছুক্ষন ওদের দেখে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিতে বললেন অশোক। বিশেষ পদ্ধতিতে এই কুয়ো থেকে ওদের বের করা হবে।

ওদের দৈনন্দিন খাবার তাজা মাংস, সেই মাংসের সাথে গাছ-গাছড়া থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি একধরনের রস মিশিয়ে দেয়া হবে। কালীদাস চাঁদের তৈরি এই বিশেষ রস উদরে যাওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়বে ওরা, কুয়ো থেকে বের করা হবে তখনই।

কালীদাস চাঁদ দায়িত্বে আছে, তাকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিলেন অশোক। খুব শিগগিরি ওদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা আছে তার।

সাত দিনের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষের কাছাকাছি সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার হস্তিবাহিনী নিয়ে কলিঙ্গ অভিমুখে রওনা দিলেন অশোক। দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সম্রাট অশোক স্বয়ং। পৃথক একটা ঘোড়ার গাড়িও রওনা দিয়েছে, চারপাশ কালো কাপড় দিয়ে আটকান, সৈন্যদল থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।

দয়ানদীর পাশে বড় মাঠটার সামনে এসে থামবার নির্দেশ দিলেন অশোক। কলিঙ্গ রাজ্যের সীমানা শুরু হয়েছে এখান থেকেই। অনেকদূরে কলিঙ্গ সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে। সারিবেধে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা উঁচু জায়গা থেকে ওদের অবস্থান

BanglaBook.org

দেখে নিলেন অশোক। যতোদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। এতো সৈন্য সমাগম ওরা কিভাবে করেছে ভেবে অবাক হলেন। এই যুদ্ধ সহজে জেতা যাবে না, কম করে হলেও এক লাখের উপর সৈন্য হবে ওদের। নিজের বাহিনীর উপর ভরসা আছে অশোকের, তবে স্বাধীনতার জন্য যারা লড়ে তারা মানসিকভাবে কিছুটা হলেও বলীয়ান হয়।

দু'দলই প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে শত্রু শিবিরে। যে কোন সময় আক্রমন শুরু হয়ে যাবে। নিজের তীরন্দাজ বাহিনীকে তৈরি হতে বললেন অশোক, তবে তার আগেই আক্রমন শুরু হয়ে গেছে। শত্রুশিবির থেকে আকাশ কালো করে ধেয়ে আসছে লাখ লাখ তীর।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল অশোক। আজ যুদ্ধ হবে, রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। শত্রুপক্ষের একটা প্রাণীকেও ছাড় দেয়া হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩২

সারারাত জেগে কেটেছে, ভোরের দিকে চোখ লেগে আসছিল অয়নের, কিন্তু ঘুমানো যাবে না, আতঙ্ক ঘিরে রেখেছে সবাইকে। সাকিব দাঁড়িয়ে আছে এককোনায়, হেলান দিয়ে, শাহরিয়ার সুলতান বসে আছে, মাথা নীচু করে, কোন কথা বলে নি সারা রাত, অয়নের কাজ ছিল পাহারা দেয়ার। পুরো রাতটা ছিল বিভীষিকাময়, চারপাশ থেকে অদ্ভুত সব চিৎকারের শব্দে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল।

শব্দগুলো আশপাশ থেকে আসছে বুঝতে পারলেও বেরিয়ে গিয়ে দেখার সাহস হয় নি। পৌরনিক কাহিনির দানব নেমে এসেছে পৃথিবীতে, তাকে নিজের চোখে দেখেছে অয়ন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এখনো।

শাহরিয়ার সুলতান বলেছিল ঐ দানবটা নাকি তার বন্ধু। সারারাত ধরে তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে গেছে অয়ন, উত্তর মেলে নি। এমন অদ্ভুত একটা মানুষ, যাকে মানুষ বলা ঠিক হবে কি না জানা নেই অয়নের, সে কীভাবে কারো বন্ধু হয়! মাথায় কিছু ঢুকছিল না। শাহরিয়ার সুলতান তখন থেকেই চুপ মেরে আছে। এই মানুষটাও অদ্ভুত। কোনকিছু বলতে চায় না সহজে।

এই মুহূর্তে তারা আশ্রয় নিয়েছে গুহার মধ্যে। গতকাল রাতে এখানেই ঢুকেছিল অয়ন, এই গুহা থেকেই বেরিয়ে এসেছিল ঐ দানবটা, তারপর চলে গেছে আশপাশে কোথাও। তবে এখানে আর ফেরত আসে নি, আসবে বলে মনেও হচ্ছে না। বাকি সব জায়গায় চেয়ে এই গুহাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ।

ভোরের আলোয় সব ভয় কেটে যায়। রাতের বিভীষিকাও হাল্কা হয়ে আসে। গুহার ভেতর সূর্য্যের আলো না ঢুকলেও উষ্ণতা স্পর্শ করলো অয়নকে। অনেকক্ষন ধরে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে ওরা। এবার একটু ঘুরে ফিরে দেখতে হবে। কৌতুহল হচ্ছিল অয়নের, গুহার ভেতরটা অন্তত দেখা দরকার।

শাহরিয়ার সুলতান উঠে দাঁড়িয়েছে, তাকে এখন কিছুটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। অয়ন আর সাকিবকে ইশারায় কাছে ডাকল। গুহার মধ্যে অল্প শব্দও অনেক জোরে শোনায়।

"আমি এই জায়গাটা ঘুরে দেখবো, তোমরা চলে যেতে পারো, কিংবা আমার সাথে থাকতে পারো।"

"আমরা থাকবো," সাকিবের দিকে তাকিয়ে বলল অয়ন। "তোর কোন আপত্তি নেই তো?"

"না," সাকিব বলল। "কিন্তু আমাদের জিনিসপত্র সব রেখে এসেছি প্রথম

BanglaBook.org

ক্যাম্পে।"

"ওগুলো নিয়ে ভেবো না। নিরাপদ থাকবে জিনিসগুলো," শাহরিয়ার সুলতান বলল।

এরপর আর কথা হলো না। টর্চ জ্বালিয়ে আগে আগে যাচ্ছে শাহরিয়ার সুলতান, পেছনে অয়ন আর সাকিব। গুহাটা অনেক পুরানো, প্রাকৃতিকভাবে তৈরি। পাশাপাশি দুজন মানুষ হাঁটতে পারে। অয়ন পেছন দিকটা দেখছে, সাকিব আছে মাঝখানে। চারপাশে কোথাও কোন শব্দ নেই। গুহার ভেতরটা যেন জমাট বাঁধা অন্ধকার। গুহার ছাদে হাত রাখল অয়ন। ঠান্ডা, শক্ত।

শাহরিয়ার সুলতান হাঁটছে, সতর্কভাবে। এসব পাহাড়ের নীচে এমন সব গুহার কথা আগে কখনো শোনে নি সে। কেউ খুঁজে বের করার চেষ্টাও করে নি সম্ভবত। ভেতরে অক্সিজেনের অভাব থাকার কথা, কিন্তু শ্বাসকষ্ট অনুভব করছে না কেউ। তার মানে অক্সিজেনের যোগান আসছে কোথাও থেকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে শাহরিয়ার সুলতান। একটু সামনে গুহার মেঝেতে গোলাকার একটা আলোর বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। উপর থেকে আসছে আলোটা। এই অদ্ভুত জায়গায় কৃত্রিম এই আলোর উৎস কী?

অয়ন এগিয়ে যাচ্ছিল, হাত ধরে থামাল শাহরিয়ার সুলতান। পিস্তল বের করে নিয়েছে। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

বহুদিন পর ভোরের আলো গায়ে পড়েছে, মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নিতে পেরে অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য অনুভব করছে শরীরের শিরায় শিরায়। তার শরীরে অপরিসীম শক্তি, হিংস্রতা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এই মুহূর্তে যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কেউ নেই। অনেকটা দূরে নিথর হয়ে পড়ে থাকা ছড়ানো ছিটানো কিছু মানবদেহ তার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমান বহন করছে। ক্ষুধা বলতে কিছু নেই, দয়া-মায়ার রেশমাত্র নেই বুকে। থাকবে কী করে, এমনভাবেই বদলে দেয়া হয়েছে তাকে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যন্ত্রনাভোগের পর মিলেছে মুক্তি। ওরা এখন বুঝবে প্রতিশোধ কাকে বলে।

সূর্য্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। দীর্ঘদিন পর আলোয় এসে সবকিছুই কেমন সুন্দর লাগছে। নিজেকে দেখে নি, কিন্তু জানে এই মুহূর্তে তার চেয়ে কুৎসিত, কদাকার কেউ নেই পৃথিবীতে। এমনকি কথা বলার ক্ষমতাটাও কেড়ে নেয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। রাগ আঁবার চড়ে উঠল মাথায়। লোকালয় এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তাকে দানব হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, সত্যিকারের দানব কেমন হতে পারে এবার টের পাবে মানুষ।

BanglaBook.org

আবছা আবছাভাবে অনেক স্মৃতি মাথায় আসে, আবার চলেও যায়। পরিচিত কিছু হাস্যোজ্জ্বল মুখ ভেসে উঠে, কিন্তু কাউকে মনে করতে পারে না সে, মনে করার দরকারও নেই। বুকের ভেতরে অদ্ভুত আক্রোসে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। মনে পড়ে, উপর থেকে জাল দিয়ে আটকে ফেলা হয়েছিল তাকে, অনেকটা পশু শিকারের মতো করে। সঙ্গী ছিল একজন, তাকেও। চিৎকার করেছিল সে, কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। একদল মানুষ তার চারপাশ ঘিরে হাসছিল। অসভ্য মানুষ নয়, সভ্য মানুষ। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আপ্রান চেষ্টা করেছিল, কাজ হয় নি, তার সব চেষ্টা থামিয়ে দিয়েছিল ছোট্ট একটা ডার্ট, চিড়িয়াখানায় এ ধরনের জিনিস দিয়ে হিংস্র প্রাণীকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়। ঘুমাতে চায় নি সে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙ্গেছিল এক খাঁচায়। তারপর দিনের পর দিন চলেছে অমানুষিক অত্যাচার।

ওরা পশুর চেয়েও অধম, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এসেছে তার। ঐ পশুগুলোর মধ্যে বিশেষ তিনজনের চেহারা আলাদাভাবে মনে রেখেছে। ওদের কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা জানে না, তবে যেখানে সে বন্দি ছিল জায়গাটা কাছাকাছি হবে বলেই মনে হয়। এবার সে প্রতিশোধ নেবে, সবার উপর। যাকে হাতের কাছে পাবে সেই তার শত্রু। তবে তার আগে তিনজন চরম শত্রুকে শায়েস্তা করতে হবে, যন্ত্রনা কাকে বলে বুঝবে ওরা, তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারবে ওদের।

পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিচ্ছিল। শিকার খুঁজছে।

অনেকক্ষন হেঁটে ক্লান্ত সাইদ পারভেজ, বিশ্রাম নেয়া দরকার, আশপাশে নিরাপদ আশ্রয় নেই, চারপাশে উঁচু নীচু টিলা, গাছপালা, এরমধ্যে বসে কোথাও বিশ্রাম নেয়ার মতো জায়গা নেই।পথ দেখিয়ে চলেছে যে লোকটা তার অবস্থা আরো বেশি খারাপ, হাঁটতে পারছে না বলা চলে। ওকে কিছুক্ষনের জন্য হলেও বিশ্রাম দেয়া দরকার। নইলে হয়তো ল্যাব পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না কখনো। এ পথ দিয়ে আগেও গিয়েছে সে অনেকবার, তবে সববারই কেমন গোলকধাঁধার মতো লাগে। হাঁটতে হাঁটতে ধপ করে বসে পড়েছে তার গাইড। এগিয়ে গিয়ে ওকে টেনে তুলল সাইদ পারভেজ। একটা গাছের গোড়ায় বসিয়ে দিল। এবার থামতেই হবে। যতোটুকু মনে পড়ছে ল্যাব খুব দূরে নয় এখান থেকে। সর্বোচ্চ ঘণ্টা দুয়েক লাগতে পারে। সাথে পানির বোতল ছিল, বোতলটা ওর হাতে দিয়ে সিগারেট ধরাল সাইদ পারভেজ। ঢাকায় বস চলে এসেছে, অপেক্ষা করছে রিপোর্টের জন্য, অথচ এখন পর্যন্ত রিপোর্ট দেয়ার মতো হাতে কিছু পায় নি সে। ডঃ লুতফরের কাজ কতোদূর এগুলো কোন ধারনাই নেই। অবশ্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। ডঃ লুতফর যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ না করেন তাহলে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া হবে।

BanglaBook.org

লোকটার উপর শুরু থেকে কখনোই পরিপূর্ন আস্থা ছিল না তার, কিন্তু তখন এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নেটওয়ার্ক আছে কি না দেখার চেষ্টা করল সাইদ পারভেজ। মাঝে মাঝে একটা বার এসেই চলে যাচ্ছে। ফোনটা অফ করে দেবে এমন সময় একটা এসএমএস ঢুকল। দিল্লির। ভ্রু কুঁচকে ম্যাসেজটা পড়ল সাইদ পারভেজ, মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার, দুটো তথ্য পেয়ে। প্রথমটা হচ্ছে ঢাকা কিলার সফল হয় নি। রাগ হচ্ছিল দিল্লির কন্টাক্টের উপর। বলা হয়েছিল এমন লোককে পাঠানো হবে যাকে সরিয়ে দেয়া কোন সমস্যাই হবে না। সেই দিল্লি থেকে অনুসরন করা হচ্ছে, একের পর হামলা করেও কাজ হয় নি। দ্বিতীয় খবরটা হচ্ছে, দিল্লির কন্টাক্টকে সন্দেহ করা হচ্ছে। সে দুবাই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আছে।

দ্বিতীয় খবরটায় উদ্বিগ্ন নয় সাইদ পারভেজ, একজন চলে গেলে রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে লোক খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না আম্ব্রেলা করপোরেশনের।

একটা গাছের ছায়ায় বসে সিগারেট শেষ করল সাইদ পারভেজ। শত্রু তার পেছন পেছনই আছে, যে কোন সময় মুখোমুখি হতে পারে। তার জন্য প্রস্তুত সে।

আধঘণ্টা হয়ে গেছে এক জায়গায় বসে আছে, এবার উঠা দরকার। সঙ্গীকে তাড়া দিল উঠার জন্য। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ল্যাবে পৌঁছান দরকার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩৩

ঠিক জায়গামতো এসে পৌঁছেছে অর্জুন। ম্যাপে এ জায়গাটাকেই স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখন আসল সিদ্ধান্ত নেবার পালা। যে কোন একটা ম্যাপকে বেছে নিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই দিল্লি থেকে বয়ে নিয়ে আসা ম্যাপটাকে অনুসরন করা উচিত। কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। ইয়াকুব আলীর সাথে শেষ কথোপকথন মনে পড়ে গেল। লোকটার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না হলেও কথাগুলো উড়িয়ে দিতে পারছে না। তাছাড়া এখন পর্যন্ত তাকে সাহায্যই করেছে মানুষটা, যদি খারাপ কিছু করার ইচ্ছে থাকতো, তাহলে হোটেল রুমেই তাকে মেরে ফেলা কঠিন কিছু হতো না।

ইকবালকে বিদায় দেবার সময় হয়েছে। ওকে আর ঝামেলায় ফেলার মানে নেই। বেচারা তার গাড়ি হারিয়ে এমনিতেই দিশেহারা।

মোটরবাইকের চাবি ওর হাতে দিয়ে দিল অর্জুন। আর একটু এগিয়ে গেলেই পথ উঁচু, নীচু, মোটরবাইকে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে ইকবাল। ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই মোটেও।

"তুমি হেলালের বাসায় গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি দুই দিনের ভেতর ফিরে আসবো," অর্জুন বলল।

"আপনি যেখানে, আমি সেখানে," ইকবাল বলল।

"তুমি এতো অবুঝ কেন? সামনে কী হবে কে জানে? আমার জন্য কেন নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলবে?"

"এতো কিছু জানি না। আমি সাথে যাবো।"

"এটা কী করবে?" মোটরবাইকটা দেখিয়ে বলল অর্জুন।

"দেখেন কি করি," বলল ইকবাল, কিছুক্ষনের মধ্যে মোটরবাইকটা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

"চলো, তাহলে," উপায় না দেখে বলল অর্জুন।

ভোর হয়েছে কিছুক্ষন আগে, পাখির ডাকে কান ঝালাপালা অবস্থা। সামনে হাঁটছে ইকবাল, মনে হচ্ছে সেই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অর্জুনকে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ইকবাল। আঙুল দিয়ে কিছু একটা দেখাচ্ছে।

সরু পায়ে চলা পথ, সেখানে পদচিহ্ন থাকা স্বাভাবিক, তবে অদ্ভুত হচ্ছে এখানে টায়ারের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে চিহ্নগুলো মোছার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কাঁচা হাতের কাজ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সব। চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেল অর্জুন। অল্প কিছুদূর গিয়েই যেন হারিয়ে গেল চিহ্নগুলো, যেন হঠাৎ করেই টায়ারের ছাপ শুন্যে

BanglaBook.org

মিলিয়ে গেছে। তবে মোটরবাইক যেহেতু হাওয়ায় উড়তে পারে না, তার মানে সরু পথটা ছেড়ে অন্য কোথাও গেছে বাহনগুলো। কিংবা তাদের মতোই

মোটরবাইক লুকিয়ে রেখেছে কেউ। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ইকবালকে ইশারা করল চারপাশের ঝোপঝাড়গুলো খুঁজে দেখার জন্য।

বেশি সময় লাগল না। কাছাকাছি বড়সড় একটা ঝোপের দিকে হাঁটতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল অর্জুন, কোনমতে সামলে নিলো নিজেকে। ডাল-পালা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখা হয়েছে যে মোটরবাইকের শক্ত ধাতব দেহে পা না পড়লে টেরই পাওয়া যেতো না। পাশাপাশি দুটো মোটরবাইক রাখা, মনে হচ্ছে খুব সাবধানে লুকানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ইকবালকে ইশারায় পেছন পেছন আসতে বলল অর্জুন, খুব সাবধানে এগুনো দরকার। লোকগুলো হয়তো খুব বেশি দূরে যেতে পারে নি এখনো, হয়তো আশপাশেই আছে। সাবধানে হাঁটছে দুজন, চারপাশে তাকাতে তাকাতে এগুচ্ছে। নিজের পথ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা আছে অর্জুনের, ম্যাপে পরিষ্কার দেখানো আছে।

আরো কিছুটা যাওয়ার পর বীভৎস দৃশ্যটা চোখে পড়ল। গলায় ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে একজন, চারপাশে প্রচুর রক্ত। হাতে একটা পিস্তল এখনো শোভা পাচ্ছে। মারা গেছে অনেক আগে। চারপাশে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন ছড়ানো ছিটানো, এলোমেলো পায়ের ছাপ দেখে বোঝার চেষ্টা করল অর্জুন, অন্তত তিনজন মানুষ ছিল। একজন মৃত। বাকি দুজন নিজেদের পথে রওনা দিয়েছে। লোকগুলো কে বা কারা অনুমান করতে পারছে না অর্জুন, তবে কেন জানি মনে হচ্ছে তাদের গন্তব্য এক।

মৃত ব্যক্তির হাত থেকে পিস্তলটা নিজের হাতে নিলো ইকবাল, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গিয়েছে এরমধ্যে, পিস্তলটা বের করতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হলো ইকবালকে। কিভাবে চালাতে হয় না জানলেও জিনিসটা তাকে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল অর্জুন, পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে অনেক কিছু করতে বাধ্য করে। সাধারন অবস্থায় পিস্তল কখনো হাতে নিয়ে দেখতো না ইকবাল, কিন্তু এখানে জীবন-মরনের প্রশ্ন, সামনে কী বিপদ আছে তা কেউ বলতে পারবে না।

এলোমেলো পায়ের ছাপ থেকে দুজোড়া পায়ের চিহ্নকে আলাদা করে নিলো অর্জুন, অনুসরন করল কিছুক্ষন। এখানে পায়ে চলা পথ নেই, ওরা ঠিক কোন দিকে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাপটা আবার মনে করে নিলো। দক্ষিন দিকে এগিয়েছে ঐ দুজন।

এখন দুজনের কাছেই অস্ত্র আছে। তবু আত্মবিশ্বাসী হতে পারছে না অর্জুন, ঐ লোকগুলো পেশাদার সন্ত্রাসী, মানুষ মারা ওদের কাছে ছেলেখেলা।

শুধুমাত্র গাড়ির টাকা উদ্ধারের জন্য ওর পিছু নিয়েছে ইকবাল তা নয়, ভাবল

BanglaBook.org

অর্জুন, পুরো ব্যাপারটিতে মজা পাচ্ছে ইকবাল। উত্তেজনা অনুভব করছে পদে পদে। তার নিজেরও উত্তেজনা হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু খুব কাছের একজন মানুষ তাকে ভুল তথ্য দিয়ে ভুল পথে চালিত করতে চেয়েছিল এটুকু ভেবে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে তার। এটা এখন পরিষ্কার যে, ইয়াকুব আলীর দেয়া তথ্যই সঠিক, দিল্লি থেকে বস যে ম্যাপ দিয়েছেন তা ভুল। অর্জুনকে তিনি জেনেশুনে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। ভেবেছেন মাঝপথেই ফিরে আসবে অর্জুন কিংবা মারা যাবে প্রতিপক্ষের হাতে। কিন্তু অর্জুনকে এতো ছোট করে দেখা ঠিক হয় নি।

অনেক দূরে অদ্ভুত একটা হুংকার শোনা গেল। চারপাশের গাছপালায় বসে থাকা পাখির দল উড়ে গেল হঠাৎ করেই, যেন দারুন ভয় পেয়েছে ওরা। কান পেতে শব্দটা আবার শোনার চেষ্টা করল অর্জুন। শব্দটা নেই, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। তবে ভয় পেয়ে হাঁটা থামানো যাবে না, নিজের লক্ষ্য পূরন না করে ফিরবে না সে।

নিজের রুমে পায়চারি করছিলেন ডঃ লুতফর। একটু আগে সার্চ পার্টির কিছু সদস্য ফিরে এসেছে, বিধ্বস্ত অবস্থায়, জীবন বাঁচিয়ে ফিরেছে কোনমতে। অস্ত্রশস্ত্র কোথায় ফেলে এসেছে নিজেরাও বলতে পারছে না। একধরনের শকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ওরা। চোখের সামনে নিজের সঙ্গীদের মরতে দেখেছে এক দানবের হাতে, কিছুই করতে পারে নি, উল্টো প্রান নিয়ে পালাতে হয়েছে, সবসময় আতংকে ছিল, বেঁচে ফিরতে পারবে কি না। পুরো পাহাড়ি এলাকায় ল্যাবটাই হয়তো এখন কিছুটা নিরাপদ। তবে ঐ মানুষটা যদি খুঁজে পায়, ল্যাবের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়া ওর জন্য কোন ব্যাপারই না।

ল্যাবের ভেতরে অতিরিক্ত কিছু অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, তাই দিয়ে ওদের পাহারায় বসানো হয়েছে। বুলেটে যে মানুষটার তেমন কিছু হয় নি গতরাতে তা স্বচক্ষে দেখেছে ওরা। তবে হাতে একটা অস্ত্র থাকলে কিছুটা হলেও স্বস্তি লাগে। ডঃ রামকৃষ্ণ ওদের সাথে ছিলেন কিছুক্ষন, তারপর নিজের রুমে ফিরে গেছেন। লোকটাকে গতকাল রাতের পর থেকে খুব অচেনা মনে হচ্ছে। গোপনে নিজের কাজ চালিয়ে নিয়েছেন এতোদিন, অথচ তাকে টের পেতে দেন নি।

এখানে থাকা নিরাপদ নয়, তবে এই মুহূর্তে ল্যাব ছেড়ে বাইরে যাওয়াটা আরো বেশি ঝুকিপূর্ন, তাই বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন না ডঃ লুতফর। কয়েকটা মৃত দেহ নিজের চোখে দেখেছেন, এতো ভয়ংকর মৃত্যু তার প্রাপ্য নয়।

ল্যাবে যাওয়া দরকার, অগ্নি আর ঝড়ের কী অবস্থা দেখে আসা দরকার, ওদের দেহে সিডাটিভের পরিমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাতে অন্তত আজকের দিনটা ওদের জেগে উঠার আশংকা নেই। তারপরও সাবধান থাকা ভালো।

সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তা হচ্ছে ডঃ রামকৃষ্ণের

BanglaBook.org

এক্সপিরিমেন্ট। দিনের পর দিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাজটা চালিয়ে গেছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, একসাথে থেকেও তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। অদ্ভুত একটা হিংসা কাজ করছে মনে। এমন এক উপায় আবিষ্কার করেছেন ভদ্রলোক তাতে মানবজাতির ইতিহাসই বদলে যেতে পারে।

রুমের আয়নায় নিজেকে দেখে নিলেন। ভারী শরীর, বুড়োটে চেহারা, সারাজীবন অনিয়ম করেছেন, তার ছাপ পড়েছে শরীরে, এভাবে চলতে থাকলে আর বেশিদিন বাঁচবেন বলেও মনে হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে একটা কাজই করনীয়, ডঃ রামকৃষ্ণের পরীক্ষা নিজের উপর চালানো, তিনি স্বেচ্ছায় রাজি হলে ভালো, না হলে কৌশলের মুখোমুখি হতে হবে।

রুম থেকে বেরিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, নেই কোন সম্মানও। ঝুঁকি নিতে কোনকালেই দ্বিধা করেন নি অশোক, ঘোড়া থেকে নেমে খাপ খোলা তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছেন। লড়াই হচ্ছে, লাশ পড়ছে, আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠেছে চারদিকে, রক্তের স্রোত গিয়ে মিশছে দয়ানদীতে, লাল হয়ে উঠেছে পানি।

প্রতিরোধ আশা করেছিলেন অশোক, তবে এতোটা আশা করেন নি। এখন পর্যন্ত সমানে সমানে লড়ছে কলিঙ্গের সেনাবাহিনী। তার দল সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সংখ্যায়ও বেশি। তারপরও কলিঙ্গের যোদ্ধাদের সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। দুই হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছেন অশোক, সামনে যেই পড়ছে কচুকাটা হয়ে যাচ্ছে নিমিষেই। তিনি জানেন, তাকে কেন্দ্রে রেখে একটা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে তার সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য, যাতে কোনভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত না হন তিনি। ওরা জানে না, সম্মুখ যুদ্ধে তাকে হারানোর মতো যোদ্ধা এখনো জন্ম নেয় নি পৃথিবীতে।

সারা শরীর শত্রুপক্ষের রক্তে ভিজে গেছে, অনেক দূর থেকে কোন কাপুরুষ যোদ্ধা তীর ছুঁড়েছে তার বুক লক্ষ্য করে। কোনমতে এড়িয়ে গেলেন তীরটা, রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি ঐ তীরন্দাজের দিকে। দুহাতে খোলা তলোয়ার সুর্য্যের তীব্র আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। তীরন্দাজ আরেকটা তীর তুলে নিয়েছে তার ধনুকে, ছেড়ে দিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি তীরটা, কাঁধের উপরটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। তীব্র ব্যথা অনুভব করছেন অশোক, সেই সাথে রাগ। হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে চারপাশে যাকে পেলেন তলোয়ারের আঘাতে দুটুকরো করে ফেললেন।

খোলা জায়গায় তীরন্দাজ দাঁড়িয়ে আছে, একা, হাতে একটা তীর ধরে আছে,

BanglaBook.org

তবে এটা সে ধনুকে পড়াচ্ছে না, বরং এগিয়ে আসতে থাকা অগ্নিমূর্তির দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাচ্ছিল্যের হাসি।

অশোক বুঝতে পারছেন তাকে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে কিছু কলিঙ্গান যোদ্ধা। তীরন্দাজ এগিয়ে এলো সামনে, ওর চেহারা ভালো করে দেখার সুযোগ হলো। তীরন্দাজ আর কেউ না, কলিঙ্গর রাজপুত্র জয়ধর, যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি আছে জয়ধরের। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, কলিঙ্গ রাজ্যের ভবিষ্যত উত্তরাধিকার।

"সিংহ শিকার করতে হয় ফাঁদ পেতে," হেসে বলল জয়ধর, "আমি অবশ্য এই মন্ত্রে বিশ্বাসী নই ভারত সম্রাট অশোক।"

উত্তর দিলেন না অশোক, তিনি এখন শত্রুপক্ষের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা ভুল পদক্ষেপে তার মৃত্যু নিশ্চিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেটা হবে দারুন অমর্যাদার একটা দিন।

"আমি হলে এই ভুল করতাম না, মহামতি অশোক," শেষের কথাগুলো শ্লেষের মতো লাগল।

"আমি ভুল করি নি, অর্বাচীন ছোঁড়া," গর্জে উঠে বললেন অশোক, "কলিঙ্গকে আমি পায়ের তলায় পিষে মারবো।"

এবার ওদের ভুলের পালা। যা ভেবেছিলেন তাই হলো, জয়ধরের অনুমতি ছাড়াই আক্রমন করে বসলো একজন, ডান দিক থেকে, ভেবেছিল তলোয়ারের এক আঘাতেই শেষ করতে পারবে অশোককে, কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে নিজেকে সরিয়ে নিলেন অশোক, এরপরের প্রায় পাঁচ মিনিট ঝড়ের বেগে একের পর এক শত্রুকে খতম করলেন তিনি। সামনে এখন কেবলমাত্র জয়ধর দাঁড়িয়ে আছে।

"সত্যিই বিস্ময়কর!" জয়ধর বলল, "কিন্তু আজ আপনি প্রান নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন না।"

এবার একের পর তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে জয়ধর, দুই হাতে খোলা তলোয়ার দিয়ে ঠেকাচ্ছেন তিনি। চারপাশে তাকালেন, যুদ্ধ চলছে তুমুল। একজন কলিঙ্গান যোদ্ধা মারা গেলে সাথে সাথে আরো পাঁচ জন এসে জায়গা পূরন করে ফেলছে যেন। মাথা ঠান্ডা করে এগুনো দরকার। জয়ধর বুঝতে পারছে তীর দিয়ে অশোককে ঠেকাতে পারবে না সে। পিছু হটল সে।

অগনিত শত্রু সৈন্যের মাঝে নির্দিষ্ট একজনকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এবার পিছু হটছেন অশোক, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। চারপাশে যে হারে লাশ পড়ে আছে তাতে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে। দয়ানদীর পাড়ে কালো কাপড়ে মোড়া ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঘোড়া নিয়ে ছুটে গেলেন অশোক।

এবার ওদের মুক্ত করার সময় এসেছে।

কালো কাপড়টা সরিয়ে ভেতরে খাঁচাটার দিকে তাকালেন, মজবুত এই লোহার

BanglaBook.org

খাঁচা ওরা শত চেষ্টাতেও ভেঙে বেরুতে পারে নি। দরজাটা খুলে দিলেন তিনি। ঘোড়ার পেটে পা দাবালেন জোরে। খাঁচা থেকে ওরা বেরুবার আগে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে। কলিঙ্গান যোদ্ধাদের সাথে সাথে নিজের কিছু সৈন্যও হারাতে হবে। তাতে আপত্তি নেই অশোকের। তার দরকার যুদ্ধজয়। সেটা যে করেই হোক।

বিশালকায়, বিকটদর্শন তিনজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আজ মুক্তি পেয়েছে তারা। মুক্তির স্বাদ উদযাপন করতে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে।

যুদ্ধক্ষেত্রের কারো ধারনা নেই কী বিভীষিকা নেমে আসতে যাচ্ছে তাদের উপর।

গুহার ভেতর আলোর উৎস খুঁজে পেয়েছে শাহরিয়ার সুলতান। গুহার ছাদ প্রায় ছয় ফুট উপরে, ইট-সিমেন্টে তৈরি, হাত দিয়ে দেখল। ডানদিকে প্রায় গোলাকার করে ভাঙা, আলো আসছে আরো উপর থেকে, সেখানে বাতি জ্বলছে। পায়ের কাছে ইট আর সিমেন্টের কিছু টুকরো পড়ে আছে, ছোট একটা টুকরো নিজের হাতে তুলে নিলো শাহরিয়ার সুলতান। তার চোখে বিস্ময়। অয়ন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, একটু দূরে সাকিব। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছে, উপরে কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

উপরে উঠে দেখার ভীষন কৌতুহল হচ্ছিল অয়নের, কিন্তু কিভাবে উঠবে বুঝতে পারছে না, উঠতে হলে একজনের উপর ভর দিয়ে উঠতে হবে। তবে শাহরিয়ার সুলতান এখনই উঠতে চাচ্ছে না। সে জায়গাটা আরো পরখ করে দেখতে চায়। নিজেদের মধ্যে ইশারায় ভাব আদান-প্রদান করছে ওরা। মেঝেতে আলো ফেলল শাহরিয়ার সুলতান, রক্তের চিহ্ন দেখা গেল এক জায়গায়, খুব বেশি নয়, মনে হচ্ছে আহত কোন মানুষের রক্ত, প্যান্টের পকেটে ছোট একটা বোতল ছিল, সাবধানে কিছুটা রক্ত তুলে নিল। যদি কোনদিন সুযোগ হয়ে পরীক্ষা করে দেখবে।

উপরে মানুষের হাঁটাচলার শব্দ পাওয়া গেল। কেউ যেন হাঁটছে, পায়চারি করছে অস্থিরভাবে। গুহার দেয়াল ঘেষে দাঁড়াল তিনজন, ভাঙা গর্ত দিয়ে তাকালে কেউ যেন সহজে তাদের দেখতে না পারে। চারপাশে কোন শব্দ নেই, শুধু একজন মানুষের হাঁটাচলার শব্দ ছাড়া। উপর তালা খোলার মতো শব্দ হলো এবার। কেউ একজন এগিয়ে আসছে গর্তটার কাছে।

দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন, অন্ধকারে তাদের চোখে পড়ার কথা নয়। তবু সাবধানতা হিসেবে পিস্তলটা হাতে নিয়ে রেখেছে শাহরিয়ার সুলতান, হাতের টর্চটা অফ করে রেখেছে।

গোলাকার ভাঙা গর্তটা ঘিরে এবার হাঁটাচলা চলল কিছুক্ষন, গুহার মেঝেতে একজন মানুষের ছায়া দেখতে পেল ওরা। শাহরিয়ার সুলতান প্রস্তুত, লোকটা ভদ্র

BanglaBook.org

কেউ হবে বলে মনে হচ্ছে না। যারা সাধারন একজন মানুষকে দানবে পরিনত করতে পারে তারা কোনমতেই ভালো মানুষ নয়।

তবে তেমন কিছু হলো না, গর্তের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল উপরের মানুষটা। দীর্ঘক্ষন গুহার গা ঘেষে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

শাহরিয়ার সুলতান আর অপেক্ষা করতে পারছে না। উপরে উঠে দেখতে চাইছে। কিভাবে উঠবে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিলো ওরা। ঠিক হলো প্রথমে উঠবে অয়ন, তারপর শাহরিয়ার সুলতান, সবার শেষে সাকিব। সাকিব রাজি হতে চাচ্ছিল না, ভয় পাচ্ছিল। শাহরিয়ার সুলতান হাঁটু গেড়ে বসল, তার পিঠের উপর পা দিয়ে গর্তটার কার্নিশে হাত রাখল অয়ন। গর্তটা ধারাল, চোখা ইট, রড বেরিয়ে আছে, তবু সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে উপরে টেনে তুলল অয়ন। দিনের বেলায়ও একরাশ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে তার। সামনে বড়সড় একটা ল্যাব, নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো। নিজের খুব কাছাকাছি লোহার খাঁচাগুলো চোখে পড়ল একটু পরে। জমে যাওয়ার অবস্থা হলো অয়নের। গতরাতে দেখা দানবের মতো আরো দুজন শুয়ে আছে, অর্ধনগ্ন অবস্থায়, একইরকম আকৃতি, বীভৎস চেহারা। তবে স্বস্তির বিষয় হচ্ছে ওদের চোখ বন্ধ, কোন নড়াচড়া নেই। সম্ভবত ঘুমাচ্ছে।

নীচের দিকে তাকাল অয়ন, এবার শাহরিয়ার সুলতান প্রস্তুত হচ্ছে উপরে উঠার জন্য। এই পরিস্থিতিতেও সাকিবের জন্য মায়া হলো অয়নের, ভারি একজন মানুষের ওজন কিভাবে নেবে হাল্কা-পাতলা ছেলেটা। উবু হয়ে নিজের হাত শাহরিয়ার সুলতানের দিকে বাড়িয়ে দিল অয়ন, তাতে কিছুটা হলেও দ্রুত উঠতে পারবে। চোখ সরায় নি ঘুমন্ত দানবগুলোর উপর থেকে, ভয় হচ্ছিল যে কোন সময় জেগে উঠবে ওরা।

ঠিক যা ভয় পেয়েছিল তাই হলো, শাহরিয়ার সুলতানকে টেনে তুলতে যাবে লক্ষ্য করল ঘুমন্ত দুজনের একজন চোখ খুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রক্তজমে আছে বড় বড় চোখগুলোয়, চেহারায় মঙ্গোলীয়ভাব স্পষ্ট। ধীরে ধীরে উঠে বসছে দানবটা। অয়নের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। স্থির হয়ে বসে আছে অয়ন, কী করবে বুঝতে পারছে না। যদিও দানবটা খাঁচার মধ্যে আটকে আছে, তবু মনে হচ্ছে যেকোন সময় ভেঙে চলে আসবে বাইরে। নীচ থেকে শাহরিয়ার সুলতান টান দিচ্ছে তাকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু নড়তে ভুলে গেছে যেন অয়ন।

পুরো ল্যাব কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল দানবটা। খাঁচার গায়ে আছড়ে পড়ল উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো। লোহার খাঁচা কেঁপে কেঁপে উঠলো। একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে খাঁচার গায়ে। নীচ থেকে শাহরিয়ার সুলতান অয়নের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনো সাকিবের পিঠের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তবে দেখতে পাচ্ছে

BanglaBook.org

না উপরে কী হচ্ছে। অয়নের আতঙ্কিত চেহারা দেখে বুঝতে পারছে ভয়ংকর কিছু হচ্ছে উপরে।

এতো শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে দ্বিতীয় জনেরও।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে অয়ন, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়, নীচে নামবে বলে ইশারা করল শাহরিয়ার সুলতানকে। তবে তার আগে ভারী একটা শব্দ পেল পেছনে। সাদা এপ্রোন পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দূরে। হাতে রাইফেলের মতো একটা অস্ত্র। দানব দুজনের গায়ে লেগে আছে ছোট দুটো ডার্ট, ওদের গর্জন থেমে গেছে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।

"হ্যান্ডস আপ, বয়," লোকটা বলল। "আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াও, কোন চালাকি চলবে না।"

চালাকি করার ইচ্ছেও নেই অয়নের। দুহাত উঁচু করে ঘুরে দাঁড়াল। নীচের দিকে তাকাচ্ছে না। বাকি দুজন ধরা পড়লে এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে না। শাহরিয়ার সুলতান আর সাকিব লুকিয়ে পড়েছে।

"মাটি ফুঁড়ে উদয় হলে নাকি?" বেশ রসিকতা করেই প্রশ্ন করল লোকটা। মধ্য বয়েসী একজন মানুষ, ভারি শরীর, রাইফেল মানাচ্ছে না হাতে, এর বদলে খাতা-কলম কিংবা স্টেথস্কোপ থাকলে মানাত। চেহারায় শিক্ষক শিক্ষক একটা ভাব আছে।

"আপনারা এখানে কী করছেন জানতে পারি?" প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল অয়ন।

"শক্তিশালী প্রজাতির মানুষ তৈরি করছি। ক্ষুধা, জরা, শোক মুক্ত মানুষ। সামনের পৃথিবী হবে শক্তিশালী মানুষের।"

"ওরা শক্তিশালী মানুষ!" মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকা দানব দুজনকে দেখিয়ে বলল অয়ন, "আপনারা স্রেফ দানব তৈরি করেছেন।"

"বড় কাজে ছোট ছোট কিছু ত্যাগ করতে হয়। এই ভুলগুলো থেকেই শিক্ষা নিচ্ছি আমরা। আর এরাও কাজে লাগবে। যুদ্ধে ওদের মতো কিছু মারাত্মক অস্ত্র থাকলে আর কিছু লাগবে না।"

"পাগল!"

"তোমার মতো ছিঁচকে চোরকে এতো কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবো না। এবার বলো, তোমার সঙ্গী কোথায়?"

"আমার কোন সঙ্গী নেই," দৃঢ়তার সাথে বলল অয়ন।

"দেখা যাক।"

ইন্টারকমে কারো সাথে কথা বলল লোকটা, রাইফেল এখনো তাক করে আছে অয়নের দিকে। বুঝতে পারছে কাউকে ডাকা হয়েছে। অপেক্ষা করছে অয়ন।

BanglaBook.org

ম্যাপ দেখে নিয়েছে একটু আগে, ঠিক পথে এগুচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। ক্ষুধা পেয়েছে এরমধ্যে, তবে কিছু খাওয়া যাবে না, তাতে শরীর ভারি হয়ে যাবে, হাঁটতে সমস্যা হবে। ইকবাল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে অর্জুন, তার নিজের অবস্থাও এক।

একটু দূরে জায়গাটা কিছুটা সমতল, কয়েকটা গাছ পাশাপাশি দাড়িয়ে আছে, গাছের নীচটা পরীক্ষা করে দেখল অর্জুন। বিদেশি একটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ চোখে পড়ল, এই জিনিস বাংলাদেশে খুব একটা পাওয়া যায় না। একটা জায়গা অল্প ভেজা, হাত দিয়ে দেখল। সম্ভবত এখানে বসে পানি খাওয়া হয়েছে, পড়ে গেছে অসাবধানতায়।

ঠিক ল্যাবের পথেই এগুচ্ছে লোক দুজন, ওরা কারা কোন ধারনা নেই অর্জুনের। তবে শত্রুপক্ষের লোক অবশ্যই। সামনে উঁচু একটা টিলা, ম্যাপ ঠিক হলে ঐ টিলাটা পার হয়ে অল্প কিছুদূর গেলেই ল্যাব। ইয়াকুব আলী এতো নিখুঁতভাবে ল্যাবের অবস্থান কিভাবে বের করেছে জানতে ইচ্ছে করছিল অর্জুনের। উত্তরটা হয়তো কখনোই পাওয়া যাবে না।

একটু থেমে আবার রওনা দিল অর্জুন। সামনের লোকগুলো হয়তো খুব কাছাকাছি আছে, ওদেরকে খুঁজে পেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩৪

অল্পবয়েসী ছেলেটাকে একটা চেয়ারে শক্ত করে বেঁধে রেখেছেন ডঃ লুতফর। এই ছেলে এখানে কিভাবে এলো ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। বলছে সাধারন অ্যাডভেঞ্চারার। গুহার মধ্যে ঢুকেছিল দেখতে, কৌতুহলী হয়ে এখানে চলে এসেছে। ওকে অবিশ্বাস করার কারন খুঁজে পাচ্ছেন না, তবে ছেলেটা একা একাই এতোদূর চলে এসেছে এ কথাটাও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। মেঝের ভাঙা গর্তে টর্চের আলো ফেলে দেখেছেন, আরো কারো হদিস পাওয়া যায় নি। হয়তো লুকিয়ে পড়েছে আশপাশে।বেশ কিছুক্ষন হয়ে গেছে ডেকেছেন ডঃ রামকৃষ্ণকে। এই ছেলেটাকে নিয়ে কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তাদের এই গোপন ল্যাবের খবর বাইরের কারো কাছে যাওয়া মানে নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে এই ছেলেটাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন পথ নেই। তিনি খুনি নন, একজন বিজ্ঞানী। এই কাজ তাকে দিয়ে হবে না।

আজ সাইদ পারভেজের চলে আসার কথা, যে কোন সময় চলে আসবে। সিদ্ধান্ত সেই নেবে। তবে সাইদ পারভেজকে আরো কিছু দুঃসংবাদের মুখোমুখি হতে হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রুদ্র পালিয়েছে, দ্বিতীয় হচ্ছে ডিভাইসগুলো এখনো তৈরি হয় নি। এছাড়া ডঃ রামকৃষ্ণ নিজের উপর যে এক্সপিরিমেন্ট চালিয়েছেন তা গোপন রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডঃ লুতফর।

ডঃ রামকৃষ্ণ ঢুকলেন ল্যাবে, তাকে আগের মতোই দেখাচ্ছে। তার মানে নিজের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে ভদ্রলোকের এবং কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় নি।

চেয়ারে বাঁধা অল্পবয়স্ক ছেলেটাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

"এ কোথা থেকে এলো?" ডঃ রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন।

"মেঝের ঐ ভাঙা অংশ দিয়ে উঠে এসেছে," ডঃ লুতফর বললেন,"ল্যাবের তলায় যে গুহা আছে সেখানে ঘুরতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে এই গর্তটা।"

"এখন কি করবো আমরা?"

"ওকে আপাতত ঘুম পাড়িয়ে রাখি, কি বলেন?" ডঃ লুতফর বললেন।

"নাম কী তোমার?" এবার বন্দীর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

"আমি অয়ন, আপনি?"

"আমি ডঃ রামকৃষ্ণ ত্রিবেদি, আর উনি আমার সহকর্মী ডঃ লুতফর," পরিচয় দিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

BanglaBook.org

"আমাকে ছেড়ে দিন, কাউকে কিচ্ছু বলবো না," কোনমতে উত্তর দিল অয়ন।

"সে সুযোগ তুমি পাবে না। তোমাকে দিয়ে কোটা পূরন করবো আমরা," হেসে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

"কিসের কোটা?" প্রশ্ন করলো অয়ন।

"ঐ শুন্য খাঁচাটায় যে ছিল সে পালিয়েছে। তার জায়গা তুমি নেবে।"

"আপনারা বিজ্ঞানী, না উন্মাদ!" চেঁচিয়ে বলল অয়ন।

"ডঃ লুতফর, ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিন," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, "আমি উপরে যাচ্ছি।"

ডার্ট গানটা অয়নের দিকে তাক করেছেন ডঃ লুতফর। চোখ বন্ধ করে আছে অয়ন, খুব বেশি ব্যথা পাবার কথা নয়। ডার্ট গান থেকে শব্দ হলো। কোন কিছু অনুভব করছে না অয়ন। চোখ খুলল।

ডঃ রামকৃষ্ণের গলায় বিঁধে আছে ছোট একটা ডার্ট। একটা চেয়ার ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন বৃদ্ধ, অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছেন সহকর্মী ডঃ লুতফরের দিকে। কিছুক্ষনের মধ্যে মেঝেতে এলিয়ে পড়লেন তিনি।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অয়ন। তাকিয়ে আছে ডঃ লুতফরের দিকে। তিনি এখন ডার্ট গানটা সরিয়ে রেখে ডঃ রামকৃষ্ণের দুই পা ধরে পেছনের দিকে কোথাও টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। জ্ঞানহীন দেহটা বেশ ভারি, টেনে নিয়ে যেতে বেগ পেতে হচ্ছে ডঃ লুতফরকে।

"আমি সাহায্য করতে পারি," বেশ স্বতস্ফুর্তভাবেই বলল অয়ন।

রাগী চোখে তাকালেন ডঃ লুতফর। ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ডঃ রামকৃষ্ণকে ইনভেনটরি লকারের দিকে।

হাতের ছাপ, রেটিনা স্ক্যানার দুটোই দরকার লকার খোলার জন্য। অচেতন ডঃ রামকৃষ্ণের হাতের ছাপ দেয়া খুব একটা কঠিন হলো না ডঃ লুতফরের জন্য। হাতের ছাপ মিলে গেছে সিকিউরিটি সিস্টেমে। সমস্যা হলো রেটিনা স্ক্যান করতে গিয়ে। পুরো দাঁড় করাতে হবে অচেতন মানুষটাকে।

এমনিতে ডঃ রামকৃষ্ণ ছোটখাট মানুষ হলেও ওজন কম নয়, বিশেষ করে জ্ঞানহীন অবস্থায় ওজন যেন আরো বেড়ে গেছে। পাঁজাকোলা করে ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন ডঃ লুতফর। রেটিনা স্ক্যান মেশিন বরাবর সোজা করে দাঁড় করাতে হবে, তা না হলে হবে না।

হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন লোকটাকে সোজা করে দাঁড় করাতে গিয়ে। বন্দি ছেলেটার দিকে তাকালেন, মিটিমিটি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। রাগে গা জ্বলে গেল ডঃ লুতফরের। অনেক কষ্টে সোজা করে দাঁড় করিয়েছেন জ্ঞানহীন লোকটাকে। রেটিনা স্ক্যান বরাবর মাথাটাকে ঠেলে দিয়ে এক হাত দিয়ে বৃদ্ধের ডান

BanglaBook.org

চোখটা খুলে ধরেছেন। বিপ করে একটা শব্দ হয়ে খুলে গেল লকারটা।

ডঃ রামকৃষ্ণকে একপাশে রেখে লকারের ভেতরটা দেখে নিলেন ডঃ লুতফর। যা আশা করেছিলেন তাই আছে। ভেতরটা ফ্রিজের মতো শীতল, তারমধ্যে একসারি ছোট কাঁচের টিউব রাখা, ভেতরে হাল্কা নীল রঙের তরল দেখা যাচ্ছে। অন্তত একডজনের কম হবে না। খুব সাবধানে কাঁচের টিউবের সেলফটা বের করে নিয়ে এলেন। এর জায়গা হবে এখন তার ব্যক্তিগত লকারে।

মনে মনে প্ল্যান সাজিয়ে নিচ্ছেন ডঃ লুতফর, এখানে থাকার সময় শেষ হয়েছে। কাঁচের টিউব, ডিভাইস তৈরির উপাদানগুলো সাথে নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ল্যাব ছাড়তে হবে। সাইদ পারভেজ ল্যাবে আসার আগেই কাজটা সারতে হবে। ঝুঁকি একটু নিতেই হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই।

তার আগে ডঃ রামকৃষ্ণের লকারের ভেতরে তাকে রাখে একটা ফাইল বের করে আনলেন। খুলে দেখলেন ভেতরে থাকা কাগজপত্রগুলো। প্রাচীন সংস্কৃতভাষায় অনেক কিছু লেখা, যার পাঠোদ্ধার করা তার পক্ষে অসম্ভব। ডঃ রামকৃষ্ণের আবিষ্কারের পেছনে হয়তো এই লেখার কোন ভূমিকা আছে। ফাইলটাও নিয়ে নিলেন সাথে করে। এখন গোছানোর পালা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩৫

পুরো যুদ্ধের চিত্র পালটে যেতে সময় লাগলো না, নিজের যোদ্ধাদের শত্রু সীমা থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিরাপদ জায়গায়। শত্রুদের সাথে লড়াই করছে তিন দানব, লড়াই একমুখী হচ্ছে। ঐ দানবদের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না কলিঙ্গের যোদ্ধারা, স্রেফ কচুকাটা হচ্ছে। লাশের পর লাশ পড়ছে, দানবগুলোর সারা শরীরে প্রায় কয়েক শত তীর বিঁধে আছে, কলিঙ্গের তীরন্দাজরা লক্ষ্য ভেদ করতে ভুল করে নি, কিন্তু তাতেও কাজ হয় নি। লড়াই চলছে, পিছু হটছে কলিঙ্গের যোদ্ধারা, বুঝতে পারছে এই যুদ্ধ জেতা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এই মুহূর্তে আত্মসমর্পনেরও কোন সুযোগ নেই। সম্রাট অশোকের কাছে বার্তা নিয়ে যাওয়ার সুযোগও কেউ পাবে না।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন অশোক, তাকে মোকাবেলা করার সাহস দেখিয়ে অনেক বড় ভুল করে ফেলেছে কলিঙ্গান রাজা। সেই শাস্তি তাকে পেতেই হবে, পুরো ভারতবর্ষের সামনে আগামী কয়েক শতক উদাহরন হয়ে থাকবে এই যুদ্ধ, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস করবে না কেউ। তবে একটা ব্যাপারে কিছুটা চিন্তাযুক্ত সম্রাট অশোক, দানব তিনজনই বোধশক্তিহীন হিংস্র প্রাণী মাত্র, মানবিক কোন বোধ নেই ওদের, সামনে যেই পড়ুক কাউকে ছাড়ছে না, এমনকি তার নিজের কিছু সৈন্যও মারা পড়েছে ওদের হাতে। তিনি নিজে ওদের সামনে দাঁড়ালেও ওরা হয়তো একই হাল করবে তার।

একটা উপায় অবশ্য আছে। তবে সেটার প্রয়োগ করতে হবে সময় বুঝে।

পুরো রনভূমি রক্তে লাল হয়ে আছে, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানবদেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কোথাও কেউ কাতরাচ্ছে যন্ত্রনায়, সাহায্য করার কেউ নেই। অশোক চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, তার সেনাবাহিনীও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। অন্তত অর্ধেক সৈন্য মারা পড়েছে ইতিমধ্যে। কলিঙ্গের সৈন্য প্রায় সব শেষ, অল্প কিছু বীর যোদ্ধা এখনো প্রতিরোধের চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবে তা বালির বাঁধের মতো, যেকোন সময় ভেঙে যাবে।

নিজের জেদ, অহংকারকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এতোগুলো মানুষের প্রানহানি হলো আজ। চারপাশে মানুষের আহাজারি, আর্তনাদে ভারি হয়ে আছে পরিবেশ। নিজের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি টের পেলেন অশোক। এই প্রথমবারের মতো মনে হলো, এতোগুলো প্রানের বিনিময়ে কলিঙ্গকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্তটা ঠিক হয় নি।

এবার থামতে হবে।

BanglaBook.org

কিভাবে এসব থামাতে হবে জানেন তিনি, দানব তৈরি করার পথ যেমন পেয়েছিলেন তেমনি দানবদের কিভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হয় তা ভালো জানা আছে তার। ঘোড়া নিয়ে রনভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। পেছন থেকে কেউ কেউ বাঁধা দিতে চাইলেও সম্রাটের পথ আটকানোর সাহস কারো নেই। তার কোমরে গুঁজে রাখা বিশেষ তিনটি ছোরা দিয়ে ওদেরকে কাবু করা সম্ভব। এই ছোরাগুলোর গায়ে লাগানো আছে বিশেষভাবে তৈরি একধরনের রস।

লাশের সমুদ্রের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে গেছে সম্রাট অশোকের জন্য, তবু তিনি পিছু হটলেন না। ওরা খুব বেশি দূরে নেই তার কাছ থেকে। ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দে পেছন ফিরে তাকাল ওদের একজন। কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে ছুঁড়ে দিলেন, দানবটার ডান চোখে গেঁথে গেল ছোরাটা, বিশাল দেহ নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। উঠতে পারল না। সঙ্গীকে পড়ে যেতে দেখে বাকি দুজনও পেছনে ফিরেছে, ঘোড়ার পিঠে অশোককে দেখে গর্জে উঠলো, শত্রু চিনে নিতে ভুল হয় নি।

ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে সময় নিয়ে বাকি দুটো ছোরা বের করে আনলেন কোমর থেকে। ঠিক কোথায় আঘাত করতে হবে জানেন তিনি, বিষাক্ত রসটা পৌঁছাতে হবে মাথায়, একমাত্র চোখ বরাবর আঘাত করতে পারলেই কাজ হবে। এই মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই।

সেই ছোটবেলা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি কখনো তার, যেখানে চেয়েছেন সেখানেই আঘাত করতে পেরেছেন। আজও হবে না, তবু হাত মৃদু কাঁপছিল সম্রাট অশোকের। যে কতোজন সৈন্য এখনো বেঁচে আছে, ওদের প্রান এখন নির্ভর করছে তার হাতের নিশানার উপর।

চোখ বন্ধ করে মনে মনে হিসেব করে নিলেন ওদের গতি, চোখের অবস্থান, ঠিক কোথায় আঘাত করতে হবে তাকে, তারপর পরপর দুটো ছোরাই ছুঁড়ে দিলেন।

ঠিক হাত দশেক আগে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল দানবগুলো। চারদিকে আনন্দের রব উঠল।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে, আত্মসমর্পন করেছে কলিঙ্গের বাকি যোদ্ধারা। নিজের যোদ্ধাদের মধ্যে খুব বেশি আনন্দ দেখতে পেলেন না অশোক, সাথে নিয়ে আসা তিনভাগ সৈন্যের দুই ভাগ মারা পড়েছে, দয়ানদী এখন রক্তে লাল। চারদিকে লাশের স্তুপ। বুকের মধ্যে কেমন হু হু করে উঠল সম্রাট অশোকের। এতোগুলো প্রান ঝরে গেল শুধুমাত্র তার রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষায়। মনে মনে শপথ নিলেন, প্রাণী হত্যা আর নয়। এই যুদ্ধই তার শেষ যুদ্ধ। তিন দানবের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেললেন দ্রুত। পৃথিবীতে ওদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন রাখা যাবে না।

কিশোর বয়সে ঠিক যেখানে সিন্দুক রেখে এসেছিলেন, সেখানে গেলেন

BanglaBook.org

একদিন, জংগল আরো ঘন হয়েছে, মন্দিরটা প্রায় ঢেকে গেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হলো তাকে, এই সিন্দুকের অবস্থান কেউ জানতে পারবে না কোনদিন।

ফিরে এসে গৌতম বুদ্ধের অহিংস বানী প্রচারে মন দিলেন। বিশেষ একটা দল তৈরি করলেন, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন সব জ্ঞানের জন্য আলাদাভাবে কাজ শুরু হলো। লুকিয়ে রাখা সিন্দুকের কথা একসময় ভুলে গেলেন তিনি।

ভেবেছিলেন সিন্দুক লুকিয়ে রাখলেই হয়তো কাজ হবে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় তেইশশ বছর পর আবার সেই সিন্দুক দিনের আলোর মুখ দেখেছিল। ভেতরের গোপন লেখাগুলোর উপর কাজ শুরু হলো শিঘ্রই, তেইশশ বছর আগে যাদেরকে মেরে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন অশোক, তারাই আবার ফিরে আসবে, অন্য কোথাও, অন্য কোন রুপে।

☰

কান পেতে উপরে কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছিল শাহরিয়ার সুলতান, অয়ন ধরা পড়েছে, সম্ভবত আটকে রাখা হয়েছে ওকে। বিজ্ঞানী দুজনের নাম কানে এসেছে তার, নামগুলো পরিচিত, বিশেষ করে ডঃ লুতফরের সাথে অনেক আগে একবার দেখাও হয়েছিল। তখন নিতান্ত ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। সেই মানুষটাই এখানে বিজ্ঞানের অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছে। তবে এসবের পেছনে অন্য কোন মহল জড়িত। সাধারন দুজন বিজ্ঞানীর পক্ষে এতো বড় কাজ গোপনে করা অসম্ভব।

উপরে উঠে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেয়ার চিন্তা কাজ করছে মাথায়, তবে ভয় হচ্ছে অয়নকে নিয়ে, এখনই অনেক ঝুঁকির মধ্যে আছে ছেলেটা, ওকে আরো বিপদে ফেলে দেয়াটা ঠিক হবে না। সাকিবের দিকে তাকাল, ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে না, তবে ভীষন ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। এই দুজনকে জোর করে টেনে আনা উচিত হয় নি তার সাথে, ভাবল শাহরিয়ার সুলতান।

ওরা এখানে কী ধরনের গবেষনা করছে তার কিছুটা নমুনা নিজের চোখে দেখেছে সে, গত রাতে। যা মোটেও কোন সুখস্মৃতি নয়। প্রিয় বন্ধু পলকে এ অবস্থায় দেখতে হবে কল্পনাই করতে পারে নি। ধারনা ছিল ওরা কোথাও হারিয়ে গেছে কিংবা বিপদে পড়েছে, সেখান থেকে উদ্ধার করতে হবে। তবে বিপদের মাত্রাটা যে এতো ভয়ংকর হতে পারে কল্পনাই করতে পারে নি।

পল এখন স্রেফ দানব, ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে কি না তা উপরের ঐ বিজ্ঞানী দুজনই বলতে পারবেন, তবে ওদেরকে শাস্তি না দিয়ে ফিরবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল শাহরিয়ার সুলতান। পলের মতো অরবিন্দ মেহতাও একই ধরনের গবেষনার শিকার, উপরে উঠলে হয়তো অরবিন্দকেও পাওয়া যাবে, অন্তত একই

BanglaBook.org

রকমের আরো দুজন মানুষের গর্জন শুনেছে সে কিছুক্ষণ আগেই।

অনেকক্ষন কোন সাড়া শব্দ নেই। কি করবে বুঝতে পারছিল না শাহরিয়ার সুলতান। সাকিবের দিকে তাকাল, ইশারায় বুঝে নিল কী করতে হবে। সাকিব চার হাত-পায়ের উপর ভর করে বসল, ওর পিঠে পা দিয়ে গোলাকার গর্তটা দিয়ে উপরে তাকানোর চেষ্টা করল সে। অয়নকে দেখা যাচ্ছে, একটা চেয়ারের সাথে স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা। আর কেউ নেই, না আছে। একটু দূরে এপ্রোন পড়া একজনকে শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে।

অয়নকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। সাকিব হাল্কা-পাতলা ছেলে, তার ওজন বহন করা কঠিন বুঝতে পেরে দুহাতে ঠেলে নিজেকে উপরে উঠাল শাহরিয়ার সুলতান। হাতে পিস্তল চলে এসেছে। সামনে খাঁচাগুলো চোখে পড়ল, খাঁচাগুলোর একটায় অরবিন্দ মেহতাকে পরিষ্কার চিনতে পারল, কী বীভৎস দেখাচ্ছে, অথচ সুদর্শন ছিল বলে নারীমহলে দারুন আলোচনার বিষয় ছিল এই অরবিন্দ মেহতা। সে নিজে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও একটা খাঁচার মধ্যভাগ, পাশাপাশি তিনটে খাঁচায় তিন হতভাগ্যকে রাখা হয়েছিল। একটু আগে অয়নকে এখান থেকেই বের করে নিয়ে গেছে, বের করার সময় খাঁচার দরজা লক করতে ভোলে নি। এই দরজা ভেঙে বাইরে যাওয়া কঠিন, পিস্তল ব্যবহার করে হয়তো দরজা খোলা যাবে, কিন্তু যে শব্দ হবে তাতে ল্যাবের লোকজনের টের পেয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

"কী হয়েছে?" নীচ থেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সাকিব। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল শাহরিয়ার সুলতান।

"কিছু না। দরজা লকড।"

"আমাকে উঠান।"

"তুমি ওখানেই থাকো, আমি দেখি কী করা যায়," শাহরিয়ার সুলতান বলল। পিছু ফিরে তাকিয়েছে অয়ন, শাহরিয়ার সুলতান আর সাকিবের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে। তবে কোন শব্দ করলো না সে।

"আমি তালা খুলতে পারবো," সাকিব বলল নীচ থেকে।

বিশ্বাস করা কঠিন, তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই, ভাবল শাহরিয়ার সুলতান। গর্তটার কাছে নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সাকিবকে তোলার জন্য। কিছুক্ষনের মধ্যে সাকিবকে তুলে আনল উপরে। খাঁচার লকটা দেখিয়ে দিল ইশারায়।

ম্যানিব্যাগ খুলে সরু একটা লোহার চাবি বের করে আনল সাকিব। খাঁচার দরজার তালায় ঢুকিয়ে দিল। বেশ অনেকক্ষন খোঁচাখুঁচির পর খুট করে খুলে গেল তালাটা। শাহরিয়ার সুলতানের দিকে তাকাল সাকিব, মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি।

"টাকাগুলো তাহলে এভাবেই জোগাড় করেছো?" খোঁচা দিয়ে বলল শাহরিয়ার

BanglaBook.org

সুলতান, খাঁচা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে।

"এটা আমার হবি, পেশা না," সাকিব বলল, বেশ আহত হয়েছে শাহরিয়ার সুলতানের কথায়। "আমার বাবার যে পরিমান টাকা আছে তাতে সারাজীবন কিছু না করলেও চলবে।"

"আমি তো ঠাট্টা করছিলাম," সাকিবের কাঁধে হাত রেখে বলল শাহরিয়ার সুলতান।

আর কোন কথা হলো না। অয়নের দিকে এগিয়ে গেল দুজন।

খুব বেশি সময় লাগল না অয়নকে মুক্ত করতে।

"এবার কী?" জিজ্ঞেস করল অয়ন।

"আমরা চলে যাবো, আর কি?" সাকিব বলল, ল্যাবটা দেখে নিচ্ছিল। তার চোখে বিস্ময়। অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ল্যাবটা।

"তোমরা চাইলে যেতে পারো, আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো," শাহরিয়ার সুলতান বলল, তার চোখে রাগ ঝরে পড়ছিল, "গতকাল রাতে যাকে দেখেছো, সে আমার বন্ধু ছিল, পল, এখানে দুজনের একজন অরবিন্দ, সেও আমার বন্ধু। ওদের এই অবস্থায় রেখে আমি যেতে পারি না। অন্তত যারা এর জন্য দায়ী তাদের শাস্তি না দিয়ে তো নয়ই।"

"কিন্তু এমনিতেই আমরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি। আমরা মারা পড়তে পারি। বিজ্ঞানী দুজনই পাগল। একটু আগে একজন আরেকজনকে অজ্ঞান করে কী কী জিনিস নিয়ে চলে গেল," অয়ন বলল।

"এছাড়া ওদের কাছে অস্ত্রও আছে," যোগ করল সাকিব।

"তোমরা যাও। এমনিতেই যথেষ্ট সাহায্য করেছো তোমরা।" শাহরিয়ার সুলতান বলল।

"আপনি থাকলে আমরাও আছি," অয়ন বলল। সে জানে সাকিব তাতে দ্বিমত করবে না।

"এখন তাহলে কী করবো?" সাকিব জিজ্ঞেস করল।

"এখান থেকে বেরুনোর পথ কোনদিকে?" শাহরিয়ার সুলতান বলল, তাকাচ্ছে চারপাশে।

বৃদ্ধ বিজ্ঞানী নড়ে উঠেছেন, দেখতে পেল অয়ন। শাহরিয়ার সুলতানকে ইশারা করল। হাসি ফুটল শাহরিয়ার সুলতানের মুখে। বেরুনোর পথ পেয়ে গেছে সে।

ক্লান্তির শেষ সীমার পৌছে গেছে সাইদ পারভেজ, তবে স্বস্তির কথা ল্যাবের খুব কাছাকাছি আছে এখন সে। এখন আর কোন গাইডের প্রয়োজন নেই। সঙ্গী লোকটা

BanglaBook.org

এখনো পথ দেখিয়ে হাঁটছে সামনে। এখন ক্রমাগত নীচের দিকে নামতে হবে। ভারসাম্য রক্ষা করে নীচের দিকে নামাটা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটা গাছের ডাল ভেঙে হাতে নিয়েছে সাইদ পারভেজ, এতে নামতে সুবিধা হচ্ছে কিছুটা।

ঢাল বেয়ে নামার পর কিছুটা জায়গা সমতল, এই সমতল অংশেই শিকার করা হয়েছিল দুই পর্যটককে এবং একজন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোককে। ওরাই এখন তার রক্ষাকবচ, "আম্ব্রেলা করপোরেশন" ভবিষ্যত পৃথিবীর সব সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রন করবে এই তিনজনকে দিয়েই। সমতল অংশে নেমে একটু দাড়াঁল সাইদ পারভেজ, অন্তত মিনিট দুয়েকের একটা ব্রেক দরকার। সামনে অল্প খানিকটা দূরত্বই এখন তার কাছে মাইলের পর মাইল দূর মনে হচ্ছে। সঙ্গী লোকটা ল্যাবের কাছাকাছি পৌছে গেছে। আরেকটু এগুলেই ল্যাবের গেট। এখান থেকে দেখা যায় না, এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে গেটটা।

দুপুর হয়ে গেছে। মাথার উপর গনগনে সূর্য তাপ ঢালছে অকাতরে। দাড়াঁল সাইদ পারভেজ। তার হাতে পিস্তল। তাক করে আছে ল্যাবের গেটের দিকে এগিয়ে যাওয়া সঙ্গীর দিকে, ওকে আগেই মেরে ফেলা দরকার ছিল, একবার যে বেঈমানি করতে পারে সে বারবার করতে পারে। ঠিক মাথা বরাবর নিশানা ঠিক করল সাইদ পারভেজ।

ট্রিগার চাপার আগে দৃশ্যটা দেখে হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল তার। তড়িঘড়ি করে তুলে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। একদম মিশে আছে সে মাটির সাথে, দূর থেকে তাকালে তাকে সহজে দেখতে পাওয়ার কথা না।

ল্যাবে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা তিনজনের একজন বেরিয়ে এসেছে বাইরে, বিশালকায় দেহ আর অদ্ভুত বিকৃত চেহারা সত্ত্বেও চিনতে সমস্যা হলো না সাইদ পারভেজের। শ্বেতাঙ্গ ছেলেটা। ডঃ রামকৃষ্ণের পরীক্ষা সফল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ল্যাবের বাইরে চলে এলো কী করে মাথায় ঢুকছিল না। মহাবিপজ্জনক এই দানবটাকে এখুনি নিয়ন্ত্রন করতে না পারলে ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে। "আম্ব্রেলা করপোরেশন" তাকে দেখে গুলি করে মারবে, সেই সাথে দুই বিজ্ঞানীকেও। কোনভাবেই যদি নিয়ন্ত্রন করা না যায় তাহলে একটা উপায়ই আছে। তবে ততোদূর পর্যন্ত ভাবতে চাইছে না সে আপাতত।

সঙ্গী লোকটাকে খুব সহজে মেরে ফেলেছে দানবটা। এক হাত দিয়ে মাথা পুরো তিনশ ষাট ডিগ্রি ঘুরিয়ে ফেলেছে। কোন শব্দ করার সময়ও পায় নি বেচারা। লাশটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হুংকার দিয়ে উঠেছে, চ্যালেঞ্জ করছে যেন অদৃশ্য কাউকে। ল্যাবের গেটে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র লাগানো আছে, তবে গুলিতে কতোটা কাজ হবে তাতে যথেষ্টই সন্দেহ আছে সাইদ পারভেজের।

ল্যাবে ঢুকতে হলে দানবটাকে অন্তত পথ থেকে সরাতে হবে। ততোক্ষন পর্যন্ত

BanglaBook.org

এখানে চুপচাপ পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তবে এতে ঝুঁকির মাত্রা বেশি, কিছু একটা করা দরকার।

শুয়ে থেকেই ওর পিঠ বরাবর নিশানা করল সাইদ পারভেজ, ট্রিগারে চাপ দেবে কি না বুঝতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ কেটে গেল। ল্যাবের গেটের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে দানবটা, কাঁধ থেকে লাশটা নামিয়ে ছুড়ে দিল। দূরে কোথাও পড়ল মৃতদেহটা। সমস্যা হচ্ছে ঠিক তার দিকেই এখন এগিয়ে আসছে। এখনো দেখে নি, তবে যেকোন সময় দেখে ফেলবে।

গেট থেকে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষন শুরু হয়েছে, দানবটাকে লক্ষ্য করে। যেই কাজটা করে থাকুক তাকে আলাদাভাবে পুরষ্কৃত করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাইদ পারভেজ। আর একটু হলেই তাকে দেখতে পেত দানবটা, তবে হঠাৎ গুলিবর্ষন শুরু হওয়ায় কিছুটা চমকে গেছে। বেশ কিছু গুলি শরীরে লাগতে দেখেছে সাইদ পারভেজ, বিস্ময়কর হলেও সত্য গুলিতে তেমন কোন ক্ষতি হয় নি দানবটার, ওর শরীরটাই যেন শক্ত একটা লোহার খোলস, গুলিগুলো চামড়ায় কোন দাগ ফেলতে পারছে না। তবে গুলির আঘাতে বারবার কেঁপে উঠছে দানবটা, উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সম্পূর্ন মনোযোগ এখন লোহার গেটের দিকে।

হঠাৎ করেই দিক পরিবর্তন করল দানবটা, এবার ডান দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, একটু দূরেই খাড়া ঢাল নেমে গেছে নীচের দিকে। হয়তো এই মুর্হূতে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে না, ধারনা করল সাইদ পারভেজ। সে ক্ষেত্রে তাকে কিছুক্ষন অপেক্ষা করতে হবে, দানবটা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলেই সে উঠে দাঁড়াবে, তারপর সোজা দৌড় দেবে গেট বরাবর। সর্বশক্তিতে দৌড়ালে মিনিটখানেকের আগেই পৌছে যাবে আর একবার ল্যাবে ঢুকতে পারলে আর চিন্তা নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করছে সাইদ পারভেজ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩৬

ম্যাপ দেখে ঠিকঠাক এসেছে কি না বুঝতে পারছে না অর্জুন, তবে সব ঠিক থাকলে খুব কাছে চলে এসেছে। আর অল্প একটু এগুলেই সেই ল্যাব। ইকবালের দিকে তাকাল, বেচারা বেশ খানিকটা পেছনে পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো অর্জুন, এখানে একজন আরেকজনের কাছ থেকে হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

চারপাশে গাছপালা, রোদ উঠলেও খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে না অর্জুনের। কাছাকাছি কোথাও গর্জন করে উঠেছে কোন একটা প্রাণী, এ ধরনের গর্জন আগে কোথাও শুনেছে বলে মনে পড়ছে না। হঠাৎ মনে হলো উপর থেকে হুড়মুড় করে পড়ছে কিছু একটা। উপরে তাকাল অর্জুন। একজন মানুষ, গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ছে নীচের দিকে। ইকবালের কাছ থেকে দুই হাতে দূরে পড়ল মানুষটা, সারা শরীর রক্তে ভেসে গেছে, মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই মারা গেছে লোকটা, ধারনা করল অর্জুন। এগিয়ে গেল লাশটার দিকে, ইকবালকে দেখে মনে হচ্ছে কথা বলতে ভুলে গেছে। এখানে আসমান থেকেও লাশ পড়ে, এমন একটা ধারনা হয়ে গেছে ওর মনে হচ্ছে।

লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অর্জুন, দৃশ্যটা দেখার মতো নয়। মাথাটা পুরো উল্টোদিকে ঘোরান, জিভ বেরিয়ে আছে পুরোটা, রক্তে ভেসে গেছে পুরো শরীর। অতিমানবীয় শক্তি না থাকলে এভাবে কাউকে মেরে ফেলা কখনোই সম্ভব না।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না, তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে। ম্যাপ অনুযায়ী একটু সামনেই প্রায় সমতল একটা জায়গা পাওয়া যাবে, তারপরই ল্যাব। ইকবালকে হাত ধরে টেনে এগুতে থাকল অর্জুন। পকেট থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিয়েছে। যে কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি সে।

একটু সামনে এগুতেই মাটির সাথে প্রায় মিশে থাকা একজনকে পড়ে থাকতে দেখল অর্জুন। এর ছবি সে দিল্লিতে দেখেছে, মোস্ট ওয়ান্টেড একজন। নাম রঘুপতি যাদব, সবাই রঘু বলেই চেনে, প্রায় সাত বছর আগে দিল্লিতে দেখা গিয়েছিল, বেশ কয়েকটা খুন আর চোরাচালানের ঘটনায় পালিয়ে যায় দুবাই-এ, এরপর আর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। দেখতে সুদর্শন এই লোকটা অনর্গল উর্দু, হিন্দি, আরবী, বাংলা বলতে পারে। এই লোক এখানে কী করছে বুঝতে না পারলেও ল্যাবের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নিজের মিশনটার কথা ভাবল অর্জুন, তার মিশনটার লক্ষ্য খুব ছোট, বেঈমান

BanglaBook.org

ডঃ রামকৃষ্ণকে ধরে নিয়ে আসা, জীবিত অথবা মৃত। যে মানুষটা দেশের গুরুত্বপূর্ন তথ্য চুরি করে পালাতে পারে, তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তবে এর সাথে নিজের বসের সংশ্লিষ্টতাও চোখে পড়ছে। তা না হলে তাকে বিপথে চালানোর চেষ্টা করতেন না বস। ইয়াকুব আলী না থাকলে এতোক্ষনে হয়তো পাহাড়ের কোন খাদে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো। এই মিশনে আরেকটা উদ্দেশ্য যোগ হলো মাত্র, রঘুপতি।

রঘুর হাতে পিস্তল, তবে সেটা যেদিকে তাক করা আছে তা দেখে প্রায় আঁতকে উঠল অর্জুন। ও কী মানুষ! বিশালকায় একটা দেহ, কোন স্বাভাবিক মানুষ এতো বিশাল হতে পারে না, সারা শরীরে কিলবিল করছে অসংখ্য মাংসপেশি, মুখটা অন্যদিকে ঘোরান বলে দেখা যাচ্ছে না, তবে দৃশ্যটা সুখকর হবে বলে মনে হচ্ছে না। ইকবালকে যতোটা সম্ভব নীচু হয়ে হাঁটার ইশারা দিল, নিজেও নীচু হয়ে নিল। ঐদিকেই ল্যাবের গেট, বিশালকায় মানুষটার জন্য সামনে এগুতে পারছে না রঘু। পিস্তল তাক করে আছে কিন্তু গুলি করছে না। কারনটা বুঝতে সময় লাগলো না, ল্যাবের গেট থেকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান দিয়ে গুলি ছুঁড়ছে কেউ। বিশালকায় দানবটার গায়ে লাগলেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না অর্জুন।

ডঃ রামকৃষ্ণকে খোঁজার জন্য কেন তাকে পাঠানো হয়েছে এবার বুঝতে পারল। এই দানব সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন ডঃ রামকৃষ্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে এই দানব হবে প্রলয়ংকরি, বিধ্বংসী, কোন কিছুই দাঁড়াতে পারবে না এর সামনে। পৃথিবী জয় করা হবে সময়ের ব্যাপার মাত্র। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এই দানব বানিয়েছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, এর সাথে কোন না কোনভাবে রঘুপতি যাদব জড়িত।

ল্যাবের গেটের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে দানবটা, অল্প অল্প করে এগুচ্ছে অর্জুন, একসময় চোখের আড়াল হয়ে গেল। রঘুপতি উঠে দাঁড়িয়েছে, পিস্তল তাক করে আছে এখনো সামনের দিকে। কিছু টের পাবার আগেই দৌড়ে গিয়ে ওর মাথায় পিস্তল ধরল অর্জুন, ইকবালকে ইশারা করল হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্য।

আচমকা আক্রমনে দারুন ধাক্কা খেয়েছে রঘুপতি যাদব ওরফে সাইদ পারভেজ।

"ল্যাবে নিয়ে চল," অর্জুন বলল, হিন্দিতে। "তোর পিঠে পিস্তল ঠেকানো আছে, একটু নড়লেই মরবি।"

রঘুর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল অর্জুন, হাঁটছে ওরা তিনজন। ল্যাবের গেট খুব কাছেই। রঘুকে দেখে গেটটা খুলছে অল্প অল্প করে। গেটের দুপাশে অস্ত্রধারী দাঁড়িয়ে আছে। হাতের ইশারায় ওদের অস্ত্র ফেলে দিতে বলল রঘু, ইতস্তত করে অস্ত্র ফেলে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। কিছুটা বিস্মিত। অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করল

BanglaBook.org

ইকবাল, একে-৪৭ থেকে শুরু করে আধুনিক সব পিস্তল, একে-৪৭ গুলো কাঁধে ঝোলাল, পিস্তলগুলো গুঁজল কোমরে। ওকে দেখে মুহূর্তের জন্য ইংরেজি সিনেমার অ্যাকশন হিরোর কথা মনে পড়ল অর্জুনের।

গেট দিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল ওরা ভিতরে। গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে ল্যাবের লোকজন ঘিরে রেখেছে, ওদের হাতে অস্ত্র না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না একটু সুযোগ পেলেই ধরে ফেলবে অর্জুন আর ইকবালকে। সাবধানতার জন্য রঘু ওরফে সাইদ পারভেজের মাথার খুলিতে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে অর্জুন, অন্য পাশ দিয়ে ইকবালও ধরে রেখেছে একইভাবে। একটু এদিক-সেদিক হলেই ট্রিগারে চাপ পড়বে। ভয়ে লোকগুলো কাছে আসছে না আবার দূরেও সরে যাচ্ছে না।

জায়গাটা লম্বা একটা করিডোর। খালি একটা রুমে যাওয়া দরকার। তার আগে ডঃ রামকৃষ্ণকে খুঁজে বের করা দরকার।

"ডঃ রামকৃষ্ণ কোথায়?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"আমি জানি না," উত্তর দিল রঘু।

পেট বরাবর একটা ঘুষি বসাল অর্জুন, লাল হয়ে গেছে রঘুর চেহারা।

"তোর রুম কোনদিকে?"

"ডানে।"

ওকে ঠেলে করিডোরে ডান দিকে ঘুরাল অর্জুন। পেছন পেছন আসছে ল্যাবের লোকগুলো। খুব সাবধানতার সাথে এগুতে হচ্ছে। ওদের উপর থেকে চোখ সরানো যাচ্ছে না। যে কোন সময় উলটাপালটা কিছু একটা করে বসতে পারে।

ইকবালকে ইশারায় রঘুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিল, নিজে পিস্তল তাক করে আছে পেছনের লোকগুলোর দিকে। দূরে করিডোরের অন্য প্রান্তে সাদা এপ্রোন পড়া কাউকে দেখতে পেল অর্জুন। ডঃ রামকৃষ্ণের যে বর্ননা শুনেছে বা ছবি দেখেছে তার সাথে মেলে না। তবে মনে হচ্ছে ইনি ল্যাবে কাজ করেন। আরো ভালো করে দেখা দরকার ছিল, কিন্তু তার আগেই লোকটা একটা রুমে ঢুকে গেল।

দরজার সামনে সিকিউরিটি সিস্টেমের কাজ সেরে একটা রুমে ঢুকে পড়েছে ইকবাল, রঘুকে নিয়ে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অর্জুন, সামনে অনেকগুলো লোক, অন্তত দশ-বারোজন হবে। এই লোকগুলোর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে যে কোন সময় আক্রমন করে বসতে পারে।

রঘুর রুমের প্রাশের রুমের দরজায় টোকা দিল অর্জুন, দরজাটা খোলা। ইশারায় এক এক করে সবাইকে রুমের ভেতরে ঢুকতে বলল অর্জুন। দুই হাত উপরে তুলে সবাই ঢুকে পড়েছে রুমটায়। জোর টান দিতেই লক হয়ে গেল দরজাটা, এরপর একমাত্র অথরাইজড ব্যক্তিই খুলতে পারবে দরজাটা, সিকিউরিটি

BanglaBook.org

সিস্টেমে পাসওয়ার্ড দিয়ে।

রঘুকে যে রুমে নিয়ে ঢুকেছে ইকবাল সে রুমে ঢুকল অর্জুন, এরমধ্যে একটা চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে লোকটাকে। হাসছে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে।

"হাসছ কেন?" ইকবালকে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"পনেরো লাখ পেয়ে গেছি ওস্তাদ," ইকবাল বলল।

"কোথায়?"

"ঐ ওয়ার্ড্রোব," হাত ইশারায় দেখাল ইকবাল।

রুমের অপরপ্রান্তে কাপড় রাখার একটা ছোট ওয়ার্ড্রোব, নীচে ছোটখাট একটা ট্রাভেল ব্যাগ, ব্যাগভর্তি টাকা দূর থেকেই দেখতে পেল অর্জুন।

"তোমার সমস্যা তাহলে মিটে গেল," হাসল অর্জুন।

"জ্বি, টাকা আরো কিছু বেশি আছে,"ইকবাল বলল।

"আমাদের কাজ এখনো শেষ হয় নি," অর্জুন বলল, "এসো আমার সাথে।"

দৌড়ে গিয়ে ট্রাভেল ব্যাগটার চেইন লাগিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ইকবাল। রুমের দরজা লক করে নি, দুজন বেরিয়ে এলো রুম থেকে। কোনদিকে যেতে হবে বুঝতে পারছে না।

করিডোরের বাতি নিভে গেল হঠাৎ করে। ল্যাবের গেটে ভারি কিছু একটা আছড়ে পড়েছে। পুরো ল্যাব কেঁপে উঠল যেন।

বৃদ্ধ বিজ্ঞানী দাঁড়িয়েছেন কোনমতে, নিজের পায়ের উপর ভর করে। তাকে একপাশ দিয়ে ধরে আছে সাকিব, অন্যপাশে অয়ন।

"আমরা উপরে যাবো। নিয়ে চলুন?" শাহরিয়ার সুলতান বলল।

বৃদ্ধ যেন তার কথা শুনতে পায় নি, তাকিয়ে আছে হাট করে খোলা তার ইনভেনটরি লকারের দিকে। পুরোটাই খালি।

লিফটের দিকে এগুচ্ছেন এখন, তাকে সাহায্য করছে অয়ন আর সাকিব। পিস্তল হাতে নিয়ে হাঁটছে শাহরিয়ার সুলতান। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে পেছন দিকে, দেখে নিচ্ছে কোথাও কোন অসঙ্গতি আছে কি না।

লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে সিকিউরিটি সিস্টেম পাসওয়ার্ড দিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, লিফটের দরজা খুলে গেল। সবাই ঢুকে পড়ল ভেতরে। শুধুমাত্র দুটো ফ্লোরে চলাফেরার জন্য ব্যবহার করা হয় লিফটটা, উপরে উঠে লিফটের দরজা খোলা মাত্রই অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু। বাইরে দিন হলেও এখানে সুর্য্যের কোন আলো ঢোকে না, কাজেই চারপাশে ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না অয়নের। ডঃ

BanglaBook.org

রামকৃষ্ণকে ধরে আছে শক্ত করে, এই ল্যাব তিনি ভালো চেনেন, যে কোন সময় উলটাপালটা কিছু করে বসতে পারেন।

তবে অবাক হলো অয়ন কারো কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে। পুরো ল্যাব নীরব। অথচ উপরে আরো লোকজনের থাকার কথা। শাহরিয়ার সুলতান একটু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, পিস্তল হাতে তৈরি। কাউকে দেখতে না পেয়ে রীতিমতো হকচকিয়ে গেছে। হঠাৎ কেঁপে উঠল ল্যাব, ভারি কিছু একটা ধাক্কা খেয়েছে যেন ল্যাবের কোথাও। কী হতে পারে অনুমান করতে পারছে শাহরিয়ার সুলতান, পল! তার বন্ধু।

সামনে কারো পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে শাহরিয়ার সুলতান, কেউ আসছে। তৈরি সে।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অর্জুন, চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, করিডরের শেষ মাথায়, এরমধ্যে একজন পিস্তল উঁচিয়ে আছে। বাকি দুজন ধরে রেখেছে একজন বৃদ্ধকে। চেহারা পরিষ্কার বোঝা না গেলেই এই মানুষটার খোঁজেই যে তার এতোদূর আসা তাতে সন্দেহ নেই কোন। বাকি তিনজনের মোটিভ বোঝা যাচ্ছে না, এরা কারা? কী কাজে এখানে এসেছে?

ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে অর্জুন, পেছনে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ইকবাল, অন্ধকার হলেও হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে না। বাইরে গেটের উপর একের পর এক আঘাত হানছে দানবটা। কতোক্ষন টিকে থাকবে ঐ গেট বলা কঠিন।

পিস্তলটা হাত থেকে নামিয়ে মেঝের উপর রাখল অর্জুন, দু'হাত উপরে তুলে ধরেছে। সামনে দাঁড়ানো পিস্তলধারী লোকটার দিকে তাকাল।

"আমরা শুধু ডঃ রামকৃষ্ণকে চাই," উঁচু গলায় বলল অর্জুন। "আপনাদের ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই।"

কথাগুলো শুনেছে কি না বুঝতে পারল না অর্জুন, কোন সাড়াশব্দ আসছে না ওদের তরফ থেকে।

"আমি আবারও বলছি," অর্জুন বলল, "ডঃ রামকৃষ্ণকে ছেড়ে দিন। আমরা ওকে নিয়ে চলে যাবো।"

সাকিব আর অয়ন কী করবে বুঝতে পারছে না, শাহরিয়ার সুলতানও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। ডঃ রামকৃষ্ণ তাদের হাতে যতোক্ষন আছে ল্যাবের কেউ সম্ভবত আক্রমন করবে না। কাজেই আপাতত এই ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়।

উবু হয়ে মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল অর্জুন। ওপাশ থেকে আশা করেছিল বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করা হবে, কিন্তু যেভাবে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো।

ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না অর্জুন, এরা ল্যাবের নিয়মিত লোকজন নয়,

BanglaBook.org

বাইরে থেকে এসেছে, সম্ভবত তার মতোই।

"আমি আইনপ্রয়োগকারি সংস্থার লোক," মিথ্যে করে বলল অর্জুন, "এই ল্যাবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

উত্তর এলো না, করিডরের পাশে বড় একটা দরজা চোখে পড়ছিল এতোক্ষন, খুলে গেল। সাদা এপ্রোন পড়া একজনকে দেখা গেল। এই লোকটাকে এর আগে দেখেছিল অর্জুন।

"আপনারা সবাই এখানে চলে আসুন," লোকটা বলল সবার উদ্দেশ্যে।

দ্বিধান্বিত অর্জুন সামনে এগুলো, পেছনে ইকবাল।

ওরা চারজনও দ্বিধান্বিত, কী করবে বুঝতে পারছে না।

"দেরি করার মতো সময় হাতে নেই," লোকটা আবার বলল।

তবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ওরা। অয়ন ডঃ লুতফরকে দেখেছে কিভাবে বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর উপর আক্রমন করেছিল, ওর কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না সে, মাথা নেড়ে শাহরিয়ার সুলতানকে বারন করল।

অর্জুন চলে এসেছে দরজার সামনে, লোকটার পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। শাহরিয়ার সুলতান তাকাল অয়নের দিকে, হাতের অস্ত্রটা দেখাল, কেউ উল্টাপাল্টা কিছু করতে গেলে গুলি করবে।

এছাড়া এপ্রোন পড়া লোকটা নিরস্ত্র, কাজেই ভয়ের কিছু নেই।

সাকিব আর অয়নের কাঁধে ভর দিয়ে এগুচ্ছেন ডঃ রামকৃষ্ণ, তাকে খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সবাই, ঢুকবে কি না নিশ্চিত নয়। পরপর তিনটে গুলির শব্দে কেঁপে উঠল করিডর। ডঃ লুতফর গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তার কাঁধে লেগেছে গুলি। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই। আহত ডঃ লুতফরকে টেনে ভেতরে ঢোকাল শাহরিয়ার সুলতান, দরজা বন্ধ করে দিল সাথে সাথে।

একটানা গুলির শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। অর্জুন দরজার সামনে দাঁড়াল, দরজাটা বুলেট প্রুফ, দরজার মাঝখানে ছোট চারকোনা কাঁচ লাগানো, সেখান দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে করিডরটা। রঘু ওরফে সাইদ পারভেজ বেরিয়ে এসেছে রুম থেকে। হাতে একটা একে-৪৭, চেয়ারে শক্ত করে বেঁধে এসেছিল ইকবাল, কিভাবে সেই বাঁধন খুলে বেরিয়ে এসেছে সেটা একটা রহস্য। রঘুর পেছনে ছোটখাট একজনকে দেখতে পেল অর্জুন, এই লোকটাই হয়তো লুকিয়ে ছিল কোথাও, সুযোগ বুঝে ছাড়িয়ে এনেছে তার বসকে।

ডঃ লুতফরকে একটা টেবিলে শোয়ান হয়েছে, শাহরিয়ার সুলতান রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছে, অন্য পাশে ডঃ রামকৃষ্ণকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অল্প বয়েসী ছেলে দুটো। ওদেরকে হুমকি মনে করার কোন কারন খুঁজে পেল না অর্জুন। রুমটা বেশ বড়, মাঝখানে একটা মোমবাতি জ্বলছে, তার আলোয় দেয়ালের

BanglaBook.org

একপাশ জুড়ে অনেকগুলো মনিটর, ড্যাশবোর্ড দেখা যাচ্ছে। ডঃ লুতফর ফিসফিস করে শাহরিয়ার সুলতানকে কিছু একটা বলল। শাহরিয়ার সুলতান দৌড়ে গিয়ে ড্যাশবোর্ডে একটা সুইচে চাপ দিল। বিদ্যুৎ চলে এসেছে। এতোক্ষন ইচ্ছাকৃতভাবে ল্যাবের বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ রেখেছিলেন ডঃ লুতফর।

পুরো রুম আলোয় আলোকিত এখন। সবাই সবাইকে দেখে নিচ্ছে। দেরি না করে ডঃ রামকৃষ্ণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অর্জুন।

"ডঃ রামকৃষ্ণ," মৃদু স্বরে বলল অর্জুন, "আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।"

চোখ খুলে তাকালেন ডঃ রামকৃষ্ণ, তাকে বেশ দূর্বল দেখাচ্ছে।

"তবে আপনাকে চিনি একজন বেঈমান হিসেবে, জাতীয় বেঈমান," ঘৃনাভরে কথাগুলো বলল অর্জুন। "আপনি জানেন, এখানে যে দানব তৈরি করেছেন তার ব্যবহার হবে কাদের বিরুদ্ধে? আমাদের বিরুদ্ধে। নিজ দেশের সাথে এতো বড় বেঈমানি কিভাবে করলেন?"

"আমি তো দেশেই থাকতে চেয়েছিলাম," অস্ফুট স্বরে বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "তোমরাই আমাকে থাকতে দিলে না।"

"হুহ," রাগ হচ্ছিল অর্জুনের, "আমি আপনাকে দেশে নিয়ে যাবো, সেখানে আপনার বিচার হবে।"

কেঁদে ফেললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, শিশুর মতো। "আমি তো ক্রিমিনাল নই, আমি বিজ্ঞানী।"

"আপনি বিজ্ঞানী ছিলেন, এখন একজন ক্রিমিনাল," অর্জুন বলল।

বাকি সবাই তাকিয়ে দেখছিল তাদের কথোপকথন।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে হাত মেলাল অয়ন আর সাকিবের সাথে। পরিচিত হয়ে নিলো, তারপর এগুলো শাহরিয়ার সুলতানের দিকে।

"আপনার চেহারা আমার খুব পরিচিত," অর্জুন বলল, সত্যি সত্যি কোথাও দেখেছে বলে মনে হচ্ছে তার।

"আমি শাহরিয়ার সুলতান," উত্তর এলো, ডঃ লুতফরের ক্ষতস্থানে এরমধ্যে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ফেলেছে।

"আপনি আর ওরা এখানে কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"সে অনেক বড় কাহিনি, পরে একসময় বলবো," শাহরিয়ার সুলতান বলল।

দরজার বাইরে রীতিমতো গুলির বন্যা বয়ে যাচ্ছে, দরজাটা আর কতোক্ষন টিকবে বোঝা যাচ্ছে না। সামনের মনিটরগুলো সব সচল এখন, করিডরে লাগানো সিসি ক্যামেরায় সাইদ পারভেজকে দেখা যাচ্ছে। তার পাশে আরও দু একজন যোগ হয়েছে, এরা সবাই সম্ভবত লুকিয়ে ছিল, অর্জুন আর ইকবালের চোখ এড়িয়ে গেছে।

BanglaBook.org

যে কোন মুহূর্তে দরজাটা ভেঙে পড়বে। সাইদ পারভেজ কাউকে ছেড়ে দেবে না, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। দরজার সামনে দাঁড়াল অর্জুন, পিস্তল তাক করে আছে, ইশারায় ইকবাল আর শাহরিয়ার সুলতানকে যোগ দিতে বলল। ওদের পাশে যোগ দিয়েছে অয়ন আর সাকিবও।

ডঃ রামকৃষ্ণ চুপচাপ বসে আছেন চেয়ারে, তাকে মনে হচ্ছিল সব কিছু হারিয়ে ফেলেছেন হঠাত করেই। ডঃ লুতফরের দিকে তাকালেন, এই মুহূর্তে কিছুটা সুস্থ দেখাচ্ছিল।

"আমার লকারের জিনিসগুলো রেখে যান, ডঃ লুতফর," নরম গলায় বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "ওগুলো মানুষের ভালো করবে না।"

"কিন্তু..." কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন ডঃ লুতফর, তাকে থামিয়ে দিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "আমি জানি ওর প্রতিক্রিয়া কেমন, নিজেকে প্রচন্ড শক্তিশালী মনে হয়, মনে হয় পৃথিবীর কেউ আপনাকে থামাতে পারবে না। কিন্তু তারপর প্রচন্ড হতাশায় ছেয়ে যায় মান, কারন নিজেকে তখন আর মানুষ মনে হয় না। আমরা বুড়ো হবো, শরীর দূর্বল হয়ে আসবে তারপর একসময় মরে মিশে যাবো মাটির সাথে, নতুন প্রজন্ম দখল করবে পৃথিবী। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলে ধ্বংস অনিবার্য্য।"

সামনে সারি করে দাঁড়ানো পাঁচজনকে হাত দিয়ে দেখালেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "যতোটুকু বেঁচে থাকা দরকার ছিল, বেঁচেছি। এবার ওদের পালা।"

বাইরে গোলাগুলির শব্দ, সেই সাথে একের পর এক আঘাত আসছে ল্যাবের গেটে, পায়ের নীচে পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠছে যেন বারবার, মনে হচ্ছে যে কোন সময় ধ্বসে পড়বে পুরো ল্যাবটাই।

"আপনি কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না," ডঃ লুতফর বললেন।

"আমার লকারের জিনিসপত্রগুলো কোথায়?"

"আমি জানি না।"

চেয়ার থেকে বেশ কষ্টসৃষ্টে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ রামকৃষ্ণ, ডঃ লুতফরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, "বাদ দিন, ডঃ লুতফর, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন আপনি।"

"আমি জানি না," বলে চেঁচিয়ে উঠলেন ডঃ লুতফর।

সবাই ঘুরে তাকাল।

BanglaBook.org

রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছিল সাইদ পারভেজের। সামান্য একটা ছেলে দিল্লি থেকে এসে তার সমস্ত প্ল্যান ভন্ডুল করে দিয়েছে। ওকে আর ওর সঙ্গীদের এখান থেকে বেঁচে ফিরতে দেয়া যাবে না। নিজের তৈরি খাঁচায় আটকে

গেছে যেন সে। এই দরজাগুলো বিশেষভাবে বানানো, সামান্য এসব গোলাগুলিতে কিছু হবে না। লোকজনও তেমন নেই সাথে, বেশিরভাগ লোক আটকে আছে ডঃ রামকৃষ্ণের রুমে, সেই দরজার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব কঠিন, খুলতে পারবে একমাত্র ডঃ রামকৃষ্ণ, তিনি যেহেতু সাথে নেই তার মানে ঐ লোকগুলো তার কোন কাজে আসবে না এখন।

ল্যাবের নীচ তলায় কিছু ভারী বিস্ফোরক রাখা আছে, প্রয়োজনে সেগুলো এনে কনফারেন্স রুমের দরজা ভাঙতে হবে, সবগুলোকে একসাথে পাওয়া যাবে তাহলে। ওদের প্রত্যেককে দানবগুলোর খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে শাস্তি দেবে বলে ঠিক করল সাইদ পারভেজ।

সাথে আছে মাত্র তিনজন, দরজায় ইচ্ছেমতো গুলি করার আদেশ দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল সাইদ পারভেজ। দুই বিজ্ঞানীর বাইরে একমাত্র তারই প্রবেশাধিকার আছে নীচের ল্যাবে। বিশেষ পাসওয়ার্ড আর রেটিনা স্ক্যানের পর দরজা খুলল লিফটের, দ্রুতগতিতে নেমে এলো নীচে।

পৃথিবীর কোথাও এতো আধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ল্যাব নেই, এ কথাটা জোর গলায় বলতে পারবে সাইদ পারভেজ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে গেছে এসব যন্ত্রপাতি জোগাড় করতে গিয়ে, খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা, এই মুহূর্তে সব এলোমেলো হয়ে আছে, মনে হচ্ছে একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন ল্যাবে। দাঁতে দাঁত চাপল সাইদ পারভেজ, বাইরে থেকে সামান্য কয়েকজন এসে তার এতো আয়োজন নষ্ট করে দিতে পারে না।

ডঃ রামকৃষ্ণ আর ডঃ লুতফরের মতো তার নিজস্ব একটা লকার আছে, বিশেষ পাসওয়ার্ড দিয়ে লকার খুলল সাইদ পারভেজ। কনফারেন্স রুমের দরজা ভাঙ্গার জন্য যে পরিমান বিস্ফোরক দরকার তারচেয়ে বেশিই আছে এখানে। লকারের শেষ প্রান্তে কালো একটা বাক্সে চোখ আটকে গেল। এটাই শেষ অস্ত্র, যদি সব কিছু হাতের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে এটা অ্যাক্টিভেট করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, দুজন মানুষ জানে কিভাবে অ্যাক্টিভেট করতে হবে এই বিশেষ অস্ত্র।

খুট করে একটা শব্দে পেছনে ঘুরে তাকাল সাইদ পারভেজ, এই ল্যাবে আরো কারো থাকার কথা নয়, বাকি দুই দানব ছাড়া। ওদের কী অবস্থা কোন ধারনাই নেই তার, ওরাও কি পালিয়েছে? পালালো কিভাবে?

খাঁচাগুলো একটু সামনে, সামান্য বাঁক নিয়ে যেতে হয়। দৃশ্যটা দেখে খুব একটা অবাক হলো না সাইদ পারভেজ, একটা খাঁচা ফাঁকা, বাকি দুটোতে এখনও দেখা যাচ্ছে দুজনকে। এদের একজনের নাম নুমং প্রু মারমা, স্থানীয় খবরের কাগজে নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল, ছেলেটার বাগদত্তা জেনেছিল নুমং প্রু মারমা পালিয়ে

BanglaBook.org

চলে গেছে বার্মায়, অভিমানে আত্মহত্যা করেছিল শিং নু প্রু, পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে, দ্বিতীয় জন অরবিন্দ মেহতা, সুদর্শন, স্মার্ট তরুন, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, হার্টথ্রব। দুজনের একজনের মধ্যেও পুরানো কিছুর লেশমাত্র নেই, ওদের মস্তিষ্কে এখন শুধু আদিম প্রতিক্রিয়া, জিঘাংসা। ওরা এখন মানুষ নয়, স্রেফ দানব। কিলিং মেশিন।

তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা, গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। তীব্র চোখে দেখছে তাকে, এখানে নষ্ট করার মতো সময় নেই। আগে উপরের ঝামেলা মেটাতে হবে। বসদের সন্তুষ্ট করার মতো দুটো প্রাণী এখনো তার হাতের মুঠোয়, শ্বেতাঙ্গ পল অ্যাডামসকে কব্জা করতে না পারলে প্রয়োজনে মেরে ফেলতে হবে, যদিও মেরে ফেলাটা খুব সহজ কোন কাজ হবে না।

খাঁচার সামনে থেকে সরে লকারের দিকে এগুল সাইদ পারভেজ। পেছনে বিকট শব্দে ফিরে তাকাল। যা দেখল তাতে জমে গেল মুহূর্তেই। খাঁচা ভেঙে গেছে, বেরিয়ে এসেছে দানব দুটো।

ধীর পায়ে এগুচ্ছে তার দিকে, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো। যেন ঠিক করে নিচ্ছে কে আক্রমণ করবে। দৃশ্যটা দেখে কিছুটা অবাক হলো সাইদ পারভেজ, ওরা এখন বোধবুদ্ধিহীন পশু, নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তার ধারনা ভুল করে দিয়ে ধীর পায়ে এগুচ্ছে ওরা, হাতে পিস্তল ছিল, পুরো ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল সাইদ পারভেজ, কোন কাজ হলো না। ওরা এগুচ্ছে, এক পা এক পা করে পিছাচ্ছে সাইদ পারভেজ।

ওদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছে না, কী চায় ওরা?

লিফটের দরজায় পিঠ ঠেকে গেল। উপরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তাড়াহুড়া করে সিকিউরিটি সিস্টেমে নিজের গোপন পাসওয়ার্ড বসাল সাইদ পারভেজ, দরজা খুলছে। দানবগুলো এখনো হাঁটছে ধীরে। দরজা বন্ধ হলেই মুক্তি, সাথে অল্প পরিমান বিস্ফোরক নিয়ে আসতে পেরেছে, তা দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে দরজায় মাঝখানে ভারি একটা হাত লক্ষ্য করল সাইদ পারভেজ। হাতটা ওদের একজনের।

বাইরে প্রচন্ড শব্দ হলো হঠাৎ করেই। দিনের আলোয় ভরে গেছে করিডর। মনিটরের দিকে তাকাল সবাই, একযোগে। গেট ভেঙে ভ্যাবে ঢুকে গেছে দানবটা।

সাইদ পারভেজ নেই, বাকি যে কয়েকজন আছে তারা এখন কনফারেন্স রুমের দরজার বদলে গুলি করছে দানবটার শরীরে, দৌড়ে একজনকে ধরে ফেলল দানবটা, পাশের দেয়ালে আছড়ে মেরে ফেলল মুহূর্তেই, দৃশ্যটা ভয়ানক, মনিটর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে সাকিব, তার হাতে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিয়েছে শাহরিয়ার

BanglaBook.org

সুলতান। পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল সাকিব রুমের এককোনায়। এই জিনিস তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অয়ন সাকিবের দিকে তাকাল, ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। যে কোন সময় কনফারেন্স রুমের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়বে দানবটা, একে একে পিষে মারবে সবাইকে, কিছু করার নেই। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত অয়ন, তবে হার মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

মনিটরে নীচের ল্যাবে যাওয়ার লিফট দেখা যায়, একটু আগে সাইদ পারভেজকে লিফট দিয়ে নীচে নেমে যেতে দেখেছে ওরা। লিফটটা উপরে উঠে এসেছে। সাইদ পারভেজকে বের হতে দেখা গেল, তার পেছন পেছন দেখা গেল খাঁচায় বন্দি বাকি দুই দানবকেও।

করিডরে থাকা লোকগুলোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে প্রথম জন। সাইদ পারভেজকে দেখে দৌড়ে গেল।

ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সাইদ পারভেজ। কাঁপছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তিন দানব, রাগে ফুঁসছে। একে অন্যের সাথে চোখের ইশারায় কথা বলছে।

"আমার স্বপ্ন ছিল ঋভু তৈরি করবো, যা হবে দেবতার প্রতিচ্ছবি, কিন্তু আমরা দানব তৈরি করেছি, যা কারো কোন কাজে আসবে না," ডঃ রামকৃষ্ণ বললেন, মনিটরের দিকে তাকিয়ে। "পৃথিবীর কাছে আমরা চিহ্নিত হবো কালপ্রিট, ক্রিমিনাল হিসেবে।"

"কিছু একটা করুন, ডঃ রামকৃষ্ণ," শাহরিয়ার সুলতান বলল, "এদের মধ্যে দুজন আমার বন্ধু।"

"আপনার বন্ধু ছিল হয়তো একসময়, এখন ওরা অমানুষ," ডঃ রামকৃষ্ণ, "এই প্রজেক্ট আমার। এর দায়দায়িত্বও আমার। আমার কারনে নিরীহ লোকজন মারা যাবে তা হতে পারে না।"

"আপনি কী করতে চাচ্ছেন?"

"একটা উপায় আছে," বললেন ডঃ রামকৃষ্ণ, রহস্যময় হাসি হাসলেন। সাদা এপ্রোনের ভেতরের পকেট থেকে কালো একটা যন্ত্র বের করে আনলেন, রিমোট কন্ট্রোল আকৃতির।

মনিটরে তখন বীভৎস কিছু দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। সাইদ পারভেজকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে তিন দানব, চারপাশে শুধু রক্ত আর রক্ত।

ওদের চোখ এখন কনফারেন্স রুমের দরজার দিকে। দরজার উপর তিনজনের মিলিত আঘাতে কেঁপে উঠলো পুরো ল্যাব।

বিড়বিড় করে প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন ডঃ রামকৃষ্ণ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

শুধুই ঘন অন্ধকার, এরমধ্যে চারপায়ে হেঁটে চলেছে পাঁচজন মানুষ, কতোক্ষন ধরে এভাবে চলছে জানে না তারা। হাতে-পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে দীর্ঘক্ষন একইভাবে থাকার কারনে। সামান্য একটু আলোয় খোঁজে আছে সবাই। সেই আলোয় তারা খুঁজে পাবে বাচাঁর পথ।

সবার শেষে যাচ্ছে অয়ন, তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, যে কোন সময় মুখ থুবড়ে পড়বে শক্ত মেঝেতে। সামনে সাকিব, তারপর ইকবাল, অর্জুন, সবার সামনে শাহরিয়ার সুলতান, ভারি নিঃশ্বাস আর চলাফেরার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

মনে হচ্ছে এই পথ কখনো ফুরাবে না, শাহরিয়ার সুলতান মাঝে মাঝে থামছে, বিশ্রাম দিচ্ছে সবাইকে। তার হাতে টর্চের আলো দূর্বল হয়ে পড়েছে, ঘন অন্ধকার ভেদ করে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে আশা করার মতো কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ঠিক এক মিনিট সময় ছিল ওদের হাতে, ঠিক কাটায় কাটায় ষাট সেকেন্ড!

"আমার সময় শেষ, যে গবেষনা করতে চেয়েছিলাম তাতে আমি সফল," মলিন হেসে বলেছিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "এই ল্যাবের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি ল্যাবটা ধ্বংস করে দেবো।"

"আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন," অর্জুন বলেছিল।

"আমার হাতে এই যে কন্ট্রোলারটা দেখছ, তাতে এই ল্যাব ধ্বংসের বীজ অ্যাক্টিভেট করা হয়ে গেছে, তোমাদের হাতে আছে আর এক মিনিট," ডঃ রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, দরজার উপর তখন আক্রমন চালাচ্ছে তিন দানব, যে কোন সময় ভেঙে ঢুকে পড়বে।

"আপনি আমাদের মেরে ফেলবেন, নিজের হাতে!" রাগে ক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠেছিল শাহরিয়ার সুলতান।

"নো, মাই বয়," হেসে উত্তর দিয়েছিলেন ডঃ রামকৃষ্ণ, "ঐ কোনায় ছোট একটা দরজা আছে, ওটা খুলে ভেতরে চলে যাও। লম্বা একটা টানেল পাবে, টানেলের শেষ হয়েছে যেখানে সেখানে কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।"

সবাই তাকাল কনফারেন্স রুমের কোনার দিকে, ছোট একটা দরজা সত্যি দেখা যাচ্ছে, তবে সেখানে ঢুকতে হলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে, সাকিব দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

"আপনি যাবেন না?" জিজ্ঞেস করেছিল অর্জুন।

BanglaBook.org

"আমি বেঈমান হয়ে মরতে চাই না, তোমরা যাও, ডঃ লুতফরকে সাথে নিয়ে যাও।"

"আমি যাবো না," ডঃ লুতফর বলেছিলেন, "আমাকে নিয়ে ওরা যেতে পারবে না। আমি এখানেই থাকবো।"

"এখানে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই, ডঃ লুতফর।"

"আপনার সাথে আমি অন্যায় করেছি, ডঃ রামকৃষ্ণ," ভারি গলায় বলেছিলেন ডঃ লুতফর, "আমাকে থাকতে দিন আপনার সাথে, প্লিজ।"

"অনেক সময় নষ্ট হলো, তোমাদের হাতে আছে মাত্র কুড়ি সেকেন্ড," ডঃ রামকৃষ্ণ বলেছিলেন।

তারপর আর সময় নষ্ট করে নি ওরা, এক এক করে ঢুকে গেছে ছোট দরজাটা দিয়ে, ঢুকতেই বোঝা গেল মেঝেটা ঢালু, আর পিচ্ছিল, নীচের দিকে পড়তে থাকল ওরা। ঘড়ির দিকে তাকায় নি, তবে অয়ন নিশ্চিত ঠিক কুড়ি সেকেন্ড পরেই হয়েছিল বিস্ফোরনটা, পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। জ্ঞান হারিয়েছিল অয়ন কিছুক্ষনের জন্য।

তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়েই শুরু হয়েছে অন্ধকার টানেলের মধ্য দিয়ে চার হাত-পায়ে হেঁটে চলা।

"সবাই সাবধান," হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল শাহরিয়ার সুলতান।

সামনে কী হয়েছে দেখতে পাচ্ছে না অয়ন, তবে মনে হচ্ছে আবার ঢালু কোথাও এসে পড়েছে ওরা। বুঝতে পারছে হঠাৎ করেই নব্বই ডিগ্রি কোনে বাঁক খেয়েছে টানেলটা। নিজেকে সামলান কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, চারপাশে দু'হাত দিয়ে আটকাতে চেষ্টা করল নিজেকে। পারল না। পতন শুরু হয়েছে।

আরেকটু হলেই সাকিবের উপর পড়তে যাচ্ছিল অয়ন। প্রায় কুড়ি ফুট উপর থেকে পানির উপর পড়েছে, তলিয়ে গিয়ে কোনমতে মাথা ভাসাল। সাকিবকে পেল পাশে। বোকার মতো তাকিয়ে আছে উপরের দিকে। বেঁচে আছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যেন।

এটা সেই ছড়া যেখানে কিছুদিন আগে গোসল করেছিল সাকিব, উপর থেকে ছোটখাট একটা ঝর্না নেমে এসেছে, ঝর্নার আড়ালেই আছে টানেলের মুখ। যেখান দিয়ে নীচে পড়েছে ওরা একটু আগে, খুব খেয়াল করে না তাকালে কেউ বুঝতেও পারবে না। সাকিবকে জড়িয়ে ধরল অয়ন, এ যাত্রায় প্রানে বেঁচে যাবে বলে আশা করে নি সে।

একটু দূরে পানিতে দাড়িঁয়ে আছে অর্জুন, তার সাথে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ইকবাল, কাঁধে ঝোলান ট্রাভেল ব্যাগটা দু'হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে আছে, তবে এরমধ্যেই ব্যাগটা যথেষ্ট পরিমান ভিজে গেছে। শাহরিয়ার সুলতান ছড়া থেকে উঠে পড়েছে। হাসছে সবার দিকে তাকিয়ে।

BanglaBook.org

শাহরিয়ার সুলতান ছয় মাসের উপর ক্যাম্প করে আছে এখানে, জায়গাটার উপর কেমন মায়া পড়ে গেছে তার। বিকেলে সবাই বিশ্রাম নিয়েছে তাঁবুতে, রাতে বিশেষ খাবারের আয়োজন করেছে শাহরিয়ার সুলতান।

বসে গল্প করছে অয়ন, সাকিব আর অর্জুন, একপাশে বসে আছে ইকবাল, মাঝখানে আগুন ধরানো হয়েছে, আগুন থেকে একটু দূরে রেখেছে ট্রাভেল ব্যাগটা।

"মিঃ অর্জুন, আপনার মিশন কমপ্লিট হয়েছে আশা করি?" হেসে জিজ্ঞেস করল শাহরিয়ার সুলতান।

"মিশন কমপ্লিট, এছাড়া একজনের কাছে কিছু টাকা দেনা ছিল, সেটাও শোধ হয়ে গেছে," বলল অর্জুন, তাকাল ইকবালের দিকে।

"এখন কি?"

"দেশে ফিরবো, আর কী?"

"তোমরা?" এবার অয়ন আর সাকিবকে প্রশ্ন করল শাহরিয়ার সুলতান।

"ঢাকায় ফিরবো, তবে একা না," অয়ন বলল।

"কাকে নিয়ে?"

"আপনাকে নিয়ে," অয়ন বলল, "এখানে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই আপনার।"

"পল আর অরবিন্দকে খুব মিস করবো," শাহরিয়ার সুলতান বলল। "কাল সকালেই রওনা দিচ্ছি আমরা তাহলে।"

আরো অনেকক্ষন গল্প করল ওরা। অনেক রাতে ঘুমাতে এলো সাকিব আর অয়ন, রেখে যাওয়া ব্যাগটা যেখানে ছিল সেখানেই খুঁজে পেল। ব্যাগ খুলে টাকা আর তিনটা ডিভাইসও পাওয়া গেল।

"এগুলো দিয়ে কী করবো?" জিজ্ঞেস করল সাকিব।

"টাকাগুলো কোন এতিমখানায় দিয়ে দেবো," অয়ন বলল।

"আর এগুলো?" ডিভাইসগুলো দেখিয়ে বলল সাকিব।

ডিভাইসগুলো হাতে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে এলো অয়ন, পেছনে সাকিবও এলো।

আগুন জ্বালানো হয়েছিল সন্ধ্যায়, এখনো পুরোপুরি নিভে নি। আগুনের মাঝে এক এক করে ডিভাইসগুলো ফেলে দিল অয়ন।

রাত অনেক হয়েছে, সকালে রওনা দিতে হবে। তাঁবুতে ফিরে এলো ওরা, অনেকদিন পর ভালো একটা ঘুম হবে।

BanglaBook.org

বোর্ডিং পাস হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি, এখন আর চিন্তার কিছু নেই। দিল্লি থেকে মুম্বাই, মুম্বাই থেকে কলকাতা হয়ে আবারো মুম্বাইয়ে ফিরেছেন তিনি। বসে আছেন এয়ারপোর্টে, এতো ঝামেলা করার একটাই কারন, তাকে যেন সহজে খুঁজে না পায় কেউ। মনে হচ্ছে সফল হয়েছেন তিনি।

যাবতীয় কাজ শেষ, এখন শুধু বোর্ডিং এর অপেক্ষা, যে কোন সময় মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে। যে পরিমান টাকা আছে তাতে বাকি জীবনটা আরামেই কাটবে, দুবাইয়ে খুব বেশিদিন থাকার পরিকল্পনা নেই তার, ছেলেকে এরমধ্যেই বলা হয়েছে, টাকা সুইজারল্যান্ড অথবা কানাডায় ট্রান্সফার করার জন্য। হাতে একটা রগরগে ইংরেজি থ্রিলার উপন্যাস নিয়ে বসে আছেন, এক পাতাও পড়েন নি, বলা যায় বইটাকে ব্যবহার করছেন মুখ ঢাকার জন্য, বলা যায় না, পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে।

বোর্ডিং এর জন্য মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো। ট্রলিতে ব্যাগ উঠানোই ছিল, বইটা একহাতে নিয়ে অন্যহাতে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে বোর্ডিং এরিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তবে শেষ মুহূর্তে ঢুকতে পারলেন না বোর্ডিং এরিয়ায়। তার সামনে একজন ভদ্রলোক দাঁড়ানো, এই লোককে এখানে দেখতে পাবেন আশা করেন নি।

"বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি?" হেসে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

"এই মানে, ছেলের সাথে অনেকদিন দেখা হয় না, তাই..."

"ওকে দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, দেশের মানুষ দেশে থাকাই ভালো।"

"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না?"

"মিঃ সিং," গম্ভীর বলায় বললেন রাজেন্দ্র কুমার, "আপনার থাকার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করেছি আমরা। দিল্লি জেলখানায়।"

মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র কুমারের দিকে তাকালেন তিনি। সাধারন টি-শার্ট আর প্যান্ট পড়ে এসেছে লোকটা। দেখতে ভালোই দেখাচ্ছে, বয়স অনেক কমে গেছে যেন।

দুবাইয়ের বদলে তাকে যেতে হবে দিল্লি জেলখানায়। ভেবেছিলেন ছেলের কোন সমস্যা হবে না তিনি ধরা পড়লেও, তবে সে ধারনা ভুল প্রমানিত হতে যাচ্ছে শিগগিরি। তাকে খুব বেশি চিন্তিত মনে হলো না। "আম্ব্রেলা করপোরেশন" নিশ্চয়ই তার জন্য কিছু না কিছু করবে।

এয়ারপোর্ট থেকে বের হতেই "আম্ব্রেলা করপোরেশন"-এর বিশেষ উপহার চলে এলো তার কাছে। পরপর দুটি বুলেটের আঘাতে কেঁপে উঠলো তার শরীর। কোন গন্তব্যেই পৌঁছান হলো না তার।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৩৮

দেশের কোন সংবাদ মাধ্যমে সীমান্ত সংলগ্ন পাহাড়ে বিস্ফোরন বা এ জাতীয় কোন সংবাদ আসে নি। তবে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার একটা দল হেলিকপ্টারে করে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। বিস্ফোরনের শব্দ অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল, স্থানীয় জনগোষ্ঠির মানুষজনের ধারনা ভৌতিক কোন কারনে বিস্ফোরন ঘটেছে। তবে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন যা দেখেছে তা বর্তমানে ক্লাসিফায়েড তথ্য।

সেখানে পাহাড়ে গুহার আড়ালে যে আধুনিক ল্যাব ছিল তা গনমাধ্যমে প্রচারযোগ্য নয়, এছাড়া ছড়ানো ছিটানো অনেক মৃতদেহ চোখে পড়েছে, বিস্ফোরনে মানবদেহের ক্ষতি হতে পারে, তবে তা এতোটা বীভৎস হতে পারে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ পাওয়া গেছে, এছাড়া দেশি-বিদেশি প্রচুর টাকাও পাওয়া গেছে, যা আগুনে পুড়ে যাওয়ার দরুন অচল।

ব্যাপারটা এখানে সীমাবদ্ধ হলেও কথা ছিল না, ইয়াকুব আলীর চিন্তা অন্য জায়গায়। সে আরো বিশেষ কিছু খুঁজছিল, এই ল্যাবে যে বিষয়ে গবেষনা করা হয়েছিল তার কোন আলামত হাতে আসে নি। তবে শেষ পর্যন্ত ল্যাবটা ধ্বংস হয়েছে এতেই নিজের লক্ষ্য পূরন হয়েছে বলে মনে করে সে। অনেক পুরানো এক বন্ধুকে সাহায্য করতে পেরে ভালো লাগছে। দিল্লি থেকে ফোন করেছিল, কোন একসময় একসাথে ট্রেনিং করার সুযোগ হয়েছিল। সে মানুষটা আজ সেদেশের আর্মি ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রধান, নিজে এতোদূর উঠতে পারে নি বলে আফসোস নেই ইয়াকুব আলীর। ভবিষ্যতে স্পর্শকাতর যেকোন ইস্যুতে মানুষটা তাকে সাহায্য করবে এই বিশ্বাস আছে।

ঢাকায় নিজের অফিসে বসে ফাইলগুলো দেখছিল ইয়াকুব আলী, নিজের বিচিত্র কার্যপদ্ধতি নিয়ে বিচলিত নয় সে, পুরো দেশে তার নিজস্ব নেটওয়ার্ক সক্রিয়, তথ্য তা যে ধরনের হোক না কেন, তার কাছে আসবেই। তাকে চারমুখো সাপ বললেও কম হয়ে যায়, তথ্য লেনদেন করতেই তার আনন্দ। তবে শেষ পর্যন্ত দেশের স্বার্থ নষ্ট হয় এমন কোন কাজ করে নি সে, করবেও না। ফাইলগুলোকে ক্লাসিফায়েড মার্ক করে বিশেষ স্টোরেজে পাঠিয়ে দিয়েছে, এই তথ্যগুলো আর আলোর মুখ দেখবে না কোনদিন।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পরিশিষ্ট

চুপচাপ শুয়ে আছে সে। অন্ধকারে। একটু দূরে সঙ্গী দুজনের মৃতদেহ পড়ে আছে, সারা পৃথিবীর কাছে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে চায় নি, তাই কষ্ট হলেও সঙ্গীদের মৃতদেহ সাথে করে নিয়ে এসেছে।

জায়গাটা অন্ধকার, নিরাপদ। গত দু'দিন হলো আশপাশে কোন মানুষের সাড়া শব্দ মেলে নি। আপাতত এই জায়গাটাই তার ঠিকানা, অন্তত যতোদিন সে সুস্থ না হয়। শরীর প্রায় পুরোটা ঝলসে গেছে, মুখ নাড়াতেও কষ্ট হচ্ছে তার।

যে তিনজনকে শাস্তি দেয়া দরকার ছিল তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি পেয়ে গেছে। তবে এতে তার মনের ক্ষোভ মেটে নি, বরং বেড়ে গেছে আরো। মাথার ভেতর নানা রকম আলোড়ন হচ্ছে, সব কিছু ভেঙে গুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছেয় হাতের মুঠো শক্ত হয়ে যাচ্ছে একটু পরপর, তবে এখনই সময় হয় নি। বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ধারনাও করতে পারেন নি তিনি কী ধরনের মহাবিপদ তৈরি করে রেখে গেছেন, স্মৃতিশক্তি মুছে ফেলতে পারলেও বাকি অনেক ক্ষেত্রে সে এখন সাধারন মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে, এরমধ্যে একটি হচ্ছে তার শারীরিক শক্তি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বুদ্ধি।

এই দুইয়ের সমন্বয়ে আগামী দিনের মানুষের জন্য ত্রাস হয়ে উঠতে যাচ্ছে সে। বৃদ্ধ বিজ্ঞানী তাকে রুদ্র বলে ডাকতো, সংস্কৃত ভাষা আর উপমহাদেশিয় সংস্কৃতি সম্পর্তে ধারনা ছিল তার, রুদ্র মানে হচ্ছে প্রলয়ংকরি, প্রচন্ড, উগ্র, রুক্ষ। রুদ্র বলে যেহেতু নামকরন হয়েছিল তার, এবার সে সত্যিকার রুদ্রমূর্তি ধারন করবে। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে না। কেউ না।

সমাপ্ত